TAPAS MALA.

OR

LIVES OF MAHOMEDAN

SAINTS.

COMPILED FROM TEJKARATULOULIA

A PERSIAN WORK.

FIRST PART.

TRANSLATED INTO BENGALI.

তাপস মালা।

অর্থাৎ মুসলমান তপস্বীদিগের জীবন বৃত্তান্ত।

প্রথম ভাগ।

পারস্য পুস্তক তেজকরতোল্ আওলিয়া হইতে সঙ্কলিত

CALCUTTA:

PRINTED AT THE INDIAN MIRROR PRESS,

6, COLLEGE SQUARE.

1880.

নিবেদন।

শরহোল্ কল্‌ব, কশফোল্ আস্রার, মা[illegible] ও অর্‌রব এই তিন গ্রন্থে বাহুল্যরূপে মুসলমান মহর্ষিদিগের জীবন চরিত বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের সার সঙ্কলনে তেজকরতোল্‌আওলিয়া (ঋষিদিগের প্রসঙ্গ) নামক পারস্য গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। আমি তেজকরতোল আও-লিয়া অবলম্বন করিয়াই তাপসমালা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা অনু-বাদ মাত্র,কিন্তু সমুদায় অবিকল অনুবাদ নহে। অনেক স্থানে ভাষা প্রণালীর অনুরোধে ও অন্য অন্য কারণে ভাবমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কোন কোন অংশ অনাবশ্যক বোধে একেবারে পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

হিন্দু খ্রীষ্টান ইহুদি প্রভৃতির ন্যায় মুসলমানেরা ও তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সাধু মহাজনদিগের বাহ্যিক অপ্রাকৃতিক অদ্ভুত ক্রিয়ায় একান্ত বিশ্বাসী। সকল দেশের অবৈজ্ঞানিক প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যেই এই সকল বিষয়ে কুসংস্কার অধিক প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। অমুক ঋষি তপস্যা-বলে মৃত্তিকাকে স্বর্ণ করিলেন, অমুকে আকাশে উড়িলেন, পদব্রজে নদী পার হইলেন, ইত্যাদি ইন্দ্রজাল ও অলৌকিক ক্রিয়ার কথা প্রাচীন গ্রন্থকার-গণ অনেক তপস্বিসম্বন্ধে বাহুল্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়-মের বিরুদ্ধ মহর্ষিদিগের অদ্ভুত কার্য্য সকলের সত্যাসত্যতার বিচার করিতে চাহি না। এই পুস্তকে সেই সকল কথার উল্লেখ করিতে ও প্রবৃত্তি নাই। বিশেষতঃ মূল গ্রন্থে যে সকল অপ্রাকৃতিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রায়ই জনশ্রুতি মূলক,তাহা সত্য বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। সত্য হইলেও তাহা প্রচার দ্বারা জগতের উপকার হইবে না। অনেক ঋষি ও সেই সকল অদ্ভুত কার্য্যকে বহুমূল্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যথা তাপস আবু হোসেনআলি বলিয়াছেন "ঈশ্বর যাঁহাকে ইন্দ্রিয় সংযমনে সক্ষম করিয়াছেন, তিনি আকাশবিহারী ও জলচারী লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" মহর্ষি বায়েজিদ একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন— "তুমি জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পার?" "কাষ্ঠখণ্ড জলের

উপর দিয়া চলিয়া যায়।" "আকাশে উড়িতে পারে?" "পক্ষী উড়ে।" "এক রাত্রির মধ্যে মক্কায় যাইতে পার?" "ইহা জাদুকর দিগের কথা।" "যাহা-হউক সেই সকল বাহ্যিক অনৈসর্গিক ঘটনার অনেক স্থানে রূপকভাবে আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা স্বর্গীয়, তাহাই অলৌকিক। মুসলমান ঋষিদিগের অলৌকিকতা প্রচুব ছিল। সেই অলৌকিকতার জন্য তাঁহারা জগৎ পুজ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের তপোনিষ্ঠা ত্যাগ স্বীকার বৈরাগ্য ভক্তি প্রেম মত্ততা ও আধ্যাত্মিককতা অসামান্য ও অলৌকিক ছিল। সেই সকল পরম ভক্ত বৈরাগী পুরুষ মুসলমান সম্প্রদায়ের রত্ন এবং সমুদায় লোকের ভক্তিভাজন। ইহাঁদের পবিত্র জীবনের আলোচনায় মহাপুণ্য। আমি তৎপাঠে বিশেষরূপে উপকৃত ও তাঁহাদের জীবনের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছি। তাঁহারা যে সকল সত্যরত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য পৃথিবী চিরকাল তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। উক্ত মহর্ষিদিগের জীবনালেখ্য বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইলে তাঁহাদের স্বর্গীয় চরিত্রের আলোক এদেশীয় লোকের চরিত্রে সংক্রামিত হইয়া ঈশ্বরভক্তি ও সাধুভক্তির কুসুম প্রস্ফুটিত করিবে এবং মুসলমান জাতিসম্বন্ধে বদ্ধমূল কুসংস্কার লোকের অন্তর হইতে দূর করিবে এই উদ্দেশে আমি তাহা ভাষান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি একজন নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সকল দেশের সকল সম্প্রদায়েব সাধুভক্তদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ও তাঁহাদের নিকটে অবনত মস্তকে সত্য শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। আমি সেই উদার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মুসলমান মহর্ষিদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি, এবং সমাদরে তাঁহাদিগকে বন্ধুগণের নিকটে উপস্থিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। তাঁহারা আমাদের পরম বন্ধু ও পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহাদের প্রচারিত সত্য আমাদিগের অতি আদরের সামগ্রী গ্রন্থোল্লিখিত মহর্ষিগণ কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে পশ্চিম এসিয়ার অন্তর্গত আরব তুরুষ্ক পারস্য প্রভৃতি প্রদেশে জীবনেব প্রভা বিকীর্ণ করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এইক্ষণ ও তাঁহাদের গৌরবে একেশ্বর বাদী অপৌত্তলিক মুসলমানগণ গৌরবান্বিত ও সকল দেশের বিশ্বাসী মুসলমানদিগের মুখোজ্জ্বল রহিয়াছে। আমরা (ব্রাহ্মগণ) মুসলমান জাতির

স্বর্গ নরক ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের মতগত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে যেরূপ ঐক্য হইতে পারি অন্য কোন জাতির সঙ্গে সেরূপ নয়। কেননা মুসলমানগণ অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক, কোনরূপ পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদ ইত্যাদির সংস্রব রাখেনা। সুতরাং মুসলমান ভক্ত সাধুদিগের চরিত্রের সঙ্গে আমাদের জীবনের ঘনিষ্ট যোগ স্থাপিত হইতে কোন অন্তরায় নাই।

তেজকরতোল্ আওলিয়ায় ছিয়ান্নব্বই জন তাপসের জীবনের প্রসঙ্গ আছে। তাহার কতকগুলি সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ও কতকগুলি বিস্তৃত। সমুদায় গুলি এক খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা হইয়া উঠিল না। অগত্যা খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আপাততঃ চৌদ্দ জন তাপসের জীবনযোগে তাপস মালার প্রথম ভাগ প্রকাশ করা গেল। অর্থস্বচ্ছলতা হইলে দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

গ্রন্থানুবাদকস্য।



সূচীপত্র।

অশুদ্ধ শোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
জপের নাম পর জপ	জপের পর নাম জপ	১২	১৫

তাপসমালা



তাপস জাফর সাদেক।

তাপস জাফর সাদেক মহাপুরুষ মহম্মদের দৌহিত্র ছিলেন। "তেজ্‌করতোল্‌ আওলিয়ার" (তাপস প্রসঙ্গের) লিখক তাঁহার সম্বন্ধে অনেক উচ্চ উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন সাদেক সাধুমণ্ডলীর অগ্রণী ছিলেন, সকল লোকই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল। তিনি ধর্ম্ম পথের প্রকৃত নেতা ছিলেন, একেশ্বরবাদীদিগের গুরু, মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং ঈশ্বরানুরক্ত জনগণের অগ্রগামী ও প্রেমিক, বৈরাগী তপস্বীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি তত্ত্বশাস্ত্র রচনায়, শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যানে এবং কোরাণের গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন।

তৎকালীন মন্‌সুর নামক এক ব্যক্তি আরব দেশের খলিফা (সমাজপতি) ছিলেন। সাদেকের অতুল প্রতিপত্তি দেখিয়া তৎপ্রতি তাঁহার ঈর্ষা হয়। এক দিন তিনি স্বীয় মন্ত্রীকে আদেশ করেন যে "যাও সাদেককে ধরিয়া লইয়া আইস, আমি তাহাকে বধ করিব।" ইহা শুনিয়া মন্ত্রী চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "একি যে ব্যক্তি এক প্রান্তে বাস করেন ও নির্জনতা আশ্রয় করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত আছেন, সংসার হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন তাঁহার প্রতি এই আদেশ!" খলিফা এ কথায় বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন "একান্তই তাহাকে আনিতে হইবে।" মন্ত্রী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, ফল দর্শিল না। অতঃপর অগত্যা তিনি সাদেককে ডাকিতে গেলেন। খলিফা ভৃত্যাদিগকে বলিলেন যে "যখন সাদেক উপস্থিত হইবে ও আমি মস্তক মুকুটশূন্য করিব, তখন তোমরা সাদেকের শিরশ্ছেদন করিও।" কিয়ৎক্ষণানন্তর আহ্বানানুসারে সাদেক আগমন করিলেন, তখন মন্‌সুর গাত্রোত্থান করিয়া বিনীত ভাবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন ও

তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উচ্চাসনে বসাইলেন, এবং বিনম্র ভাবে সম্মুখে উপবেশন করিলেন। ইহা দেখিয়া ভৃত্যগণ বিস্মিত হইল। তখন মন্‌সুর সাদেককে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল তোমার প্রার্থনীয় কি?" সাদেক বলিলেন "প্রার্থয়িতব্য এই যে আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইও না।" মুন্‌সুর এই কথায় সম্মত হইয়া সসম্মানে তাঁহাকে বিদায় করিলেন, সাদেককে বিদায় করিয়াই মন্‌সুরের কম্প উপস্থিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কেহ বলেন তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত সংজ্ঞা-শূন্য ছিলেন, কেহ বলেন সেই মূর্চ্ছা বশতঃ তাঁহার ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা বিলুপ্ত হয়। সংজ্ঞা লাভ করিলে মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন "এরূপ হইবার কারণ কি?" মন্‌সুর বলিলেন "যখন সাদেক দ্বারদেশ দিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলাম তাঁহার সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর সর্প, সে যেন ফণা বিস্তার করিয়া এই কথা বলিতেছে, যদি তুমি সাদেককে পীড়া দান কর আমি তোমাকে গ্রাস করিব। সেই অজগরের ভয়ে কি বলিব ভুলিয়া গেলাম, তাহার নিকটে ক্ষমা চাহিলাম ও পরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।"

একদা তাপস দাউদতায়ী সাদেকের নিকটে আসিয়া বলিলেন "হে প্রেরিত পুরুষের সন্তান! আমার অন্তর মলিন হইয়াছে, আমাকে কিছু উপদেশ দান কর।" তিনি বলিলেন "তপস্বী দাউদ! তুমি বর্ত্তমান যুগের সংসারবিরাগী, আমার উপদেশদ্বারা তোমার কি প্রয়োজন?" দাউদ বলিলেন "হে প্রেরিত মহাপুরুষের বংশধর! সর্ব্বোপরি তোমার প্রাধান্য, উপদেশ দান তোমার পক্ষেই বিধেয়।" সাদেক বলিলেন "দাউদ! আমি শঙ্কিত আছি যে কেয়ামতে* আমার মাতামহ আমার প্রতি হস্তক্ষেপ

* মুসলমানদিগের পারলৌকিক মত এই যে, মৃত্যুর পর আত্মা কবরের ভিতরে দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এক সময় পৃথিবীর প্রলয় হইবে, তখন সমুদায় আত্মা ঊর্দ্ধে উত্থান করিয়া ঈশ্বরের নিকটে আগমন করিবে ও তাহাদের পাপ পুণ্যের বিচার হইবে। পুণ্যাত্মারা স্বর্গে পাপিগণ নরকে যাইবে, মহম্মদ বা অন্য কোন ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষ যাহাদিগকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিবেন, তাহারা ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা পাইবে। প্রলয়ান্তে আত্মার এই উত্থানকে কেয়ামত বলে।

করিয়া বলিবেন যে 'তুমি কি জন্য আমার আনুগত্য অস্বীকার করিয়াছ।' বংশানুসারে প্রকৃত উপদেশের কার্য্য হয় না, সদাচারে হইয়া থাকে।" দাউদ কাঁদিয়া বলিলেন "হে ঈশ্বর! ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের প্রকৃতির রস যাঁহার প্রকৃতির উপাদানে মিশ্রিত, যাঁহার চরিত্র ধর্ম্মনেতার চরিত্রে সঙ্গঠিত, যাঁহার মাতামহ প্রেরিত মহাপুরুষ, জননী পরমধার্ম্মিকা, তিনিই যখন আপন চরিত্র বিষয়ে এরূপ অপ্রতিভ, তখন দাউদ কে যে সে স্বীয় কার্য্যে গৌরব করিবে?"

এক দিন তিনি বন্ধুদিগকে বলিলেন "এস আমরা এরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ হই যে যে ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে বিচার দিবসে মুক্ত হইবে, সে পরমেশ্বরকে অপরের পাপ ক্ষমার জন্য অনুরোধ করিবে।" তাঁহারা বলিলেন "হে সাদেক! আমাদের তদ্রূপ অনুরোধে তোমার কি প্রয়োজন, তোমার মাতামহ সকল লোকের জন্য অনুরোধকারী।" সাদেক বলিলেন যে "আমি স্বীয় চরিত্রের জন্য বিচারের দিন মাতামহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লজ্জিত আছি।

একদা সাদেক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ বলিল "আপনি প্রেরিত পুরুষের বংশধর, এরূপ সুকোমল মূল্যবান্ বস্ত্র আপনার পরিধান করা শোভা পায় না।" সাদেক তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিয়া স্বীয় আস্তিনের নিম্নে আকর্ষণ করিলেন। নিম্নে অত্যন্ত স্থূল বস্ত্র ছিল, হস্তে কর্কশ বোধ হইল। তিনি বলিলেন "আমার এক বস্ত্র লোকের জন্য অপর বস্ত্র ঈশ্বরের জন্য।"

কেহ সাদেককে বলিলেন "তুমি বংশের নয়নজ্যোতিঃ, তাহাতে হয়তো তুমি বিশেষ গর্ব্বিত।" তিনি বলিলেন "আমি গর্ব্বিত নহি, কিন্তু আমার গৌরব আছে। যখন নিজের গুরুত্ব বিসর্জ্জন করি, তখন ঈশ্বরের গৌরব উপস্থিত হয়। নিজের গুরুত্বের গৌরব করা যায় না, কিন্তু তাঁহার গৌরবে গৌরব করিতে পারা যায়।"

এক ব্যক্তি টাকার থলে হারায়। সে সাদেককে আক্রমণ করিয়া বলে যে তুমি তাহা গ্রহণ করিয়াছ। সে তাঁহাকে চিনিত না। সাদেক জিজ্ঞাসা করিলেন "কত টাকা ছিল?" সে বলিল "সহস্র মুদ্রা।" সাদেক

তাহাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে গেলেন এবং সহস্র মুদ্রা তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তৎপর সে ব্যক্তি নিজের টাকা অন্য স্থানে প্রাপ্ত হয়, তখন সাদেকের মুদ্রা সাদেকের নিকটে উপস্থিত করিয়া বলিল "আমি ভুল করিয়াছি।" সাদেক বলিলেন "আমি যাহা দান করিয়াছি পুনর্গ্রহণ করিব না।" তিনি মহাতপস্বী জাফর সাদেক, তখন সে লোক ইহা জানিতে পাইয়া অতিশয় লজ্জিত হইল।

এক দিন সাদেক কোন রাস্তা দিয়া ঈশ্বরের নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। এক জন দুঃখীও ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিল। সাদেক বলিতেছিলেন "ঈশ্বর, পরিবার কাপড় নাই, ঈশ্বর, গাত্রাবরণ নাই।" ঈশ্বরানুগ্রহে অলৌকিক রূপে তৎক্ষণাৎ তিনি কয়েক খানি উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন ও তাহা পরিলেন। তখন সেই দুঃখী বলিল "ঈশ্বরের নাম উচ্চারণে আমি আপনার অংশী ছিলাম, এইক্ষণ আপনার পুরাতন বস্ত্র আমাকে প্রদান করুন।" এই কথা সাদেকের সন্তোষজনক হইল। তিনি তাহাকে নিজের পুরাতন বসন প্রদান করিলেন।

এক ব্যক্তি সাদেকের নিকটে আসিয়া বলিল "আমি ঈশ্বর দর্শন করিতে চাহি, তাঁহাকে আমার নিকটে উপস্থিত করুন।" সাদেক বলিলেন "তাহা কি তুমি শ্রবণ কর নাই যে মুসার প্রতি আদেশ হইয়াছিল "আমাকে দেখিতে পাইবে না।" সে বলিল "হাঁ সত্য; কিন্তু এই ধর্ম্মবিধান মহম্মদীয় ধর্ম্মবিধান, মুসার যুগ অতীত হইয়াছে।" তখন সাদেক অনুচরদিগকে বলিলেন "এই ব্যক্তিকে বাঁধ ও নদীতে নিক্ষেপ কর।" তদনুসারে তাহাকে বন্ধন করিয়া নদীজলে বিসর্জ্জন করিল, কিঞ্চিৎ নিমগ্ন হইলে পর উঠাইয়া লইল। তখন সে "হে প্রেরিত পুরুষের সন্তান" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সাদেক বলিলেন "পুনর্ব্বার জলে ডুবাইয়া দেও" তাহা করা হইল। এরূপ কয়েক বার ডুবাইতেছিল ও উঠাইতেছিল, এবং সে পুনঃ পুনঃ সাদেকের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিল। যখন অগাধ জলে পড়িয়া সম্পূর্ণ নিরাশ ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল, জল তাহাকে একেবারে গ্রাস করিতেছিল, তখন হে ঈশ্বর বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সাদেক বলিলেন

তাহাকে তুলিয়া লইয়া আইস। অনুচরবর্গ সাদেকের নিকটে সেই ব্যক্তিকে উপস্থিত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুস্থির হইলে সাদেক জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ঈশ্বরকে দেখিয়াছ?" সে বলিল, "যত ক্ষণ অপরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলাম, তত ক্ষণ আবরণ ছিল। কিন্তু যখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম ও আকুল হইয়া পড়িলাম, তখন হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইল, তাহা দ্বারা দৃষ্টি করিলাম, দর্শন করিতে পাইলাম, মনের অশান্তি বিদূরিত হইল।" সাদেক বলিলেন "যখন তুমি আমাকে আহ্বান করিতেছিলে তখন মিথ্যাবাদী ছিলে, এইক্ষণ যে দ্বার লাভ করিয়াছ তাহা সাবধানে রক্ষা কর।"

উক্তি।

যে পাপের আরম্ভে ভয়, পশ্চাৎ ক্ষমা-প্রার্থনা তাহা সাধককে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করে। যে তপস্যার আরম্ভে নিঃশঙ্কতা, পশ্চাৎ আত্মগৌরব সেই তপস্যা তপস্বীকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে।

অহঙ্কারী সাধককে সাধক বলা যায় না, সে অপরাধী। ক্ষমা প্রার্থনাশীল পাপী সাধকের মধ্যে গণ্য।

সহিষ্ণু ঋষি শ্রেষ্ঠ, না কৃতজ্ঞ ধনী? বলিলেন সহিষ্ণু ঋষি। যেহেতু ধনীদিগের হৃদয় মুদ্রাধারে বদ্ধ থাকে, ঋষির হৃদয় ঈশ্বরেতে।

অনুতাপ ব্যতীত যথার্থ সাধনা আরম্ভ হয় না, ঈশ্বর অনুতাপকে সাধনার পূর্ব্বাঙ্গ করিয়াছেন।

ঈশ্বর স্মরণের সময় অনুতাপের আলোচনা ঈশ্বর স্মরণকে বিলুপ্ত করে। প্রকৃত স্মরণ মনন এই।—ঈশ্বরের আবির্ভাবের মধ্যে সমুদায় পদার্থ ভুলিয়া যাওয়া, যেহেতু ঈশ্বর সাধকের সম্বন্ধে সকল বস্তুর স্থান অধিকার করেন।

ঈশ্বর বলেন আমি স্বীয় করুণায় যাহাকে ইচ্ছা বিশেষত্ব দান করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে হেতু, কারণ, জন্য, নাই।

যে ব্যক্তি জীবনের জন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেন তিনি ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারেন। যিনি ঈশ্বরের জন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেন, তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকেন।

অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে কৃষ্ণ প্রস্তরে ক্ষুদ্রতম পিপীলিকার ন্যায় গূঢ়রূপে ঈশ্বর মনুষ্যের মধ্যে স্থিতি করেন।

যখন আমার নামে মত্ততার লিপি অঙ্কিত হয়, তখন আমার মনে নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।

মনুষ্যের সৌভাগ্যের মধ্যে একটি সৌভাগ্য এই যদি তাহার শত্রু জ্ঞানী হয়।

চারি ব্যক্তির সহবাসে ক্ষান্ত থাকিবে, (১) মিথ্যাবাদী, তাহার সঙ্গ করিলে সর্ব্বদা প্রতারিত হইবে। (২) নির্ব্বোধ, সে যদ্যপি শুভ আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার কারণে তোমার অশুভ হইবে। (৩) কৃপণ, সে নিজের জন্য তোমার অধিকাংশ সময় অপচয় করিবে। (৪) দুর্দ্দয়, অভাবের সময় তোমাকে, বিনষ্ট করিবে।

তাপস আবিস্ করণী।

মহাপুরুষ মহম্মদের জীবদ্দশায় আবিস্ বর্ত্তমান ছিলেন। করণ দেশে তাঁহার নিবাস ছিল। তজ্জন্য তিনি আবিস্ করণী বলিয়া উক্ত হইতেন। হজরৎ মহম্মদের সঙ্গে তাঁহার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ছিল না, কিন্তু জীবনের যোগ প্রগাঢ় ছিল। অন্তশ্চক্ষু যোগে তিনি তাঁহাকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন, লোক সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতেন। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা বৃদ্ধা জননী অন্ধ ছিলেন। তিনি উষ্ট্র চারণ করিয়া জননীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। হজরৎ মহম্মদ তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতেন ও অনেক সময় ধর্ম্মবন্ধুদিগের নিকটে তাঁহার প্রসঙ্গ করিতেন। আবিসের বিশ্বাস ও বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্বীয় প্রচারবন্ধু ওমর ও আলিকে আদেশ করিয়াছিলেন যে "তোমরা এক সময় যাইয়া আবিসকে দর্শন করিবে ও আমার সেলাম বলিবে, তিনি যেন আমার সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা করেন।"

মহাপুরুষ মহম্মদের পরলোক যাত্রাকালে শিষ্যবর্গ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "আপনার পবিত্র বৈরাগ্য বস্ত্র কাহাকে প্রদান করিব?" তিনি তাহা ব্যবহারের জন্য আবিস্‌কে দান করিতে অনুমতি করেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর কুফানগরে ওমর ফারুক খোত্‌বা [স্তোত্র বিশেষ] পাঠকালে উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "তোমাদের মধ্যে করণের কেহ আছেন?" কয়েকজন বলিল"হাঁ! আমরা করণনিবাসী।" ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা আবিসের সংবাদ রাখ।" তাহারা বলিল"তাঁহাকে আমরা উন্মত্ত বৈ জানি না, তিনি লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যচারী হইয়াছেন।" ওমর বলিলেন "তিনি এইক্ষণ কোথায়?" বলিল "অরণার অরণ্যে উষ্ট্রচারণ করিয়া থাকেন, দিবাবসানে একবার মাত্র শুষ্ক রুটিকা ভক্ষণ করেন, লোকালয়ে আসেন না, কাহার সঙ্গ করেন না, লোকে যাহা ভক্ষণ করে তিনি তাহা ভক্ষণ করেন না, সুখ দুঃখ বোধ নাই, লোকে যখন হাস্য করে তিনি কাঁদেন, যখন তাহারা কাঁদে তিনি হাসেন"। ইহা শুনিয়া ওমর ওআলি আবিসের উদ্দেশ্যে সেই অরণ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে তাঁহারা নমাজে প্রবৃত্ত পাইলেন। লোকাগমন জানিতে পারিয়া তিনি নমাজ সংক্ষেপ করিলেন ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। ওমর প্রতিনমস্কার জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম কি?" তিনি বলিলেন "আবদুল্লা" (ব্রহ্মদাস)। ওমর বলিলেন"আমরা সকলেই ঈশ্বরের দাস। "আপনার প্রকৃত নাম জিজ্ঞাসা করিতেছি।" "বলিলেন "আবিস্।" ওমর বলিলেন "আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রদর্শন করুন।" তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত বলিয়া মহাত্মা মহম্মদ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ওমর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া হস্ত চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন "প্রেরিত মহাপুরুষ আপনাকে সেলাম জানাইয়াছেন ও স্বীয় বৈরাগ্য বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।" আবিস্ বলিলেন "আশীর্ব্বাদ করিতে আপনারাই অধিকারী, আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নহে।" ওমর বলিলেন "আমরা তাহা করিতেছি, কিন্তু আপনি প্রেরিত মহাপুরুষের অনুরোধ রক্ষা করুন।" আবিস্ বলিলেন "ওমর উত্তম

রূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, হয়তো প্রেরিত মহাপুরুষ যাঁহার কথা বলিয়াছেন আমি নহি, অন্য কেহ হইবেন।” ওমর বলিলেন “প্রেরিত পুরুষ আপনার অঙ্গে চিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আপনি সেই চিহ্নে চিহ্নিত দৃষ্টি করিতেছি।” আবিস্ বলিলেন “পূর্ব্বে উক্ত সন্ন্যাস বস্ত্র দান কর, তৎপর আশীর্ব্বাদ করিব।” ওমর তাহা দিলেন ও তিনি গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন “কিঞ্চিৎ প্রতীক্ষা কর।” এই বলিয়া তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভূমিতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন “ঈশ্বর! সমুদায় মহম্মদীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় আমাকে প্রদান না করিলে আমি এই মহাবস্ত্র পরিধান করিব না। প্রেরিত পুরুষ আলি ও ওমর স্ব স্ব কার্য্য করিয়াছেন, এইক্ষণ তোমার কার্য্য অবশিষ্ট আছে।” কথিত আছে “কয়েক জনকে দান করিব” তিনি এইরূপ দৈববাণী শুনিলেন। তাহাতে বলিলেন “না, সকলকে প্রদান করিতে হইবে।” পুনর্ব্বার দৈববাণী হইল যে “কয়েক সহস্র প্রদত্ত হইবে।” পুনর্ব্বার বলিলেন, “না, আমি সমুদায় সম্প্রদায়কে প্রার্থনা করি।” এইরূপ শুনিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন এমত সময়ে ওমর ও আলি নিকটে উপস্থিত হইলেন। আবিস্ তাঁহাদিগকে বলিলেন “কেন আসিয়াছ, আমি হজরত্ মহম্মদের পুণ্য বস্ত্র পরিধান করিব যদি তাঁহার মণ্ডলী আমার হয়।” ওমর দেখিলেন যে আবিস্ কম্বল পরিধান করিয়া আছেন, কিন্তু সেই কম্বলের মধ্যে সহস্র সহস্র ভুবনের ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে নিজের প্রতি ও স্বীয় সমাজপতিত্বের প্রতি বিরাগ জন্মিল। বলিলেন “এমন কে আছেন যিনি আমার এই মুসলমান সম্প্রদারের দলপতিত্ব এক খণ্ড রুটির বিনিময়ে ক্রয় করেন।” আবিস্ বলিলেন “যাহার বুদ্ধি নাই সে ক্রয় করিবে। কি বিক্রয় করিতেছ? পরিত্যাগ কর যাহার ইচ্ছা হয় সে গ্রহণ করিবে। বেচা কেনার কি প্রয়োজন?” অনন্তর আবিস্ উক্ত বস্ত্র পরিধান করিলেন ও বলিলেন “বয় ও মজর জাতির অজপুঞ্জের রোম সদৃশ মহম্মদীয় সম্প্রদায়স্থ লোকপুঞ্জ এই পুণ্য বস্ত্রের প্রসাদে আমার প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে।” তখন আলি মৌন ভাবে বসিয়াছিলেন। ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন “আবিস! আপনি যাইয়া প্রেরিত পুরুষকে কেন দর্শন করেন নাই?” আবিস্ জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা কি দর্শন করিয়াছ?” ওমর বলিলেন

"হাঁ।" আবিস্ বলিলেন "হয়তো তাঁহার গাত্রাবরণ মাত্র দর্শন করিয়াছ। আচ্ছা বল দেখি, তাঁহার ভ্রূ সংযুক্ত ছিল কি না?" আশ্চর্য্য যে কেহই এই কথার সদুত্তর দান করিতে পারিলেন না। পরে আবিস্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি হজরত মহম্মদের বন্ধু?" ওমর বলিলেন "হাঁ!" আবিস বলিলেন "যদি বন্ধু ছিলে তবে যে দিন শত্রু তাঁহার দন্ত ভগ্ন করিয়াছিল, তদনুযায়ী তোমরা কেন নিজের দন্ত ভগ্ন কর নাই? তাহা হইলে বন্ধুতার কার্য্য হইত।" তখন তিনি স্বীয় দন্ত প্রদর্শন করিলেন, সমুদয় ভগ্ন ছিল। তৎপর বলিলেন "আমি তাঁহাকে বাহ্যে দর্শন না করিয়াই স্বীয় দন্ত তাঁহার দন্তের অনুরূপ ভগ্ন করিয়াছি। এক একটী করিয়া ভাঙ্গিতেছিলাম, মন সুস্থির হইল না যে পর্য্যন্ত একটী একটী করিয়া সমুদায় ভগ্ন না করিলাম।" ইহা শুনিয়া ওমর ও আলি লজ্জিত হইলেন। তাঁহারা জানিলেন যে গুরুজনের প্রতি ঈশ্বর প্রেমিকের সম্মাননার ভাব অন্য প্রকার। পরস্পর বলিলেন "ইনি প্রেরিত পুরুষকে দর্শন করেন নাই, অথচ তাঁহার প্রতি ইহাঁর কেমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা! ইহাঁর নিকটে আমাদের নীতিশিক্ষা করা আবশ্যক।" অনন্তর ওমর বলিলেন "আবিস্, আমার জন্য প্রার্থনা করুন।" আবিস্ বলিলেন "বিশ্বাস অনুরাগ নাই, প্রার্থনা করিয়াছি, প্রত্যেক উপাসনায় হে ঈশ্বর! বিশ্বাসী নরনারীদিগকে ক্ষমা কর, এই কথা বলিয়া থাকি।" ওমর বলিলেন "আবিস্! আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন।" বলিলেন "ওমর! ঈশ্বরকে জানিয়াছ?" ওমর বলিলেন "হাঁ জানিয়াছি।" আবিস্ কহিলেন "তাহা হইলে অন্য কাহাকে না জানাতে ক্ষতি নাই।" ওমর বলিলেন "আরও বলুন।" বলিলেন! "ওমর ঈশ্বর তোমাকে জানেন?" ওমর বলিলেন "জানেন"। আবিস্ বলিলেন "তিনি ব্যতীত অন্য কেহ যদি তোমাকে না জানেন ক্ষতি নাই।" ওমর বলিলেন "স্থির হও, আমি তোমার জন্য কিছু আনয়ন করিতেছি।" আবিস্ পকেটে হস্তার্পণ করিয়া দুইটী পয়সা বাহির করিলেন, এবং বলিলেন "উষ্ট্রচারণ করিয়া ইহা উপার্জ্জন করিয়াছি, ইহা নিঃশেষিত হইলে অন্য কিছু গ্রহণ করিব।" পরে বলিলেন "অনেক ক্লেশ পাইয়াছ, এইক্ষণ প্রত্যাবর্ত্তন কর। কেয়ামত নিকটে, তখন সেখানে দর্শন হইবে, সেই দর্শনের আর বিরাম হইবে

না। এইক্ষণ আমি পরলোকের সম্বল সংগ্রহে নিযুক্ত।" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। ওমর ও আলি চলিয়া গেলে আবিস্ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া কুফাতে আসিলেন। তৎপর হরমের পুত্র হয়ান ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পায় নাই।

হয়ান বলিয়াছেন "যখন আবিসের প্রসঙ্গ শুনিলাম, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হইল, কুফাতে আসিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, অকস্মাৎ তাঁহাকে ফোরাত নদীতে হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও বস্ত্র ধৌত করিতে দেখিতে পাইলাম। যেরূপ লক্ষণ শুনিয়াছিলাম তদনুসারে তাঁহাকে চিনিলাম ও নমস্কার করিলাম। তিনি প্রতি নমস্কার করিয়া আমার প্রতি একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। চাহিলাম তাঁহার হস্ত স্পর্শ করি। তিনি হস্ত সঙ্কুচিত করিলেন। বলিলাম 'হে আবিস্! ঈশ্বর আপনাকে দয়া করুন্ ও ক্ষমা করুন্।' তখন আবিসের প্রতি হৃদয়ের একান্ত অনুরাগবশতঃ তাঁহার দীনাবস্থা দর্শনে আমি অত্যন্ত কাঁদিলাম, তাহা দেখিয়া আবিস্ও কাঁদিলেন ও বলিলেন 'হে হরমের পুত্র হয়ান! ঈশ্বর তোমাকে জীবন দান করুন, কিজন্য তুমি এখানে আসিলে কে তোমাকে আমার দিকে পথ প্রদর্শন করিল।' বলিলাম আপনি আমার নাম ও আমার পিতার নাম কেমন করিয়া জানিলেন এবং কেমন করিয়া আমাকে চিনিলেন, কখন তো আমাকে দেখেন নাই? বলিলেন 'যাঁহার জ্ঞানের অগোচর কিছুই নাই, তিনি আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমার আত্মা তোমার আত্মাকে চিনিয়াছে। বিশ্বাসীদিগের পরস্পরের আত্মায় আত্মায় যোগ আছে।' বলিলাম আপনি প্রেরিত মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ সমাচার আমাকে বলুন ও উপদেশ দান করুন। তিনি বলিলেন 'আমি তাঁহার সহবাস লাভ করি নাই, তাঁহাব সংবাদ অন্যের মুখে শুনিয়াছি। ইচ্ছা করি না যে আমি উপদেষ্টা বক্তা ও ব্যাখ্যাতা হই। আমার অন্য কার্য্য আছে, আমি এ বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারি না, বলিলাম কোরাণের একটি প্রবচন উচ্চাবণ করুন, আমি আপনার মুখে তাহা শ্রবণ করিব। বলিলেন, 'শয়তান হইতে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর। এই বলিয়াই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন 'ঈশ্বর এরূপ বলেন

আমি মনুষ্য ও দেবতাদিগকে শুদ্ধ আমার উপাসনা করিবার জন্য সৃজন করিয়াছি, আমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং তন্মধ্যেস্থ যাহা কিছু সত্যভাবে সৃজন করিয়াছি ক্রীড়ার ভাবে নয়। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে জ্ঞান রাখে না।" ইহা বলিয়া তিনি ঈশ্বর মহিমান্বিত কৃপালু ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া অকস্মাৎ এমত শব্দ করিয়া উঠিলেন যে মনে করিলাম বুঝি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সুস্থির হইয়া বলিলেন 'হয়ান! কিসে তোমাকে এখানে আনয়ন করিল।' আমি বলিলাম এজন্য আসিয়াছি যে আপনার সঙ্গে প্রণয় স্থাপন করিয়া সুখী হইব।' তিনি বলিলেন 'আমি কখন অবগত নই, যে জন ঈশ্বরকে জানিয়াছে সে তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহার সঙ্গে প্রণয় করিয়া সুখী হইতে পারে।' আমি বলিলাম যে আমাকে কিছু উপদেশ দিন। বলিলেন "যখন শয়ন করিবে মৃত্যুকে শিয়রে রাখিও, যখন উত্থান করিবে চক্ষুর সম্মুখে রাখিও। ক্ষুদ্র অপরাধেও ঈশ্বরের মহত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিও, মনে করিও তাঁহার সম্বন্ধে অপরাধী হইয়াছ, যদি পাপকে ক্ষুদ্র মনে কর তবে প্রভুকেও ক্ষুদ্র মনে করিলে।" জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় আমি অবস্থিতি করিব? বলিলেন 'শাম দেশে।' বলিলাম, সেখানে জীবিকা কি প্রকারে লাভ করিব? বলিলেন যে 'হৃদয়ে সন্দেহ প্রবল, সে উপদেশ গ্রহণে বিমুখ। তাহার জন্য দুঃখ হয়।' আমি বলিলাম আর একটী উপদেশ বলুন, বলিলেন হে হয়মের পুত্র! তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আদম, হাভা, নুহ, এব্রাহিম, মুসা, দাউদ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাপুরুষ মহম্মদ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমার ভ্রাতা ওমর মরিয়াছেন, ইহা বলিয়াই হায় ওমর! হা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলাম ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, ওমর মরেন নাই। বলিলেন 'সত্যই ঈশ্বর আমাকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।' পরে বলিলেন 'তুমি আমি সকলেই মৃত পুরুষদিগের দলভুক্ত।' অনন্তর প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন 'আমার এই উপদেশ যে ঈশ্বরের পুস্তক ও সাধুদিগের পথ অবলম্বন করিবে। এক মুহূর্ত্তও মৃত্যু স্মরণে বিরত থাকিবে না। যখন মণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে উপদেশ দিবে, ঈশ্ব-

রের কিঙ্করদিগকে উপদেশ দানে বিরত হইবে না। মণ্ডলীর যোগবন্ধন কর্ত্তন করিয়া এক পদও বহির্গত হইও না, তাহা হইলে অকস্মাৎ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া নরকে পতিত হইবে, জানিতেও পারিবে না।' পরে বলিলেন হে হরমের পুত্র! তুমি বিদায় হও, তুমি আর আমাকে দেখিবে না, আমিও তোমাকে দেখিব না। তুমি আমাকে প্রার্থনাযোগে স্মরণ করিবে, আমিও তোমাকে প্রার্থনায় স্মরণ করিব। তুমি এ দিক্ দিয়া যাও, আমি ওদিক দিয়া যাই।' ইচ্ছা ছিল যে দুই দণ্ড কাল তাঁহার সঙ্গ করি, তাহা তিনি দিলেন না, নিজে কাঁদিলেন ও আমাকে কাঁদাইলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলাম, তিনি অদৃশ্য হইলেন। তৎপর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।"

রবিয় বলিয়াছেন "একদা প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় আবিস্‌কে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি উপাসনা সমাপ্ত করিযাই নাম জপে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বিতীয় উপাসনা পর্য্যন্ত নাম জপ করিলেন, পরে দ্বিতীয় উপাসনা সমাপ্ত করিয়া তৃতীয় উপাসনা পর্য্যন্ত জপে নিযুক্ত রহিলেন। এইরূপে তিনি উপাসনার পর উপাসনা নাম জপের পর নাম ~~প্রক~~ জপ করিতে লাগিলেন, তিন দিন পর্য্যন্ত দিবা রজনী কিছুই খাইলেন না, শয়নও করিলেন না। চতুর্থ রজনীতে দেখি কিঞ্চিৎ নিদ্রিত হইয়াছেন, পরে হঠাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রার্থনা করিতে লাগিলেন 'ঈশ্বর! তন্দ্রাপূর্ণ নয়ন ও ক্ষুধাকাতর উদরের অত্যাচারে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।' তৎপর আমি চলিয়া আসিলাম। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তিনি কখন রাত্রিতে শয়ন করিতেন না। বলিতেন এই রজনী প্রণিপাতের, এই রজনী জানূপরি উপবেশন পূর্ব্বক উপাসনার, এই রজনী নাম জপের। এইরূপে এক এক রজনী এক এক ভাবে যাপন করিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আবিস্! আপনার এইক্ষণ কেমন অবস্থা?' তিনি বলিলেন 'প্রণামের অবস্থায় বলি সব্‌হানরব্বি (আমার পবিত্র ঈশ্বর) অল্ আলা (শ্রেষ্ঠ) এই বাক্য উচ্চারণ না করিতেই যেন প্রাতঃকাল হইয়া যায়। ইচ্ছা হয় স্বর্গলোকবাসীদিগের ন্যায় উপাসনা করি কিন্তু করিতে পারি না।

কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, উপাসনায় মগ্নতা কিরূপ?” বলিলেন ‘তখন বেত্রাঘাত করিলে আঘাত বোধ হইবে না। এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ‘তুমি কেমন আছ?’ বলিলেন ‘বল তাঁহার অবস্থা কেমন, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া জানিতে পারে না মৃত্যু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাকে অবকাশ দিবে কি না।’ সে বলিল “তুমিই বল কিরূপ অবস্থা?” বলিলেন ‘সে পাথেয়সম্বল বিহীন এবং তাহার পথ দীর্ঘ।’

একদা তিনি তিন দিন উপবাস ছিলেন। চতুর্থ দিবস বাহির হইলেন, পথে একটী মুদ্রা পতিত আছে দেখিতে পাইলেন। কেহ তাহা হারাইয়াছে ভাবিয়া গ্রহণ করিলেন না। শাকপত্র ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে তখন একটী কুকুর উষ্ণ রুটী মুখে করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাঁহার সম্মুখে তাহা রাখিয়া দেয়। আবিস্ উক্ত রুটী অন্য কাহারো ভাবিয়া গ্রহণে কুণ্ঠিত হন। পরে পশুটী তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করে, তিনি গ্রহণ করেন ও পশু চলিয়া যায়।

তাঁহার প্রতিবেশীরা বলিতেন যে আমরা তাঁহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া জানিতাম। উপবাস অন্তে তাঁহার পারণা করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। তিনি খোর্ম্মা ফলের বীজ আহরণ করিয়া বিক্রী করিতেন ও তদ্দ্বারা অন্ন ক্রয় করিয়া পারণা করিতেন। খোর্ম্মা পাইলে তাহা বিক্রয় করিয়া তন্মূল্য দান করিতেন। এক খানি ছিন্ন জীর্ণ বস্ত্র কুড়াইয়া পাইয়া শিলাই করিয়া লইয়াছিলেন, নিত্য উহাই পরিধান করিতেন। পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজের সময় আবাস হইতে বহির্গত হইতেন, নিশীথ উপাসনা অন্তে প্রত্যাগমন করিতেন। যেখানে থাকিতেন পাগল বলিয়া তথাকার বালকেরা তাঁহাকে পাথর ছুড়িয়া মারিত। তিনি বলিতেন “বালকগণ, রক্তপাত যেন না হয়, ছোট ছোট পাথর মারিও। রক্তপাত হইলে অজু অশুদ্ধ হইবে, নমাজের জন্য আমার ভাবনা, শরীরের জন্য চিন্তা করি না।”

আবিস্‌কে কেহ বলিয়া ছিল, অদূরে এক ব্যক্তি ত্রিশ বৎসর যাবৎ গোরস্থানে বসিয়া আছে, শববস্ত্র স্কন্ধে ধারণ করিয়া কাঁদিতেছে। তিনি বলিলেন “আমাকে তথায় লইয়া যাও, দেখিব।” সে তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলে,

দেখিলেন সে জীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়াছে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন হে! অমুক! শ্মশান ও শববস্ত্র তোমাকে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে, তুমি এই দুইয়েতেই লিপ্ত রহিয়াছ, এই দুইটি ঈশ্বরের পথে তোমার আবরণ হইয়াছে। সে ব্যক্তি তাঁহার জ্যোতিতে আত্ম বিপদ দর্শন করিল, তত্ত্ব প্রকাশিত হইল, আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সেই কবরের উপরেই প্রাণত্যাগ করিল।

শেষ জীবনে তিনি আলির নিকটে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়া ধর্ম্ম যুদ্ধে যাইয়া যুদ্ধ করেন, তাহাতে নিহত হন।

মুসলমানদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে তাহাদিগকে আবিসী বলে। তাহারা গুরুর আবশ্যক স্বীকার করে না। আবিস্ যদিচ হজরত মহম্মদকে দর্শন করেন নাই, কিন্তু তাঁহাতেই তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রেরিতত্ব তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিল।

উক্তি।

যদি তুমি বিশ্বাসশূন্য হইয়া স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সাধক লোকের উপাসনা প্রণালীর অনুরূপ উপাসনা কর ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিবেন না।

যে ব্যক্তি এই তিনটি বস্তুকে ভাল বাসে, নরক তাহার নিকটবর্ত্তী; সুখাদ্য ভক্ষণ করা, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করা, ধনী লোকের সহবাস করা।

যিনি ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াছেন তাঁহার নিকটে অপ্রকাশিত কিছুই নাই। ঈশ্বরকে ঈশ্বরের দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরযোগে ঈশ্বরকে জানেন যাহা জানিবার তিনি সমস্ত জানেন।

নির্জ্জনতাতে নিরাপদ্ যে জন একাকী সে নিঃসঙ্গ ও এক। যাহার মনে অন্যবিধ চিন্তার সঞ্চার হয় না, তাহারই নিরাপদ্ অবস্থা। বাহ্যে নির্জ্জন হওয়া প্রকৃত নির্জ্জনতা নহে। দ্বৈত অবস্থায়ই শয়তান প্রতারণা করে, হৃদয়কে হস্তগত রাখিও, তাহা হইলে তাহার মধ্যে কিছু প্রবেশ করিতে পথ পাইবে না।

উন্নতি অন্বেষণ করিয়াছি তাহা বিনয়ে লাভ করিয়াছি, পুরুষকার অন্বেষণ করিয়াছি সত্যেতে তাহা পাইয়াছি, গৌরব অন্বেষণ করিয়াছি

ঈশ্বরভয়ে তাহা পাইয়াছি, মহত্ব অন্বেষণ করিয়াছি ধৈর্য্যে তাহা লাভ করিয়াছি শান্তি অন্বেষণ করিয়াছি বৈরাগ্যে তাহা পাইয়াছি. সম্পদ্ অন্বেষণ করিয়াছি নির্ভরে তাহা লাভ করিয়াছি।

তাপস আবু মোর্ত্তাশ।

তাপস আবু মোর্ত্তাশ প্রেম বৈরাগ্যের জন্য অতি শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি অনেকবার একাকী দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। নেশাপুরে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি তাপস আবু ওস্মান ও জুনিদের সহবাসে ছিলেন, এবং তাপস আবু হেফ্জকে দর্শন করিয়াছিলেন। শোনজিরানামক স্থানে ইনি বহুকাল যাপন করেন, বগ্দাদে পরলোক প্রাপ্ত হন। তিনি বলিয়াছেন যে "ত্রয়োদশ বৎসর তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলাম, পরে অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলাম যে সেই তীর্থপর্য্যটন সাংসারিক ভাবে হইয়াছে।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি ইহা কিরূপে বুঝিতে পারিলেন?" বলিলেন "এক দিন আমার জননী এক কলস জল আনিয়া দিতে আমাকে বলিয়াছিলেন, এ কার্য্যটি করিতে আমি ভার বোধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই বুঝিলাম তীর্থভ্রমণ সাংসারিক ভাবে হইয়াছে, তদ্দ্বারা জীবনের উন্নতি হয় নাই।"

মোর্ত্তাশ এক দিন বগ্দাদের এক পল্লী দিয়া যাইতেছিলেন. তখন তৃষার্ত্ত হন, এক জন ধনী গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইয়া জল প্রার্থনা করেন। গৃহস্থের কন্যা জল পাত্র হস্তে করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। মোর্ত্তাশ কন্যার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হন, জল পান করিয়া সেখানেই বসিয়া থাকেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে গৃহস্বামী তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন.। মোর্ত্তাশ বলিলেন "ভদ্র! তোমার গৃহ হইতে পানীয় প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু পানীয়দাত্রী আমার হৃদয় হরণ করিয়াছেন।" গৃহস্বামী সহৃদয় লোক ছিলেন। তিনি মহর্ষি মোর্ত্তাশকে চিনিতেন, বলিলেন "মহাত্মন্! সে আমার কন্যা। যদি তাহার পাণিগ্রহণের অভিলাষ হয়, আমি তাহাকে আপনার

হস্তে সমর্পণ করিতে পারি।” মোর্তাশ বলিলেন হাঁ “আমি এরূপ ইচ্ছা করি।” তখন গৃহস্বামী আত্মীয় কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সমারোহ পূর্ব্বক মোর্ত্তাশকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কন্যাকর্ত্তার অনুমতিক্রমে কিঙ্করগণ তাঁহাকে স্নানাগারে লইয়া গেল ও সন্ন্যাস বস্ত্র গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া মূল্যবান্ বিচিত্র পরিচ্ছদ পরাইল। তৎপর তিনি নব বধূর সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যাই উপাসনা আরম্ভ করিলেন, অমনি উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন যে “সত্বর আমার খির্কা (বৈরাগ্য বস্ত্র) আনয়ন কর।” তখন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার সেই খির্কা পরিলেন, এবং ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল “তোমার এরূপ করার কারণ কি? বলিলেন, “উপাসনা কালে আমি এ প্রকার গুপ্তধ্বনি শুনিতে পাইলাম যে আমার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে একবার যে নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছ তাহাতেই পবিত্র সন্ন্যাস বস্ত্র তোমার অঙ্গ হইতে প্রত্যাগার করিয়াছি, পুনর্ব্বার যদি সেরূপ কর অন্তর হইতে ধর্ম্মবসন কাড়িয়া লইব।”

কেহ বলিয়াছিল যে “অমুকে পদব্রজে জলের উপর দিয়া চলিয়া যায় ও আকাশে বিচরণ করে।” তিনি বলিয়াছিলেন “ইন্দ্রিয় শাসন করিতে ঈশ্বর যাঁহাকে বলবিধান করেন, তিনি জলচারী ও আকাশবিহারী লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ.”

উক্তি।

যে ব্যক্তি মনে করে যে আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান আমাকে নরকাগ্নি হইতে রক্ষা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবে সে বিপদশূন্য নহে। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের করুণার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন।

কি উপায়ে ঈশ্বরের প্রেম লাভ হয়? বলিলেন, যাহার প্রতি ঈশ্বরের অপ্রেম. তাহাকে প্রেম না করিলে। উহা সংসার ও বাহ্যজীবন।

ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞানের তিনটি মূল, তাঁহাকে প্রতিপালকরূপে

দর্শন করা ও এক বলিয়া স্বীকার করা এবং নিজের সমুদায় গৌরব বিসর্জ্জন করা।

অনুক্ষণ আধ্যাত্মিক যোগের জন্য অন্তরকে সংরক্ষণ করা ধ্যান।

শরীরকে উপভোগ হইতে নিবৃত্ত রাখা, ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অভ্যর্থনা করা, ঈশ্বরের বিধি অনুসারে যাহা সঙ্ঘটন হয় তাহাতে সম্মত হওয়া, ঈশ্বরানুরাগের লক্ষণ।

ঈশ্বরবিরোধী বস্তুতে অন্তর স্থাপন আর ঈশ্বরের শাস্তি গ্রহণের জন্য অগ্রসর হওয়া এক কথা।

ব্যবহার শুদ্ধ রাখিবার দুইটি উপায় ধৈর্য্য ও প্রেম।

সাধুসঙ্গ করাই সাধুর পক্ষে শ্রেয়ঃ, যে সাধু সাধুসঙ্গ হইতে দূরে থাকে জানিও সে রোগশূন্য নহে।

ধর্ম্মবন্ধুগণ উপদেশ প্রার্থনা করিলে মহর্ষি বলিলেন সেই ব্যক্তির নিকটে যাইও যিনি আমা অপেক্ষা উত্তম, আমাকে তাঁহাদের নিকটে যাইতে দেও যাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তাপস আবু আলি মহম্মদ।

তাপস আবু আলি মহম্মদ নেশাপুরের সাধারণ ভজনালয়ের আচার্য্য ছিলেন। তিনি তাপস আবু হেফ্‌জ ও হম্‌দুনের সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন। অন্তর্ব্বিদ্যা ও বাহ্যবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি তৎকালীন ব্যবস্থাশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে সুফীদিগের (সন্ন্যাসীদিগের) মণ্ডলীভুক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তিনি পাণ্ডিত্যানুরূপ সদ্বক্তা ছিলেন।

তাঁহার এক জন প্রতিবেশী কবুতর উড়াইয়া ক্রীড়া করিত। এক দিন সে এক কবুতরকে লক্ষ্য করিয়া পাথর ছুড়িয়া মারে, সেই পাথর তাঁহার

মস্তকে পতিত হয়। তাহাতে তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, আহত স্থান হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ সেই কবুতরবাজের নামে বিচারকের নিকটে অভিযোগ উত্থাপন করিতে উদ্যত হন। মহর্ষি তদ্বিষয় হইতে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। তিনি একজন শিষ্যের হস্তে একটী যষ্টি প্রদান করিয়া অনুমতি করেন যে এই লাঠি কবুতরবাজকে দিয়া বল অতঃপর যেন কবুতরের উপর ঢিল না ছুড়িয়া এই যষ্টি দ্বারা কবুতর তাড়াইতে থাকে।

একদা মহর্ষি দেখিলেন যে তিন জন পুরুষ ও এক জন স্ত্রী একটি শব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি যে পার্শ্বে স্ত্রীলোক ছিল সেই পার্শ্বে যাইয়া শবকে স্কন্ধে করিলেন, স্ত্রীলোকটিকে বিদায় দিলেন, এবং গোরস্থান পর্য্যন্ত যাইয়া প্রার্থনাদি করণানন্তর শব ভূগর্ভে সমাহিত করিলেন। পরে সেই শববাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "স্ত্রীলোকটি কেন শব স্কন্ধে বহন করিল, তোমাদিগের কি অন্য পুরুষ প্রতিবেশী ছিল না যে সাহায্য করে?" তাহারা বলিল "মৃতব্যক্তি নপুংসক ছিল, এজন্য সকলে তাহাকে ঘৃণা করিত, অন্য কেহই তাহার শব স্পর্শ করিতে চাহে নাই, অগত্যা স্ত্রীলোকের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া তাহাদের প্রতি মহর্ষির স্নেহের উদ্রেক হইল। তিনি প্রসন্নতাসূচক তাহাদিগকে কয়েকটী তাম্র মুদ্রা ও কিছু গোধূম চূর্ণ প্রদান করিলেন। মহর্ষি তিনশত অষ্টাবিংশ হিজরি শকে নেশাপুরে পরলোক প্রাপ্ত হন।

উক্তি।

সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বহুসাধু-সঙ্গ করিলেও সদ্গুরুর অনুশাসন অনুসারে আত্মশাসন না করিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয় না।

যাহার এমত নীতি শিক্ষক নাই যে তাহাকে সেবা ও সহবাসের নীতি শিক্ষা দেন; নিষিদ্ধ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করেন, দুষ্ক্রিয়ার মন্দ ফল জ্ঞাপন করেন এবং ইন্দ্রিয়ের কুহক প্রবঞ্চনা ও আত্মগৌরব বুঝাইয়া দেন তাহার কোন প্রকার আচরণ বিশুদ্ধ হয় না, কোন কার্য্যে তাহার এমত ব্যক্তির অনুসরণ করা শ্রেয়ঃ নহে।

যে জন সাধুসঙ্গ করিয়া সাধুর সেবা ও সম্মাননার প্রতি দৃষ্টি রাখে না, সে ব্যক্তি সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গের শুভ ফল ও তাঁহাদের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত থাকে, ও সাধুর প্রভাবে যে এক প্রকার জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইয়া হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় তাহা তাহার অলব্ধ থাকে।

মূল শুদ্ধ না হইলে সেই মূলের প্রকাশ শুদ্ধ হয় না, অতএব যিনি চাহেন তাঁহার কার্য্য বিশুদ্ধ, বিধিসঙ্গত ও শাস্ত্রানুমত হয়, বরং তিনি যেন প্রথমতঃ হৃদয়ের প্রেম ও সত্যতাকে অবিকৃত রাখেন, অবিকৃত প্রেমে অবিকৃত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

তাপস আবুঅল্ আব্বাস্ নহাওন্দী

তাপস আবুঅল্ আব্বাস, মহাজ্ঞানী ও বিষয়বিরাগী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে "আমি সাধনার প্রথম অবস্থায় দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত সর্ব্বদা অধোবদনে ছিলাম, তাহাতে অন্তরের কিঞ্চিৎ তত্ত্ব অবগত হই। সকলে ইচ্ছা করে কিয়ৎক্ষণ ঈশ্বর তাহাদের জন্য হন, আমার এই আকাঙ্ক্ষা যে ঈশ্বর কিয়ৎক্ষণ আমাকে আমার হস্তে অর্পণ করেন যে আমি আপনাকে দর্শন করি আমি কি বস্তু, কোথায় আছি। আমার এই বাসনার নিবৃত্তি হইতেছে না।"

তিনি টুপি শিলাই করিয়া এক একটি টুপি দুই পয়সা মূল্যে বিক্রয় করিতেন। দুই পয়সার অধিক মূল্য গ্রহণ করিতেন না। প্রথমে যে ভিক্ষুক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইত তাহাকে একটি পয়সা দিতেন, অপর একটি পয়সা নিজের আহারের জন্য ব্যয় করিতেন। এই দুই পয়সা ব্যয় হইয়া গেলে অন্য টুপি শিলাই করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

ঋষির একজন শিষ্যের কিছু ধন সম্পত্তি ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে "জকুত"*

* মুসলমান শাস্ত্রের বিধি এই যে আয়ের চল্লিশ ভাগের অন্ততঃ একভাগ ধর্ম্মার্থ দান করিবে। এই দানকে "জকুত" বলে।

দান বিধেয় হয়। তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন "জকুত" কাহাকে দিব? ঋষি বলিলেন "যাহাকে তুমি শ্রেয়ঃ বোধ কর তাহাকেই দিতে পার। ইহা শুনিয়া শিষ্য তথা হইতে গমন করিলেন। পথে এক জন দীন হীন অন্ধকে পাইয়া তাহার হস্তে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলেন। ঘটনাক্রমে পর দিন তিনি পুনর্ব্বার সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। সেই অন্ধকে দেখিতে পাইলেন যে অন্য এক অন্ধকে বলিতেছে "কল্য এক ব্যক্তি আমাকে একটি মোহর দিয়াছিল, সুরালয়ে গিয়া তদ্দারা সুরা ক্রয় করিয়া অমুক গণিকার সঙ্গে সুরাপান ও আমোদ প্রমোদ করিয়াছি।" ইহা শ্রবণে দাতা অতিশয় দুঃখিত হইলেন, ও গুরুর নিকটে আসিয়া এই কথা নিবেদন করিলেন। গুরু তাঁহার হস্তে একটি পয়সা অর্পণ করিয়া বলিলেন "যাও যাহাকে প্রথম দেখিতে পাইবে তাহাকে ইহা দান করিবে।" সেই পয়সা তিনি টুপি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিষ্য বাহিরে যাইয়াই প্রথমতঃ অল্‌ভি* সম্প্রদায়স্থ এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, পয়সাটি তাঁহাকে দিলেন। অল্‌ভি চলিয়া গেলে তিনিও তাহার পশ্চাতে গেলেন। অল্‌ভি এক নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইল, এবং একটি মৃত হংস বস্ত্রাঞ্চল হইতে বাহির করিয়া তথায় নিক্ষেপ করিল। তখন উক্ত শিষ্য অল্‌ভিকে বলিল "আমি তোমার বিষয় জানিতে অভিলাষী, তুমি মৃত পক্ষী বসনাঞ্চলে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলে কেন?" অল্‌ভি বলিল "অদ্য সাত দিন যাবৎ আমি সপরিবারে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছি। ভিক্ষাবৃত্তির অপমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এই স্থানে এই মৃত পক্ষীটি প্রাপ্ত হই, ক্ষুধার ক্লেশে ইহা গ্রহণ করিয়া ভাবিয়াছিলাম যে রন্ধন করিবার জন্য পত্নীর নিকটে প্রদান করিব। কিন্তু যখন তোমা হইতে তাম্র মুদ্রা পাইলাম, তখন এই মৃত পক্ষীর আর প্রয়োজন নাই বলিয়া নিক্ষেপ করিলাম।" শিষ্য এই ব্যাপারে বিস্মিত হইলেন, এবং তখন ঋষির নিকটে ফিরিয়া আসিয়া ইহার উল্লেখ করিলেন। ঋষি বলিলেন "তোমার বলিবার আবশ্যক নাই। নিশ্চয় জানিও তুমি অত্যাচারী

* যে সকল মুসলমান আলির মতাবলম্বী তাহাদিগকে অল্‌ভি বা সিয়া বলে।

দুর্ব্বৃত্ত লোকের সঙ্গে যোগ দিয়া অবৈধরূপে অর্থোপার্জ্জন কর, সেই অর্থের দান অন্ধে গ্রহণ করিয়া সুরাপান ও ব্যভিচার করিবে আশ্চর্য্য নহে। আমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, বৈধ উপায়ে করি, অবৈধ বস্তু ভক্ষণ করার অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এক ব্যক্তি তাহারই অধিকারী।"

একদা এক জন অনলোপাসক খির্কা পরিধান ও হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তাপস আবুঅল্ আব্বাস্ কস্‌সাবের কুটীরে উপস্থিত হয়। আবু অল্ আব্বাস কস্‌সাব উগ্রপ্রকৃতি লোক ছিলেন। উক্ত অনলোপাসক কুটীরে উপনীত হইবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিয়া ক্রোধ ভরে বলিলেন "হে ঈশ্বরের বিপক্ষ! সপক্ষের কুটিরে তোমার কি প্রয়োজন?" সে স্থান না পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করে ও মহর্ষি আবু অল্ আব্বাস নহাওন্দির কুটিরে উপস্থিত হয়। তিনি চিনিয়াও তাহাকে কিছুই বলেন না। সে চারি মাস কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া সাধু মুসলমানদিগের সঙ্গে কপটভাবে অজু করে ও নমাজ পড়ে, তৎপর প্রস্থানের উদ্যত হয়। তপস্বী বলেন "যখন অন্ন জলের সম্পর্ক হইয়াছে, তখন পুরুষকার নহে যে তুমি বিপক্ষ ভাবে আসিয়া সেই ভাবে চলিয়া যাইবে।" অনন্তর উক্ত অগ্নির উপাসক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, এবং ঋষির সহবাসে থাকিয়া সাধনাদি করিতে লাগিল। পরে এক জন সিদ্ধপুরুষ হইয়া ঋষির পরলোকান্তে তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইল।

উক্তি।

নিজের ভাব গোপন করা, ভ্রাতাকে সম্মান দান করা ঋষিত্ব।
প্রথমে ধর্ম্মজ্ঞান, পরে বৈরাগ্য।

তাপস আবুঅল্‌হোসেন আলি।

তাপস আবুঅল হোসেন আলি ইব্রাহিম হজরীর পুত্র ছিলেন। বগ্দাদে তাঁহার নিবাস ছিল। বসোরায় থাকিয়া তিনি যোগসাধনা করেন। হিজরী

৩৯১ শকে বগ্দাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি তত্ত্বজ্ঞ ও সুবক্তা এবং পুণ্যবান্ আধ্যাত্মিক পুরুষদিগের অগ্রণী ছিলেন।

আহমদ নসর নামক খোরাশান দেশীয় এক ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য ছিলেন। আহমদ নসর ষাট বার মক্কা তীর্থে গিয়াছিলেন। একদা তিনি মক্কার ধর্ম্মাচার্য্য দিগকে লক্ষ্য করিয়া এমত কোন কথা বলেন যে তাহাতে তাঁহারা অন্তরে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। তজ্জন্য তাঁহাকে কাবানিকেতন হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। আচার্য্যগণ বলেন যে "কাবানিকেতনে দুইশত আশি জন ধর্ম্মাচার্য্য বিদ্যমান, তুমি কে যে তাঁহাদের উপর কথা বল।" আবুঅল্‌হোসেন এই কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন ও দ্বারবানকে আদেশ করিলেন যে "অতঃপর সেই খোরাসানী যুবা আসিলে তাহাকে আমার নিকটে প্রবেশ করিতে দিবে না।" আহমদ নসর বগ্দাদে আসিয়াই ঋষির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দৌবারিক বলিল "ঋষির অনুমতি নাই যে আমি তোমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে দি, তিনি তোমার মুখ দর্শন করিবেন না। তোমাকে যাইতে বারণ করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়াই আহমদ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তৎপর সংজ্ঞা লাভ করিয়া শোকাকুল চিত্তে এক ভজনালয়ের দ্বারে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। একদিন আবুঅল্‌হোসেন বাহির হইয়াছিলেন। ঘটনা ক্রমে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন "তোমার সেই দুর্ব্বিনয়ের প্রায়শ্চিত্ত এই যে রোমের অন্তর্গত তর্তুস নগরে যাইয়া এক বৎসর কাল প্রতিদিন বরাহ চারণ করিতে থাক এবং রজনী জাগরণ করিয়া বিজন অরণ্যে উপাসনা কর, হইতে পারে ইহা করিলে মক্কার ধর্ম্মাচার্য্যগণের হৃদয় তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবে।" ইহা শুনিয়া আহমদ যে আজ্ঞা বলিয়া রোমে যাত্রা করিলেন। গুরুর উপদেশানুযায়ী গৌরবের পরিচ্ছদ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া দীনতার জীর্ণ বস্ত্র পরিলেন এবং সংবৎসর কাল দিবাভাগে বরাহ চারণ ও রজনীতে জাগরণ করিয়া উপাসনা করিলেন। অনন্তর গুরু দর্শনার্থ বগ্দাদে যাইয়া তাঁহার কুটির দ্বারে উপনীত হইলেন। ঋষি সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বাহিরে আসিলেন, ও হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দানে বলিলেন "আহমদ, তুমি আমার সন্তান, তুমি আমার নয়নমণি।" আহমদ এইরূপ

অনুরাগের সহিত গৃহীত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তৎপর মক্কায় যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইলে ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও আচার্য্যগণ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন "তুমি মহর্ষি আবুঅলহোসেন আলির সন্তান ও নয়নমণি।" তখন আহমদের প্রতি তাঁহারা প্রচুর প্রেম সমাদর প্রদর্শন করিলেন।

উক্তি।

আমি বলিলাম ঈশ্বর! আমি সর্ব্বাবস্থায় তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তুমি কি আমার প্রতি প্রসন্ন আছ? বলিলেন তুমি মিথ্যাবাদী, যদি আমার সম্বন্ধে তোমার সন্তোষ থাকিত, তুমি আমার সন্তোষের অন্বেষণ করিতে না।

যাহা জান ভুলিয়া যাও, যাহা না জান তাহার অন্বেষণ করিও না, তুমি শুদ্ধ ঈশ্বরেতে লিপ্ত থাক।

ঈশ্বর যদি তাঁহার দাসকে নিজের কর্ত্তৃত্বে ছাড়িয়া দেন, তবে তাহা হইতে কেবল পাপ ও বিরুদ্ধাচার উৎপন্ন হয়. ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আনু-কূল্যের যোগ হইলে কেবল প্রেম ও সদ্ভাব জন্মে।

যে পর্য্যন্ত সৃষ্টি বিদ্যমান সে পর্য্যন্ত অশান্তি বিচ্ছেদ, সৃষ্টি অন্তর্হিত হই-লেই ঈশ্বর প্রকাশিত হন। তখন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, তাঁহাকে ছাড়িয়া কথা বলা হয় না, ইহাই যোগের প্রকৃত অবস্থা।

তাপস শাহ শুজা।

শাহ শুজা রাজবংশসম্ভূত ছিলেন। কের্ম্মাণদেশ তাঁহার জন্মস্থান। তিনি মহা পণ্ডিত ও তত্ত্বপরায়ণ সংসারবিরাগী লোক ছিলেন। মেরাতোল্ হকমা (জ্ঞানীদিগের দর্পণ) নামক গ্রন্থ তৎকর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি অনেক সাধুসঙ্গ করিয়াছিলেন, আবুতোরাব, ইয়হা প্রভৃতি মহর্ষিগণের সহবাসে

ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর বস্ত্র কম্বল পরিধান না করিয়া ধনীর পরিচ্ছদ কাবা পরিতেন। একদা তিনি নেশাপুরে উপস্থিত হন, তাপস আবু হেফ্জ মহা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, এবং বলেন "আমি যাহা কম্বলের মধ্যে অন্বেষণ করিতেছিলাম, তাহা কাবার ভিতরে প্রাপ্ত হইলাম।"

শাহ শুজার পরমধার্ম্মিকা এক যুবতী কন্যা ছিলেন। কের্ম্মাণাধিপতি শাহের নিকটে তাহার পাণিগ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। শাহ বলেন "তিন দিবস পরে আমি ইহার উত্তর দান করিব।" সেই তিন দিবস তিনি মস্জিদে মস্জিদে ঘুরিয়া বেড়ান। তৃতীয় দিবস এক মস্জিদে এক জন যুবা ফকিরকে দেখিতে পাইলেন যে প্রগাঢ় ভাবের সহিত নমাজ পড়িতেছেন। শাহ তাঁহার নমাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিলেন। ফকির নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবক! তুমি কি দারপরিগ্রহ করিয়াছ?" ফকির বলিল "না।" পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "বিবাহ করিতে কি ইচ্ছা আছে?" তিনি বলিলেন "আমার ন্যায় দরিদ্রকে কে কন্যা সম্প্রদান করিবে? আমার তিনটি পয়সার অধিক সম্বল নাই।" শাহ বলিলেন "আমি স্বীয় কন্যা তোমাকে প্রদান করিব, তুমি সেই তিনটি পসার একটি দ্বারা রুটিকা এবং এক পয়সার শর্করা, ও এক পয়সার গন্ধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিবাহ কর।" তদনুরূপ উদ্বাহ হইল। শাহ অতুল ধন সম্পদ্‌শালী কের্ম্মাণের বাদশাকে কন্যাদান না করিয়া এক জন নিঃস্ব ফকিরকে ঈশ্বর প্রেমিক উপাসনাশীল জানিয়া পরমাহ্লাদে স্বীয় কন্যা প্রদান করিলেন। সেই রজনীতেই বিবাহ হইল। বিবাহান্তে কন্যা স্বামিগৃহে আগমন করিলেন। আসিয়াই দেখিলেন যে গৃহের এক পার্শ্বে জলপাত্রের উপর শুষ্ক রুটি স্থাপিত আছে। কন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই রুটি কেন?" স্বামী বলিলেন "অদ্য রজনীতে খাইবার জন্য গতকল্য রাখিয়া দিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া যুবতী অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইলেন। পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে চাহিলেন। ফকির বলিলেন "আমি তো জানিই, শাহ শুজার দুহিতা আমার দুঃখ দরিদ্রতার সঙ্গে যোগ দিতে পারিবেন না।" যুবতি বলিলেন "প্রিয়তম! তোমার দরিদ্রতা দেখিয়া

আমি ক্ষুণ্ণ হইয়াছি ও তজ্জন্য পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে চাহিতেছি.এরূপ নহে। তোমার ঈশ্বরনির্ভর ও বিশ্বাসের দুর্ব্বলতার জন্য শোকাকুল-অন্তরে প্রস্থান করিতে উদ্যত। তুমি আজ যাহা খাইবে, তাহা গত কল্য ভাবিয়া চিন্তিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ। হা! আমি আমার পিতার ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত। তিনি বিশ বৎসর আমাকে প্রতিপালন করিলেন, বলিয়াছিলেন যাহার বৈরাগ্য ও ঈশ্বরে নির্ভর আছে, তাহার হস্তে আমাকে অর্পণ করিবেন, এইক্ষণ এমত লোকের সঙ্গে বিবাহ দিলেন যাহার নিজের জীবিকাসম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর নাই।" ইহা শুনিয়া ফকিরের চক্ষু স্থির হইল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন "প্রিয়ে! এই পাপের কোন রূপ প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে?" সতী বলিলেন "এই গৃহে হয় এই শুষ্ক রুটিকা থাকিবে, নয় আমি থাকিব।" ফকির তৎক্ষণাৎ রুটিকা গৃহ হইতে দূর করিলেন।

একদা তাপস আবু হেফ্‌জ শাহ শুজাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন যে নিজের ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও কার্য্যের অপরাধ সকল আলোচনা করিয়া আমি নিরাশ হইয়াছি। শাহ তদুত্তরে লিখেন "তোমার পত্রকে আমি হৃদয়ের দর্পণ করিয়াছি, ইন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধে আমার প্রকৃত নিরাশা হইলে ঈশ্বরেতে আশা উজ্জ্বল হয়, ঈশ্বরেতে আশা উজ্জ্বল হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে ভয় ও উজ্জ্বল হয়। যে সময় আমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহে নিরাশ হই, পরমেশ্বরকে স্মরণ করি। ঈশ্বরকে স্মরণ করিলে ঈশ্বরও আমাকে স্মরণ করেন। তাহাতে আমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরেতে যুক্ত হই।"

উক্তি।

যে মহাজন নিজের মহত্ত্ব লক্ষ্য করেন না, সর্ব্বোপরি তাঁহারই মহত্ত্ব। স্বীয় মহত্ত্বের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি পড়ে, তাঁহার আর মহত্ত্ব থাকে না। যে প্রেমিক নিজের প্রেমকে লক্ষ্য করেন না, সর্ব্বোপরি তাঁহারই প্রেমের গৌরব। স্বীয় প্রেমের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার প্রেম বিনষ্ট হয়।

বৈরাগ্য ঐশ্বরিক নিগূঢ় সামগ্রী, তাহা লুক্কায়িত রাখাতেই মঙ্গল, যাহারা তাহা প্রকাশ করে, তাহাদিগের নিকট হইতে বৈরাগ্য প্রস্থান করে।

সাধুতার তিনটি লক্ষণ, (১) সংসারের মর্য্যাদা তোমায় অন্তরে স্থান পাইবে না। যথা তোমার নিকটে স্বর্ণ রজত মৃত্তিকা তুল্য বোধ হইবে। মৃত্তিকা যেমন হস্ত হইতে ঝাড়িয়া ফেল, স্বর্ণ রজত হস্তগত হইলে তদ্রূপ করিবে। (২) লোকের প্রতি তোমার দৃষ্টি থাকিবে না, স্তুতি নিন্দা তুল্য হইবে। লোকের প্রশংসায় তুমি স্ফীত হইবে না, নিন্দায়ও হ্রাস পাইবে না। (৩) তোমার অন্তরে কামনা থাকিবে না। ইন্দ্রিয়সেবায় ও অতিভোজনে সংসারী লোকেরা যেমন আনন্দিত হয়, তুমি কামনা ত্যাগে ও ভোগবিরাগে তদ্রূপ সুখী হইবে। যখন তুমি এরূপ হইবে, তখন সাধুপুরুষদিগের সঙ্গ করিবার উপযুক্ত। অন্যথা সাধুতার কথায় তোমার কি প্রয়োজন?

সহিষ্ণুতার তিনটি লক্ষণ, (১) নিন্দাত্যাগ, (২) বিশুদ্ধ সন্তোষ, (৩) মনের আনন্দে ঈশ্বরের বিধিকে গ্রাহ্য করা।

যে ব্যক্তি অশুদ্ধ দর্শন হইতে নয়নকে, কাম্য বস্তুর ভোগ হইতে শরীরকে রক্ষা করেন, নিত্য ধ্যানযোগে অন্তরকে নির্ম্মল, ও ধর্ম্মবিধির অনুসরণ করিয়া চরিত্রকে শুদ্ধ রাখেন, বৈধদ্রব্য ভক্ষণে যাঁহার অভ্যাস, তাঁহার জ্ঞানে কোনরূপ ত্রুটি হয় না।

তাপস আবু ওস্‌মান হয়রী।

তাপস আবু ওস্‌মান হয়রীর খোরাসানে নিবাস ছিল। তিনি সৎসাহসী বাগ্মী অদ্বিতীয় তত্ত্বশাস্ত্রবিদ্ মহামান্য মহর্ষি ছিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম। খোরাসানেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি মহর্ষি জনিদ, রোয়ম, যুসেফ এব্‌নল্ হোসেন এবং মহম্মদ ফজলের সঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন জন মাননীয় গুরু ছিলেন;—মাজের পুত্র মহর্ষি ইয়হা, কেরমাণনিবাসী মহর্ষি শাহশুজা, এবং আবু হেফ্‌জ। গুরু হইতে তাঁহার ন্যায় কোন সাধুই উপকার প্রাপ্ত হন নাই। নেশাপুরে

তাঁহার জন্য উপদেশবেদিকা স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি সেখানে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপদেশ দান করিতেন। তাঁহার জীবনের প্রথম অবস্থার ভাব তিনি এ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন;—"বাল্যকালে আমার অন্তঃকরণ তত্ত্বানুসন্ধায়ী ছিল, বাহ্যদর্শী লোকদিগের প্রতি বিরাগ ছিল, অনুক্ষণ ভাবিতাম যে সাধারণ লোকে যে বিষয়ে বিব্রত, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আছে, তাহাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মবিধির তত্ত্বসকল এ সমস্ত বাহ্যিক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র।"

বাল্যকালে এক দিন তিনি বিদ্যালয়ে যাইতেছিলেন। বহুমূল্য পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে ছিল। তিন চারি জন দাস তাঁহার পশ্চাতে যাইতেছিল। তিনি পথ প্রান্তস্থিত এক বণিক্‌নিবাসের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে তথায় এক গর্দ্দভ রহিয়াছে, তাহার পৃষ্ঠে ক্ষত, এক কাক চঞ্চুর আঘাতে সেই ক্ষত হইতে মাংস উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। গর্দ্দভের এরূপ সাধ্য ছিল না যে তাহা নিবারণ করে, যেহেতু তাহার মুখ পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। তাহা দেখিয়া আবু ওস্‌মানের দয়া হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের বহুমূল্য চোগা ও উষ্ণীষ গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া এক জন ভৃত্যের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন যে "এই গর্দ্দভের পৃষ্ঠ এই চোগা দ্বারা আবৃত করিয়া উষ্ণীষ যোগে বাঁধিয়া দেও।" তাহা করা হইল ও তিনি চলিয়া গেলেন।

আবু ওস্‌মান সে দিন আর গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া মহর্ষি ইয়হার নিকটে উপস্থিত হন, ইয়হার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত হয়। তিনি জনক জননী হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল ইয়হার সহবাসে থাকিয়া সাধন করেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি শাহশুজা কের্ম্মাণীর নিকট হইতে কয়েক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়, তাহারা আবু ওস্‌মানের নিকটে শাহশুজার প্রসঙ্গ করে। তাহাতে শাহকে দর্শন করিবার জন্য আবু ওস্‌মানের একান্ত অভিলাষ হয়। মহর্ষি ইয়হার নিকটে অনুমতি গ্রহণ করিয়া তিনি কের্ম্মাণে চলিয়া যান। শাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে আপনার নিকটে প্রবেশ করিতে দেন না। আবু ওস্‌মান দ্বারে থাকিয়া বিশ দিন পর্য্যন্ত অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর শাহ

তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন। ওস্‌মান দীর্ঘকাল শাহের সহবাসে থাকেন ও জীবনে অনেক উপকার লাভ করেন। তৎপর শাহ নেশাপুরে চলিয়া আইসেন, আবু ওস্‌মানও তাঁহার সঙ্গে আইসেন। সেখানে আবু ওস্‌মান মহর্ষি আবু হেফ্‌জের সঙ্গ লাভ করেন। যখন শাহশুজা নেশাপুর হইতে প্রতিগমন করেন, তখন আবু হেফ্‌জ তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে "আপনি এই যুবাকে আমার সন্তোষার্থ এখানে রাখিয়া যান, তৎপ্রতি আমার মন বড়ই সন্তুষ্ট। শাহ আবু ওস্‌মানকে তথায় থাকিতে অনুমতি করিয়া চলিয়া যান। আবু ওস্‌মান আবু হেফ্‌জের নিকটে থাকেন, ও তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। আবু ওস্‌মান বলিয়াছেন "যৌবনাবস্থায় ধর্ম্ম গুরু আবু হেফ্‌জ আমাকে নিজের গৃহ হইতে দূর করিয়া দেন এবং বলেন আমি ইচ্ছা করি না যে তুমি পুনর্ব্বার আমার নিকটে আগমন কর। আমি কিছুই বলিলাম না, মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইল, ইচ্ছা হইল না যে গুরুকে পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাই, সেই ভাবে তাঁহার দিকে মুখ করিয়া পশ্চাৎ পদে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলাম। ক্রমে তাঁহার দৃষ্টির অগোচর হইলাম। কতক দূর অন্তর গুরুগৃহের সম্মুখ ভাগে এক আবৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলাম। আবরণে ছিদ্র করিয়া তাহা দ্বারা গুরুকে দর্শন করিতেছিলাম। সেখান হইতে বাহির হইব না, তাঁহার আদেশ ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইব না, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। গুরু যখন আমাকে তদবস্থাপন্ন জ্ঞাত হইলেন, তখন প্রসন্ন হইয়া নিকটে আহ্বান করিলেন এবং স্বীয় কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিলেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে "ঈশ্বর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখিয়াছিলেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্টচিত্ত ছিলাম। অবস্থার পরিবর্ত্তনাদিতে আমি কখন অসন্তুষ্ট হই নাই।"

একদা এক জন ধর্ম্মদ্রোহী তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করে। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই ব্যক্তির আলয়ের দ্বারে উপস্থিত হন। সে তাঁহাকে দেখিয়াই বলে "ঔদরিক! এখানে খাইতে আসিয়াছ? আমার ঘরে খাদ্য কিছুই নাই, চলিয়া যাও।" আবু ওস্‌মান অগত্যা যাইতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গেলে নিমন্ত্রয়িতা পুনর্ব্বার তাঁহাকে ডাকিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন। পুনর্ব্বার সে বলিল "আচ্ছা খাওয়ার সাধ! পাথর আছে খাবে?" তিনি আবার চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সে এই প্রকার ত্রিশ বার তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল এবং কটূক্তি ও অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহাতে তাঁহার এক বিন্দুও ভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। নিমন্ত্রয়িতা পরাস্ত হইল, একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল, অনুতাপিত হইয়া মহর্ষির চরণ ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহার নিকটে ধর্ম্মগ্রহণ করিল এবং বলিল "আপনি কি আশ্চর্য্য পুরুষ; ত্রিশ বার অপমান করিয়া আপনাকে তাড়াইলাম, আপনার অণুমাত্র ভাবের ব্যত্যয় হইল না।" তিনি বলিলেন "এ অতি সহজ ব্যাপার, কুক্কুরের ব্যবহারও এইরূপ। তাহাকে ডাক আসিবে, তাড়াইয়া দেও চলিয়া যাইবে, আবার ডাক আসিবে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে না। যাহার ব্যবহার কুক্কুরের ব্যবহারের তুল্য, তাহার আর গৌরব কি? যথার্থ মনুষ্যের ব্যবহার অন্য প্রকার।"

এক দিন মহর্ষি রাস্তার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, এক জন গৃহস্থ ছাদের উপর হইতে এক হাঁড়ি অঙ্গার তাঁহার উপর ঢালিয়া দেয়। পারিষদ গণ ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহস্থকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। তখন মহর্ষি প্রসন্ন বদনে বলিলেন, "এ জন্য সহস্র ধন্যবাদ দিতে হইবে, যাহার মস্তকে জ্বলন্ত অগ্নি বর্ষণ হওয়া উচিত, তাহার উপর শীতল অঙ্গার পতিত হইল, ইহা তাহার পক্ষে সম্পদ্।"

আবু ওমর বলিয়াছেন যে "আমি মহর্ষি আবু ওস্মানের সহবাসে অনুতাপ করিয়া কিয়ৎকাল পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকি। পরে আবার আমার পাপে প্রবৃত্তি হয় ও তাঁহার সহবাস পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই, চলিয়া যাইবার সময় তিনি বলিলেন 'বৎস! আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিতেছ, আমি তোমাকে সাবধান করিয়া বলিতেছি, শত্রুদিগের সহবাসে থাকিও না। তাহা হইলে শত্রুগণের দোষানুসন্ধান হইতে মুক্ত থাকিবে। জানিও তাহারা তোমাকে পাপে পতিত দেখিলে আহ্লাদিত হয়, ধার্ম্মিক দেখিলে বিষণ্ণ হয়। তুমি পাপাচরণ করিলেও আমার

নিকটে আসিও, আমি তোমার আপদ বিপদ প্রাণপণে বহন করিব।’ মহর্ষির এই সকল স্নেহপূর্ণ মধুর কথা আমার মনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল, পাপে আর প্রবৃত্তি রহিল না, তখন বিশেষরূপে অনুতাপিত হইলাম।”

এক জন কুচরিত্র যুবক রবাব নামক বাদ্যযন্ত্র হস্তে করিয়া প্রমত্তভাবে চলিয়া যাইতেছিল, অকস্মাৎ আবু ওস্‌মানের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় সে সঙ্কুচিত হইয়া রবাব আস্তিনের নিম্নে ও কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ টুপির নিম্নে গোপন করে। সে মনে করিতেছিল যে মহর্ষি তাহার চরিত্রকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আবু ওস্‌মান তাহার নিকটে অগ্রসর হইয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে বলিলেন “ভয় করিও না, ভাই সকলই এক।” যুবক তাঁহার ভাবদর্শনে ও কথা শ্রবণে অনুতপ্ত হইল। মহর্ষি তাহাকে স্নেহভাবে কুটিরে লইয়া আসিলেন ও স্নান করাইয়া খির্কা পরাইলেন, পরে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বলিলেন “প্রভু পরমেশ্বর! আমার যাহা করিবার ছিল করিলাম, অবশিষ্ট তোমার করিতে হইবে।” অকস্মাৎ স্বর্গীয় পুরুষদিগের ভাব সেই যুবকের আত্মাতে অবতীর্ণ হইল, আবু ওস্‌মান হয়রী এই ব্যাপারে চমৎকৃত হইলেন। সায়ংকালীন উপাসনার সময় আবু ওস্‌মান মগ্‌রবী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন “মহর্ষে! ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতেছি, আমরা দীর্ঘজীবন যে অবস্থা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম অনায়াসে এই যুবক তাহা প্রাপ্ত হইল। ইহার উদর হইতে আজও সুরার দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। জানিও কৃপার ব্যাপার কার্য্যানুগত নহে, অদৃষ্টানুগত; মানবীয় নহে ঐশ্বরিক।

এক ব্যক্তি মহর্ষি আবু ওস্‌মান হয়রীকে বলিয়াছিলেন যে “রসনায় নাম জপ করি কিন্তু তাহাতে অন্তরের যোগ হয় না।” তিনি বলিলেন যে “এক অঙ্গ বশীভূত হইয়াছে বলিয়া কৃতজ্ঞ থাক। এক অঙ্গ পথপ্রাপ্ত হইয়াছে, হইতে পারে মনও তাহাতে যোগ দিবে।”

ফরগণা দেশ হইতে এক যুবক মক্কায় যাত্রা করিয়া নেশাপুরে আসিয়া আবু ওস্‌মানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সে সেলাম করিলে তিনি সেলাম গ্রহণ করেন না। তাহাতে সে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল মুসলমান,

মুসলমানের সেলাম গ্রহণ করে না এ কেমন! আবু ওস্মান বলিলেন "জননীকে পীড়িতাবস্থায় রাখিয়া তুমি তীর্থযাত্রা করিয়াছ, একিরূপ তীর্থযাত্রা, ভাল নয়।" এই কথা শ্রবণে সে মক্কা গমনে ক্ষান্ত হইল, ফরগণায় চলিয়া গেল। যাবৎ জননী জীবিত ছিল তাহার সেবা করিল। মাতার মৃত্যুর পর সে আবু ওস্মানের নিকটে পুনরাগমন করিল। আবু ওস্মান তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। যুবক, মহর্ষির নিকটে তাঁহার পশুরক্ষকতার কার্য্য প্রার্থনা করিল। তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, সেই কার্য্যে সে নিযুক্ত রহিল। তাহার কিয়ৎকাল পরে আবু ওস্মান লোকান্তর গমন করেন।

উক্তি।

সুবিনয় সহকারে ও সর্ব্বদা সভয়ে ঈশ্বরের সঙ্গ করিবে, ধর্ম্মবিধির আনুগত্য ও প্রেম সহকারে প্রেরিত পুরুষের সঙ্গ করিবে। সেবা ও সম্মান করিয়া সাধু পুরুষদিগের সহবাস করিবে, প্রফুল্ল বদনে নিরপরাধী ভ্রাতৃমণ্ডলীর সঙ্গ করিবে, প্রার্থনাযোগে ও দয়ার্দ্রহৃদয়ে মূঢ় লোকের সঙ্গ করিবে, শীলতা সহকারে স্বীয় পরিজনের সঙ্গ করিবে।

সাধক জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে সেই জ্ঞানের জ্যোতিঃ তাহার অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয়, শেষ জীবনে সে তাহার শুভফল লাভ করে। যে ব্যক্তি শ্রবণ করে কিন্তু কার্য্য করে না, তাহার সম্বন্ধে কথা মাত্র থাকে, প্রথমতঃ কথা স্মরণে রাখে পরে ভুলিয়া যায়।

কেহ আপনার দোষ দেখিতে পায় না, নিজের যাহা কিছু সকলই ভাল দেখে; কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থায় আপনাকে অধম মনে করে, সেই আত্মদোষ দর্শন করিয়া থাকে।

মান, অপমান, অনুগ্রহ নিরনুগ্রহ তুল্য মনে না করিলে মানুষের পূর্ণতা হয় না।

পৃথিবীতে তিন জন শ্রেষ্ঠ, যে জ্ঞানী আত্মজ্ঞানের কথা বলেন, যে সাধক অনাসক্ত, যে ঋষি অলৌকিকরূপে ঈশ্বরের প্রশংসা করেন।

ঈশ্বর যাহাকে পরমার্থজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, পাপে পতিত হইয়া আপনাকে নীচ না করা তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য।

চারিটি বিষয়ে হৃদয়ের কল্যাণ। ঈশ্বরসম্বন্ধে দীনতা, ঈশ্বরেতর পদার্থসম্বন্ধে নিস্পৃহা, ধ্যান ও বিনয়।

ঈশ্বরের বিচার হইতে ভয়, করুণা হইতে আশার উৎপত্তি।

প্রকৃত ভয় অন্তর্বাহ্যে সংসার হইতে নিবৃত্তি।

বিশেষ ভয় বর্ত্তমানে সাধারণ ভয় ভবিষ্যতে।

ভয় সাধককে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত করে, অহঙ্কার ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায়।

সাধারণ কৃতজ্ঞতা অন্নবস্ত্রের জন্য, বিশেষ কৃতজ্ঞা তত্ত্বজ্ঞান যাহা অন্তরে প্রকাশিত হয় তজ্জন্য।

বিনয়ের মূল তিনটি। (১) নিজের অজ্ঞানতা স্মরণ করা, (২) নিজের পাপ স্মরণ করা, (৩) নিজের অভাব ঈশ্বরের নিকট স্মরণ করা।

যে ব্যক্তি লজ্জাসম্বন্ধে কথা বলে কিন্তু ঈশ্বর হইতে লজ্জিত নহে, সে যাহা বলে তাহা সত্য নহে।

তিনিই সহিষ্ণু যাঁহার কল্যকার কার্য্যের জন্য চিন্তা ও উদ্যোগ অল্প।

ঔৎসুক্য প্রেম তরুর ফল, যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করেন, তিনি ঈশ্বর-দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন। যে পরিমাণে ঈশ্বরেতে দাসের আনন্দ সে পরিমাণে তাঁহার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ঔৎসুক্যের অনুরূপ দাস বিচ্ছেদকে ভয় করে।

ভয়যোগে প্রেম বিশুদ্ধ হয় ও বন্ধুতাবিষয়ক নীতি দৃঢ় হয়।

আলস্যকে যে ভয় করে না সে প্রণয়ের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না।

ঈশ্বরের বাধ্য থাকা, কখন বা অবাধ্য হই ভাবিয়া ভীত হওয়া সৌভাগ্যের লক্ষণ। যে ব্যক্তি পাপ করিতেছে অথচ আশা রাখিতেছে সে ঈশ্বরর নিকটে গৃহীত হইবে ইহা তাহার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

যিনি বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তন্নিরাকরণের উপায় বিধান করেন তিনিই জ্ঞানী।

তুমি স্বীয় কামনার অধীনতায় কারাগারে বদ্ধ আছ, ঈশ্বরে ভারার্পণ করিলে রক্ষা পাইবে ও সুখী হইবে।

সংসারে তোমার সন্তোষ হইলে ঈশ্বরের প্রতি তোমার মনে সন্তোষ থাকিবে না, তুমি লোককে ভয় করিলে ঈশ্বরভয় তোমার অন্তর হইতে পরিষ্কাররূপে চলিয়া যাইবে। অন্যের প্রতি তোমার আশা থাকিলে ঈশ্বরসম্বন্ধে আশা তোমার অন্তর হইতে বিদূরিত হইবে।

যে জন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে ভয় করে না, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার নিকটে আশা করে না, ঈশ্বরের সন্তোষকে নিজের সন্তোষের উপর আসন প্রদান করে ঈশ্বরের সঙ্গে সেই ব্যক্তিরই যোগ আছে।

ঈশ্বরভয় তোমাকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যাইবে, দম্ভ ও অভিমান ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে।

লোককে অবজ্ঞা করা নীচ মনে করা রোগবিশেষ, তাহার কখন প্রতীকার হয় না।

যাবৎ প্রবৃত্তি বিরুদ্ধাচরণ না করে তাবৎ মনুষ্য স্বীয় প্রকৃতিতে স্থিতি করে। যখন বিরুদ্ধাচরণ করে তখন সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন লোক নীচ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

নিজের সম্বন্ধে তিনটী শত্রুতা— ধনে লোভ, মনুষ্যের নিকটে সম্মানাকাঙ্ক্ষা, মনুষ্য কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

ঈশ্বরের গুণসম্বন্ধে যাহা তুমি রসনায় উচ্চারণ কর, তোমার হৃদয় যদি তাহার সত্যতা স্বীকার করে তাহা হইলে তোমার প্রেম বিশুদ্ধ মানিতে হইবে।

ঈশ্বর কর্ত্তৃক উন্নমিত হও কখন অবনত হইবে না।

তাপস হাতম আসম।

তাপস হাতম আসম সত্যানুরাগ প্রেম সহিষ্ণুতা বৈরাগ্য বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি খোরাসানে জীবন যাপন করেন। ধ্যান ও চিন্তা তাহার

নিশ্বাস প্রশ্বাস ছিল, সত্য ও প্রেমকে অতিক্রম করিয়া তিনি এক পদও গমন করেন নাই। মহর্ষি জনিদ বলিয়াছেন "বর্ত্তমান কালে হাতম এক জন সত্যনিষ্ঠ লোক।" হাতমের প্রণীত অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। বচনবিন্যাসে তিনি সুনিপুণ ছিলেন।

একদা তিনি স্বীয় পারিষদবর্গকে বলিয়াছিলেন "যদি তোমাদিগকে লোকে জিজ্ঞাসা করে যে হাতম হইতে কি শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তাহাতে কি উত্তর দান করিবে?" তাঁহারা কহিলেন "বলিব বিদ্যা শিখিয়াছি।" হাতম কহিলেন "যদি বলে হাতমের বিদ্যা নাই, তবে কি বলিবে?" তাঁহারা কহিলেন "বলিব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছি।" তিনি কহিলেন "যদি তাহারা বলে হাতম তত্ত্বজ্ঞ নহেন, তবে কি বলিবে?" তখন পারিষদগণ বলিলেন "ইহার উত্তর আমরা জানি না, আপনি বলুন।" তিনি কহিলেন "তোমরা বলিবে দুইটী বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। (১) যাহা আছে, তাহাতে সন্তোষ, (২) যাহা অন্যের হস্তে তাহাতে নিরাশা।"

তিনি অন্য এক দিন বন্ধুদিগকে বলিলেন "আর আমি কত কাল তোমাদের ভার বহন করিব এ কার্য্যের জন্য এক জন উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন কর।" তাঁহাদের এক ব্যক্তি বলিলেন "অমুকে অনেক বার ধর্ম্ম যুদ্ধ করিয়াছে তিনিই উপযুক্ত হইবেন।" হাতম বলিলেন "তিনি গাজি, (কাফেরবিজয়ী) এ কার্য্যের উপযুক্ত নহেন।" অপর এক জন বলিলেন "অমুক ব্যক্তি প্রচুর ধন দান করিয়াছেন।" হাতম বলিলেন "তিনি বদান্য পুরুষ।" অন্য এক ব্যক্তি বলিলেন, "অমুকে অনেকবার হজ্জ করিয়াছেন (মক্কা তীর্থে গিয়াছেন)।" হাতম বলিলেন "তিনি হাজী, আমি উপযুক্ত লোক চাহি।" তাঁহারা বলিলেন "তবে আপনিই বলুন কিরূপ লোক উপযুক্ত।" তিনি বলিলেন "যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার প্রতি আশা রাখেন না।"

এক জন ধনবান্ পুরুষ ঋষির নিকটে আসিয়া বলিল "আমার প্রচুর সম্পত্তি আছে, আমি তোমাকে ও তোমার বন্ধুদিগকে তাহার অংশী করিতে ইচ্ছা করি।" ঋষি বলিলেন, "আমার এই আশঙ্কা হয় যে তোমার

মৃত্যুর পর বা আমাকে এরূপ বলিতে হয় যে হে স্বর্গীয় জীবিকাদাতা, আমার পার্থিব জীবিকাদাতার মৃত্যু হইল।” অন্য এক অবিশ্বাসী ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “তুমি কোথা হইতে আহার প্রাপ্ত হও।” তিনি বলিলেন “ঈশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে।” সে বলিল “লোকের সম্পত্তি ভোগ করিতেছ, আবার বলিতেছ ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে আহার পাইয়া থাকি!” ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার সম্পত্তি হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছি?” সে বলিল “না।” পরে সে জিজ্ঞাসা করিল “ভাল তোমার জীবিকা কি স্বর্গ হইতে আইসে?” হাতম বলিলেন “শুদ্ধ আমার কেন, সকল লোকের জীবিকা স্বর্গ হইতে আইসে।” সে বলিল “বোধ হয় গৃহের গবাক্ষ দ্বার দিয়া আসিয়া থাকে! এইক্ষণ তুমি শয়ন করিয়া থাক, তোমার মুখে আসিয়া পড়িবে।” হাতম বলিলেন, “দুই বৎসর কাল শৈশবশয্যায় শয়ান ছিলাম, তখন জীবিকা আমার মুখে আসিত।” সে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কি কাহাকে দেখিয়াছ যে বপন না করিয়া কর্ত্তন করে?” হাতম বলিলেন “হাঁ! দেখিয়াছি। তুমি তোমার মস্তকের কেশ বপন কর নাই, কিন্তু কর্ত্তন করিয়াছ।” পরে সে বলিল, “ভাল তুমি আকাশে যাও সেখানে জীবিকা পাইবে।” ঋষি বলিলেন “পক্ষী হইলে আকাশে উড়িয়াও জীবিকা পাই।” সে বলিল “মৃত্তিকার নিম্নে প্রবেশ কর তথায় জীবিকা লাভ করিবে।” হাতম বলিলেন “পিপীলিকা হইলে সেখানেও আহার প্রাপ্ত হই।” এই সকল উত্তর শুনিয়া সেই সংশয়ী অপ্রস্তুত হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে রহিল, ও অনুতাপাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে কাতর ভাবে বলিল “আর্য্য! আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন।” তিনি বলিলেন “লোকের নিকটে আশা করিও না, তাহা হইলে তাহারাও তোমার নিকটে কোন আশা রাখিবে না। ঈশ্বর ও নিজের মধ্যে গোপনে সদনুষ্ঠান কর তাহা হইলে পরমেশ্বর প্রকাশ্যে তোমাকে গৌরবান্বিত করিবেন। লোকের সেবা করিও তাহা হইলে লোকেও তোমার সেবা করিবে।”

ঋষি বলিয়াছিলেন “প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয়তান আমাকে বলে

'আজ তুমি কি খাবে ?' আমি বলি মৃত দেহ খাব। সে জিজ্ঞাসা করে 'কি পরিবে ?' আমি বলি মরার কাপড় পরিধান করিব। তৎপরে সে জিজ্ঞাসা করে 'কোথায় থাকিবে ?' আমি বলি কবরের ভিতরে থাকিব।" ইহা শুনিয়া বলে 'তুমি অত্যন্ত হতভাগা লোক।' তৎপর আমকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।"

একদা ঋষি দেশান্তরে গমনের উদ্যত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন "আমি বিদেশে যাইতেছি, চারি মাস কাল বিলম্ব হইবে, তোমার জন্য কি পরিমাণ জীবিকা রাখিয়া যাইব ?" তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিলেন "যে পরিমাণ আমার জীবন সেই পরিমাণ।" ঋষি বলিলেন "তোমার জীবনতো আমার হস্তে নহে।" ভার্য্যা বলিলেন "আমার জীবিকাও তোমার হস্তে নহে।" ঋষি চলিয়া গেলে এক বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে "হাতম তোমার জন্য কত জীবিকা রাখিয়া গিয়াছেন ?" তিনি বলিলেন "স্বামী জীবিকাভোজী ছিলেন চলিয়া গিয়াছেন, জীবিকাদাতা এখানে বিদ্যমান।"

হাতম বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ করিলে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন "বন্ধু আকাঙ্ক্ষা করিলে পরমেশ্বরই তোমার জন্য বন্ধু যথেষ্ট, সঙ্গী চাহিলে বিধাতাই তোমার জন্য সঙ্গী যথেষ্ট, সম্মান চাহিলে সংসার যথেষ্ট, সান্ত্বনা দাতা চাহিলে কোরাণ গ্রন্থ যথেষ্ট, কার্য্য চাহিলে তপস্যা যথেষ্ট, উপদেশ চাহিলে মৃত্যু-স্মরণ যথেষ্ট। যাহা বলিলাম ইহা যদি তোমার মনোনীত না হয়, তাহা হইলে তোমার জন্য নরক যথেষ্ট।"

এক দিন তিনি হামদলেফাফকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ ?" তিনি বলিলেন "কুশলে ও শান্তিতে।" ঋষি বলিলেন "সংসার পারে উত্তীর্ণ হইলে কুশল, স্বর্গলোকে যখন বাস করিবে তখন সুখশান্তি।" লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তোমার কি আকাঙ্ক্ষা হয় ?" তিনি বলিলেন "দিবারজনী সুখে থাকিতে আকাঙ্ক্ষা। যে দিন ঈশ্বরের নিকট কোন অপরাধ করি না সেই দিনই আমার সুখ।"

এক ব্যক্তি হাতমকে বলিয়াছিল যে "অমুকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করি-

য়াছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার সঙ্গে জীবন সংগ্রহ করিয়াছে কি?" সে বলিল "না।" তিনি বলিলেন "ধন মৃত ব্যক্তির কি কাজে আসিবে।"

কেহ ঋষিকে বলিয়াছিল তোমার কিছু প্রার্থনীয় থাকিলে আমার নিকটে প্রার্থনা কর। ঋষি বলিলেন "আমার প্রার্থনীয় এই যে তুমি আমার নিকটে আসিও না, আমি তোমার নিকটে যাইব না।"

এক জন সাধু পুরুষ হাতম নমাজ কিরূপ করেন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন" নমাজের সময় উপস্থিত হইলে অজুকরি, বাহ্যিক অজু জল দ্বারা আন্তরিক অজু অনুতাপ দ্বারা করিয়া থাকি। তৎপর মস্‌জিদে আসি, তখন কাবা মন্দিরকে দর্শন করি, মহাত্মা ইব্রাহিমের নিকেতন স্বীয় ভ্রূযুগের মধ্যে দেখি; স্বর্গলোক দক্ষিণে, নরকলোক বামে, ও সেরাত নামক সংসার পারের সেতু পদ নিম্নে স্থাপন করি, শমনকে পশ্চাৎ ভাগে মনে করি, হৃদয়কে ঈশ্বরে উৎসর্গ করি। তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তক্‌বির (স্তব) করি, সম্মাননা সহকারে দণ্ডায়মান হই, সভয়ে পাঠ করি, সবিনয়ে পৃষ্ঠদেশ বক্র করি, কাতরোক্তি সহকারে ভূমিতলে মস্তক অবনত করি, গাম্ভীর্য্য সহকারে উপবেশন করি, কৃতজ্ঞতা সহ সেলাম করি। আমার নমাজ এইরূপে সম্পন্ন হয়।

একদা তিনি কয়েক জন পণ্ডিতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন "যদি তিনটী অবস্থা তোমাদের না হয় নরক তোমাদের জন্য উপযুক্ত। তাহা এই (১) বর্ত্তমান দিবস যে তোমাদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিল তজ্জন্য খেদ করা। [খেদ এই জন্য যে দিবস চলিয়া গেল সাধন ভজন অধিক করিতে ও পাপের জন্য ক্ষমা চাহিতে পার নাই। অদ্য যদি গত দিবসের দোষের জন্য অনুশোচনায় নিযুক্ত থাক তবে অদ্যকার কর্ত্তব্য কবে করিবে?] (২) উপস্থিত দিবসকে যথেষ্ট মনে করিয়া যথাসাধ্য স্বীয় কল্যাণজনক কার্য্য করা এবং শত্রুদিগকে সন্তুষ্ট করা। (৩) কল্য তোমাদের জন্য মৃত্যু না জীবন উপস্থিত হয় এবিষয়ে শঙ্কিত থাকা।"

হাতম যখন বগ্‌দাদে আসিলেন, তথাকার খলিফা সংবাদ পাইলেন যে খোরাসানের এক জন পরম বৈরাগী উপস্থিত। খলিফা তাঁহাকে আহ্বান

করিলেন। মহর্ষি নিকটে উপস্থিত হইয়াই খলিফাকে বলিলেন, "হে বৈরাগী পুরুষ, সেলাম।" খলিফা বলিলেন "আমি বৈরাগী নহি। আমার আজ্ঞাধীন সমুদায় সংসার, আমি কেমন করিয়া বৈরাগী, বৈরাগী তুমি।" হাতম বলিলেন "না, তুমিই বৈরাগী।" খলিফা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন করিয়া?" ঋষি বলিলেন "ঈশ্বর বলিয়াছেন 'সংসারের সম্পত্তি যৎকিঞ্চিৎ।' তুমি পরম সম্পদ্ স্বর্গকে তুচ্ছ করিয়া এই যৎকিঞ্চিৎ সংসারকে সার করিয়াছ, অতএব তুমি বৈরাগী। আমি বৈরাগী নহি, যেহেতু আমি যৎসামান্য ইহলোকে লিপ্ত নহি, পারলৌকিক পরম সম্পদের অধিকারী। আমি কেমন করিয়া বৈরাগী?"

উক্তি।

দুই বিষয়ে সাবধান হইও, অহঙ্কার ও লোভ। ঈশ্বর যত দিন অহঙ্কারীকে তাহার পরিবারস্থ নিকৃষ্ট লোক দ্বারা দুর্গতি ভোগ না করান তত দিন তাহাকে ইহলোক হইতে গ্রহণ করেন না। লোভীর কণ্ঠ যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবরুদ্ধ না হয় সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর তাহাদিগকে এই সংসার হইতে গ্রহণ করেন না।

পণ্ডিত ও বৈরাগীদিগের অহঙ্কার ধনী ও রাজাদিগের অহঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তিদিগের অহঙ্কারের তৌলদণ্ডই অধিক ঝুঁকিবে।

মন চারি প্রকার। মৃত মন, রুগ্ন মন, অলস মন, সুস্থ মন। কাফেরের (ধর্ম্মদ্রোহীর) মন মৃত, পাপীর মন রুগ্ন, লোভী ঔদরিকদিগের মন অলস, যাহারা অধিক সাধন ভজনায় অবহিত, তাহাদিগের মন

কার্য্য করিবার কালে মনে করিবে যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা দেখিতেছেন। কথা বলিবার কালে স্মরণ করিবে যাহা তুমি বলিতেছ তাহা ঈশ্বর শুনিতেছেন, মৌন থাকিবার কালে মনে করিবে যে ঈশ্বর জানিতেছেন তুমি কি ভাবে মৌন আছ।

স্পৃহা তিন প্রকার। ভোগের স্পৃহা, বলিবার স্পৃহা, দেখিবার স্পৃহা,

ভোগ করিবার সময় ঈশ্বর নিকটে এই বিশ্বাস রক্ষা করিও; বলিবার সময় সত্যকে রক্ষা করিও, দর্শন করিবার সময় সাধুতাকে রক্ষা করিও।

চারি অবস্থাতে আত্মানুসন্ধান করিও (১) নিষ্কপটে সদনুষ্ঠান করিতেছ কি না, (২) নিস্পৃহভাবে কথা বলিতেছ কি না, উপকারের প্রত্যাশা শূন্য হইয়া দান করিতেছ কি না? অকৃপণ হইয়া ধন রক্ষা করিতেছ কি না।

অধার্ম্মিক সংসারে যাহা গ্রহণ করে লোভবশতঃ গ্রহণ করে, যাহা দান করে অধর্ম্মেতে করে।

বৈরাগ্যের প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরে বিশ্বাস, মধ্যমাবস্থায় সহিষ্ণুতা, চরমাবস্থায় ঈশ্বরে প্রেম।

যদি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হইতে তুমি ইচ্ছা কর, তবে ঈশ্বর যাহা করেন তাহাতে সম্মত থাক।

তাপস ইব্রাহিম আধম।

তাপস ইব্রাহিম আধম রাজা ছিলেন। পরে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অকিঞ্চন বৈরাগী হন। তিনি ঈশ্বরভীরু, সত্যনিষ্ঠ, কঠোর সাধক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ প্রেম ব্যাকুলতার তুলনা নাই। তিনি অনেক সাধু লোককে দর্শন করিয়াছিলেন, ও প্রধান ধর্ম্মযাজক আবু হনিফার সহবাসে ছিলেন। মহর্ষি জুনিদ বলিয়াছেন "ইব্রাহিম সমুদায় জ্ঞানের কুঞ্জিকা।" একদা আবু হনিফার সাক্ষাতে তাঁহার পারিষদগণ ইব্রাহিমের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহা দেখিয়া আবু হনিফা বলিলেন "ইব্রাহিম আমাদের সম্মানের পাত্র।"। পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি কেমন করিয়া এরূপ সম্মান ভাজন হইলেন?" আবু হনিফা বলিলেন "ইনি নিরন্তর ঈশ্বরের সেবায় প্রবৃত্ত আছেন, আমরা অন্য কার্য্য করিয়া থাকি, এই জন্য।"

তাপস ইব্রাহিম বাল্খের রাজা ছিলেন। এক বিস্তীর্ণ রাজ্য তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। একদা নিশীথকালে তিনি প্রাসাদের উপর পর্য্যঙ্কে

শয়ান আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ অট্টালিকার ছাদ কাঁপিয়া উঠিল। কাহার পদ ভরে ছাদ নড়িল বুঝিতে না পারিয়া তিনি ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?" আগন্তুক উত্তর করিলেন, "শত্রু নই, উষ্ট্র হারাইয়াছি, তাহার অনুসন্ধান করিতেছি।" ইব্রাহিম বলিলেন "অট্টালিকার উপর উটের অনুসন্ধান, এ কেমন কথা ?" তিনি বলিলেন "হে নির্ব্বোধ! তুমি স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বহুমূল্যের পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর, এই ব্যাপারটী অট্টালিকার ছাদের উপর উষ্ট্রের অনুসন্ধান অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যকর।" আগন্তুক এই কথাটী বলিয়াই দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এই উক্তিতে ইব্রাহিমের মনে ভয় উপস্থিত হইল; অশান্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; তিনি শোকাকুল, চিন্তাকুল চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অন্য একদিন সভামণ্ডপে পারিষদবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেছেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ এক তেজস্বী পুরুষ মহা বেগে সেখানে প্রবেশ করিলেন। তিনি এমন ভাবে দৌড়িয়া আসিলেন যে কাহার সাধ্য হইল না জিজ্ঞাসা করে "তুমি কে ?" বিশেষতঃ তাঁহার তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দর্শনে সকলে প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সমাগত পুরুষ সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ইব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চাও ?" তিনি বলিলেন "এই পান্থনিবাসে উপনীত হইলাম।" ইব্রাহিম বলিলেন "এ পান্থশালা নয়, বাস ভবন।" আগন্তুক "জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অবস্থানের পূর্ব্বে এ গৃহ কাহার অবস্থিতির জন্য ছিল ?" ইব্রাহিম বলিলেন "আমার পিতৃ দেবের।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁহার পূর্ব্বে এ ভবনে কে ছিলেন ?" তিনি বলিলেন "পিতামহ।" পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন "তোমার পিতামহের পূর্ব্বে কে ছিলেন ?" ইব্রাহিম বলিলেন "অমুক ব্যক্তি।" এই প্রকার কয়েক জনের নামের উল্লেখ হইল। অতঃপর আগন্তুক বলিলেন "যখন এখানে একজন আসিতেছে, অন্য জন চলিয়া যাইতেছে তখন ইহা কিরূপে পান্থশালা নয় ?" এই বলিয়াই তিনি দ্রুত গতিতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইব্রাহিম একাকী তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। কতকদূর যাইয়া

তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ?" তিনি বলিলেন "আমি খেজর।"* ইব্রাহিমের অন্তরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, যন্ত্রনা বৃদ্ধি হইল। আদেশ করিলেন যে "অশ্ব সজ্জিত কর, অরণ্যে যাইব, দেখি এই ব্যাপারের সীমা কত দূর।" অনন্তর অনুচরবৃন্দ সঙ্গে করিয়া কাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বনে যাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে চলিতে চলিতে সৈন্য দল হইতে দূরে পড়িয়া গেলেন। তখন অকস্মাৎ "জাগরিত হও।" এই শব্দ শুনিতে পাইলেন। দ্বিতীয় বার এই কথা শুনিলেন; তৃতীয় বারও এই ধ্বনি হইল; চতুর্থ বার "মৃত্যুদ্বারা জাগরিত হওয়ার পূর্ব্বে জাগরিত হও।" এই বাক্য শুনিতে পাইলেন। তখন বৈরাগ্যোদ্দীপক আরও কিছু কিছু অলৌকিত ঘটনা হইল। ইব্রাহিম দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "হায়! হায়! কি ব্যাপার উপস্থিত।" তিনি অস্থির হইয়া গেলেন; ভয় ভাবনা আসিয়া অন্তরকে আক্রমণ করিল; স্বর্গের দ্বার তাঁহার প্রতি উন্মুক্ত হইল; সত্য রাজ্য প্রকাশ পাইল; বিশ্বাসের অগ্নি আত্মাতে জ্বলিয়া উঠিল; অন্তঃকরণ বিশেষরূপে অনুতপ্ত হইল; বসন ভুষণ অশ্রু জলে ভাসিয়া গেল। পরে তিনি পথ ছাড়িয়া কাননের এক দিকে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে এক জন রাখালকে দেখিলেন যে, তাহার পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, মস্তকে ছেঁড়া টুপি। নিজেরস্বর্ণমাণিক্যখচিত মুকুট এবং পরিচ্ছদ তাহাকে প্রদান করিয়া সেই ছিন্ন বস্ত্র এবং টুপি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন—রাজবেশ ছাড়িয়া দুঃখীর বেশ ধারণ করিলেন; অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দেবলোক ইব্রাহিমের দৃষ্টি পথে প্রকাশিত হইল; আশ্চর্য্য এক রাজ্যাধিপত্য ইব্রাহিমের হস্তগত হইল। তিনি দীনবেশে পদব্রজে অরণ্য পর্ব্বত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও স্বীয় পাপের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিম এই ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে নেশাপুর নগরের অদূরে এক গুফাতে যাইয়া বাস করিলেন। সেই গহ্বরে

* খেজর এক জন পেগাম্বর (ঈশ্বরের সংবাদবাহক)। মুসলমানেরা তাঁহাকে অমর বলিয়া থাকে।

নয় বৎসর কাল অবস্থান করেন। কে বলিতে পারে যে তিনি একাকী তথায় থাকিয়া কিরূপ অসাধারণ সাধনা ও রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন? তিনি ক্ষুধিত হইলে গুফার বাহিরে আসিতেন, অরণ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেন, ও সেই কাষ্ঠভার মস্তকে বহন করিয়া নেশাপুরে গিয়া বিক্রী করিতেন। সেই কাঠের মূল্যে রুটি কিনিতেন এবং অৰ্দ্ধেক রুটি দুঃখী দরিদ্রদিগকে দান করিয়া অৰ্দ্ধেক নিজে ভক্ষণ করিতেন। শুক্রবার দিন নেশাপুরের সাধারণ ভজনালয়ে যাইয়া উপাসনায় যোগ দিতেন। এই ভাবে তিনি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। সেই গুফায় এক এক দিন গুরুতর বিপদের সহিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। এক দিন বরফের চাপের নিম্নে পড়িয়াছিলেন, অন্য এক দিন ভয়ঙ্কর অজগবের মুখে নিপতিত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর কৃপায় তাহা হইতে রক্ষা পান।

কথিত আছে যখন ইব্রাহিম অরণ্যে চলিয়া যান, তখন এক ধৰ্ম্মপরায়ণ পুরুষ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মহা নামে দিক্ষিত করেন; তিনি সেই নামে ঈশ্বরকে ডাকিতে থাকেন। ইহার অব্যবহিত পরে খেজরের সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাৎ হয়। খেজর বলেন "ইব্রাহিম! যিনি তোমাকে পরমেশ্বরের মহানাম শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি আমার ভ্রাতা আলিয়াস।" অনন্তর খেজরের সঙ্গে ঈশ্বর বিষয়ে তাঁহার অনেক কথোপকথন হয়। মহাপুরুষ খেজরই ইব্রাহিমের গুরু ছিলেন। তিনিই রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় আনয়ন করেন।

ইব্রাহিম চৌদ্দ বৎসর নানা স্থান, অরণ্য-প্রান্তর ভ্রমণ করিয়া, পথে পথে উপাসনা প্রার্থনা করিতে করিতে মক্কা তীর্থে উপনীত হন! তথাকার ঋষিগণ 'মহর্ষি ইব্রাহিমের আগমন' এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইব্রাহিম ইহা জানিতে পারিয়া কেহ তাঁহাকে চিনিতে না পারে এই ব্যপদেশে বণিক্ দলের মধ্যে যাইয়া লুকাইয়া থাকেন। এক জন ভৃত্য ঋষিদিগের আদেশক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে ইব্রাহিমকে পাইয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করে যে "মহর্ষি ইব্রাহিম কি নিকটে আছেন? মক্কার মহর্ষিগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আসিয়াছেন।" ইব্রাহিম বলিলেন "সেই ইব্রাহিম পাষণ্ড দ্বারা তাঁহাদের কি প্রয়োজন?"

এই কথা শ্রবণে ভৃত্য মহা ক্রোধে তাঁহার গ্রীবা আক্রমণ করিয়া প্রহার করে এবং বলে "তুই তাদৃশ মহাপুরুষকে পাষণ্ড বলিস্, বেটা তুই পাষণ্ড।" ইব্রাহিম বলিলেন "আমি তাহাই বলিতেছি, পাষণ্ড আমিই।" অতঃপর একটু সরিয়া গিয়া মনকে বলিলেন "মন! উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছ," এই বলিয়া তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। পরে ভৃত্য তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তদবধি ইব্রাহিম মক্কা-বাসী হন, সেখানে তপস্যার সঙ্গী অনেক বন্ধু পাইলেন। তিনি নিজে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কখন অরণ্যে যাইয়া কাঠ কাটিয়া তাহা বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রী করিতেন, কখন বা শাক তরকারি বিক্রী করিতেন। তিনি একটি স্তন্যপায়ী শিশু পুত্র রাখিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। পরে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জননীর সমভিব্যাহারে মক্কাতে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মক্কাতে ইব্রাহিম প্রতি দিন মুটের কায করিতে যাইতেন, সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত খাটিতেন। পরে নিজের ও ধর্ম্মবন্ধুদিগের জন্য কিছু খাদ্য ক্রয় করিয়া আনয়ন করিতেন। সকলকে খাওয়াইয়া সায়ংকালীন উপাসনান্তে স্বয়ং আহার করিতেন। প্রায়ই আটা আনিয়া স্বহস্তে সকলের জন্য রুটী প্রস্তুত করিতেন। রাজকুমার মক্কা নগরে বৃদ্ধ পিতৃদেবকে কাষ্ঠভার মস্তকে বহন করিয়া যাইতেছেন দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিলেন, রাজ্ঞীও মহারাজ স্বামীর দীনহীন দুঃখীর বেশ দেখিয়া মহা শোকাকুল হইয়াছিলেন। কাবা মন্দিরের সম্মুখে পিতা পুত্রের পরিচয় হয়, ইব্রাহিম পুত্রকে স্নেহভরে আলি-ঙ্গন দিয়া ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করেন। মক্কাতেই বালকটীর মৃত্যু হয়।

একদা রাত্রিতে ইব্রাহিমের এক জন ধর্ম্মবন্ধু পীড়িত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত হিমের রাত্রি ছিল। গৃহের দ্বারে কবাট ছিল না। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ইব্রাহিম স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে রোগী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এরূপ কেন করিলে?" ইব্রাহিম বলিলেন "শীতল বায়ু প্রবাহিত ছিল, তাহা তোমার শরীরকে অধিক স্পর্শ করিতে না পারে এজন্য দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলাম।"

সহলএব্‌ন্ ইব্রাহিম বলিয়াছেন যে “একদা আমি মহর্ষি ইব্রাহিমের সঙ্গে বিদেশে যাত্রা করিয়াছিলাম। পথে পীড়িত হই, ইব্রাহিম আপনার যাহা কিছু ছিল আমার ঔষধ পথ্যের জন্য ব্যয় করেন। পরে অর্থাভাবে আমার গর্দ্দভটি বিক্রী করেন। আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম গর্দ্দভ কোথায়? তিনি বলিলেন ‘বিক্রী করিয়াছি।’ আমি বলিলাম কিসে আরোহণ করিব? বলিলেন ‘আমার স্কন্ধে’ আরোহণ কর।’ পরে তিন দিনের পথ তিনি আমাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যান।”

নির্জনে অবস্থানকালে ইব্রাহিম এক দিন অন্ন প্রাপ্ত হন নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া অবিশ্রান্ত উপাসনা করিলেন। দ্বিতীয় দিনও কিছুই খাদ্য পাইলেন না। সে দিনও অবিরাম উপাসনা করিলেন। এই প্রকারে সাত দিন গত হইল। অনশনে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তখন বলিলেন “ঈশ্বর! তুমি যদি খাইতে দাও।” ইতিমধ্যে এক যুবক আসিয়া বলিল “দুর্ব্বলতা কি দূর করিতে চাও?” তিনি বলিলেন “হাঁ।” যুবা অতিথিরূপে ইব্রাহিমকে আপন গৃহে লইয়া আসিল। তখন উত্তমরূপে দৃষ্টি করিয়া বুঝিতে পারিল যে ইনি ইব্রাহিম। উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিল “ইব্রাহিম, মহাত্মন্! আমি তোমার দাস। আমার যাহা কিছু আছে তুমি গ্রহণ কর।” ইব্রাহিম বলিলেন “তুমি আমাকে যাহা দিতেছ, তাহা তোমাকে আমি দান করিলাম। এইক্ষণ অনুমতি কর, চলিয়া যাই।” তখন দীনভাবে বলিলেন “হে ঈশ্বর! সঙ্কল্প করিয়াছি, এক খণ্ড রুটি ব্যতীত তোমার নিকটে কিছুই চাহিব না; এ কি, তুমি যে সংসারের ধন আমাকে আনিয়া দিতেছ!”

কেহ সহস্র মুদ্রা আনিয়া ইব্রাহিমকে বলিয়াছিল যে গ্রহণ কর, তিনি বলিলেন “আমি দরিদ্রের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করি না।” দাতা বলিল “আমি দরিদ্র নই, ধনী।” ইবাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার যে সম্পত্তি আছে তাহা অপেক্ষা কি অধিক চাই?” সে বলিল “হাঁ।” ইব্রাহিম বলিলেন “মুদ্রা লইয়া যাও, তুমি এক জন প্রধান দরিদ্র।” পরে বলিলেন “হায়! আমি অন্বেষণ করি দরিদ্রতা, উপস্থিত হয় ঐশ্বর্য্য।”

চল্লিশ দিন ইব্রাহিমের ভাল উপাসনা হয় নাই। জানিতে পাই লেন যে বসোরা নগরে অপর লোকের একটি খোরমা ফল নিজের বলিয়া ভক্ষণ করিয়াছেন, তাহাই উপসনা ভাল না হওয়ার কারণ। ইহা জানিয়া তৎক্ষণাৎ বসোরায় যাত্রা করেন। যাহার খোরমা ছিল, তাহার নিকটে যাইয়া সেই খোরমাটিকে হালাল অর্থাৎ নির্দ্দোষ করিয়া লইলেন।

ইবাহিম এক সময় রাস্তার পার্শ্বে মূর্চ্ছাগত এক মাতালের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে বমন করিয়াছিল, তাহাতে তাহার মুখ অপরিষ্কার ছিল। ইব্রাহিম জল আনিয়া মুখ ধৌত করিলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিলেন "যে মুখ হইতে পবিত্র ঈশ্বরের নাম বাহির হইয়া থাকিবে, তাহাকে অপরিষ্কার রাখিয়াছে, অন্যায় হইয়াছে।" মাতালের চৌতন্যোদয় হইলে কেহ তাহাকে বলিল "মহর্ষি ইব্রাহিম তোমার মুখ প্রক্ষালন করিয়াছেন এবং তোমাকে এরূপ বলিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া মাতাল সে দিন হইতে মদ্যপান পরিত্যাগ করিল। সেই সময়ে ইব্রাহিমের প্রতি এই প্রত্যাদেশ হইল "তুমি আমার অনুরোধে এক জনের মুখ প্রক্ষালন করিলে, আমি তোমার অন্তর প্রক্ষালন করিব।"

একদা প্রান্তরের পথে একজন সৈনিক পুরুষ ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুমি কে?" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "আমি দাস।" সিপাহি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করে "বসতি কোথায়?" তিনি বলেন "গোরস্থানে।" সৈনিক উপহাস মনে করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করে। পরে 'তিনি মহর্ষি ইব্রাহিম' ইহা জানিতে পারিয়া চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখন ইব্রাহিম বলে "তুমি আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ তাহাতে আমার ভাগ্যে স্বর্গ ভোগ হইল, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, তোমার দুর্গতি হয় এরূপ চাহি না।" পরে সিপাহীকে নিজের কথার মর্ম্ম বুঝাইয়া বলিলেন "সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের দাস, তদনুসারে আমি ও দাস। সর্ব্বদা নগরের লোক মৃত্যুর পর গোরস্থানে যাইয়া বসতি করিতেছে, গোরস্থানেই বসতির শ্রীবৃদ্ধি।"

একবার তিনি নৌকায় ছিলেন। এক জন দুর্দ্দান্ত মস্কারা আরোহী ক্ষিপ্ত ভাবিয়া তাঁহার মাথার চুল ছিঁড়ে ও গলায় ধাক্কা মারে। পরে

তৎকর্ত্তৃক তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। কোন প্রকারে তীর আশ্রয় করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। সেই অবস্থায়ও তাঁহার হৃদয় প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ছিল।

একদা ইব্রাহিম এক ঋষিকে দেখিলেন যে বৈরাগ্যের কষ্টে পড়িয়া খেদ করিতেছেন। তাহাতে তিনি বলিলেন "বোধ করি ইনি বৈরাগ্যকে বিনা মুল্যে গ্রহণ করিয়াছেন।' কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে "বৈরাগ্যকে কি কেনে ?" তিনি বলিলেন "হাঁ আমি বাল্‌খ রাজ্যের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছি।"

ইব্রাহিমকে কেহ বলিয়াছিলেন যে " তোমার সম্বন্ধে এ কি ঘটনা হইল, তুমি রাজা ছিলে রাজ্য সম্পদ্ কেন ছাড়িয়া দিলে ? " তিনি বলিলেন "এক দিন রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলাম, সম্মুখে দর্পণ ছিল, তাহাতে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম গৃহ শ্মশান, একটীও বন্ধু নাই ; সম্মুখে দীর্ঘ প্রবাস, কিন্তু আমার পাথেয় নাই ; ন্যায়বান্ বিচারক দেখিলাম, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের আমার কিছুই নাই। ইহা দেখিয়া রাজত্বের ভাব আমার অন্তরে শীতল হইয়া গেল। "

এক ব্যক্তি মহর্ষি ইব্রাহিমের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল "আমি অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আমাকে এরূপ উপদেশ দান করুন যাহা পালন করিয়া আমি উপকৃত হইতে পারি।" ইব্রাহিম বলিলেন "যদি পাপ কর তবে ঈশ্বর হইতে জীবিকা গ্রহণ করিও না।" সে বলিল "শুদ্ধ তিনি যখন জীবিকাদাতা তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবিকা কোথা হইতে লাভ করিব ? " ইব্রাহিম বলিলেন "উচিত নহে যে তাঁহার প্রদত্ত জীবিকা ভোগ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। যদি একান্তই পাপ করিতে চাও, তাঁহার রাজ্যের বাহিরে যাইয়া করিও।" সে বলিল "যখন পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে তাঁহারই রাজ্য বিস্তৃত, তখন সেই রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? " ইব্রাহিম বলিলেন " উচিত নহে যে ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করিবে ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। যদি একান্তই পাপ করিতে চাও এমত স্থানে করিবে যে তিনি যেন তোমাকে দেখিতে না পান।" সে বলিল "তিনি যে সার্ব্বসাক্ষী সূক্ষ্মদর্শী।" ইব্রাহিম বলিলেন "উচিত নহে তাঁহার প্রদত্ত জীবকা গ্রহণ করিয়া, তাঁহার রাজ্যে বাস করিবে ও তাঁহার সাক্ষাতে পাপ করিবে।

আচ্ছা! যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাহাকে বলিবে যে আমাকে কিঞ্চিৎ সময় দেও অনুতাপ করি।” সে বলিল “মৃত্যু আমার কথা গ্রাহ্য করিবে না।” ইব্রাহিম বলিলেন “পরন্তু মৃত্যুকে নিবারণ করিতেও তুমি সক্ষম নও, অতএব কর্ত্তব্য যে মৃত্যুর আগমনের পূর্ব্বে অনুপতাপ কর, এই মুহূর্ত্তে কর।” সে বলিল “তাহা পারি না।” ইব্রাহিম বলিলেন “তবে বিচারের সময় প্রশ্নের কি উত্তর দান করিবে তাহা স্থির করিয়া রাখ, যখন আদেশ হইবে যে পাপীদিগকে নরকে প্রেরণ কর, তখন তুমি বলিও আমি সেখানে যাইব না।” সে বলিল “বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে।” ইব্রাহিম বলিলেন “তবে পাপ করিও না।” সে ইহা শুনিয়া বলিল “যাহা বলিয়াছ যথেষ্ট হইয়াছে।” তখন সে অনুতপ্ত হইল, যাবজ্জীবন আর পাপে প্রবৃত্ত হইল না।

কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “তুমি ভার্য্যা গ্রহণ কর না কেন?” তিনি বলিলেন “অন্ন বস্ত্রহীনব্যক্তিকে কি কোন নারী স্বামীরূপে বরণ করিয়া থাকে? আমি পারিলে নিজেরে পরিত্যাগ করি, এমতাবস্থায় অন্য এক জনকে আবার কোমরে বাঁধিব, এবং এক স্ত্রীকে নিজের উপর আধিপত্য করিতে দিব?” তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “পরমেশ্বরকে ডাকি কিন্তু তিনি শ্রবণ করেন না, ইহার কারণ কি?” তিনি বলিলেন “ঈশ্বরকে জানিতেছ, কিন্তু তাঁহার সাধনা করিতেছ না; তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে জানিতেছ, কিন্তু তৎপ্রচারিত বিধির অধীন হইতেছ না; কোরাণ অধ্যয়ন করিতেছ, কিন্তু তদনুযায়ী, আচরণ করিতেছ না; ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিতেছ, কিন্তু তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হইতেছ না; অনুগত ভৃত্যদিগের জন্য স্বর্গ প্রস্তুত জানিতেছ, কিন্তু তাহার অন্বেষণ করিতেছ না; পাপীদিগের জন্য অগ্নিময় নরক প্রস্তুত জানিতেছ, কিন্তু তুমি তাহা হইতে পলায়ন করিতেছ না; শয়তানকে শত্রু জানিতেছ, কিন্তু তুমি তাহার সঙ্গে শত্রুতা করিতেছ না, বরং বন্ধুতা করিতেছ; জানিতেছ মৃত্যু আছে, কিন্তু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছ না। পিতা মাতা ও সন্তানগণকে ভূগর্ভে নিহিত করিতে দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছ না। নিজের পাপ পরিত্যাগ করিতেছনা, অন্যের দোষানুসন্ধানে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ, যে ব্যক্তি এরূপ, কেমন করিয়া তাহার প্রার্থনা গৃহীত হইবে।”

উক্তি।

স্বীয় প্রভুকে স্মরণে রাখ, মনুষ্যকে ছাড়িয়া দেও।

বদ্ধকে মুক্ত কর এবং মুক্তকে বদ্ধ কর। অর্থাৎ বদ্ধ মুদ্রাধার উন্মোচন করিয়া দান বিতরণ কর, এবং অযথা ভাষী উন্মুক্ত জিহ্বাকে রুদ্ধ কর।

যাত্রার জন্য চারিটি বাহন রাখিয়াছি, যখন কোন সম্পদ্ উপস্থিত হয় কৃতজ্ঞতার বাহনে আরোহণ করিও অগ্রসর হই, পূজা অর্চ্চনাকালে প্রেমের বাহনে আরোহণ করি, বিপদ্ উপস্থিত হইলে সহিষ্ণুতার বাহনে আরোহণ করি, পাপ করিলে অনুতাপ বাহনে আরোহণ করি।

তাপস আহমদ হর্ব।

আহমদ হর্ব মহা সাধক সংসারবিরাগী পরম জ্ঞানী তপস্বী ছিলেন। নেশাপুরে জীবন যাপন করেন। বন্ধুদিগের প্রতি মহর্ষি ইয়হার এই অনুশাসন ছিল, যে মৃত্যুকালে যেন তাঁহার মস্তক মহর্ষি আহমদ হর্বের চরণে স্থাপন করে। নেশাপুরে দুই আহমদ ছিলেন, আহমদ হর্ব সন্ন্যাসী, ও আহমদ বণিক্। আহমদ হর্ব পরম ধার্ম্মিক, আর আহমদ বণিক্ ঘোর সংসারী। ধার্ম্মিক আহমদ হর্ব নাম জপে এরূপ মত্ত থাকিতেন যে অনেক সময় তাহাতে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। এক দিন ক্ষৌরকার তাঁহার গোঁপ কাটিতে চাহে, আহমদ আল্লা আল্লা জপ করিতেছিলেন, তাহাতে অবিশ্রান্ত তাঁহার ওষ্ঠ নড়িতে ছিল। নাপিত "বলিল মুহূর্ত্ত কাল সুস্থির হও, আমি তোমার গোঁপ কাটিয়া খর্ব্ব করিয়া দি।" আহমদ বলিলেন "আমি আমার কাজ করিতে থাকি, তুমি তোমার কাজ কর, গোঁপ সংস্কারের অনুরোধে আমি আমার কাজে ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।" আহমদ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণে ওষ্ঠ নাড়িতে নিবৃত্ত হইলেন না, ক্ষৌরকার তাঁহার গোঁপ কাটিতে যাইয়া অনেক দূর ঠোঁট কাটিয়া ফেলিল। একবার

এক বন্ধু তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। বার বার ইচ্ছা করিলেন তাহার উত্তর লিখেন, সময় পাইয়া উঠিলেন না। বহুকাল পরে এক দিন নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এমন সময়ে এক শিষ্যকে বলিলেন "বন্ধুর পত্রের উত্তর এইরূপ লিখ,—তুমি পুনর্ব্বার আমার নিকটে পত্র লিখিও না, উত্তর লিখিতে আমার অবকাশ নাই। ঈশ্বরেতে তুমি মগ্ন থাক। আমার সেলাম।" এক দিন আহমদের মাতা কুক্কুট মাংস ভাজিয়া তাঁহার নিকটে আনিয়া বলিলেন "ইহা খাও, কোন সন্দেহ করিও না, এই কুক্কুট আমি গৃহে পুষিয়াছি।" আহমদ বলিলেন, "আমি এক দিন এই কুক্কুটকে দেখিয়াছি প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়া তাহার শস্য খাইয়াছে, প্রতিবেশী অন্যায়রূপে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, সেই অর্থের শস্য। এই কুক্কুটের মাংস জিহ্বায় স্পর্শ করিতে আমার মন সঙ্কুচিত হয়।"

বণিক্ আহমদের ধনের প্রতি একান্ত লোভ ছিল। সে এক দিন পাচিকাকে ডাকিয়া বলিল "শীঘ্র অন্ন ব্যঞ্জন আনয়ন কর।" এই বলিয়াই সে টাকার হিসাব করিতে লাগিল। রাঁধুনী অন্নপাত্র হস্তে করিয়া আসিয়া দেখে যে কর্ত্তা হিসাব করিতেছেন। ভাত আনিয়াছি বলিয়া সে বার বার ডাকিল, কর্ত্তার চৈতন্য নাই। আহমদ টাকার হিসাবে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া পাচিকা অন্ন ফিরাইয়া লইয়া গেল। কত ক্ষণ পরে আহমদ্ চৈতন্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার অন্ন আনিতে পাচিকাকে ডাকিল। পাচিকা তাহা লইয়া আসিতে আসিতে আবার টাকার চিন্তায় ও হিসাবে তাহার মন ডুবিয়া গেল। পাচিকা তাঁহাকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য দেখিয়া পুনর্ব্বার অন্নপাত্র সহ চলিয়া গেল। তিন বার এরূপ হইল। চতুর্থবার পাচিকা আসিয়া যখন দেখিল সে হিসাবে ঘোর অন্যমনস্ক হইয়া রহিয়াছে, তখন কিছু অন্ন ব্যঞ্জন অঙ্গুলিযোগে তাহার মুখে মাখিয়া প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আহমদ সচেতন হইয়া দেখিল যে ওষ্ঠাধরে অন্ন ব্যঞ্জন সংলগ্ন আছে। তখন মনে করিল খাওয়া হইয়াছে। আচমনের জল দিবার জন্য দাসীকে ডাকিল, আচমন করিয়া পুনর্ব্বার হিসাব করিতে বসিয়া গেল।

একদা নেশাপুরের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোক মহর্ষি আহ্মদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এক ভয়ানক পাষণ্ড পুত্র ছিল। তখন সে সুরাপানে মত্ত হইয়া রবাব যন্ত্র হস্তে ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির হইল, ও সেই সকল সম্ভ্রান্ত পুরুষদিগের নিকট দিয়া চলিয়া গেল, তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিল না। ইহা দেখিয়া তাঁহারা মনে মনে বিরক্ত হইলেন। তাঁহাদিগের ভাব বুঝিয়া আহমদ বলিলেন "এক দিন রজনীতে আমি কিছু খাদ্য উপহার প্রাপ্ত হই, তাহা ভক্ষণ করি, পরে অনুসন্ধান করিয়া জানি যে সেই দ্রব্য রাজভাণ্ডার হইতে আসিয়াছে। সেই রাত্রিতেই এই বালক তাহার মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয়। রাজার পাপোপার্জ্জিত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণেই আমার এরূপ কুপুত্র জন্মিয়াছে, ক্ষমা করিবেন।"

ঋষির বহরামনামক এক জন প্রতিবেশী অগ্নির উপাসক ছিল। সে বাণিজ্যার্থ বিদেশে বহু মূল্যের দ্রব্য সমগ্রী প্রেরণ করে, তাহা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। ঋষি তাহা শ্রবণ কবিয়া বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে বহরামের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বহরাম মহা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল এবং ভোজনের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় দুর্ভিক্ষ ছিল। সে ভাবিয়াছিল যে মহর্ষি দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া সবান্ধবে আহার করিতে আসিয়াছেন। আহমদ বলিলেন "তুমি সুস্থির হও। আমি ভোজন করিতে আসি নাই, তোমার সংবাদ লইতে আসিয়াছি। শুনিলাম তোমার ধন সম্পত্তি না কি অপহৃত হইয়াছে।" বহরাম বলিল "হাঁ তাহা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও তিন ভাবে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। (১) অন্যে আমার ধন অপহরণ করিয়াছে, আমি কাহার কিছু অপহরণ করি নাই। (২) দস্যু অর্দ্ধ সম্পত্তি হরণ করিয়াছে, অর্দ্ধ আমার হস্তে আছে! (৩) আমার ধর্ম্ম ধন আছে, সাংসারিক ধন অহৃত হইয়াছে।" ঋষি এই কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। বন্ধুদিগকে বলিলেন "শুন এই বাক্য হইতে ধর্ম্মানুরাগের সৌরভ নির্গত হইতেছে।" অনন্তর বহরামকে বলিলেন "বল তুমি কি জন্য অগ্নির পূজা করিয়া থাক?" সে বলিল "অগ্নি পরলোকে আমাকে দগ্ধ করিবে না, আমার প্রদত্ত রাশীকৃত ইন্ধন ভক্ষণ করিল, সুতরাং কৃতজ্ঞ থাকিবে ও

আমাকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যাইবে। এই জন্যই তাহার পূজা করিয়া থাকি।” ঋষি বলিলেন “তোমার ভয়ানক ভ্রম, যেহেতু অগ্নি শক্তিহীন পদার্থ, তুমি তাহার সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছ তাহা করিবার তাহার ক্ষমতা নাই। দেখ যদি একটি বালক এক গণ্ডূষ জল তাহার উপর নিক্ষেপ করে তৎক্ষণাৎ সে নির্ব্বাণ হয়। যে এতাদৃশ দুর্ব্বল সে কেমন করিয়া তদ্রূপ কার্য্য করিবে। যাহার এরূপ শক্তি নাই যে ক্ষুদ্র এক খণ্ড মৃত্তিকা স্বয়ং স্থানান্তরিত করিতে পারে, সে তোমাকে লইয়া কিরূপে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবে? পরন্তু অগ্নি অজ্ঞান, পুরীষ ও মৃগনাভির প্রভেদ জানে না। প্রাপ্তিমাত্র উভয়কে দগ্ধ করে, কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ ইহা বুঝিতে পারে না। অপিচ সত্তর বৎসর যাবৎ তুমি তাহার অর্চ্চনা করিতেছ, আমি কখন তাহার অর্চ্চনা করি নাই। এস, আমরা উভয়ে অগ্নিতে হস্তার্পণ করি, দেখিব অগ্নি তোমাকৃত উপকার স্মরণ করিয়া তোমার হস্ত দগ্ধ করিতে ক্ষান্ত হয় কি না?” এই কথা বহরামের অন্তরকে স্পর্শ করিল। তখন সে ঋষিকে অদ্বিতীয় ঈশ্বরসম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিল, তাহার সদুত্তর পাইয়া এবং ঋষির উপদেশানুরূপ অগ্নির পরীক্ষা করিয়া মুসলমান হইল। যখন বহরাম বলিল “আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে নিশ্চয় এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই, এবং আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি নিশ্চয় মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত;” তখন ঋষি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন “এরূপ অবস্থা কেন হইল?” তিনি বলিলেন “যখন বহরাম ‘কলেমা’ উচ্চারণ করিল, তখন আমার অন্তরে এই ধ্বনি হইল ‘হে আহমদ! সত্তর বৎসর পরে বহরাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিল, তুমি সত্তর বৎসর মুসলমানিতে কাটাইলে, অতঃপর কিরূপ বিশ্বাসী হইবে’।”

আহমদ রাত্রিতে শয়ন করিতেন না, একদা তাঁহার বন্ধুগণ বলিল, “এক রাত্রি যদি শয়ন কর ক্ষতি কি?” তিনি বলিলেন “যে ব্যক্তির মস্তকের উপর স্বর্গ সজ্জিত, নিম্নে নরকাগ্নি প্রজ্বলিত, সে জানে না স্বর্গের না নরকের অধিবাসী হইবে, তাহার কেমন করিয়া নিদ্রা হয়?”

উক্তি

যদি জানি লোকে আমার শত্রুতাচরণ করে, পরোক্ষে আমার নিন্দা করে, আমি স্বর্ণ রৌপ্য তাহাদিগকে উপহার দিতে প্রস্তুত, যেহেতু তাহারা আমার মঙ্গলের জন্য তাহা করে, অতএব আমার ধন তাহারা ভোগ করিবার অধিকারী।

ঈশ্বরকে যথোচিত ভয় করিও, যত দূর জান তাঁহার ভজনা করিও, সতর্ক থাকিও সংসার পূর্ব্বতন লোকদিগকে যেমন প্রতারণা করিয়াছে, তোমাকে সেরূপ প্রতারণা করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত না করে।

তাপসী রাবেয়া।

তাপসী রাবেয়া ঈশ্বরপ্রেমের অন্তঃপুরে বৈরাগ্য যবনিকার অন্তরালে বাস করিতেন। তিনি পরম বিশ্বাসী ঈশ্বরানুরক্ত রমণী ছিলেন। যদি বল "পুরুষের শ্রেণীতে নারীকে কেন স্থান দান করা হইল?" উত্তর এই মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন, "সত্যই ঈশ্বর তোমাদের বাহ্য আকৃতি দর্শন করেন না, তোমাদের মন ও সঙ্কল্প দেখেন।" বাস্তবিক আকৃতি কিছুই নহে ধর্ম্মনিষ্ঠাই সার। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "মনুষ্য মানসিক সদসদবস্থানুসারে পারলৌকিক শুভাশুভ ফল লাভ করিবে।" প্রেরিত মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী আয়েশা হইতে যেমন ধর্ম্মশিক্ষা করা বিধেয়, তাঁহার দাসীগণ হইতেও ধর্ম্মবিষয়ে উপকার লাভ করা উচিত। ধর্ম্মপথে যখন কোন অবলা বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহাকে অবলা বলা যায় না। যথা কোন মহাত্মা বলিয়াছেন, "পারলৌকিক বিচারের দিন যখন পুরুষদিগকে আহ্বান করা হইবে, তখন পুরুষের শ্রেণীতে ঈশার জননী মেরি পদস্থাপন করিবেন।" যখন মহর্ষি হোসন বসোরী সভায় তাপসী রাবেয়াকে উপস্থিত না দেখিলে ধর্ম্মালোচনা করিতেন না, তখন তাঁহার প্রসঙ্গ তাপসদিগের প্রসঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করা অযুক্ত নহে। কথা এই, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণের যোগসম্বন্ধে

এই সকল লোকের সম্পর্ক, পুরুষ বা স্ত্রী ইহাতে কি আইসে যায়? রাবেয়াব সময়ে তাঁহার তুল্য উচ্চ ধর্ম্ম ভাব অন্য কাহার ছিল না। তিনি মহাজনদিগের অগ্রগণ্যা ছিলেন।

রাবেয়া তুরস্কদেশের অন্তর্গত বাসোরা নগর নিবাসী এক জন দরিদ্রের কন্যা ছিলেন। আরবী ভাষায় রাবা শব্দে চতুর্থ বুঝায়। তিনি সেই দরিদ্রের চতুর্থ কন্যা ছিলেন বলিয়া রাবেয়া নামেআখ্যাতা হন। রাবেয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার জনক জননী উভয়েই লোকান্তর গমন করেন! তাঁহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বসোরাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন ভগিনীগণ হইতে রাবেয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এক দুর্বৃত্ত তাঁহাকে অসহায় পাইয়া কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে এক জন সম্পন্ন লোকের হস্তে সমর্পণ করে। সে ব্যক্তি দাসীরূপে রাবেয়াকে ক্রয় করিয়া স্বীয় পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত রাখে। সে অতিশয় নিষ্ঠুরপ্রকৃতি লোক ছিল, রাবেয়াকে সাধ্যাতীত পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করিত, তিনি কোনরূপে তাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। অনেক সময় তাঁহাকে বিষম নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। এক দিন আর ক্লেশ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি প্রভুর আলয় হইতে পলাইয়া যান। আস্তে ব্যস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া যাইতে পথে আছাড় খাইয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তখন নানা ক্লেশ ও বিপদে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভূমিতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিলেন "হে পরমেশ্বর! আমি পিতৃ মাতৃ হীনা দুঃখিনী, বন্দিনী হইয়া আছি, হস্ত ভগ্ন হইয়া গেল, এই সকল দুরবস্থাতেও আমার শোক নাই, আমি তোমার প্রসন্নতা চাই, বল প্রভো! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন কি না?" তখন এই স্বর্গীয় বাণী রাবেয়া শুনিতে পাইলেন "বৎসে! শোক করিও না, অচিরে তোমার গৌরববর্দ্ধন হইবে, দেবগণ তোমাকে আদর করিবেন।" রাবেয়া ইহাতে সান্ত্বনা পাইয়া প্রভুর গৃহে চলিয়া আসেন। তদবধি দিবাভাগ গৃহস্বামীর পরিচর্য্যায় ও রজনী ধর্ম্মপুস্তকের শ্লোক পাঠে ও উপাসনায় যাপন করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল এই ভাবে গত হইলে এক দিন রাত্রিতে গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া রাবেয়া যেন কি বলিতেছেন, শুনিতে পাইল। তখন রাবেয়া নিভৃত

কুটিরে প্রণত হইয়া এই বলিতেছিলেন "প্রভো পরমেশ্বর! তুমি জান, তোমার আজ্ঞা পালন করি, ইহাই মনের একান্ত অভিলাষ। তোমার মন্দিরে তোমার সেবাতেই আমার চক্ষুর জ্যোতিঃ, যদি আমার সাধ্য থাকিত, এক মুহূর্ত্ত তোমার সেবা হইতে বিরত হইতাম না। কিন্তু তুমি আমাকে পরাধীনা দাসী করিয়া রাখিয়াছ, এজন্য বিলম্বে তোমার সেবায় উপস্থিত হই।" রাবেয়া দীনভাবে ঈশ্বরকে এই নিবেদন করিতেছিলেন, গৃহস্বামী ইহা শুনিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিল. দেখিল যে রাবেয়ার উপরে এক স্বর্গীয় আলোক জ্বলিতেছে, সমুদায় গৃহ তাহাতে উজ্জ্বল হইয়াছে। গৃহস্বামী এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইল; একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, মনে মনে এই স্থির করিল যে এতাদৃশী পূজনীয়া নারীকে নিজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখা কোনরূপে বিধেয় নহে, বরং তাঁহার সেবায় আমারই নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়াই পর দিন গৃহস্বামী রাবেয়াকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিল, ও তৎপ্রতি অনেক শ্রদ্ধা প্রীতি প্রদর্শন করিয়া বলিল "যদি তুমি এখানে থাক, আমি দাস হইয়া তোমার সেবা করির।" তখন রাবেয়া প্রভুর অনুমতি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন, ও কঠোর তপস্যাতে আপনার জীবনকে নিয়োজিত করিলেন।

দিবা রাত্রি ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের আলোচনা ও উপাসনা সাধনাতে তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। তিনি কখন কখন মহর্ষি হোসেন রসোরীর সভাতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতেন। কিয়ৎকাল এক নির্জ্জন অরণ্য প্রদেশে বাস করিয়া যোগাভ্যাস করেন, তৎপরে এক ভজনালয়ে যাইয়া স্থিতি করেন, কিছু কাল সেখানে ধর্ম্ম সাধনায় রত থাকেন, পরিশেষে মক্কায় চলিয়া যান। মক্কাতেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের অবসান হয়। মক্কাতে মহর্ষি ইব্রাহিম আধমের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছিল। চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ রাখিয়াছিলেন। বার শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন।

রাবেয়া সাধনবলে এরূপ উন্নত ধর্ম্মজীবন ও স্বর্গীয় প্রেম পবিত্রতা

লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার নামে সকলে মস্তক অবনত করিত, তাঁহার দর্শন ও উপদেশ বাক্য শ্রবণের জন্য তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম হইত, সকলেই তাঁহার জীবনের প্রভাব দেখিয়া ও তাঁহার মুখ-বিনির্গত তেজোময় বাক্য শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইত। মহর্ষি হোসেন বলিয়াছেন যে "রাবেয়া শিক্ষা না পাইয়া, কাহার উপদেশ শ্রবণ না করিয়া মনুষ্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় অন্তরে অলৌকিকরূপে ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতেন।"

রাবেয়ার প্রতি মহর্ষি হোসেনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। হোসেন সপ্তাহে এক দিন ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন। এক দিবস উপদেশের সভায় রাবেয়াকে অনুপস্থিত দেখিয়া হোসেন মৌন রহিয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে বলিল "কত জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত লোক উপদেশ শ্রবণের জন্য উপস্থিত আছেন, একটী বৃদ্ধা নারী আসেন নাই, তাহাতে ক্ষতি কি?" হোসেন বলিলেন "যে সরবত হস্তীর উদরের জন্য প্রস্তুত, তাহা পিপীলিকার মুখে অর্পণ করিতে পারি না।" হোসেন উপদেশ দান কালে যখন বলিতে বলিতে উৎসাহের তেজে উষ্ণ হইয়া উঠিতেন, তখন রাবেয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন "এই তেজ তোমার হৃদয়ের তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"

একদা হোসেন রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "পরিণয়ের অভিলাষ আছে কি?" তিনি বলিলেন "শরীর সম্বন্ধে বিবাহ, আমার শরীর কোথায়? শরীর যে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিয়াছি, শরীর তাঁহার আজ্ঞাধীন, তাঁহার কার্য্যে রত।"

হোসেন রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি এই উচ্চ পদ কি প্রকারে পাইলে?" তিনি বলিলেন "সমুদায় প্রাপ্ত বস্তু হারাইয়া পাইয়াছি।" হোসেন জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঈশ্বরকে কিরূপ জান?" তিনি বলিলেন, "হোসেন! তুমি তাঁহাকে এরূপ ও রূপ জান, আমি তাহা জানি না, আমি তাঁহাকে অরূপ জানি।"

এক দিন হোসেন রাবেয়াকে বলিয়াছিলেন যে "লোকান্তরে যদি এক মুহূর্ত্ত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতে বিরত হই, এতাদৃশ বিলাপ ও রোদন করিব

যে তাহা দেখিয়া আমার প্রতি স্বর্গীয় ঋষিগণের দয়া উদ্দীপিত হইবে।” রাবেয়া বলিলেন “এ উত্তম কথা, কিন্তু যদি ইহলোকে এক মুহূর্ত্ত ঈশ্বর প্রসঙ্গে শৈথিল্য করিলে সেরূপ দুঃখ শোক ও বিলাপ ক্রন্দন প্রকাশ পায়, তাহা হইলে পরলোকে যে তদ্রূপ হইবে তাহার লক্ষণ বুঝা যাইতে পারে। অন্যথা তাহার প্রমাণ নাই।”

একদা বসন্ত ঋতুতে তপস্বিনী রাবেয়া এক কুটীরে যাইয়া স্থিরভাবে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পরিচারিকা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল “আর্য্যে! বাহিরে আগমন করুন, সৃষ্টির শোভা আসিয়া দেখুন।” রাবেয়া বলিলেন “তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার শোভা দেখ।”

কেহ রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “তুমি যে ঈশ্বরের পূজা কর, তাঁহাকে কি দেখিয়া থাক?” তিনি উত্তর করিলেন “আমি তাঁহাকে না দেখিলে পূজা করিতাম না।”

অন্য একজন রাবেয়াকে বলিয়াছিল “পাপ দৈত্যকে তো শত্রু বলিয়া জান?” রাবেয়া বলিলেন ঈশ্বর প্রেমের বশ হওয়াতে পাপ দৈত্যের সঙ্গে আমার সংগ্রাম ও শত্রুতা নাই।”

কতকগুলি লোক রাবেয়ার নিকটে উপস্থিত হইলে রাবেয়া তাঁহাদের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে “পরমেশ্বরকে কি জন্য অর্চ্চনা করিয়া থাক?” সে বলিল “নরকের ভয়ানক যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণার ভয় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার পূজা করিয়া থাকি।” অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল “স্বর্গ পরম রমণীয় স্থান, তাহাতে অপার সুখ, সেই সুখের আকাঙ্ক্ষায়।” রাবেয়া বলিলেন “অধম দাসেরাই ভয় বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া প্রভুর সেবা করিয়া থাকে। ভাল, যদি স্বর্গ নরক না থাকিত, তিনি কি পূজিত হইতেন না? প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অর্চ্চনা অহেতুকী।”

এক ব্যক্তি মস্তকে এক প্রকার পটী বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রাবেয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি ইহা কেন মাথায় বাঁধিয়াছ?” সে বলিল “শিরঃ পীড়া হইয়াছে, এজন্য।” তিনি বলিলেন “তোমার বয়স কত?” সে বলিল “ত্রিশ বৎসর।” আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “এত কাল তুমি সুস্থ না অসুস্থ ছিলে?” সে উত্তর করিল “সর্ব্বদা সুস্থশরীরে

ছিলাম।” রাবেয়া বলিলেন “এতাধিক কাল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন মস্তকে বাঁধিলে না, এক দিন যেই অসুস্থ হইয়াছ, গ্লানির চিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়াছ!!”

এক জন সম্ভ্রান্ত পুরুষ রাবেয়ার পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন “তপস্বিনি! যদি তুমি ইঙ্গিত কর, অনেক লোক আছেন যে তোমার অসচ্ছলতা দূর করিতে ইচ্ছুক হইবেন।” রাবেয়া বলিলেন “সাংসারিক অভাব সম্বন্ধে কাহার নিকটে প্রার্থনা করিতে আমার লজ্জা হয়। এই সংসার ঈশ্বরেরই রাজ্য, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের নিকটে আমি কি প্রকারে ভিক্ষা চাহিব? যাহা কিছু চাহিয়া লইতে হয় তাঁহার হস্ত হইতে লইব।”

এক ব্যক্তি বলিয়াছেন “রাবেয়ার নিকটে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার একটি মাত্র ভগ্ন জলপাত্র, তাহা দ্বারাই জল পান ও আচমন করিয়া থাকেন। একখান ইটের উপর মস্তক রাখিয়া পুরাতন দরমাতে শয়ন করেন। ইহা দেখিয়া মনে কষ্ট হইল, বলিলাম “আর্য্যে! আমার অনেক ধনী বন্ধু আছেন, যদি আদেশ করেন তাঁহাদিগের নিকটে আপনার জন্য কিছু ব্যবহার্য্য সামগ্রী চাহিতে পারি।” তাহাতে রাবেয়া বলিলেন “তুমি অত্যন্ত ভুল করিতেছ, তাঁহারা কেহই আমার জীবিকাদাতা নন, যিনি জীবিকা দাতা তিনি কি দরিদ্রদিগকে তাহাদের দরিদ্রতার জন্য ভুলিয়া আছেন, এবং ধন আছে বলিয়া ধনীদিগকে স্মরণ করেন?”

এক জন যোগী রাবেয়ার নিকটে বসিয়া সংসারের গ্লানি আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাবেয়া বলিলেন “তুমি অত্যন্ত সংসারপ্রেমিক, যদি তাহা না হইত, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া সংসারের প্রসঙ্গ করিতে না। সংসারবিরাগী সংসারের ভাল মন্দ লইয়া আলোচনা করে না, সংসারকে স্মরণও করে না। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার প্রসঙ্গ অধিক করিয়া থাকে।”

দুই জন সাধু পুরুষ রাবেয়াকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। পরস্পর বলিলেন “কিছু খাইতে দিলে আহার করি।” দুই খণ্ড রুটিকা রাবেয়ার নিকটে ছিল, তিনি তাহা উপস্থিত করিলেন। ইতি মধ্যে এক জন ভিক্ষুক আসিয়া খাদ্য প্রার্থনা করিল।

রাবেয়া সেই রুটি ভিক্ষুককে দান করিলেন। তাহাতে অভ্যাগতদ্বয় ক্ষুব্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কতকগুলি রুটি হস্তে করিয়া এক জন দাসী উপস্থিত হইল, এবং বলিল "আমার কর্ত্রী ইহা আপনাকে উপহার দিয়াছেন।" রাবেয়া গণনা করিয়া আঠার খণ্ড রুটি পাইলেন, উক্ত দাসীকে বলিলেন "ফিরাইয়া লইয়া যাও, ভুল হইয়াছে।" দাসী বলিল "ঠাকুরাণী আপনাকেই দিতে বলিয়াছেন।" রাবেয়া বলিলেন "না, ভুল হইয়াছে, ফিরাইয়া লইয়া যাও।" দাসী তাহা ফিরাইয়া আনিয়া কর্ত্রীকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। গৃহস্বামিনী আর দুই খণ্ড রুটি তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দিলেন। রাবেয়া গণনা করিয়া বিশ খণ্ড রুটি পাইলেন, তখন গ্রহণ করিয়া অতিথিদ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তাঁহারা তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন, এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই ব্যাপারের গূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। রাবেয়া বলিলেন "তোমরা ক্ষুধার্ত্ত আছ, ইহা আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। দুই খণ্ড রুটি মাত্র ছিল, ভাবিলাম ইহা দ্বারা কেমন করিয়া দুই জন ভদ্রলোকের আতিথ্য সৎকার করি। যখন ভিক্ষুক আসিল, তাহা তাহাকে দিলাম। পরে এই প্রার্থনা করিলাম "প্রভু! তুমি বলিয়াছ দানের দশ গুণ পুরস্কার দিবে, তাহা আমি বিশ্বাস করি, এইক্ষণ তোমার সন্তোষার্থ দুই খণ্ড রুটি দান করিলাম।" যখন আঠার খণ্ড রুটি উপস্থিত হইল, মনে করিলাম ভুল হইয়াছে, ফিরাইয়া দিলাম, পরে উক্ত দুই খণ্ড রুটির দশ গুণ বিশ খণ্ড আসিল।"

রাবেয়া অনুক্ষণ আর্ত্তনাদ করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কোন পীড়া দেখিতেছি না, দুঃখ সন্তাপ কেন কর?" তিনি বলিলেন "হাঁ আমার রোগ আছে, সেই রোগ হৃদয়ের অভ্যন্তরে। সংসারের কোন চিকিৎসক তাহার ঔষধ জানে না। আমার রোগের ঔষধ তাঁহার দরশন।"

কতক গুলি লোক পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাবেয়ার নিকটে আসিয়া বলিল "সমুদায় গুণে পুরুষদিগকে ভূষিত করা হইয়াছে, অলৌকিক ক্ষমতার কটিবন্ধ পুরুষেরাই কোমরে বাঁধিয়াছে। কখন কোন স্ত্রীলোক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আসন প্রাপ্ত হয় নাই। তোমার এই রূপ স্পর্দ্ধা কিসে

হইল ?” রাবেয়া বলিলেন “তোমরা এ সমস্ত যাহা বলিলে সত্য। কিন্তু আত্মপূজা ও অহংজ্ঞান এবং আমিই তোমাদিগের ঈশ্বর এই সকল ভাব কোন স্ত্রীলোক হইতে সমুদ্ভূত হয় নাই, কোন স্ত্রীলোক কাপুরুষ হয় নাই, পুরুষেতেই কাপুরুষতা লক্ষিত হয়।”

একদা রাবেয়া পীড়িত হইয়াছিলেন। কেহ পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন “প্রাতঃকালে আমার মন স্বর্গের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহাতে আমার সখা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এই রোগ সেই ভর্ৎসনার ফল।

একদা হোসেন বসোরী রাবেয়ার কুটীরদ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে বসোরার এক জন প্রধান ধনবান্ পুরুষ মুদ্রাপূর্ণ মুদ্রাধার হস্তে করিয়া বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি সেই বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ধনবান্ বলিলেন “এই মহামান্যা নারীর জন্য আমি কিছু উপহার আনয়ন করিয়াছি কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্যের দৃঢ়তা ভাবিয়া ভীত আছি, যে ইহা বা অগ্রাহ্য করেন। আপনি যদি অনুরোধ করেন হয়তো গ্রহণ করিবেন।” হোসেন বলিলেন “অতঃপর আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া, এ বিষয় রাবেয়াকে জানাইলে তিনি আমার প্রতি নয়নকোণে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করে তিনি তাহার ও জীবিকা বন্ধ করেন না, যাহার আত্মাতে তাঁহার প্রেমের উচ্ছ্বাস, তাহাকে কি তিনি জীবিকা দানে বঞ্চিত করেন? যদবধি তাঁহাকে জানিয়াছি লোকের প্রতি বিমুখ হইয়াছি। যে ধন বৈধ না অবৈধ কিছুই জানি না, তাহা আমি কি প্রকারে গ্রহণ করিব।”

আবদুল্‌ওয়াহেদআমর বলিয়াছেন যে “একদা আমি ও সুফিয়ান পীড়িত অবস্থায় রাবেয়াকে দেখিতে গিয়াছিলাম। রাবেয়ার প্রতাপ স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার নিকটে কোন কথা আরম্ভ করিতে শঙ্কুচিত ছিলাম। রাবেয়া সুফিয়ানকে বলিলেন “তোমার কিছু বক্তব্য থাকিলে বল।” তিনি বলিলেন “আর্য্যে! প্রার্থনা করুন্ তাহা হইলে ঈশ্বর আপনাকে আরোগ্য দান করিবেন।” রাবেয়া সুফিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “সুফিয়ান! তুমি কি জান না, কাহার ইচ্ছায় এই রোগ

উৎপন্ন হইয়াছে, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কি হয় নাই?" তিনি বলিলেন "হাঁ তাঁহার ইচ্ছায়ই হইয়াছে।" রাবেয়া বলিলেন "যখন এরূপ জানিতেছ তখন কেমন করিয়া বলিতেছ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি প্রার্থনা করি। সখার ইচ্ছাকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করা কি কর্ত্তব্য?" অনন্তর সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্যে! আপনার কি খাইতে ইচ্ছা?" তিনি বলিলেন "সুফিয়ান্! তুমি জ্ঞানবান্ পুরুষ, এরূপ কথা কেন বলিতেছ? দশ বৎসর যাবৎ সরস খোর্ম্মা ফল খাইতে অভিলাষ। তুমি জান বসোরায় খোর্ম্মা প্রচুর জন্মে। অদ্য পর্য্যন্ত তাহা খাই নাই। আমি দাসী, দাসীর আবার নিজের ইচ্ছা কি, আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা আমার প্রভুর ইচ্ছার বিরোধী হইলে তাহা অবৈধ।"

সুফিয়ান বলিয়াছেন "এক দিবস রজনীতে আমি রাবেয়ার নিকটে ছিলাম। তিনি সমগ্র নিশা উপাসনায় যাপন করিলেন। আমিও এক প্রান্তে থাকিয়া উপাসনা করিলাম। প্রাতঃকালে রাবেয়া বলিলেন "সমগ্র রজনী তাঁহার সেবা করিতে যে তিনি আমাকে সাহায্য করিলেন, আমি এই করুণার কি কৃতজ্ঞতা দান করিব?'

প্রার্থনা।

"পরমেশ্বর! তুমি ইহলোকে যাহা কিছু আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা তোমার শত্রুকে দেও, পরলোকের যাহা কিছু তাহা তোমার বন্ধুকে দেও, তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আর কিছু চাহি না। হে ঈশ্বর! যদি নরকের ভয়ে আমি তোমার পূজা করি, আমাকে নরকানলে দগ্ধ কর। যদি স্বর্গ লোভে তোমার সেবা করি, আমার পক্ষে তাহা অবৈধ কর। যদি শুদ্ধ তোমার জন্য তোমার পূজা করিয়া থাকি, তবে তোমার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল রূপে দর্শন করিতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

উক্তি।

ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করা, ঈশ্বর জ্ঞানের ফল।

যিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া হৃদয় প্রাপ্ত হন ও তৎক্ষণাৎ সেই হৃদয় ঈশ্বরকে প্রত্যর্পণ করেন, যেন তাঁহার হস্তে সংরক্ষিত হয় তিনিই ঋষি।

আমি যদি স্বয়ং পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, তবে আমার অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইবে।

পাপী প্রায়শ্চিত্ত করিলে কি তাহা গ্রাহ্য হয়, সে কেমন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে? প্রভু প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন ও তিনি গ্রাহ্য করিবেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত না করাইলে কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে না।

দাস কখন প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট? যখন সে দুঃখে পড়িয়া কৃতজ্ঞ হয়, সম্পদ্ লাভে লোকে যেমন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে।

হে মনুষ্য সকল! ঈশ্বরের দিকে নয়নের স্থান নাই, রসনার ও পথ নাই, তাঁহার সম্বন্ধে হৃদয়ের কার্য্য। যত্ন কর যেন মন জাগরিত থাকে। যাহার অন্তর জাগ্রত, তাহার আর অন্য বন্ধুর প্রয়োজন নাই। জাগ্রত মনের অর্থ এই, ঈশ্বরেতে মনের নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়া। যাহার মন ঈশ্বরের সত্তাতে ডুবিয়াছে বন্ধু তাহার কি কাযে আসিবে?

তাপস ইয়হয়া।

তাপস ইয়হয়া রি দেশ নিবাসী ছিলেন। তাঁহার জীবন আশার জীবন ছিল। তিনি আশাপ্রফুল্লঅন্তরে দুঃসহ সাধনার ভার জীবনে বহন করিয়াছিলেন।

ইয়হয়ার এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি মক্কায় যাইয়া অবস্থিতি করেন। তথা হইতে তাঁহাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে আমার তিনটি অভিলাষ ছিল, দুই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, একটি এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে। প্রার্থনা করিও তাহাও যেন সম্পূর্ণ হয়। সেই তিন বাসনার এক বাসনা এই ছিল যে চরমকালে কোন পবিত্র ভূমিতে জীবন যাপন

করি. মক্কায় বাস করিতেছি ইহা পুণ্যতীর্থ। দ্বিতীয় বাসনা এই ছিল যে একজন উপযুক্ত সেবক প্রাপ্ত হই যে সে যত্নপূর্ব্বক আমার সেবা করে ও অঙ্গশুদ্ধির (অজুর) জন্য জল আহরণ করে। একটি সুনিপুণা দাসী লাভ করিয়াছি। আমার তৃতীয় অভিলাষ এই যে মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তোমাকে দর্শন করি। ঈশ্বর একদিন ইহাও সফল করিবেন। ইয়হয়া তাঁহার পত্রের উত্তর এইরূপ লিখেন—তুমি যে লিখিয়াছ উৎকৃষ্ট স্থানের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম, তাহা পাইয়াছি। তুমি জীবনকে উৎকৃষ্ট করিয়া যেস্থানে ইচ্ছা বাস কর, স্থানের দ্বারা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা নহে, মনুষ্য দ্বারাই স্থানের শ্রেষ্ঠতা। সাধু যেখানে থাকেন সেস্থানই শ্রেষ্ঠ ও তীর্থ। অতঃপর লিখিয়াছ যে আমি একজন দাসের প্রার্থী ছিলাম, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, যদি তোমার পুরুষকার থাকিত ঈশ্বরের দাসকে নিজের দাস করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতে না, তাহাকে ঈশ্বরের দাসত্ব হইতে নিবৃত্ত করিয়া নিজের দাসত্বে নিযুক্ত রাখিতে না। তোমার দাস হওয়া শ্রেয়ঃ, তুমি প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, প্রভুত্ব ঐশী প্রকৃতি, দাসত্ব দাসের ধর্ম্ম, দাসের দাস হওয়া উচিত, যে দাস ঈশ্বরের মর্য্যাদা পাইতে অভিলাষ করে সে অহং ঈশ্বরবাদী ফেরুণের পদ অনুসরণ করে। পরন্তু লিখিয়াছ যে তুমি আমাকে দেখিতে অভিলাষী। যদি তোমার ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, আমি তোমার স্মৃতিপথে আসিতাম না। তুমি পরমেশ্বরের সঙ্গে এরূপ সহবাস করিতে থাক যেন এ ভ্রাতাকে তোমার আর স্মরণ না হয়। যেস্থানে স্বীয় পুত্রকে বলিদান করার বিধি, তথায় ভ্রাতা কিসে লাগে? প্রভু পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া থাকিলে, আমা দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? পরন্তু তাঁহাকে লাভ না করিয়া থাকিলে আমাদ্বারা তোমার কি প্রয়োজন?

ইয়হয়া একদা এক বন্ধুকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন—সংসার স্বপ্নবৎ, পরলোক যেন জাগ্রত অবস্থা। যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে রোদন করিতেছে, এই স্বপ্নদর্শনের ব্যাখ্যা এরূপ হয় যে জাগ্রত অবস্থায় সে হাসিবে ও আমোদ করিবে। তুমি সংসাররূপ স্বপ্নে রোদন করিও তাহা হইলে তাহার ঠিক বিপরীত পারলৌকিক জাগরণে হাস্য করিবে ও আনন্দিত হইবে।

মহর্ষির একটী অল্পবয়স্কা কন্যা ছিল। সে একদিন স্বীয় জননীর নিকটে "ইহা দেও" বলিয়া কোন বস্তু চাহিয়াছিল। তাহাতে মাতা বলিলেন, "ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর।" বালিকা বলিল, "মাতঃ! শারীরিক জীবনের জন্য কোন বস্তু ঈশ্বরের নিকটে চাহিতে আমার লজ্জা হয়। এ বস্তুটি তুমিই দেও, তুমি যাহা দিয়া থাক, তাহাও তাঁহারই।"

একদা মহর্ষি ইয়হয়া ভ্রাতার সঙ্গে এক গ্রামের প্রান্তভাগ দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সেই গ্রামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "অতি সুন্দর গ্রাম।" ইয়হয়া বলিলেন "যিনি এরূপ গ্রামে নির্লিপ্ত, তাঁহার মন এই গ্রাম অপেক্ষা অধিক সুন্দর।"

ইয়হয়া একজনের গৃহে ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে স্বল্প ভোজন করিতে দেখিয়া নিমন্ত্রয়িতা আরও ভোজন করিতে অনুরোধ করেন। মহর্ষি বলেন যে "আমি সম্পূর্ণরূপে সাধনরূপ কশাদণ্ড হস্তচ্যুত করিতে পারি না। কেননা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দুষ্টাশ্বস্বরূপ, সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। যদি আমি একটু রাশ শিথিল করি, আমাকে মৃত্যুর অবার্ত্তে নিক্ষেপ করিবে।"

একদিন রজনীতে মহর্ষির সম্মুখে দীপ স্থাপিত হইয়াছিল। বায়ুর সংস্পর্শে অকস্মাৎ তাহা নির্ব্বাপিত হয়। তাহা দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। নিকটে যাহারা ছিল তাহারা বলিতে লাগিল, "এজন্য ক্রন্দন কেন, এই ক্ষণই দীপ প্রজ্বলিত করিতেছি।" মহর্ষি বলিলেন "আমি এ নিমিত্ত কাঁদিতেছি তাহা নহে, আমার রোদনের কারণ এই যে যে সকল একত্বজ্ঞান ও বিশ্বাসের দীপ হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছে, শঙ্কিত আছি যে বিনয় ও ব্যাকুলতার অভাবে এরূপ বায়ু উৎপন্ন হইয়া তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবে।"

একদা মহর্ষির নিকটে ঐশ্বর্য্য ও দরিদ্রতার প্রসঙ্গ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন "কল্য অর্থাৎ পারলৌকিক জীবনে না ঐশ্বর্য্যের না, দরিদ্রতার কোন মূল্য আছে। কৃতজ্ঞতার ও সহিষ্ণুতারই মূল্য। কৃতজ্ঞ ও সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক।"

মহর্ষির প্রার্থনা।—"প্রভো! আমি পুণ্যবান্ হইলে তোমার প্রতি

যেরূপ আশা স্থাপন করিতাম অপরাধী হইয়া তদপেক্ষা অধিক আশান্বিত। আমি বিশুদ্ধ প্রেম সহকারে তোমার ভজন সাধন করিয়াছি এরূপ মনে করি না, আমি কিরূপে নির্ম্মল প্রেমে ভজন সাধন করিব আমি যে এক জন ভ্রষ্টাচার। আমি আপনাকে তাদৃশ অপরাধী দেখিয়াও তোমার ক্ষমাগুণেতে বিশ্বাসী আছি। তুমি আমার অপরাধ কেন ক্ষমা করিবে না? তুমি যে দয়াময় বলিয়া প্রশংসিত! হে ঈশ্বর! তুমি তোমার প্রেমাস্পদ্ মুসা ও হারুণকে বিদ্রোহী পাষণ্ড ফেরুণের নিকটে পাঠাইয়া বলিয়াছিলে যে তোমরা কোমল শান্তভাবে ফেরুণের সঙ্গে কথা বলিবে। ঈশ্বর! তোমার এই কোমল-ভাব কাহার প্রতি? না, যে ব্যক্তি নিজে ঈশ্বর বলিয়া দম্ভ করিয়াছিল। যেজন প্রাণপণে তোমার সাধন ভজন করেন, না জানি তাঁহার প্রতি তোমার কতদূর কোমল অনুগ্রহ। ঈশ্বর! যে ব্যক্তি বলিয়াছিল আমিই ঈশ্বর, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রতি তোমার এরূপ কোমল ভাব, পরন্তু যেজন বলেন আমার ঈশ্বর পবিত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, না জানি তাঁহার প্রতি তোমার কিরূপ করুণা ও কোমল অনুগ্রহ। ঈশ্বর! আমার ধন সম্পত্তির মধ্যে এই জীর্ণ কম্বল ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, আমার প্রয়োজন সত্ত্বেও ইহা যদি কেহ গ্রহণ করিতে চাহে, আমি অকাতরে দান করিতে পারি। তোমার কত সহস্র ভুবন বিদ্যমান, কিছুতেই তোমার প্রয়োজন নাই। কত সহস্র দীন দুঃখী রহিয়াছে তাহাদিগকে তুমি দয়া করিতে কি কুণ্ঠিত হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? ঈশ্বর! তুমি বলিয়াছ যে যে ব্যক্তি আমার নিকটে কল্যাণ আনয়ন করিবে, আমি তদপেক্ষা অধিকতর কল্যাণ তাহাকে অর্পণ করিব। তোমার প্রদত্ত বিশ্বাসের সহিত আমি যে তোমার নিকটে উপস্থিত আছি তাহা অপেক্ষা কল্যাণ আর কিছুই নাই। বল আমাকে তোমার দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কল্যাণ আর কি দান করিবে? ঈশ্বর! যে ব্যক্তি যাহাকে ভালবাসে সে সর্ব্বতোভাবে তাহার সুখ অন্বেষণ করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি যাহাকে ভালবাস, বিপদের ভার তাহার মস্তকে অর্পণ কর। প্রভো! এই সংসারে তুমি আমাকে যাহা দিবে তাহা কাফেরদিগকে দেও, পরলোকে যাহা আমাকে দান করিবে তাহা ধার্ম্মিকদিগকে দেও, সংসারে

তোমাকে স্মরণ মনন করা পরলোকে দর্শন করা আমার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বর! আমি অপরাধ করিয়াছি বলিয়া প্রার্থনা করিতে কেন নিবৃত্ত হইব, অপরাধের কারণ তোমাকে যে আমার প্রতি দয়া করিতে ক্ষান্ত দেখিতেছি না। যদিচ আমি পাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি সেই ভাবে অনুগ্রহ করিতেছ। অতএব আমি পাপ করিতেছি বলিয়া প্রার্থনায় নিবৃত্ত হইব না। যে অপরাধ আমা হইতে উৎপন্ন হয় তাহার দুইটি মুখ, এক মুখ তোমার করুণার দিকে, অপর মুখ আমার দুর্ব্বলতার দিকে। হয় তোমার অনুগ্রহের দিকে যে মুখ, তদনুরোধে মার্জ্জনা কর, নয় আমার দুর্ব্বলতার দিকে যে মুখ তাহার অনুরোধে ক্ষমা কর। ঈশ্বর! আমার দুষ্কৃতির জন্য আমি তোমাকে ভয় করিতেছি, আবার তোমার অনুগ্রহের জন্য তোমার প্রতি আশান্বিত। অতএব দুষ্ক্রিয়ান্বিত বলিয়া তোমার অনুগ্রহ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। ঈশ্বর, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, যেহেতু আমি তোমারই। ঈশ্বর, আমি তোমাকে কেন ভয় করিব? তুমি যে দয়ালু, এবং ভয় করিব না কেন, তুমি যে মহান্ ঈশ্বর। আমি তোমাকে কেমন করিয়া আহ্বান করিব, আমি যে অপরাধী দাস, আমি আহ্বান করিব না কেন তুমি যে দয়ালু প্রভু। ঈশ্বর! আমি তোমাকে ভয় করিতেছি, যেহেতু আমি তোমার দাস, আমি আবার আশান্বিত যেহেতু তুমি আমার প্রভু। ঈশ্বর, তুমি নিষ্কাম সত্ত্বেও আমাকে ভালবাস, আমার তাদৃশ অভাব সত্ত্বে আমি কেন তোমাকে ভালবাসিব না? আমার হৃদয়ে তোমার সম্বন্ধে আশাই উৎকৃষ্ট দান, আমার রসনায় তোমার গুণানুবাদ উৎকৃষ্ট কার্য্য, তোমার দর্শনের সময়ই আমার উৎকৃষ্ট সময়। ঈশ্বর! আমি স্বর্গের জন্য কোন অনুষ্ঠান করি নাই। নরক লোকে গমনেরও আমার ক্ষমতা নাই। এইক্ষণ তোমার অনুগ্রহের কার্য্য উপস্থিত। ঈশ্বর! যদি কল্য আমার প্রতি প্রশ্ন হয় যে কি আনয়ন করিয়াছ? বলিব কারাগার হইতে মলিন বস্ত্র, মস্তকে অপরিষ্কৃত কেশপুঞ্জ স্তূপাকার শোক দুঃখ লজ্জা আনয়ন করিয়াছি, আর কি আনয়ন করিব? আমাকে এইক্ষণ ধৌত কর এবং নববস্ত্র দান কর আর প্রশ্ন করিও না।”

ইয়হয়া হাজি গাজি স্থফি ও ফকিরদিগের অভাব মোচন করিতে যাইয়া লক্ষমুদ্রার ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। উত্তমর্ণ টাকা চাহিত, তিনি তাহার পরিশোধের উপায় না দেখিয়া ভাবিত ছিলেন। একদিন স্বপ্নযোগে মহাপুরুষ মহম্মদকে দর্শন করেন, তিনি বলিলেন "ইয়হয়া মন ক্ষুণ্ণ থাকিও না, তোমার বিষাদে আমি বিষণ্ণ, তুমি খোরাসান দেশে যাও, এক ব্যক্তি তোমার জন্য তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত রাখিয়াছে, সে তোমার ভাবনা দূর করিবে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রেরিত পুরুষ! সেই ব্যক্তি কে এবং কোথায় আছে?" স্বপ্নাগত মহম্মদ বলিলেন "তুমি নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ দান করিতে থাক। তোমার কথায় লোকের মন ব্যাধিমুক্ত হইয়া থাকে। আমি যেমন স্বপ্নযোগে তোমাকে দর্শন দিয়াছি, এইরূপ তাহাকে যাইয়াও দর্শন দিব ও তোমাকে টাকা দিতে বলিব।" প্রাচীন সাধু লোকেরা স্বপ্ন বৃত্তান্তকে বাস্তবিক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, অনেকস্থলে স্বপ্নের ব্যাপার সত্য হইত। ইয়হয়া এই স্বপ্ন সফল হইবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসী হন, তদনুসারে খোরাসানের অন্তর্গত নেশাপুর নগরে চলিয়া আসেন ও উপদেশ দান করিতে থাকেন। একদিন সভাতে বলেন "নগরনিবাসিগণ! আমি পেগাম্বর পুরুষের ইঙ্গিতক্রমে এখানে আসিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, যে এদেশে আসিলে এক ব্যক্তি আমাকে ঋণমুক্ত করিবে। আমার লক্ষ টাকার ঋণ, তোমরা জান, আমার উপদেশ বাক্যে সৌন্দর্য্য ছিল, কিন্তু ঋণাপরাধ সেই সৌন্দর্য্যের আবরণ হইয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ একজন বলিলেন যে "আমি ঋণ পরিশোধের জন্য পঞ্চাশ সহস্র টাকা দান করিব।" অন্য এক জন চল্লিশ সহস্র অপর এক ব্যক্তি দশ সহস্র টাকা দানে অঙ্গীকার করিল। ইয়হয়া বলিলেন "আমি নিশ্চয় তাহা গ্রহণ করিব না। কেনমা সমগ্র মুদ্রা এক ব্যক্তি দান করিবে মহাপুরুষ মহম্মদ এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।" পরে নেশাপুরে তাঁহার ঋণ পরিশোধ হইয়া উঠিল না। তথা হইতে তিনি বল্খে আসিলেন। সেখানে কয়েক দিন উপদেশ দান করিলেন। এক দিন উপদেশে ধন সম্পদের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহাতে একজন ধনী আহ্লাদিত হইয়া লক্ষ মুদ্রা দান করেন। সেখানে একজন ঈশ্বর-

পরায়ণ সাধুপুরুষ ছিলেন, দীনতার উপর ধনকে গৌরবান্বিত করা হইল দেখিয়া তিনি মনে ক্লেশ পান ও অভিসম্পাত করেন। যাহা হউক ইয়হয়া উক্ত লক্ষমুদ্রা গ্রহণ করিয়া বল্‌খ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন পথে অকস্মাৎ দস্যু আক্রমণ করিয়া সমুদায় অপহরণ করে। তৎপর তিনি হরি নগরে গমন করেন। হরিতেও উপদেশের সভায় নিজের ঋণ ও স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। হরির আমিরের কন্যা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন "আচার্য্য! ঋণের জন্য আর চিন্তা করিবে না, তোমার ঋণ পরিশোধ করিত আমি প্রেরিত মহাপুরুষ কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছি। আমি তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। পিতা আমাকে বিবাহ দান কালে স্বর্ণ ও রৌপ্যময় তৈজস রাশি যৌতুক দিয়াছেন, এক রৌপ্যের তৈজসেরই মূল্য তিন লক্ষটাকা। আমি তৎসমুদায় তোমাকে উৎসর্গ করিলাম।" ইয়হয়া তাহা গ্রহণ করিলেন ও তদ্দারা সাতটি উষ্ট্র বোঝাই করিয়া হরি হইতে যাত্রা কলিলেন। তাঁহার পুত্র উক্ত তৈজস পুঞ্জ সঙ্গে করিয়া আসিতেছিলেন, বলহম নগরে উপনীত হইয়া তিনি পুত্রকে বলিলেন "তুমি দেশে চলিয়া যাও ও উত্তমর্ণদিগের যাহা প্রাপ্য তাহাদিগকে প্রদান কর, অবশিষ্ট ধন দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ কর, এই ধনের কিঞ্চিৎমাত্র অংশে ও আমার অধিকার থাকিবে না।" তৎপর তিনি বলহমে থাকিলেন। তথায় একদিন প্রাতঃকালে মস্তক ভূমিতলে স্থাপন করিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময় এক দুরাত্মা তাঁহার মস্তকে প্রস্তরাঘাত করে, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। "উত্তমর্ণকে টাকাদিবে।" মৃত্যুকালে এই কথাটী মাত্র বলিতে পারিয়াছিলেন। তথাকার দরবেশ সকল আসিয়া তাঁহার শব স্কন্ধে ধারণ করিয়া নেশাপুরে লইয়া যান। তথায় গোরস্থানে তাঁহাকে সমাহিত করেন।

উক্তি।

তুমি নরকাগ্নির বীজ বপন করিয়া স্বর্গভোগের আশা কর ইহা অপেক্ষা আর নির্ব্বুদ্ধিতা নাই।

অনুতাপান্তে একটি পাপ, অনুতাপের পূর্ব্বে সত্তরটি পাপ অপেক্ষা গুরুতর।

বিশ্বাসীর পাপ ভয় ও আশা এই দুয়ের মধ্যে পড়িয়া দুই ব্যাঘ্রের মধ্যস্থিত হরিণের ন্যায় নিরুপায় হয়।

যে রোগের ভয়ে ভোজনে ক্ষান্ত থাকে, আশ্চর্য্য সে শাস্তির ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় না।

সংসার শয়তানের দোকান, সাবধান! তাহার দোকান হইতে কোন বস্তু হরণ করিও না, সে তোমার পশ্চাতে যাইয়া তাহার বিনিময়ে ধর্ম্মধন কাড়িয়া লইবে।

সংসার শয়তানের সুরা। যে ব্যক্তি এই সুরাপানে মত্ত হয়, সে পরলোকে অনুতাপ ও আত্মগ্লানির কঠোর যন্ত্রণা না পাইয়া চৈতন্য লাভ করে না।

সংসার নবযুবতী। যে ব্যক্তি তাহার প্রার্থী সে তাহাকে বেশভূষা দান করে এবং যিনি বিরাগী তিনি তাহার কেশ উৎপাটন করেন ও মুখে কালী মাখিয়া দেন।

সংসারী ব্যক্তির সংসারে শোক ও চিন্তা, পরলোকে শাস্তি ও যাতনা তাহার শান্তি কোথায়?

ঈশ্বর বলিতেছেন তোমরা আমার অখ্যাতি করিয়া থাক। বল ইহাকি তোমাদের নিকটে প্রার্থনীয় নহে যে স্বর্গমর্ত্তের অধীশ্বর হইয়া আমি তোমাদেরই থাকি।

সংসার উপার্জ্জনে জীবনের অবনতি, স্বর্গ উপার্জ্জনে উন্নতি। যে বস্তু ক্ষণস্থায়ী তাহা লাভ করিতে যে সকল লোক অবনতি ও দুর্গতি স্বীকার করে তাহাদের বিষয় ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত।

সংসারের অনিষ্টকারিতা এতদূর যে তুমি তাহার কামনা করিলেই সে তোমাকে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যাইবে। তাহাকে লাভ করিলে কি ঘটিবে বুঝিতেই পার।

তিন জন লোক বুদ্ধিমান্ যে জন সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে, যে জন গোরে যাইবার পূর্ব্বে গোর নির্ম্মাণ করিয়াছে, যে জন পূর্ব্বেই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে।

তিন প্রকার সাধক। এক বিরাগী, দ্বিতীয় অনুরাগী তৃতীয় যোগী।

বিরাগীর সম্বল সহিষ্ণুতা, অনুরাগীর সম্বল কৃতজ্ঞতা, যোগীর সম্বল বন্ধুতা।

সাধকের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার কি? বিরোধীর সঙ্গ করা।

নির্জ্জনে নিজের প্রেম পরীক্ষা কর, তোমার প্রীতি নির্জ্জনতার প্রতি, না ঈশ্বরের প্রতি। যদি নির্জ্জনতার প্রতি প্রীতি হয়, তথা হইতে বহির্গত হইলেই প্রীতি প্রস্থান করিবে। যদি ঈশ্বরের প্রতি তোমার প্রীতি হয়, পর্ব্বত প্রান্তর অরণ্য সকল স্থান তোমার সম্বন্ধে তুল্য।

শুদ্ধাত্মা প্রেমিকদিগের সঙ্গে নির্জনতা নিত্য বাস করে।

বিপদ্ কালে ধৈর্য্যের সত্যতা ঈশ্বরানুগত্যের সত্যতা প্রকাশিত হয়।

আসক্তিযোগে ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, বৈরাগ্যে স্থায়ী হইয়া থাকে।

এক সর্ষপকণার ন্যায় প্রেম আমার নিকটে সত্তর বৎসরের প্রেমশূন্য তপস্যা অপেক্ষা প্রীতিকর।

অনুষ্ঠানের তিনটি মূল, জ্ঞান, সঙ্কল্প, প্রেম।

নির্ভরযোগে সংসারের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, প্রেমে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়, ঈশ্বরের বিধিতে সম্মত হইলে আনন্দে আনন্দিত হওয়া যায়।

ধর্ম্মের তিন অঙ্গ। ভয়, আশা, ও প্রেম। ভয়ের ভিতরে পাপত্যাগ, আশার ভিতরে সাধনাযোগে স্বর্গ ও উন্নতি অন্বেষণ, প্রেমের ভিতরে ক্লেশ অসন্তোষকে বহন করা।

তিনিই মুনি, ঈশ্বর মনন ব্যতীত যাঁহার প্রিয়তর বস্তু অন্য কিছুই নাই।

ভয় অন্তরে বৃক্ষবিশেষ, তাহার ফল প্রার্থনা ও আর্ত্তনাদ। ভয়শীল হইলে সমুদায় অবয়ব সাধনাতে প্রবৃত্ত ও পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়।

উপাসনা ঈশ্বরের ভাণ্ডার, প্রার্থনা তাহার কুঞ্চিকা।

ঈশ্বরের একত্বজ্ঞান জ্যোতি, অনেকত্ব অগ্নি। একত্বের জ্যোতি সমুদায় পাপাগ্নিকে বিনাশ করে এবং অনেকত্বের অনল অনেকেশ্বরবাদীদিগের সমুদায় গুণ ভস্মীভূত করে।

যে ব্যক্তি নির্ভরকে অগ্রাহ্য করে, সে ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করে।

অসত্যে পতিত হওয়াই মনুষ্যের পদস্খলন।

সাধক যখন বহু ভোজনে প্রবৃত্ত হন, তখন দেবগণ ক্রন্দন করেন। লোভ যাহাকে আহারে প্রবর্ত্তিত করে সত্বরই সে প্রবৃত্তির অনলে দগ্ধ হয়।

নির্জ্জনতার ভূমিতে ভোগবিরাগ ঈশ্বর প্রদত্ত আহার, এই আহারে বিশ্বাসিগণ শক্তিশালী হন।

বিষয়সঞ্চয়ে বিষয়ী যেরূপ অনুরাগী, বিষয়ত্যাগে সেইরূপ অনুরাগী যিনি, তিনিই বিষয়বিরাগী।

প্রশ্ন। নির্ভরের ভূমিতে কখন উপনীত হইব, বৈরাগ্যের বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করিব; এবং বিরাগীদিগের সঙ্গে একাসনে বসিব?

উত্তর। যখন গূঢ়রূপে আত্মসংযম করিবে, এরূপ আত্মসংযম যে ঈশ্বর তিন দিন জীবিকা প্রদান না করিলে মন অবসন্ন হইবে না, ঈদৃশী অবস্থা না হইলে বিরাগীদিগের আসনে উপবেশন করা তোমার মূঢ়তা।

প্রশ্নোত্তর। কল্য কে নির্ভয় হইবে? অদ্য যে ঈশ্বরকে অধিকতর ভয় করে। নির্ভর কখন লাভ করিব? যখন তোমার ভারগ্রহণে ঈশ্বরকে তুমি সম্মতি দান করিবে। ধনী কে? যিনি ঈশ্বরেতে অভয় লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরদর্শী কে? যিনি আছেন অথচ নাই। দীনতা কি? জগতের সমুদায় বস্তু ছাড়িয়া স্বীয় প্রভুতে ধনী হওয়া। মনুষ্যের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যে দৃঢ়তর? যাহার বিশ্বাস অধিকতর। প্রেমের লক্ষণ কি? হিতানুষ্ঠানে বৃদ্ধি হয় না, অহিতাচরণে হ্রাস হয় না।

ঈশ্বর প্রেমিকদিগের তিনটি স্বভাব। সকল বস্তুতে ঈশ্বর বিদ্যমান বিশ্বাস করা, সকল বস্তু হইতে বাসনার নিবৃত্তি, সকল বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরে প্রত্যাবৃত্তি।

সংসারী লোকদিগকে দাস দাসী সেবা করে, পারলৌকিক লোকদিগকে সাধু বিরাগী ও মহাজনেরা সেবা করেন।

মনুষ্যের সঙ্গে কথা অল্প বলিবে, ঈশ্বরের সঙ্গে অধিক বলিবে।

ঈশ্বরে যাহার সম্পদ্ তিনি সম্পদ্শালী, বিষয় বাণিজ্যে যাহার সম্পদ্ সে চিরদরিদ্র।

যে সৎকর্ম্ম অহঙ্কারী করে তাহা অপেক্ষা যে পাপ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল করে শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বরের সঙ্গে যাহার বন্ধুতা নিজের সঙ্গে তাহার শত্রুতা।

তাপস ফজিল অয়াজ।

ফজিল অয়াজ এক জন মহামান্য ঋষি ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি দস্যু দলপতি ছিলেন। আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন হয়। তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য বিষয়ে তিনি ঋষিদিগের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথম অবস্থা এরূপ ছিল। তিনি মরও ও বারুতের প্রান্তরে পটমণ্ডপ স্থাপন করিয়াছিলেন। খির্কা পরিধান, ও তস্‌বি (জপমালা) হস্তে ধারণ করিয়া ফকিরের বেশে থাকিতেন। তাঁহার বহু সংখ্যক অনুচর ছিল, তাহারা সকলেই দস্যু। তাহারা দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া ফজিলের নিকটে উপস্থিত করিত, ফজিল তাহা সকলকে বিভাগ করিয়া দিতেন, এবং স্বেচ্ছানুসারে নিজে এক ভাগ গ্রহণ করিতেন। কখন সামাজিক উপাসনায় বিমুখ থাকিতেন না। যে অনুচর সেই উপাসনায় যোগদান করিত না, তাহাকে দূর করিয়া দিতেন।

ফজিলের স্বভাবে মহত্ত্ব ও পুরুষকার ছিল। কোন বণিক্ সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। কাহার সম্পত্তি অত্যল্প দেখিলে তাহা গ্রহণ করিতেন না। প্রত্যেক আক্রান্ত ব্যক্তিকে তাহাদের ধন সম্পত্তির অনুরূপ পাথেয়াদি কিছু দান করিতেন। প্রথমাবস্থায় তিনি একটী যুবতীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। দস্যুবৃত্তি দ্বারা যাহা লাভ করিতেন, তাহা সেই স্ত্রীলোকের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন।

একদা এক দল বণিক্ সেই দিক্ দিয়া গমন করিবার সময় দস্যুদিগের শব্দ শুনিতে পাইল। বণিক্‌দিগের মধ্যে এক জনের নগদ টাকা ছিল, সে সেই টাকা কোন স্থানে লুকাইতে ইচ্ছা করিয়া প্রান্তরের ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ

করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে পটমণ্ডপ নয়ন গোচর হইল। সে উক্ত পটমণ্ডপের নিকটে যাইয়া দেখিল যে একজন ফকির তস্‌বি হস্তে করিয়া নমাজের আসনে বসিয়াআছেন। বণিক্ তাহাকে পাইয়া ভাবিল উত্তম হইল, মুদ্রা ইহার হস্তে অর্পণ করি। সেই ফকিরই দস্যুদলপতি ফজিল। বণিক্ তাঁহার নিকটে যাইয়া আপনার অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে টাকা রাখিতে চাহিল। ফজিল গৃহে প্রবেশ করিয়া মুদ্রা এক পার্শ্বে রাখিয়া দিতে বণিক্‌কে ইঙ্গিত করিলেন। বণিক্ তাহা করিল ও আপন সঙ্গীদিগের নিকটে চলিয়া আসিল। তখন তাহার সহচরগণ দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল। দস্যুগণ চলিয়া যাওয়ার কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্বীয় গচ্ছিত মুদ্রা আনয়ন করিবার জন্য পুনর্ব্বার পটমণ্ডপের দিকে আসিল। তথায় দস্যুদিগকে দেখিল যে, লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত বিভাগ করিতেছে। বণিক্ ইহা দেখিয়া হায়! দস্যুর হস্তে টাকা সমর্পণ করিয়াছি বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। ফজিল দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই ডাকিলেন। বণিক্ কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে গেল। ফজিল জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন আসিয়াছ?" বণিক্ বলিল "গচ্ছিত ধন গ্রহণ করিবার জন্য।" ফজিল বলিলেন "যথায় রাখিয়াছ সেখানেই আছে, লইয়া যাও।" তখন বণিক্ টাকা গ্রহণ করিয়া সহর্ষে সহযাত্রীদিগের নিকটে চলিয়া গেল। ফজিলের সহচরগণ ফজিলকে বলিল "এই বণিক্‌দলের কাহার নিকটে নগদ টাকা পাওয়া যায় নাই, তুমি টাকাগুলি কেন প্রত্যর্পণ করিলে?" ফজিল বলিলেন "এ ব্যক্তি আমার প্রতি সাধু ভাব স্থাপন করিয়াছিল, আমিও ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধুভাব রক্ষা করিয়া তাহার সাধুভাবকে বিনষ্ট হইতে দিলাম না, ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার সাধুভাবকে রক্ষা করিবেন।"

এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে সেই দস্যুদল অন্য এক বণিক্ দলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। তখন এক জন বণিক্ এক দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিল যে 'তোমাদের কি দলপতি কেহ নাই?" সে বলিল "আছে।" বণিক্ জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কোথায়।" দস্যু বলিল "তিনি নদী তীরে নমাজ পড়িতেছেন।" বণিক্ বলিল "এখন তো নমাজের সময় নয়?" দস্যু বলিল "তিনি নিয়মের অতিরিক্ত নমাজ

পড়িয়া থাকেন।” তৎপর বণিক্ জিজ্ঞাসা করিল “তিনি কোন্ সময় আহার করেন?” দস্যু বলিল “তিনি রোজা (উপবাস ব্রত) পালন করিয়া থাকেন, দিবাভাগে আহার করেন না।” বণিক্ বলিলেন “এখন তো রোজার মাস নয়, রমজান মাসই রোজার মাস।” দস্যু বলিল “তিনি অতিরিক্ত রোজা করিয়া থাকেন।” বণিক্ এ সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। তৎপর ফজিলের নিকটে আসিল ও তাঁহাকে বলিল “তুমি নমাজ রোজার সঙ্গে দস্যুবৃত্তিকে কেমন করিয়া যোগ করিলে?” ফজিল জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কোরাণ পড়িয়াছ কি?” বণিক্ বলিল “পড়িয়াছি।” ফজিল বলিলেন “অপর লোককে সৎকর্ম্মের সঙ্গে পাপাচারী বলিয়া জানি। এই বচনটি কি পড় নাই?” বণিক্ ইহা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল।

একদা রজনীতে একদল সওদাগর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, ফজিল সদলে যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে একজন সওদাগর কোরাণোক্ত এই বচনটি পড়েন। “কি এখনও সময় হয় নাই যে তোমাদের এই নিদ্রিত মন জাগরিত হয়।” এই উক্তি বাণের ন্যায় ফজিলের হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। এই বচন যেন ফজিলকে আক্রমণ করিয়া বলিল আর কতকাল পথে দস্যুবৃত্তি করিবে, তোমার পথ রুদ্ধ হইবার সময় উপস্থিত। ফজিল আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন “হাঁ সময় আসিয়াছে, বাণ দৃঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছে।” তিনি মহা লজ্জিত ও আকুল হইয়া কাননাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন আর এক দল বণিক্ সে স্থান দিয়া আসিতেছিল, তাহারা পরস্পর বলিতেছিল, “এই পথে ফজিল আছে, যাইতে পারিব না।” এই কথা শুনিয়া ফজিল বলিলেন “তোমাদিগকে সুসংবাদ দান করিতেছি যে ফজিল প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, তাহার জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অদ্য সে তোমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে।” এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িলেন। পথে এক ব্যক্তিকে পাইয়া বলিলেন “ঈশ্বরের দোহাই তুমি আমাকে বাদশার কাছে লইয়া যাও, আমার প্রতি তাঁহার আক্রোশ আছে। আমাকে পাইলেই তিনি বিশেষ শাস্তিদান করিবেন। আমি তাঁহা হইতে শাস্তি

গ্রহণের প্রার্থী।” সেই লোকটি তাঁহার অনুরোধ অনুসারে তাঁহাকে বাদশার নিকটে লইয়া উপস্থিত করিল। বাদশা তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়াই তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন, স্বর্গ হইতে শান্তি লাভ করিয়াছে ভাবিয়া তিনি সম্মান সহকারে তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। ফজিল গৃহদ্বারে যাইয়াই স্ত্রীপুত্রদিগকে ডাকিলেন। তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া গৃহের লোকেরা বলিল “ হায়, স্বর ভগ্ন হইয়াছে, নিশ্চয় ইনি কঠিন আঘাত পাইয়াছেন।” ফজিল বলিলেন “ হাঁ; শক্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি।” তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিল “ কোথায় আঘাত লাগিয়াছে?” তিনি বলিলেন “ প্রাণের ভিতর।” তৎপর গৃহে প্রবেশ করিয়া ভার্য্যাকে বলিলেন “আমি মক্কা গমনের উদ্যোগী হইয়াছি, তোমার কি অভিলাষ?” স্ত্রী বলিল “আমি তোমা হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইব না। তুমি যেখানে থাক, সেখানে থাকিয়া তোমার সেবা করিব।” অনন্তর ফজিল সস্ত্রীক মক্কায় চলিয়া আসিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সহজ পথ প্রদর্শন করিলেন। তিনি মক্কার অধিবাসী হইলেন। সেখানে অনেক সাধুর দর্শন পাইলেন। দীর্ঘকাল ধর্ম্মাচার্য্য আবু হনিফার সহবাসে ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকটে থাকিয়া জ্ঞানলাভ ও সাধনাদি করিয়াছিলেন। পরে তিনি উপদেষ্টার আসনে আসীন হন। মক্কানিবাসী শত শত লোক তাঁহার নিকটে উপদেশ শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইত। কিয়ৎকাল অন্তর তাঁহার পূর্ব্বজীবনের সঙ্গী বারুত প্রান্তরের অনেক বন্ধু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, তিনি তাহাদের কাহাকেও নিকটে আসিতে দেন নাই। তাহারাও চলিয়া গেল না। অনন্তর তিনি গৃহের ছাদের উপর যাইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “ধর্ম্ম-বিমুখ লোকসকল! ঈশ্বর তোমাদিগকে জ্ঞানদান করুন্ ও তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করুন।” সকলে এই কথা শ্রবণ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল, পরে ফজিলের সহবাস লাভে একান্ত নিরাশ হইয়া খোরাশানাভি মুখে যাত্রা করিল, তিনি ছাদের উপর দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্য অনেক ক্ষণ কাঁদিলেন।

একদিন রজনীতে খলিফা হারুঁরশিদ নিজের একজন বন্ধুকে বলিলেন, “আজ রাত্রিতে আমাকে এমন এক জন লোকের নিকটে লইয়া যাও, যাঁহাদ্বারা

আমি অন্তরে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইব। সংসারের কোলাহলে মন বড় আকুল হইয়া পড়িয়াছে।" বন্ধু তাঁহাকে তপস্বী সুফিয়ানের গৃহদ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। দ্বারে আঘাত করিলে সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন "কে উপস্থিত ?" তিনি বলিলেন "দেশাধিপতি হারুঁরশিদ।" সুফিয়ান বলিলেন "তাঁহার কথা তুমি পূর্ব্বে কেন জ্ঞাপন কর নাই। আমি স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম।" হারুঁরশিদ এই কথা শুনিয়া বলিলেন "আমি যাঁহাকে চাই, এ ব্যক্তি তিনি নহেন।" সুফিয়ান্ শুনিয়া বলিলেন "বোধ করি আপনাদের অভিলষিত ব্যক্তি ফজিল অয়াজ।" তৎপর তাঁহারা তথা হইতে ফজিলের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন ফজিল কোরাণোক্ত এই প্রবচনটি পড়িতে ছিলেন। "দুষ্ক্রিয়া শীল লোকেরা মনে করে যে আমি তাহাদিগকে ও ধার্ম্মিক লোকদিগের শ্রেণীতে গণনা করিব।" হারুঁ ইহা শুনিয়া বলিলেন "উপদেশের আবশ্যক হইলে এই উপদেশই প্রচুর।" তৎপর দ্বারে আঘাত করিলেন। ফজিল জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ?" তাঁহারা বলিলেন "খলিফা হারুঁরশিদ।" ফজিল পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার নিকটে তাঁহার কি প্রয়োজন ? আমারও তাঁহার নিকটে কি প্রয়োজন ? আমাকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিও না।" হারুঁরশিদের সহচর বলিলেন "দেশাধিপতির সম্মান রক্ষা করিতে হয়।" ফজিল বলিলেন "আমাকে চঞ্চল করিও না।" তৎপর তাঁহারা গৃহ প্রদেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ফজিল আসিতে বলিয়াই হারুঁরশিদের মুখদর্শন করিতে না হয় এই উদ্দেশ্যে দীপ নির্ব্বাণ করিলেন। হারুঁরশিদ অন্ধকারের মধ্যে ফজিলের হস্তে হস্তার্পণ করিলেন। ফজিল বলিলেন "হা! কি সুকোমল হস্ত, ইহা নরকের অগ্নি হইতে মুক্ত হইলে হয়।" ইহা বলিয়াই নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইলেন। হারুঁরশিদ কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন "আরও কিছু বলুন।" "ফজিল উপাসনা সমাপ্ত করিয়া বলিলেন "তোমার পিতা প্রেরিত মহাপুরুষের পিতৃব্য ছিলেন। তিনি খলিফার পদ লাভের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন "পিতৃব্য! সহস্র বৎসর খলিফা হইয়া লোকের সেবা করা অপেক্ষা তোমার জীবন ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকা শ্রেয়ঃ। আমি তোমাকে দেশাধিপত্য

না দিয়া তোমার মনের স্বামিত্ব প্রদান করিলাম।" ফজিল ইহা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে হারুঁরশিদ বলিলেন "আরও কিছু বলুন।" তিনি বলিলেন "ওমর আবদুল্‌আজিজ খলিফার আসনে উপবিষ্ট হইয়াই আবদুল্লার পুত্র সালম, হয়ুতের তনয় রেজা এবং কাবের নন্দন মহম্মদকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "আমি খলিফার পদে বরিত হইয়াছি। আমার সম্বন্ধে কি কি কর্ত্তব্য আপনারা তাহা বলুন।" তাঁহাদের একজন বলিলেন "যদি পারলৌকিক দণ্ড হইতে মুক্ত থাকিতে ইচ্ছা কর তবে বৃদ্ধ পুরুষদিগকে পিতার ন্যায় যুবকদিগকে ভ্রাতার ন্যায়, বালকদিগকে সন্তানের ন্যায়, স্ত্রীলোকদিগকে ভগিনী বা জননীর ন্যায় দর্শন কর, এবং সেইভাবে তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার কর। এই মুসলমানদিগের দেশ তোমার গৃহ, প্রজামণ্ডলী তোমার পরিবার; পিতৃপুরুষদিগের সঙ্গে কোমল ব্যবহার কর, ভ্রাতৃমণ্ডলীর সঙ্গে সদয় ব্যবহার কর, সন্তানবর্গের কল্যাণ সাধন কর। আশঙ্কা হয় যে তোমার এই রমণীয় মুখমণ্ডল বা নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কদাকার হয়।" ইহা শুনিয়া আমির ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপর ফজিল বলিলেন "ঈশ্বরকে ভয় কর, সাবধানে থাক, বিচারের দিনে ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পাপ পুণ্যের প্রশ্ন করিবেন, সকলের বিচার করিবেন। অদ্য যদি একটি বৃদ্ধা নারী অন্নাভাবে ক্লেশ পায়, রজনীতে ক্ষুধায় তাহার নিদ্রা না হয় কল্য সে তোমার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের দ্বারে অভিযোগ করিবে।" হারুঁ এই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তখন তাঁহার বন্ধু ফজিলকে বলিলেন "ফজিল! তুমি যে খলিফাকে বধ করিলে!" ফজিল বলিলেন "হে হামান! চুপকর, তুমিও তোমার দলস্থ লোকেরা ইহাঁকে বধ করিয়াছে, আমি নহি।" হারুঁ এই কথায় অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং বন্ধুকে কহিলেন "ইনি তোমাকে "হামান" এই জন্য বলিলেন যে আমাকে ফেরুণ বলিয়া জানেন। অহং ঈশ্বরবাদী ফেরুণের মন্ত্রী হামান ছিল।" অতঃপর হারুঁ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোন রূপ ঋণ আছে?" ফজিল বলিলেন "হুঁ। আমি প্রভুর নিকটে ঋণী, যদি আমি তজ্জন্য ধৃত হই, বড় আক্ষেপের বিষয়।" হারুঁরশিদ বলিলেন "লোকের নিকটে ঋণী আছেন কিনা এই কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

ফজিল বলিলেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি প্রভু হইতে প্রচুর সম্পদ্ লাভ করিয়াছি।" "তাঁহার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই।" অতঃপর হারু সহস্র মুদ্রা তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিয়া বলিলেন " এই মুদ্রা অবৈধ নহে। আমি ইহা আমার জননীর সম্পত্তি হইতে লাভ করিয়াছি, গ্রহণ করুন।" ফজিল বিরক্ত হইয়া বলিলেন "এই সকল উপদেশে তোমার কিছুই ফল দর্শে নাই। এখনই তুমি অবিচার ও অত্যাচার আরম্ভ করিলে, আমি তোমাকে লঘুভার করিতে চাহিতেছি, পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করিতেছি তুমি আমাকে গুরু ভারাক্রান্ত করিয়া মৃত্যুর গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে চাও। আমি বলি যাহা আছে প্রভুকে উৎসর্গ কর, যাহাকে দেওয়া উচিত নহে তুমি তাহাকে দিতেছ। আমার কথায় তোমার কোন উপকার হয় নাই।" ইহা বলিয়াই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। হারু বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং বলিলেন "হাঁ! ইনি বাস্তবিক উন্নত পুরুষ।"

ফজিল এক দিন স্বীয় পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বাৎসল্যভাবে চুম্বন করিতে ছিলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল "তাত! আমাকে কি তুমি ভাল বাস?" ফজিল বলিলেন "হাঁ ভাল বাসি।" বালক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "ঈশ্বরকেও ভাল বাস?" ফজিল বলিলেন "হাঁ।" বালক বলিল "পিতা! এক হৃদয়ে কি দুই ভাল বাসার সামগ্রী স্থান পায়?" ফজিল বুঝিলেন এই কথা ঈশ্বরের প্রেরিত, তৎক্ষণাৎ তিনি পুত্রকে ক্রোড় হইতে বিদায় করিয়া ঈশ্বরতে মগ্ন হইলেন।

সুফিয়ান্ সুরি বলিয়াছেন যে "এক দিন রজনীতে আমি ফজিলের নিকটে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, পরে বলিয়াছিলাম যে অদ্যকার রজনী বড় সুখের রজনী ও শুভ রজনী, কি সুখ সহবাসই হইল? ফজিলে বলিলেন 'অদ্যকার রজনী অশুভ রজনী।' সুফিয়ান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? ফজিল বলিলেন 'যেহেতু তুমি সমুদয় রাত্রি বাক্যবিন্যাসে আমাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টায় ছিলে, আমার যত্ন ছিল যে কিরূপে তোমার কথার সদুত্তর দান করিয়া তোমার মন সন্তুষ্ট করি। উভয়েই কথোপকথনে ঈশ্বরকে হারাইয়া

ছিলাম, এরূপ মানুষের সন্তোষ সাধনের জন্য সঙ্গ লাভ ও শাস্ত্র প্রসঙ্গ করা অপেক্ষা নিঃসঙ্গ হওয়া—নির্জ্জনে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা শ্রেয়ঃ।"

এক ব্যক্তি ফজিলের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন আসিয়াছ?" সে বলিল "তোমাদ্বারা সুখী হইব ও তোমার সঙ্গে প্রণয় স্থাপন করিব এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন "ইহাতে আশঙ্কার কারণ আছে। তুমি অসত্য দ্বারা আমাকে প্রতারণা করিবে, আমিও তদ্রূপ তোমাকে প্রতারণা করিব, তোমার আগমনের ফল তোমার আমার সম্বন্ধে ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই হইবে না।

নবজীবন লাভের পর ফজিল নির্জনে থাকিতেই অধিক ভাল বাসিতেন। ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে সহাস্যবদন দর্শন করে নাই। কিন্তু যেদিন তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল সেদিন তিনি হাসিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া লোকে বলিল "এ সময় তোমার হাস্য করিবার কারণ কি?" তিনি বলিলেন ' জানিতে পাইলাম প্রভু ইহার মৃত্যুতে প্রসন্ন, অতএব আমি তাঁহার প্রসন্নতার সঙ্গে যোগদান করিয়া হাসা করিলাম।"

ফজিল বলিতেন "ঈশ্বর! তুমি আমাকে ক্ষুধিত রাখিতেছ, আমার পরিবারকে অন্ন বস্ত্রহীন করিয়া রাখিয়াছ, রজনীতে দীপালোক দিতেছ না, আমি জানি তুমি তোমার প্রেমাস্পদের সঙ্গে এ প্রকার ব্যবহার করিয়া থাক, বল আমি কোন্‌গুণে এই সম্পদ্ লাভ করিলাম।"

বারশত বৎসর পূর্ব্বে ফজিল জীবিত ছিলেন। তাঁহার দুইটি কন্যা সন্তান ছিল। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন যে "আমাকে কবরে নিহিত করিলে পর তুমি এই কন্যাদ্বয় সহ বর্ত্তকিস পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বলিবে প্রভো! ফজিলের উক্তি অনুসারে আমি তাঁহার হইয়া নিবেদন করিতেছি যে যে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলাম এই আশ্রিত দিগকে যথা সাধ্য রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি, এইক্ষণ তুমি আমাকে গোররূপ কারাগারে রুদ্ধ করিয়াছ, অতএব আশ্রিত কন্যাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম।" ফজিল লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তদ্রূপ আচরণ করিলেন, বর্ত্তকিস শিখরে যাইয়া অনেক কাঁদিলেন ও প্রার্থনা করিলেন। দৈবাৎ তখন এমন দেশের অধিপতি সেখানে উপস্থিত

হইলেন। তিনি তাঁহার ক্রন্দন বিলাপ ও প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফজিলের পত্নী নিজের অবস্থা সবিশেষ তাঁহাকে জানাইলেন। আমির বলিলেন "তোমার এই দুই কন্যাকে আমার দুই পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাহি, তোমার কি ইচ্ছা?" কন্যার মাতা বলিলেন "কোন আপত্তি নাই, সচ্ছন্দে হইতে পারে।" আমির তৎক্ষণাৎ শিবিকা যোগে তাঁহাদিগকে এমনে লইয়া গেলেন। এবং মহা ঘটা করিয়া নিজের পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। প্রত্যেককে দশ সহস্র টাকা স্ত্রীধনের দান পত্র (কাবিন) লিখিয়া দিলেন।

উক্তি।

যদি কেহ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে সেলাম না করে, পীড়িত হইলে আমার সেবা না করে, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট আছি। ইহা আমার পক্ষে বিশেষ উপকার।

রজনী উপস্থিত হইলে নির্জ্জন হইল বলিয়া আমি আহ্লাদিত হই, প্রভাত হইলে লোকের গোলযোগের জন্য বিষন্ন হই, আমি ইচ্ছা করি না যে লোক জন আসিয়া আমাকে ব্যস্ত করে।

যে ব্যক্তি, নির্জ্জনতাকে ভয় করে, সে লোকের সঙ্গে প্রণয় স্থাপন করিয়া শান্তি হারা হয়।

স্বর্গে কাহার রোদন করা যেমন আশ্চর্য্যের বিষয়, সংসারে কাহার হাস্য করা তেমন আশ্চর্য্যজনক।

যাহার অন্তরে ভয় স্থান লাভ করে, অন্যথা কথা তাহার রসনা উচ্চারণ করে না। আন্তরিক ভয়াগ্নি বিষয়কামনা ও সংসারাসক্তিকে দগ্ধ করে।

যে জন ঈশ্বরকে ভয় করে, সকল লোক তাহাকে ভয় করে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে না, কোন বস্তু তাহাকে ভয় করে না।

সাধকের ভয় বিভীষিকা, তাহার ঈশ্বর জ্ঞানানুরূপ হইয়া থাকে, সাধকের সংসারে বৈরাগ্য পরলোকের প্রতি অনুরাগ অনুসারে হইয়া থাকে।

সংসারে প্রবেশ করা সহজ, কিন্তু তাহা হইতে নির্গত হওয়া কঠিন।

সংসার বাতুলালয় স্বরূপ, তাহাতে যাহারা স্থিতি করে তাহারা বাতুল। বাতুলদিগেরই হস্ত পদে শৃঙ্খল থাকে।

যদি নিত্য পরলোক মৃণ্ময় ও অনিত্য ইহলোক স্বর্ণময় হইত, তাহা হইলেও নিত্য মৃণ্ময় বস্তুকেই লোকের অনুরাগ হওয়া উচিত। যখন পরলোক স্বর্ণময় ইহলোক মৃণ্ময় তখন ইহলোকের প্রতি অনুরাগ হওয়ার কোন কারণ নাই।

কোন ব্যক্তি স্বর্গলোকে শতগুণ ক্ষতি স্বীকার না করিয়া সংসারে কিছু লাভ করিতে পারে না।

সুকোমল পরিচ্ছদ ও সুখাদ্য সামগ্রী ভোগে আসক্ত হইলে স্বর্গীয় অন্ন বস্ত্রে বঞ্চিত হইতে হয়।

ঈশ্বরের নিকটে বিনম্র হওয়া ও তাঁহার আজ্ঞাকারী হওয়া, তিনি যাহা বলেন তাহা মান্য করাই বিনয়।

যে ব্যক্তি আপনাকে মূল্যবান্ জ্ঞান করে সে বিনয়ে বঞ্চিত।

যে ব্যক্তি ভ্রাতার প্রতি বাহিরে প্রণয় প্রকাশ করে অন্তরে শত্রুতা রাখে। ঈশ্বর তাহাকে অভিসম্পাত করেন। সে অন্ধ ও বধির হয়।

লোকের অনুরোধে সৎকার্য্যকে ভালবাসা কপটতা, এবং লোক রঞ্জনের জন্য সৎকার্য্য করা পৌত্তলিকতা। এই দুই ভাব হইতে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিলে তোমাতে বিশুদ্ধ প্রেম উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সত্যভাবে দর্শন করেন, তিনি সত্যভাবে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার প্রতি আশা স্থাপন না করা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে ভয় না করা প্রকৃত নির্ভর।

তিনিই যথার্থ নির্ভরপরতন্ত্র, যিনি ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছেন, ঈশ্বরের কোন কার্য্যে দোসারোপ করেন না, তাঁহার নিন্দা করেন না, অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে মান্য করেন।

অনেক লোক শুদ্ধ স্থানে যাইয়া শুদ্ধ হইয়া বাহির হয়, আবার অনেক লোক মক্কা তীর্থে যাইয়া অশুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আইসে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

TAPASA MALA

OR

LIVES OF MAHOMEDAN SAINTS.

COMPILED FROM TEJKARATULOULIA

A PERSIAN WORK

PART II.

TRANSLATED INTO BEN

তাপসমালা।

অর্থাৎ মুসলমান তপস্বীদিগের জীবন বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় ভাগ।

পারস্য পুস্তক তেজকরতোল্ আওলিয়া হইতে সঙ্কলিত।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BIDHAN PRESS,

6, COLLEGE SQUARE.

1881.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, দেল্ দুওয়ারস্থ বন্ধু মুন্‌শি আব্দুল হামিদ মিয়াঁ তাপসমালার দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নিমিত্ত নিঃস্বার্থভাবে একশত টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই দানের নিমিত্ত আমি চিরবাধিত রহিলাম। তিনি অর্থানুকূল্য না করিলে দ্বিতীয় ভাগ এত সত্বর মুদ্রিত হওয়া অসম্ভব ছিল। উক্ত একশত টাকা মূল ধনস্বরূপ হইল। ভরসা করি এতদ্দ্বারা অনতিবিলম্বে তাপসমালার তৃতীয় ভাগও প্রচারিত হইবে।

গ্রন্থানুবাদকস্য।

সূচীপত্র।

তাপসমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

তাপস হোসন বসোরী।

প্রায় তের শত বৎসর হইল হোসন মদিনা নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান মহর্ষিদিগের মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। ইনি জীবনে অনেক কঠোর সাধনা ও উচ্চব্রত পালন করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবন ক্লেশও অনুতাপের জীবন ছিল। ইঁহার গর্ভধারিণী মহাপুরুষ মহম্মদের সহধর্ম্মিণী আয়াসার একজন পরিচারিকা ছিলেন। যখন ইঁহার মাতা পরিচর্য্যা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং ইনি ক্ষুধায় কাঁদিতেন, তখন আয়াসা বাৎসল্যভাবে অঙ্কে ধারণ করিয়া ইঁহার মুখে আপন স্তন অর্পণ করিতেন। আয়াসা নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পয়োধরে দুগ্ধ সঞ্চারের সম্ভাবনা ছিল না। হোসন আগ্রহসহকারে সবলে স্তন চোষণ করিতেন বলিয়া তাহতে বিন্দু বিন্দু দুগ্ধ সম্ভূত হইয়া তাঁহার মুখে ক্ষরিত হইত। ইনি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র হজরত মহম্মদের প্রচারবন্ধু মহাত্মা ওমরের নিকটে নীত হন। ওমর ইঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন "এই বালকের মুখমণ্ডল হোসন অর্থাৎ সুন্দর। অতএব ইঁহার নাম হোসন রাখা হইল।" হোসন একশত ত্রিশজন সাধুর সহবাস লাভ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তিনি তাঁহার নিকটে থাকিয়া বিদ্যানুশীলন করিয়াছিলেন। এবং উক্ত হোসনের পিতা আচার্য্য আলী দ্বারা সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি হোসনের জীবনের পরিবর্ত্তন এরূপে হয়;—

হোসন একজন মণিকার ছিলেন, মণি মাণিক্যের ব্যবসায় করিতেন। তিনি রত্নবণিক্ হোসন বলিয়া খ্যাত ছিলেন। একদা তিনি রোম নগরে বাণিজ্যোপলক্ষে যাইয়া তথাকার রাজমন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হন। মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ প্রণয় হয়। একদিন হোসন মন্ত্রীর অনুরোধ ক্রমে অশ্বারোহণে তাঁহার সঙ্গে নগরের অনতিদূরে প্রান্তরে গমন করেন। তথায় যাইয়া তিনি দেখেন যে মণিমুক্তাখচিত পট্টবস্ত্রের এক বৃহৎ পটমণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত আছে, একদল সুসজ্জিত সৈনিক পুরুষ সেই পটমণ্ডপকে প্রদক্ষিণ করিয়া রোমীয় ভাষায় কিছু বলিয়া চলিয়া গেল। তদনন্তর দেখেন যে কতিপয় উজ্জ্বল বেশধারী বর্ষীয়ান্ পুরুষ মহাঘটা করিয়া আসিয়া তদ্রূপ আচরণ করিলেন। অনন্তর দেখিলেন যে প্রায় চারিশত পণ্ডিত আসিয়া পটমণ্ডপকে প্রদক্ষিণ করিলেন ও কিছু বলিলেন। তাহার পরে দেখিলেন প্রায় দুইশত রূপবতী পরিচারিকা মণিমুক্তাপূর্ণ সুবর্ণ থালা হস্তে ধারণ করিয়া উক্ত পটমণ্ডপ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কিছু বলিল ও চলিয়া গেল। অবশেষে সম্রাট্ ও সচিব বস্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ অন্তর বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলেন। হোসন বলিলেন "আমি ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, এই ব্যাপারের মর্ম্ম কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। মন্ত্রীকে বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "সম্রাটের পরম রূপ গুণসম্পন্ন এক কুমার ছিল। নরপতি তাহার প্রতি একান্ত আসক্ত ছিলেন। সেই রাজকুমার অকস্মাৎ কালকবলিত হইয়া মহারাজকে শোকসাগরে নিমগ্ন করে। এই পটমণ্ডপের ভিতরে তাহারই সমাধি। প্রতিবৎসর একবার নরপাল সসৈন্যে ও সবান্ধবে এখানে উপস্থিত হন। সেই সৈনিক দলকে প্রথমতঃ পটমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিতে ও কিছু বলিতে যে দেখিয়াছ, তাহারা বলিয়াছে, রাজকুমার! তোমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, যদি আমরা বাহুবলে তাহা অপনয়ন করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে সকলে স্ব স্ব প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া তোমাকে পুণর্গ্রহণ করিতাম। কিন্তু যিনি এই অবস্থা সংঘটন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কোন রূপে সংগ্রাম চলে না। তৎপরে বিদ্বন্মণ্ডলী আসিয়া বলিলেন, রাজতনয়! যদি জ্ঞান বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যবলে এ দুঃখ দূর করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে আমরা

তাহা করিতাম। অনন্তর সম্মানিত বৃদ্ধ পুরুষগণ আসিয়া বলিলেন, নৃপনন্দন! যদি আশীর্ব্বাদবলে ও শোকপ্রকাশে তোমার জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমরা তাহাতে কখন বিমুখ থাকিতাম না। পরে সুন্দরী কিঙ্করীগণ রত্নপূর্ণ থালা হস্তে করিয়া আসিয়া বলিল, হে প্রভো! যদি ধন সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্যবলে তোমাকে লাভ করিতে পারিতাম তবে তোমার জন্য এ সমুদয় উৎসর্গ করিতাম। কিন্তু যিনি এই ঘটনার প্রবর্ত্তক তাঁহার নিকটে ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ও রূপ যৌবনের কোন মূল্য নাই। সর্ব্বশেষে সম্রাট্ যাইয়া বলিলেন, হে প্রাণপুত্র! তোমার পিতার হস্তে আর কি ক্ষমতা আছে, আমি তোমার জন্য বৃহৎ সৈনাদল আনয়ন করিয়াছি, বিদ্বান্ ও বৃদ্ধ পুরুষ গণ এবংরূপ যৌবন সম্পন্ন ও সম্পদশালী লোক সকল উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমি ও আসিয়াছি। সৈন্যবল, পাণ্ডিত্য ও ধন সম্পদ্ এবং সৌন্দর্য্যবলে যদি এই বিপদের নিরাকরণ হইত তাহা হইলে তৎসমুদায়কে তাহাতে নিযুক্ত করিয়া যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু যিনি এই ঘটনা সংঘটন করিয়াছেন তোমার পিতা এবং সমুদায় জগৎ তাঁহার শক্তিপূর্ণ বাহুর নিকটে দুর্ব্বল। এই বলিয়া রাজা বাহিরে চলিয়া আসিলেন। প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট দিনে এই প্রকার ব্যাপার হইয়া থাকে।"

মন্ত্রীর এই সকল কথা হোসনের অন্তরে অনুতাপ ও বৈরাগ্য আনয়ন করিল, তাঁহার আত্ম দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করিয়া দিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বাণিজ্য কার্য্য হইতে বিরত হইয়া বসোরায় চলিয়া আসিলেন। বিষয়বৈরাগ্য ও অনুতাপের অগ্নি তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা জ্বলিতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনে পাপবিকার সত্ত্বে আর এ সংসারে হাস্যামোদ করিব না। তখন উপাসনা সাধনাদিতে আপনাকে এরূপ নিযুক্ত করিলেন, যে তৎকালে এ প্রকার কঠোর সাধনা অন্য কেহই করিতে পারেন নাই। তিনি লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতেন। বহুকাল এই ভাবে জীবন অতি বাহিত করেন। পরে তিনি সপ্তাহে এক দিন সাধারণ লোকদিগকে আহ্বান করিয়া উপদেশ দান করিতে থাকেন। সভাস্থলে তপস্বিনী রাবেয়াকে উপস্থিত না দেখিলে উপদেশ দানে বিরত হইতেন। এক দিন কেহ বলিল " অনেক উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্

লোক উপদেশ শ্রবণের জন্য সমাগত। একজন বৃদ্ধা নারী আগমন করেন নাই ক্ষতি কি?" হোসন বলিলেন "হাঁ আমি যে সরবত হস্তীর উদরের জন্য প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা পিপীলিকার মুখে কেমন করিয়া অর্পণ করিব?" যখন তিনি বক্তৃতা কালে উৎসাহানলে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেন, তখন রাবেয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন "আর্য্যে! আমার এই উৎসাহাগ্নি তোমার হৃদয়েরতেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, যে "তোমার উপদেশ শ্রবণের জন্য বহুলোক সমাগত হয়, তুমি তাহাতে কি আহ্লাদিত আছ?" তিনি বলিলেন, "আমি লোকসমূহের সমাগমে সন্তুষ্ট নহি, সত্য শ্রবণের জন্য একজন অনুতপ্ত দীনাত্মা উপস্থিত হইলে আহ্লাদিত হই।" কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "চিকিৎসক পীড়িত, তিনি অন্য লোকের পীড়ার চিকিৎসা কি প্রকারে করিবেন?" তিনি বলিলেন "প্রথমতঃ নিজের রোগের প্রতীকার করিবে, পরে অন্য রোগীকে রোগ প্রতীকারের ঔষধ দিবে।" একদা তিনি বলিয়াছিলেন, "লোক সকল, উপদেশ শ্রবণ কর,আমার জ্ঞান তোমাদের কল্যাণ সাধন করিবে।" শ্রোতারা বলিল "আমাদের মন নিদ্রিত, তোমার কথা তাহাতে সংক্রামিত হইতেছে না, কি করি?" তিনি বলিলেন "তোমাদের মন নিদ্রিত নহে মৃত, নিদ্রিতকে ধাক্কা দিলেই সে জাগিয়া উঠে, মৃত কখন জাগরিত হয় না।" কেহ কেহ বলিল "কতকগুলি লোক তোমার কথা অগ্রাহ্য করে ও তোমার নিন্দা করিয়া থাকে।" হোসন বলিলেন "আমি স্বর্গলোক ও ঈশ্বরসহবাসের প্রার্থী, মনুষ্যের নিকটে কখনও নিরাপদ থাকিবার আকাঙ্ক্ষা করি না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর ও অবিশ্বাসী নিন্দুকদিগের জিহ্বার আক্রমণ হইতে নিরাপদ নহেন, আমি কে যে নিরাপদ থাকিব।"

এক দিন সভায় তিনি উপদেশ দান করিতেছিলেন। সেই সময়ে সম্রাট্ হোজ্জাজ সৈন্য সামন্ত সহ তথায় উপনীত হন। এক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বলিল "আজ হোসনকে পরীক্ষা করিব, হয়ত তিনি সম্রাট্‌কে দেখিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপদেশ দানে বিরত হইবেন।" হোজ্জাজ গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। হোসন কিঞ্চিন্মাত্রও তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সেই ব্যক্তি বলিল "হোস্‌ন হোস্‌ন (উত্তম) লোক।" সভা সঙ্গ হইলে হোজ্জাজ হোস্‌নের নিকটে অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলেন, এবং সকলকে বলিলেন "যদি সাধুপুরুষ দেখিতে চাও হোস্‌নকে দেখ।"

মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচারবন্ধু আলি একদিন হোস্‌নের উপদেশ সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি জ্ঞানী না জ্ঞানার্থী।" হোস্‌ন বলিলেন "প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ হইতে আমি কোন সত্য লাভ করিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি মাত্রকরিতেছি,আমি জ্ঞানী নহি "ইহা শ্রবণে আলি "ইনি সাধু ও সদ্বক্তা" বলিয়া চলিয়া যান। তখন হোস্‌ন জানিতে পারিলেন যে মহাত্মা আলি আসিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ মম্বর (উপদেশ-বেদিকাবিশেষ) হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর অন্তর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সবিনয়ে বলিলেন "ঈশ্বরের অনুরোধে আপনি আমাকে "অজু" (অঙ্গ শুদ্ধি) শিক্ষা দিন।" তখন সেই স্থানে জলপাত্র আনীত হইল। পাত্রে জল স্থাপন করিয়া আলী হোস্‌নকে "অজু" শিক্ষা দিলেন। যেস্থানে এই ব্যাপার হইল তাহাকে "মায়োল্‌তেস্ত" অর্থাৎ জল পাত্র বলিয়া থাকে।

হোস্‌নের মনে ভয় এরূপ প্রবল ছিল, যে যখন তিনি একাকী বসিয়া থাকিতেন, ভাবিতেন বুঝি ঘাতক নিকটে উপস্থিত। কেহ কখনও তাঁহাকে হাস্য করিতে দেখে নাই। তাঁহার অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা ছিল। এক দিন তিনি কোন ব্যক্তিকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাঁদিতেছ কেন?" সে বলিল "মহম্মদকাবের নিকটে গিয়াছিলাম, তিনি এরূপ বলিয়াছেন যে, ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে ও এমত একজন আছেন, যে কয়েক বৎসর নরকে বাস করিয়া তাঁহাকে পাপের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া মনে বড় ভয় এবং দুঃখ হইয়াছে, এজন্য ক্রন্দন করিতেছি।" হোস্‌ন বলিলেন "হয়ত সেই ব্যক্তিই হোস্‌ন, সহস্র বৎসর অন্তে নরকাগ্নি হইতে উদ্ধার পাইবে।"

বাল্যাবস্থায় তিনি একটি পাপ করিয়াছিলেন। সেই পাপটি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবার জন্য যখন নূতন অঙ্গবস্ত্র পরিধান করিতেন

তখন তাহার উপরে উহা লিখিয়া রাখিতেন, এবং সেই সময় তিনি এরূপ ক্রন্দন করিতেন যে একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন।

মালেকদিনার বলিয়াছেন যে "আমি হোস্‌নকে আমার সম্বন্ধে দুরবস্থা কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন হৃদয়ের মৃত্যু। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সেই মৃত্যু কিরূপে? তিনি বলিলেন মনের সংসারাসক্তি।"

হোস্‌ন আপনাকে এরূপ নীচ ও অধম বলিয়া জানিতেন যে যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। একদা তিনি দজলা নদীর তীর দিয়া যাইতেছিলেন, একজন কাফ্রিকে দেখিলেন যে একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দজলার কূলে উপবিষ্ট আছে, এক বৃহৎ বোতল সম্মুখে স্থাপিত, তাহা হইতে সে কিছু পানীয় দ্রব্য ঢালিয়া পান করিতেছে। ইহা দেখিয়া হোস্‌ন বলিতে লাগিলেন "এই ব্যক্তি কি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না, এ আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, যেহেতু এ একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসিয়া সুরাপান করিতেছে।" তিনি চিন্তা করিতে করিতে এই বলিতে-ছিলেন। ইতিমধ্যে এক খানা নৌকা তথায় উপস্থিত হইল, অকস্মাৎ সেই নৌকা তরঙ্গাঘাতে নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল। তাহাতে সাত জন আরোহী ছিল। তাহাদিগেকে উদ্ধার করিবার জন্য কাফ্রি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপদিয়া পড়িল ও অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বপ্রকাশে ছয়জনকে উদ্ধার করিয়া হোস্‌নের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিল "জলমগ্ন সাত জনের মধ্যে আমি ছয় জনকে বাঁচাইলাম, তুমি একজনের জীবন রক্ষা কর। হে মুসলমানদিগের আচার্য্য! এই স্ত্রীলোকটী আমার জননী, এই বোতল হইতে আমাকে যাহা পান করিতে দেখিয়াছ তাহা জল, ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে তুমি অন্ধ না চক্ষুষ্মান্ তাহা পরীক্ষা করি, দেখিলাম তুমি অন্ধ।" ইহা শ্রবণ করিয়া হোস্‌ন লজ্জিত ভাবে সেই কাফ্রির চরণে পতিত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, জানিলেন যে তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য কাফ্রি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত। তখন তিনি বলিলেন "হে কাফ্রি! এতগুলি লোককে তুমি নদীতরঙ্গ হইতে রক্ষা করিলে, আমাকেও অহঙ্কারনদীর আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার কর।" কাফ্রি "তুমি চক্ষুষ্মান্ হও" বলিয়া হোস্‌নকে আশীর্ব্বাদ

করিল। এই ঘটনার পরে হোস্‌ন সত্য সত্যই আপনাকে কাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন না। একদা একটি কুকুর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি শ্রেষ্ঠ না এই কুকুর শ্রেষ্ঠ?" তিনি বলিলেন "যদি আমার ধর্ম্মজীবন রক্ষা পায় তবে আমি কুকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অন্যথা আমার ন্যায় একশত হোস্‌ন অপেক্ষা এইরূপ একটি কুকুর শ্রেষ্ঠ।"

হোস্‌ন বলিয়াছিলেন "তিন জন লোকের নিকট আমি অতিশয় অপ্রতিভ হইয়াছি। এক সুরামত্ত, দ্বিতীয় বালক, তৃতীয় স্ত্রীলোক। একদা এক জন সুরাপায়ী মাতালকে দেখিয়াছিলাম যে হেলে ঢুলে কর্দ্দমের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে; বলিলাম পা স্থির রাখ পড়িয়া যাইবে। সে বলিল 'তুমি তোমার চরণ স্থিরতর রাখিও কেন না তুমি এক জন ধার্ম্মিক লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি মাতাল, আমি পড়িয়া গেলেও এখনই উঠিব এবং প্রক্ষালন করিয়া শরীরকে কর্দ্দমমুক্ত করিব। আমার সম্বন্ধে পড়া সহজ কিন্তু তুমি নিজের পতনকে ভয় করিও তাহা সহজ নয়।' দ্বিতীয়, এক বালক দীপ হস্তে করিয়া যাইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম এই আলো কোথা হইতে আনায়ন করিলে? তখন অকস্মাৎ বয়ুস্পর্শে দীপ নির্ব্বাপিত হইল। বালক বলিল 'পূর্ব্বে তুমি বল দীপ এইক্ষণ কোথায় গেল। তৎপর আমি বলিব কোথা হইতে তাহা আনিয়াছি।' তৃতীয়, একদা একটী পরম রূপবতী যুবতী অনবগুণ্ঠিতবদনে অনাবৃত হস্তে ক্রোধ ভরে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বামীর নিন্দা করিতেছিল। আমি তাহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সঙ্কুচিত হই এবং বলি মুখ ও হস্ত আবৃত কর। তখন সে বলিল 'আমি একটি সৃষ্ট পদার্থের প্রেমেতে এরূপ বিহ্বল হইয়াছি যে আমার সংজ্ঞা নাই, এমন কি আমাকে সাবধান না করিলে এই ভাবে আমি বাজারে চলিয়া যাইতাম। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রেমে মত্ত এরূপ বলিয়া থাক, আশ্চর্য্য! আমাকে অনাবৃতবদন দেখিয়াই সঙ্কুচিত হইলে?'

এক দিন কেহ হোস্‌নকে ও তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে প্রশংসা করিয়া বলিল যে "তোমরা সকলে প্রেরিত পুরুষ মহম্মদের ধর্ম্মবন্ধুগণ সদৃশ।" ইহা শুনিয়া সকলে আহ্লাদিত হইলেন। তখন হোসেন্ বলিলেন "মুখাকৃতি ও শ্মশ্রুযোগে, না অন্য কিছুতে সাদৃশ্য আছে? যদি সেই সকল মহাপুরুষের প্রতি তোমা

দের যথার্থ দৃষ্টি থাকিত তোমাদের চক্ষে তাঁহারা সকলে ধর্ম্মোন্মত্ত রূপে প্রকাশ পাইতেন এবং যদি আমাদিগকে তাঁহারা জ্ঞাত হইতেন, আমাদের এক জনকেও মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা দ্রুতগামী অশ্বারোহণে সর্ব্বাগ্রে বায়ু ও পক্ষীর ন্যায় স্বর্গরাজ্যের দিকে ধাবমান হইয়াছেন, এবং আমরা ক্ষতপৃষ্ঠ দুর্ব্বল গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিয়া দৃঢ়ভাবে চলিয়াছি।"

একদা একজন পর্য্যটক হোসনের নিকটে উপস্থিত হইয়া সহিষ্ণুতা বিষয়ে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন "সহিষ্ণুতা দ্বিবিধ, এক দুঃখ বিপদে, অপর ঈশ্বর যে কোন বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন তাহাতে।" তখন তিনি তাঁহার নিকটে ধৈর্য্য বিষয়ে অনেক গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। পর্য্যটক বলিল "আমি কখন তোমা অপেক্ষা সহিষ্ণু ও বিরাগী লোক দর্শন ও শ্রবণ করি নাই।" হোসন বলিলেন "ভ্রাতঃ! আমার ধৈর্য্য অধৈর্য্যের কারণে ও আমার বৈরাগ্য আসক্তির জন্য।" পর্য্যটক বলিল "তুমি এই কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বল, তোমার কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস বিচলিত হইল।" হোসন বলিলেন "আমি নরকাগ্নিকে অত্যন্ত ভয় করি, সেই ভয়ে সর্ব্বদা অন্তর বিকম্পিত, ইহাই অতিশয় অধৈর্য্য। স্বর্গ লোকের প্রতি লালসা বশতঃ সংসারে আমার বৈরাগ্য, ইহা অত্যন্ত আসক্তি। তাঁহারই প্রকৃত ধৈর্য্য যাঁহার ধৈর্য্য শুদ্ধ ঈশ্বরপ্রীতি অনুরোধে হয়। নরকাগ্নি হইতে আত্মরক্ষার জন্য যাহার ব্যাকুলতা তাহার ধৈর্য্য নয়। তাঁহার বৈরাগ্যই প্রকৃত বৈরাগ্য যাঁহার বৈরাগ্য ঈশ্বরের জন্য। আপনাকে স্বর্গে উপনীত করার আকাঙ্ক্ষা করিলে বৈরাগ্য হয় না।"

কেহ বলিল যে "এক ব্যক্তি বিশ বৎসর যাবৎ সামাজিক উপাসনায় উপস্থিত হয় না, এবং কাহার সঙ্গে যোগ দান করে না।" হোসন এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন ও বলিলেন "ওহে তুমি সামাজিক উপাসনায় যোগ দেও না; লোকের সঙ্গে সম্মিলিত হও না কেন?" সে বলিল "আমাকে ক্ষমা করিবে, আমি ব্যাপৃত আছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসে ব্যাপৃত আছ?" সে বলিল "আমার এমত একটি নিঃশ্বাস পড়ে না যাহার মধ্যে ঈশ্বরের করুণা সঞ্চারিত নয়, এবং আমা

হইতে অপরাধ হয় না। সেই করুণার কৃতজ্ঞতা দানে ও এই অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনায় ব্যাপৃত আছি।" হোস্‌ন বলিলেন "তদ্রূপই থাক, তুমি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

কেহ হোস্‌নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "ভাল কখন কি তোমার সুখের সময় ছিল?" তিনি বলিলেন "এক দিন আমি ছাদের উপর ছিলাম। তথা হইতে শুনিলাম এক প্রতিবেশিনী স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে বলিতেছে যে, 'প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ আমি তোমার গৃহে আছি, ধন সামগ্রী কিছু থাকুক বা না থাকুক শীত গ্রীষ্মে সুখ দুঃখে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছি, তোমার নিকটে অধিক প্রার্থনা করি নাই, তোমার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিয়াছি, কাহার নিকটে তোমার কুৎসা করি নাই, কিন্তু একটি বিষয়ে সম্মত হইতে পারি না, যে আমার সাক্ষাতে তুমি অন্যকে গ্রহণ করিবে। এ সকল দুঃখ ক্লেশ এ জন্য বহন করিয়াছি যে আমি কেবল তোমার থাকিব ও তুমি আমার থাকিবে, এরূপ নয় যে তুমি অন্যের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিবে। অদ্য তুমি অপরের প্রতি অনুরাগ নয়নে দৃষ্টি করিয়াছ। এই দেখ আমি ধর্ম্মাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকটে তোমার নামে অভিযোগ করিতেছি।' ইহা শুনিয়া আনন্দাশ্রুতে আমার নেত্রযুগল পূর্ণ হইল। কোরাণে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কি না অনুসন্ধান করিলাম। এই প্রবচনটি প্রাপ্ত হইলাম। যথা নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করেন না, যে ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে অন্যকে আনিয়া সংযুক্ত করে। যে জন শুদ্ধ ঈশ্বরকে চাহে সেই ঈশ্বরের ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। তোমার সমগ্র অপরাধ ক্ষমা করিব, কিন্তু যদি হৃদয়ের এক প্রান্তে অন্য বস্তুর প্রতি তুমি অনুরাগী হও কখন তোমাকে ক্ষমা করা যাইবে না। এই তাঁহার উক্তি।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আপনি কি ভাবে আছেন?" তিনি বলিয়াছিলেন "যাহারা সমুদ্রবক্ষে ভগ্ন নৌকার এক এক খণ্ড কাষ্ঠফলকের উপরে অবস্থিত, বল তাহাদের অবস্থা কীদৃশী?" সে বলিল "বড় কঠিন অবস্থা।" তিনি বলিলেন "আমার অবস্থাও তাদৃশী।"

হোসেন ইদোৎসবের দিন কতকগুলি লোককে হাস্যামোদ ও ক্রীড়া কৌতুক করিতে দেখিয়া বলিলেন, "এ সকল লোকের সম্বন্ধে আমি আশ্চ-

র্ষ্যান্বিত যে ইহারা হাস্য আহ্লাদ করে, নিজের প্রকৃত অবস্থার তত্ত্ব রাখে না।" একদা তিনি এক ব্যক্তিকে দেখিলেন যে শ্মশানে বসিয়া ভোজনামোদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তখন বলিলেন "এ ব্যক্তি অত্যন্ত অবিশ্বাসী।" কেহ জিজ্ঞাসা করিল "কেন এরূপ কথা বলিলে?" তিনি বলিলেন "শবের সম্মুখে যাহার আমোদস্পৃহা হয়, জানিও মৃত্যু ও পরলোকে তাহার বিশ্বাস নাই। ইহাই অবিশ্বাসের লক্ষণ।"

হোসনের স্তোত্রঃ—"ঈশ্বর! তুমি আমাকে সম্পদ্ দিয়াছ, আমি কৃতজ্ঞ হই নাই, বিপদ্ দিয়াছিলে ধৈর্য্য ধারণ করি নাই। কৃতজ্ঞ হই নাই অথচ সম্পদ্ আমা হইতে প্রত্যাহার কর নাই, ধৈর্য্যাবলম্বন করি নাই অথচ বিপদ্‌কে স্থায়ী কর নাই। ঈশ্বর, তোমা হইতে কৃপা ব্যতীত অন্য কি হইয়া থাকে।"

মৃত্যুকালে হোসন্ হাস্য করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কেহ আর কখন তাঁহার মুখ সহাস্য দর্শন করে নাই। তিনি হাস্য করিয়া কোন্ পাপ কোন্ পাপ এই কথা মাত্র বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে একজন বৃদ্ধ পুরুষ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে "জীবদ্দশায় তুমি কখন হাস্য কর নাই, মৃত্যুকালে কেন হাসিলে?" তিনি বলিলেন "এরূপ দৈববাণী শুনিয়াছিলাম যে 'হে শমন! ইহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন কর, এখনও ইহার জীবনে একটি পাপ অবশিষ্ট আছে।' একটি পাপমাত্র আছে এই আহ্লাদে আমার হাস্য হয় ও আমি কোন্ পাপ কোন্ পাপ বলিয়া প্রাণ সমর্পণ করি।"

উক্তি।

ছাগ পশু মনুষ্য অপেক্ষা সতর্ক, যেহেতু সে রাখালের শব্দ শুনিয়া প্রান্তর হইতে তাহার অভিমুখে দৌড়িয়া আইসে ও আহারে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু মনুষ্য ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি শুনিয়া তাঁহার দিকে আগমন করে না, ও স্বীয় ভোগসুখ হইতে বিরত হয় না।

অসাধু লোকের সংসর্গ তোমার মনে সাধু লোকের প্রতি অসদ্ভাব জন্মাইয়া দিবে।

যদি কেহ আমাকে সুরাপানের জন্য ও সংসারাসক্তির জন্য নিমন্ত্রণ করে, আমি সংসারাসক্তির নিমন্ত্রণকে অধিকতর ঘৃণা করিব।

যখন দেখিব তোমার মনে একবিন্দু ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ভাব নাই, তখন প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান তোমার জন্মিয়াছে এরূপ স্বীকার করিব।

নির্ব্বোধ লোক যখন দেখে যে তাহার পশ্চাতে অনেক অনুচর আছে তখন সে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠে।

যদি তুমি কাহার প্রতি কিছু আজ্ঞা করিতে চাও, উচিত যে তুমি প্রথমতঃ আজ্ঞাকারী হও।

আমার স্ত্রী পুত্র পরিজন অপেক্ষা আমার ধর্ম্মবন্ধুগণ আমার নিকটে অধিক প্রিয়, যেহেতু তাঁহারা ধর্ম্মেতে বন্ধু, পরিজন সাংসারিক বন্ধু, ধর্ম্মের শত্রু।

বাধ্যতা কি? অন্তরে যাহা প্রকাশিত হয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই বাধ্যতা।

ইন্দ্রিয়াসক্ত লোক, দুষ্ক্রিয়াশীল, অত্যাচারী আচার্য্য এই তিন জনের দোষোদ্ঘোষণা নিন্দার মধ্যে গণ্য হয় না।

বিষয়ী লোক তিনটি বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে। (১) ইন্দ্রিয়সম্ভোগে তৃপ্ত না হওয়া, (২) যত আশা করিয়াছিল তাহা পূর্ণ না হওয়া (৩) পরলোক পথের পাথেয় সঞ্চয় না করা।

লঘুভারশালী লোকেরা মুক্ত হয়, গুরু ভারাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে।

যাঁহারা সংসারকে গচ্ছিত সামগ্রী রূপে ব্যবহার করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন, তাঁহারা গচ্ছিত সামগ্রী প্রত্যর্পণ করিয়া লঘুভার হন ও অনায়াসে সংসার পারে চলিয়া যান।

যিনি সংসারকে ভাঙ্গিয়া তাহার ভগ্নোপকরণ দ্বারা পারলৌকিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, পরলোককে ভগ্ন করিয়া তাহার ভগ্নোপকরণ দ্বারা সংসার নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন না, আমার নিকটে তিনিই চতুর ও জ্ঞানী।

যিনি ঈশ্বরকে চিনিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রতি প্রেম স্থাপন করিয়াছেন, এবং যে ব্যক্তি সংসারকে চিনিয়াছে সে ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা করিয়াছে।

সংসারে ইন্দ্রিয়দিগকে কঠিন শৃঙ্খলে বন্ধন করা যেরূপ আবশ্যক এরূপ কোন পশুকে বন্ধন করা আবশ্যক নহে।

তোমার মৃত্যুর পর সংসার তোমার প্রতি কি প্রকার ভাব ধারণ করিবে, যদি তুমি তাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে অপরের মৃত্যুর পর তাহার সম্বন্ধে কি ভাব হয় দর্শন কর।

আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি লোকে সংসারাসক্তিবশতঃই পুত্তলিকার পূজা করে।

ঈশ্বর হইতে যে লিপি আসিয়াছে তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, রজনীতে তাঁহারা তদ্বিষয়ে চিন্তা দিবসে তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। তোমরা তদ্রূপ অনুষ্ঠানে বিরত আছ, সেই স্বর্গীয় লিপির আকার ইকারাদি বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া সংসারের লিপি প্রস্তুত করিয়াছ।

এক বিন্দু অনাসক্তি সহস্র বৎসরের নমাজ রোজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তোমার চিন্তা দর্পণস্বরূপ, তাহা তোমার শুভাশুভ তোমাকে প্রদর্শন করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ভাবিয়া কথা বলে না সে বিপদে পতিত হয়, যে ব্যক্তি সুচিন্তাযুক্ত হইয়া মৌন হয় না, তাঁহার মন কুকামনা ও আলস্যের আলয় হয়, যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে শাসন করে না দৃষ্টি তাহাকে কুপথগামী করে।

যে ব্যক্তি বাসনাকে পদদ্বারা দলন করিয়াছে সে মুক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যা ত্যাগ করিয়াছে সে প্রেম লাভ করিয়াছে, যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে সে নিত্য শুভ ফলভোগের অধিকারী হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত হৃদয় কথা না বলে সে পর্য্যন্ত জ্ঞানী লোক মৌনভাবে অবস্থিতি করেন। অন্তরের কথা তাঁহাদের রসনায় উচ্চারিত হইয়া থাকে।

অনাসক্তির তিনটী অবস্থা, এক, সাধক নিজের কথা বলেন না ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলেন, তাহাতে তুমি রুষ্ট বা সন্তুষ্টই হও তৎপ্রতি দৃক্‌পাত করেন না। ২ য়, যে বিষয়ে ঈশ্বরের বিরাগ তাহা হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে রক্ষা করেন। তৃতীয়, যে বিষয়ে ঈশ্বরের প্রসন্নতা আহাতে তাঁহার চেষ্টা উদ্যোগ থাকে।

তাপস হবিব আজমী।

তপোধন হবিব আজম দেশীয় লোক ছিলেন। আরবের বহির্ভূত অনেকগুলি ক্ষুদ্র দেশকে, বিশেষতঃ ইরাণ তুরাণ এই দুই দেশকে আজম বলে। ইরাণ কিম্বা তুরাণ তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তিনি তথা হইতে বসোরা নগরে যাইয়া অবস্থিতি করেন। হবিব বার শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাপস হোসনের উপদেশে তাঁহার জীবনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। ঋণদান তাঁহার ব্যবসায় ছিল। তিনি অধমর্ণ হইতে অধিক পরিমাণে কুসীদ গ্রহণ করিতেন। একদা নগরস্থ এক ব্যক্তির নিকটে কুসীদ আদায় করিতে গিয়াছিলেন, সে গৃহে ছিল না, তাহার স্ত্রী বলিল "স্বামী স্থানান্তরে গিয়াছেন, আমি রিক্তহস্ত, কিছুই দিতে পারিতেছি না। একটি ছাগমুণ্ড আছে, যদি বল সুদের বিনিময়ে তাহা প্রদান করিতে পারি।" হবিব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং ছাগমুণ্ড গ্রহণ করিয়া নিজালয়ে চলিয়া আসিলেন ও পত্নীকে তাহা রন্ধন করিতে দিলেন। সেদিন কুসীদের বিনিময়ে লবণ ও কটিকা আনা হইয়াছিল। ছাগমুণ্ড রন্ধন হইলে তাহা পরিবেশনের উপক্রম হইতেছে, এমত সময়ে একজন ভিক্ষুক দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া খাদ্য প্রার্থনা করিল। হবিব বলিলেন "চলিয়া যাও, এখানে কিছুই পাইবে না। যাহা কিছু আছে, তাহা তোমাকে দান করিলে আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইব, তোমারও বিশেষ লাভ হইবে না।" এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুক চলিয়া গেল। হবিবের পত্নী রন্ধনান্তে স্থালীতে মাংস স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে সেই মাংস শোণিতপুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। তিনি হবিবকে ডাকিয়া বলিলেন "নাথ, আসিয়া দেখ তোমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কি ঘটিয়াছে।" তদ্দর্শনে হবিব মহা ক্ষুন্ন হইলেন। তাঁহার মনের ক্লেশ কিছুতেই বিদূরিত হইল না। কুসীদ গ্রহণের পাপে এরূপ ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তখন কুসীদ গ্রহণে আর ঋণ দান করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। মুষলমান শাস্ত্রে ঋণ দান করিয়া সুদ লওয়া মহা পাপের মধ্যে গণ্য। তৎপর হবিব অধমর্ণদিগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ প্রতি গ্রহণের জন্য বাহির হই,

লেন। পথে বালকেরা ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা হবিবকে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল "ভাই! কুসীদগ্রাহী হবিব আসিতেছে, চল আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি। তাহার পদস্পৃষ্ট ধূলির সংপর্শে আমাদিগের অমঙ্গল হইবে।" হবিব ইহা শুনিয়া মনে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। তৎক্ষণাৎ বিসন্ন বদনে হোসনের নিকটে চলিয়া আসিলেন।

হোস্‌ন উপদেশসূচক কিছু বলিলেন, তাহাতেই হবিবের মনের পরিবর্ত্তন হয়। তিনি অনুতপ্তহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন এক অধমর্ণ পথে তাঁহাকে দেখিয়া টাকার জন্য বা তিনি তাগাদা করেন এই ভয়ে পলায়ন করিতেছিল। হবিব নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি পলায়ন করিও না, বরং তোমা হইতে আমারই পলায়ন করা উচিত।" এই বলিয়া তিনি গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর চলিয়া গেলে পুনর্ব্বার সেই বালকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল "চল দূরে চলিয়া যাই, অনুতাপকারী হবিব আসিতেছেন। তিনি শুদ্ধাত্মা হইয়াছেন, আমাদেব পাপদেহের সঙ্গে যেন তাঁহার কোনরূপ সংস্পর্শ না হয়। তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইব।" হবিব ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ঈশ্বর! এই একদিন যে তোমার সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছি, তাহাতেই বন্ধুদিগের মনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিলে।" তৎপর নগরে এই ঘোষণা করিলেন যে হবিবের নিকটে যাঁহারা ঋণী আঁছেন তাঁহারা আসিয়া আপনাদিগের ঋণপত্র প্রতিগ্রহণ করুন। সকলে আসিয়া তাহা-করিল। পরে তিনি যাহা কিছু ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন সমুদায় বিতরণ কবিয়া একবারে নিঃস্ব হইলেন। সেই অবস্থায় একজন ভিক্ষুক আসিয়া অর্থ যাচ্‌ঞা করিল, হবিব নিজের উত্তরীয় বস্ত্র তাহাকে প্রদান করিলেন। তৎপর অন্য একজন আসিয়া প্রার্থনা করিলে তাহাকে ভার্য্যার অঙ্গাচ্ছাদন দান করিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই অনাবৃত গাত্রে রহিলেন। অবশেষে হবিব ফোরাত নদীর কূলে যাইয়া তপস্যাকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি দিবাভাগে হোস্‌ন বসোরীর নিকটে জ্ঞানচর্চ্চা, রজনীতে কুটীরে সাধন ভজন করিতেন। কিয়দ্দিন গত হইলে

তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে অর্থ চাহিলেন। হবিব বলিলেন যে "আমি কায করিতে যাইতেছি, জীবিকা প্রাপ্ত হইলে পাঠাইয়া দিব।" তদবধি তিনি দিবাভাগে কুটিরে যাইয়া সাধনায় নিযুক্ত হইতেন, রজনীতে গৃহে আসিতেন। প্রতিদিন তাঁহার পত্নী জিজ্ঞাসা করিতেন "কিছু আনিয়াছ কি?" হবিব বলিতেন যাঁহার কায করিয়া থাকি তিনি বড় বদান্য। তাঁহার বদান্যস্বভাব-বশতঃ তাঁহার নিকটে কিছু চাহিতে আমার লজ্জা হয়। যথা সময়ে তিনি স্বয়ংই দিবেন। তিনি বলেন যে প্রতি দশম দিবসে আমি পারিশ্রমিক দান করিব।" হবিব যথানিয়মে প্রতিদিন এইরূপে কুটিরে যাইয়া তপস্যা করিতেন। ক্রমে নয়দিন অতীত হইল, দশম দিবসে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি অদ্য রজনীতে গৃহে কি লইয়া যাইব, পত্নীকে কি উত্তর দিব, অধোবদনে বসিয়া ইহাই ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে ঈশ্বর কৃপা করিয়া একভার গোধুমচূর্ণ ও একভার ঘৃত ও মধু এবং একভার অন্য অন্য খাদ্যোপকরণ তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তৎসঙ্গে এক যুবক তিনশত তাম্রমুদ্রাপূর্ণ এক মূত্রাধার হস্তে করিয়া গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইল। এবং এই সকল দ্রব্য হবিবের ভার্য্যাকে দান করিয়া বলিল "দাতা ইহা পাঠাইয়াছেন, তুমি হবিবকে বলিও যত অধিক ঈশ্বরের সেবা করিবে তত পারিশ্রমিক পাইবে। ইহা বলিয়া যুবক চলিয়া গেল। হবিব সন্ধ্যাকালে সঙ্কুচিতভাবে গৃহের দ্বারে আসিয়াই বিবিধ খাদ্য দ্রব্যের সুগন্ধি আঘ্রাণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সহাস্যবদনে নিকটে আসিয়া বলিলেন "তুমি যাঁহার কায করিতেছ তিনি বড় দীনদয়ালু। তিনি স্নেহ ও দয়ার অনুরোধে এই সকল দ্রব্য পাঠাইয়াছেন এবং এইরূপ সংবাদ দিয়াছেন।" হবিব বলিলেন "আশ্চর্য্য দশদিন মাত্র কায করিয়াছি তাহাতেই তিনি আমার সঙ্গে এরূপ অনুকূল ব্যবহার করিলেন ইতোধিক কাল কায করিলে না জানি তিনি আর কত করিবেন।" অনন্তর হবিব সম্পূর্ণরূপে সংসার বিরাগী হইয়া ধর্ম্মসাধনায় নিযুক্ত হইলেন ও তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিলেন।

এক দিন তাপস হোসন্ হবিবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। একখণ্ড রুটিকা ও কিঞ্চিৎ লবণ ছিল হবিব তাহা হোসন্‌কে খাইতে দিলেন। ইতি মধ্যে একজন ভিক্ষুক আসিল। তখন হবিব রুটিকা খণ্ড ও লবণ হোসনের নিকট হইতে উঠাইয়া ভিক্ষুককে দিলেন। হোসন্ বলিলেন "হবিব! তোমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলে ভাল হইত। তুমি ইহা কি জাননা যে অভ্যাগত জনের নিকট হইতে অন্ন তুলিয়া লওয়া অনুচিত। কিয়দংশ রাখিয়া অবশিষ্ট ভিক্ষুককে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।" এই কথা শুনিয়া হবিব কিছুই বলিলেন না। কিয়ৎক্ষণ গত হইলে একজন লোক এক বৃহৎ থালা পূর্ণ উৎকৃষ্ট রুটিকা ও মিষ্টান্নাদি এবং পাঁচ শত তাম্র মুদ্রা লইয়া উপস্থিত হইল এবং সে সকল হবিবকে অর্পণ করিল। হবির মুদ্রা দরিদ্রদিগকে দান করিয়া, রুটিকা মিষ্টান্নাদি হোসনের নিকটে উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন "আর্য্য! আপনি মহাজন ব্যক্তি আপনার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস থাকিলে ভাল ছিল, তাহা হইলে বিশ্বাস ও জ্ঞান উভয়ের সংযোগ হইত। জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের যোগ হওয়া আবশ্যক।"

হবিব আরবী ভাষা উত্তম জানিতেন না, সুতরাং কোরাণ শুদ্ধরূপে পড়িতে পারিতেন না। একদিন সন্ধ্যাকালে হোসন্ হবিবের গৃহে উপস্থিত হন। হবিব তখন দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়িতেছিলেন। "অল্‌হম্‌দ্" স্থানে অল্‌হমদ্ পড়িলেন, হোসন্ ভাবিলেন যে হবিব কোরাণের বচন শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারেন না, নমাজে তাঁহার অনুসরণ করা উচিত নহে। এই ভাবিয়া তিনি একাকী উপাসনা করিলেন। সেই রজনীতে তিনি স্বপ্নযোগে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! কিসে তোমার সন্তোষ?" ঈশ্বর বলিলেন "তুমি আমার সন্তোষ পাইয়াছিলে, কিন্তু তাহার মর্য্যাদা রক্ষা কর নাই।" হোসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! সে কিরূপ?" পরমেশ্বর বলিলেন "হবিবের অনুবর্ত্তী হইয়া নমাজ পড়িলে তোমার বিশেষ কল্যাণ হইত, তুমি 'অল্‌হম্‌দ্' বাক্যের শুদ্ধোচ্চারণের প্রতি দৃষ্টি করিলে কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের শুদ্ধ সঙ্কল্পকে ভাবিলে না। রসনার শুদ্ধোচ্চারণ ও অন্তরের শুদ্ধ সঙ্কল্প এই দুইয়ে বিশেষ প্রভেদ আছে। শুদ্ধোচ্চারণ অপেক্ষা শুদ্ধ সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ।"

একজন দাসী হবিবের গৃহে ত্রিশবৎসর ছিল। হবিব এক দিনও তাহার মুখদর্শন করেন নাই। এক দিবস তিনি তাহাকে বলিলেন "অয়ি অন্তঃপুরচারিণি! তুমি আমার দাসীকে ডাকিয়া দেও।" দাসী বলিল "আমিই তোমার দাসী।" হবিব বলিলেন "এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে আমার সাধ্য হয় নাই, এজন্য আমি তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই বলিয়া তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

একদা হবিব এক প্রান্তে বসিয়া বলিতেছিলেন। "প্রভো! তোমাতে যাহার সন্তোষ নাই, তাহার যেন অন্য বিষয়ে সন্তোষ না হয়; এবং তোমার প্রতি যাহার ভালবাসা নাই, কাহার প্রতি যেন তাহার ভালবাসা না থাকে।" কেহ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কার্য্যকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জনতা আশ্রয় করিয়াছ, বল সন্তোষ কিসে হয়?" তিনি বলিলেন "যে হৃদয়ে অসরলতার ধূলি নাই সেই হৃদয়েই সন্তোষ।"

যখন হবিবের নিকটে কোরাণ পাঠ হইত, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেন। লোকে বলিত "তুমি আজমদেশীয় লোক, কোরাণের ভাষা বোধ নাই, তোমার রোদন কেমন করিয়া, হয়?" তিনি বলিতেন "আমার জিহ্বা আজমী, কিন্তু হৃদয় আরবী।"

কোথায় কি প্রকারে হবিব পরলোক প্রাপ্ত হন, মূল গ্রন্থে তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই।

মালেকদিনার দমস্কী।

মালেকদিনার হোস্‌ন বসোরীর সহচর ও তাপসকুল শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পিতা ক্রীত দাস ছিল, তিনি দাসপুত্র হইলেও জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। কঠোর সাধনায় ও অলৌকিক ক্রিয়ায় জগতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রচুর ছিল। তিনি দমস্ক নগরে বাস করিতেন। কিয়ৎকাল উক্ত নগরস্থ সাধা-

রণ ভজনালয়ে নিয়মিতরূপ ব্রত সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই ভজনালয় মাতিয়ানামক এক ব্যক্তি স্থাপন করিয়াছিল। তাহার অধ্যক্ষতা লাভের জন্য মালেকের লোভ হয়। সেই আশায় তিনি তথায় তদ্রূপ ব্রত সাধনায় প্রবৃত্ত হন। সম্বৎসর কাল সেইভাবে ছিলেন, যিনি আসিতেন তিনিই তাঁহাকে উপাসনায় রত দেখিতেন। বৎসরান্তে একদিন রজনীতে মালেক ভজনালয়ের বাহিরে আগমন করিয়া এই ধ্বনি শুনিতে পাইলেন " মালেক মালেক! একি হইল তুমি যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছনা! " এই প্রত্যাদেশ শুনিয়াই তিনি সসম্ভ্রমে মস্‌জিদে প্রবেশ করিলেন, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে এক বৎসর কাল কপটভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছি, বিশ্বাস ও প্রেম সহকারে করি নাই, কেবল আজ বিশুদ্ধান্তঃকরণে উপাসনা করিলাম, লজ্জার বিষয়। পরদিন প্রাতঃকালে উপাসকদল মস্‌জিদের বহির্ভাগে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই মস্‌জিদ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ ইহার তত্ত্বাবধারণের জন্য নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।" মালেকের প্রতি সকলের দৃষ্টিপড়িল, তাঁহারা অন্য কাহাকেই মালেক অপেক্ষা একার্য্যের উপযুক্ত বোধ করিলেন না। উপাসক মণ্ডলী মালেকের নিকটে আসিয়া মস্‌জিদের তত্ত্বাবধারকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মালেক বলিলেন " ঈশ্বর! এক বৎসর কপটভাবে তোমার অর্চ্চনা করিতেছিলাম, কেহ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, এইক্ষণ হৃদয় তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি, প্রকৃত বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে, বিশজন লোক পাঠাইয়াছ যে অধ্যক্ষতা কার্য্যের ভার আমার স্কন্ধে অর্পণ করে, আমি তোমার মহিমার শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমার আর সে আকাঙ্ক্ষা নাই।" এই বলিয়া তিনি মস্‌জিদ হইতে বাহির হইয়া চলিয়াগেলেন, ও বিশেষরূপে সাধন ভজনা অবলম্বন করিলেন।

বসোরাতে একজন ধনবান্ লোক ছিলেন। তিনি একটী পরমাসুন্দরী ধর্ম্মানুরাগিণী কন্যা রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। কন্যা সাবেতনামক একজন আত্মীয়ের নিকটে আসিয়া বলিল যে "আমি মালেকের সহধর্ম্মিণী হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাঁহার নিকটে সাধন ভজনের সাহায্য

প্রাপ্ত হইব।" সাবেত মালেককে এই কথা জ্ঞাপন করিল। মালেক বলিলেন "আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি, ভার্য্যা সংসারের অন্তর্গত, সুতরাং আমি দারপরিগ্রহ করিতে পারি না।"

মালেকের প্রতিবেশী একজন যুবক ঘোর পাষণ্ড ও অত্যাচারী ছিল। মালেক সর্ব্বদা তাহার ব্যবহারে মনে কষ্ট পাইতেন। এক দিন কতক গুলি লোক তাহা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মালেকের নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। মালেক যাইয়া তজ্জন্য তাহাকে অনুযোগ করেন। সেই যুবা মালেককে অগ্রাহ্য করিয়া বলিল "আমি বাদশার লোক, কাহার সাধ্য যে আমাকে শাসন করে?" মালেক বলিলেন "আমরা বাদশাকে যাইয়া এবিষয় জানাইব।" যুবক বলিল "বাদশা আমার সন্তোষ রক্ষা করেন। আমি যাহা বলি ও করি তিনি তাহাতে সম্মত হন।" মালেক বলিলেন "যদি রাজা কিছু না করেন, রাজাধিরাজ ঈশ্বরের নিকটে অভিযোগ করিব।" যুবক বলিল "তিনি অধিকতর কৃপালু।" মালেক ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে সেই যুবকের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। পুনর্ব্বার অনেক গুলি লোক মালেকের নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। তখন মালেক তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য গমন করিলেন। যাইবার কালে পথে এরূপ প্রত্যাদেশ শুনিলেন যে আমার বন্ধুর উপর হস্তক্ষেপ করিবেনা। মালেক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যুবকের নিকটে আসিলেন। যুবক তাঁহাকে দেখিয়া বলিল "আবার কেন আগমন করিলে?" মালেক বলিলেন "এবার এজন্য আসিয়াছি যে তোমাকে সুসংবাদ জানাইব, তোমার সম্বন্ধে এরূপ দৈববাণী শুনিয়াছি।" যুবক বলিল, "আমার অনুতাপ ও মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এইক্ষণ আমার যাহা কিছু আছে, তাহা উৎসর্গ করিব।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ ধন সম্পত্তি সমুদায় বিসর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরের পথ আশ্রয় করিল। পরে আর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। মালেক বলিয়াছেন যে "বহুকাল পরে আমি তাহাকে মক্কায় দর্শন করিয়া ছিলাম, যে সে তৃণের ন্যায় ক্ষীণ ও ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছে ও বলিতেছে "তিনি আমাকে বলিয়াছেন আমার বন্ধু, আমি বন্ধুর নিকটে যাইতেছি, যাহাতে বন্ধুর সন্তোষ তাহাই চাহিয়াছি, জানিতেছি তাঁহার

সন্তোষ তাঁহার সাধনায়, অনুতাপ করিয়াছি যে তাঁহার সম্বন্ধে আর অপরাধী হইব না।" ইহা বলিয়া যে প্রাণ ত্যাগ করিল।

এক সময়ে মালেক এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিলেন। একজন ইহুদী তাঁহার প্রতিবেশী ছিল, মালেকের বাটীর বহির্দ্বারের সম্মুখেই সেই ইহুদী বাস করিত। সেখানে সে শৌচাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিল, মলপুঞ্জ মালেকের বহির্দ্বারে নিক্ষিপ্ত হইত। সে অনেকদিন এই ভাবে বহির্দ্বার অপরিষ্কৃত করিয়াছিল, মালেক তাহা কাহার নিকটে ব্যক্ত করেন নাই। এক দিবস ইহুদী মালেকের নিকটে আসিয়া বলিল "মালেক! আমার শৌচাগারের জন্য তোমার কি কোন ক্লেশ হয়না?" মালেক বলিলেন "হাঁ হইয়া থাকে। কিন্তু আমি গামলা ও সম্মার্জ্জনী রাখিয়াছি, তাহাদ্বারা দ্বারদেশ ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া থাকি।" ইহুদী জিজ্ঞাসা করিল "এইরূপ ক্লেশ কেন বহন করিতেছ ও এই ক্রোধ কেন দমন করিয়া রাখিতেছ?" মালেক বলিলেন "ঈশ্বরের জন্য, তিনি আদেশ করিয়াছেন যে ক্রোধকে দমন করিবে।" ইহুদী এই কথা শুনিয়া বলিল "হা! কি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ঈশ্বরপরায়ণ লোক এইরূপ শত্রুর অত্যাচার বহন করেন, কখন আর্ত্তনাদ করেন না, এতদূর পর্য্যন্ত ধৈর্য্য!" ইহা বলিয়া সেই ইহুদী তৎক্ষণাৎ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

বহুকাল পর্য্যন্ত মালেক কোনরূপ মিষ্ট বা অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করেন নাই। প্রতিরজনীতে রুটিওয়ালার দোকানে যাইয়া রুটি ক্রয় করিতেন, ব্যঞ্জনাদি উপকরণ ব্যতিরেকে শুষ্ক সেই রুটি ভক্ষণ করিয়া রোজার পারণা করিতেন। তাহাতেই তিনি সুখী ও সচ্ছন্দ ছিলেন। একদা পীড়িত হন, তখন তাঁহার মাংস খাইবার আকাঙ্ক্ষা হয়, কয়েকদিন ধৈর্য্য ধারণ করেন, পরে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কসাইয়ের দোকানে যাইয়া উপস্থিত হন ও কিঞ্চিৎ ছাগমাংস ক্রয় করেন, এবং তাহা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া আইসেন। মালেক মাংস দ্বারা কি করেন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মাংস বিক্রেতা নিজের একজন ভৃত্যকে গোপনে তাঁহার পশ্চাতে পাঠাইয়া দেয়। কিয়ৎক্ষণ অন্তর ভৃত্য প্রত্যাগমন করিয়া বলে যে "মালেক এক নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া

মাংস বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করেন, তিনবার তাহা আঘ্রাণ করিয়া বলেন "আত্মন্! এই মাত্র তোমার ভোগ হইল, ইতোধিক হইবে না।" ইহা বলিয়া মাংস ও রুটিকা একজন ভিক্ষুককে দান করেন, ও তখন বলেন যে "হে দুর্ব্বল মন, আমি যে তোমাকে এই ক্লেশ দান করিতেছি তাহা শত্রুতাবশতঃ এরূপ মনে করিওনা, কিয়দ্দিন ধৈর্য্য ধারণ কর, এই দুঃখের অবসান হইবে। কখনও যাহার ক্ষয় হইবেনা এমত সম্পদ্ লাভ করিবে।" আরও বলেন "লোকে বলে যে যে ব্যক্তি চল্লিশদিন মাংসাহার করে না তাহার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু আমি জানি না এই কথার মর্ম্ম কি, আমি বিশবৎসরের মধ্যে এক দিন ও মাংস ভক্ষণ করি নাই, অথচ আমার বুদ্ধি দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর।"

মালেক চল্লিশবৎসর বসোরাতে ছিলেন। এক দিন ও খোর্ম্মা ভক্ষণ করেন নাই। খোর্ম্মাফলের সময় উপস্থিত হইলে বলিতেন "বসোরা বাসিগণ! এই দেখ খোর্ম্মা না খাইয়া আমার উদরের কোন রূপ ক্ষতি হয় নাই, প্রতিদিন খোর্ম্মা ভক্ষণ করিয়া তোমাদের উদরের ও উন্নতি হয় নাই।" চল্লিশবৎসর গত হইলে তাঁহার খোর্ম্মা খাইবার জন্য মনে আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইল। তিনি, মনকে নিষেধ করিতেন ও বলিতেন "মন, নিশ্চয় আমি তোমার এই বাসনা পূর্ণ করিব না।" একদা রজনীতে স্বপ্নে দেখিলেন যে কেহ বলিতেছে "খোর্ম্মা ভক্ষণ কর, আত্মাকে আর ক্লেশ দিওনা।" এই স্বপ্ন দর্শনের পর খোর্ম্মা ভক্ষণের জন্য মন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মালেক বলিলেন "মন! এক সপ্তাহ রোজা পালন কর, সমুদায় রজনী উপাসনায় যাপন করিবে, ভোজন করিতে পারিবে না, তৎপর তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।" মন সম্মত হইল, তদ্রূপ রোজা ব্রত সমাপ্ত করিয়া মালেক খোর্ম্মা ক্রয় করিলেন। তাহা খাইবার জন্য এক মস্‌জিদে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক বালক স্বীয় পিতাকে ডাকিয়া বলিল যে "আসিয়া দেখে একজন ইহুদী মস্‌জিদে বসিয়া খোর্ম্মা খাইবার উপক্রম করিয়াছে।" সে ব্যক্তি বলিল "ইহুদীর মস্‌জিদে কি প্রয়োজন?" এই বলিয়া সে লগুড় হস্তে করিয়া আসিল, এবং মালেককে দেখিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বলিল "আর্য্য! ক্ষমা করুন ইহুদী জাতীর

কেহ আমাদের পল্লীতে দিবাভাগে কিছুইভক্ষণ করে না, সকলেই রোজা পালন করে। বালক আপনাকে চিনিতে পারে নাই, অজ্ঞানতাবশতঃ তদ্রূপ বলিয়াছে।" ইহা শ্রবণে মালেকের মনে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে শিশু দৈবী রসনা প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন বলিলেন, "ঈশ্বর,খোর্ম্মা না খাইতেই একজন নির্দ্দোষ শিশুররসানা যোগে আমার নাম ইহুদী রাখিলে, খাইলে কাফেরের অধম নামকরণ করিতে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কখন তাহা খাইব না।"

একদা রজনীতে বসোরা নগরে অগ্নি সংলগ্ন হয়। মালেক ছাদের উপর যাইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নগরবাসীরা ক্রন্দন বিলাপ করিতেছিল, কতকগুলি লোক দগ্ধ হইতেছিল, কতকগুলি লোক দৌড়া দৌড়ি করিতে ছিল, কতক গুলি লোক স্ব স্ব দ্রব্য সামগ্রী আকর্ষণ করিতেছিল। মালেক ইহা দেখিয়া বলিলেন "লঘুভার লোক মুক্ত ও গুরুভারাক্রান্ত লোক বিনষ্ট হইল। পরলোকে এরূপ হইবে।"

. একদা মালেক এক জন রোগীকে দেখিতে যান। তিনি বলিয়াছেন যে "আমি যাইয়া দেখিলাম তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আমি অন্তিমকালের স্মরণীয় প্রবচন তাহার নিকটে উচ্চারণ করিলাম। সে দশ এগার বলিতে লাগিল, কিছুতেই প্রবচন উচ্চারণ করিল না।" সে বলিল "সাধো! আমার নিকটে অগ্নিময় পর্ব্বত।" মালেক বলিলেন "আমি তাহার ব্যবসায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সে এক জন পণ্যজীবী ছিল, পণ্য দ্রব্যের পরিমাণে ক্রেতাদিগকে প্রতারণা করিত।"

জাফের বলিয়াছেন "আমি মালেককে মক্কায় দর্শন করিয়াছিলাম। "লবইয়ক," (তোমার নিকটে উপস্থিত) এই বচন আরম্ভ করিবা মাত্র তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভ করিলে আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন ভয় হইল যদি তাহার উত্তর আইসে "লবইয়ক" নয়।"

তিনি যখন "এই য়াকা ন আব্দো, এইয়াকা নস্তায়িনা।" (তোমাকে পূজা করিতেছি, তোমার আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছি।) এই প্রবচন উচ্চারণ করিতেন, তখন অত্যন্ত কাঁদিতেন এবং বলিতেন "যদি এইবচন

ঈশ্বরীয় গ্রন্থের না হইত, কখন আমি ইহা উচ্চারণ করিতাম না। অর্থাৎ বলি আমি তোমাকে পূজা করিতেছি, কিন্তু কার্য্যতঃ নিজের পূজা করি, এবং বলি তোমার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি কিন্তু ইহারা উহার দ্বারে ভ্রমণ করিয়া থাকি, লোকের নিকটে কৃতজ্ঞ হই বা তাহাদের নিন্দা করি।"

একদা একটী স্ত্রীলোক মালেককে কপট বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। তিনি বলিলেন "ভদ্রে! বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ আমাকে আমার প্রকৃত নামে সম্বোধন করে নাই, এই তুমি করিলে, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ আমি কি রূপ লোক।"

মালেক হোসন্ বসোরীর সময়ে জীবিত ছিলেন। সুতরাং বার শত বৎসরের পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

উক্তি।

কেহ জিজ্ঞাসা করিল "কি রূপ আছ?" তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের দান ভোগ করি, ও শয়তানের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি"

যদি কেহ উপাসনালয়ের দ্বার হইতে এরূপ আহ্বান করে যে তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম যে জন বাহির হও, মালেক ব্যতীত অন্য কেহ বহির্গত হইবে না।

পৃথিবীর লোকের বন্ধুতাকে বাজারের ফালুদার ন্যায় দেখিতেছি। উহা দৃশ্যে সুন্দর কিন্তু আস্বাদনে বিরস।

মায়াবী সংসারের সম্বন্ধে সতর্ক হইও, পণ্ডিতদিগের হৃদয়কে ও সে অধিকার করিয়া বসে।

যাহারা ঈশ্বরের স্তবস্তুতি ও ঈশ্বরস্মরণ অপেক্ষা লোকের নিকটে শাস্ত্রালাপ করিতে অধিক ভালবাসে তাহাদের জ্ঞান অল্প, মন অন্ধ, জীবন অসার।

এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "যিনি তোমার সেবা করিতেছেন তুমি তাঁহার সেবায় সম্মত থাক, তাহা হইলে মুক্ত হইবে।"

আমার নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বিষয় প্রেম।

ঈশ্বর মহাত্মা মুসাকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে "লৌহদ্বারা পাদুকা

ও যষ্টি নির্ম্মাণ কর, যে পর্য্যন্ত সেই পাদুকা ও যষ্টি ভগ্ন না হয় চলিতে থাক, জ্ঞানান্বেষণ কর, আমার জ্ঞান কৌশল ও ঐশ্বর্য্য সকল দর্শন কর।" এই কথার তাৎপর্য্য ধৈর্য্যধারণের আবশ্যকতা।

ঈশ্বর বলিয়াছেন "আমি তোমাদিগকে আমার প্রতি অনুরাগী হইতে বলিলাম, অনুরাগী হইলে না। সঙ্গীত করিলাম, নৃত্য করিলে না।"

ঈশ্বর বলিতেছেন "হে সত্যনিষ্ঠগণ! সংসারে আমার গুণানুবাদ করিয়া সম্পদ্‌শালী হও, আমার গুণানুবাদ ইহলোকে প্রচুর সম্পদ্ পর-লোকে মহাপুরস্কার।

ঈশ্বর বলিতেছেন "যে জ্ঞানী সংসারকে ভালবাসে, ঈশ্বর স্তোত্র ও গুণানুবাদের মিষ্টতা আমি তাহার অন্তর হইতে হরণ করি।"

তাপস্ জোল্‌নুন মিসরী।

তাপসবর জোল্‌নুন্ মিসর দেশীয় লোক ছিলেন, তাঁহার তপঃপ্রভাব ও তেজঃ অসাধারণ ছিল। তিনি নিগূঢ় তত্ত্বের প্রকাশক ও কঠোর সাধক ছিলেন। মিসরবাসিগণ তাঁহার উচ্চ জীবনের মর্ম্মাবধারণে অক্ষম ছিল। অনেকে তাঁহাকে অধার্ম্মিক বলিত, অনেকে তাঁহার ক্রিয়া কলাপে বিস্ময়া-পন্ন ছিল। জীবদ্দশায় তিনি কাহার নিকটে বিশেষ সহানুভূতি প্রাপ্ত হন নাই। তিনি স্বীয় জীবনের ভাব সাধারণের নিকটে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন, এজন্য যাবৎ জীবিত ছিলেন, লোকে তাঁহার ভাবগ্রাহী হইতে পারে নাই। তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন এইরূপে হয়;——

"অমুক স্থানে একজন তপস্বী বাস করিতেছেন।" এই কথা জোল্‌নুন কাহার মুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। যাইয়া দেখেন যে ঋষি বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া অধোমুখে দোলিতেছেন এবং বলিতেছেন "রে দেহ, ধর্ম্মসাধনায় আমার সহায় হ, নচেৎ এইভাবে তোকে রাখিব, ও অনা-হারে তোর মৃত্যু হইবে।" এই ব্যাপারে জোল্‌নুন কাঁদিয়া উঠিলেন। তপস্বী ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া ডাকিয়া বলিলেন, যাহার অপরাধ অধিক ও তজ্জন্য লজ্জা অল্প, তাহার প্রতি দয়া করে এখানে এমন কে আছ?" তখন জোল্-নুন তপস্বীর নিকটে যাইয়া সেলাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন

"এই কি ব্যাপার ?" তপস্বী বলিলেন "এই শরীর ঈশ্বরের পূজা অর্চনার আমার সঙ্গে ঐক্য হয় না, লোকসংসর্গে সুখী হইতে আকাঙ্ক্ষা করে। এনিমিত্ত তাহাকে নিগ্রহ করিতেছি।" জোলনুন বলিলেন "বোধ হয় কাহাকে হত্যা করিয়াছ, অথবা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছ।" তপস্বী বলিলেন "তাহা নহে।" তখন জোলনুন বলিলেন "দেখিতেছি তুমি একজন প্রধান বিষয় বিরাগী।" ঋষি কহিলেন "আমা অপেক্ষা অধিক বিরাগী পুরুষ কি দেখিতে ইচ্ছা আছে? তবে এই পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ কর।" এই কথা শুনিয়া জোলনুন পর্ব্বতোপরি চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া এক কুটিরের দ্বারে একজন সন্ন্যাসীকে দেখেন যে তাঁহার এক পদ গৃহের অভ্যন্তরে স্থাপিত অপর পদ ছিন্ন ও বহির্দ্দেশে পতিত, তাহা কীটাকীর্ণ হইয়া আছে। জোলনুন নিকটে যাইয়া সেলাম করিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি একদিন এই কুটীরে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে একটী যুবতী এখানে আগমন করে। তাহাকে দেখিয়া আমার মন প্রলুব্ধ হয়, শরীর তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, কুটীরের বাহিরে যাই পদ স্থাপন করিয়াছি, এই দৈববাণী শুনিলাম "লজ্জা নাই, ত্রিশবৎসর ঈশ্বরের সাধন ভজন করিয়া, ঈশ্বরসাধকনামে পরিচিত হইয়া এইক্ষণ শয়তানের সাধক হইতেছ।" এই বাণী শুনিয়া আমি কম্পিতকলেবর হইলাম, যে চরণ বাহিরে স্থাপন করিয়াছিলাম তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলাম এবং তদবধি এইস্থানে এই ভাবে বসিয়া আছি, দেখি কি হয়। বল তুমি এই পাপীর নিকট কি জন্য আসিয়াছ? ঈশ্বরপরায়ণ ধার্ম্মিক লোক দর্শন করার ইচ্ছা থাকিলে অমুক পর্ব্বতে আরোহণ কর।" সেই পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ ছিল, জোলনুন উঠিতে পারিলেন না। বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "বহুকাল যাবৎ এক জন সাধু পুরুষ তথায় কুটিরে তপস্যা করিতেছেন। একদিন কেহ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে এরূপ তর্ক করে যে লোকে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি দ্বারা উপার্জ্জন না করিলে জীবিকা প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরিশ্রমের উপর লোকের জীবিকা নির্ভর করে, শুদ্ধ ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নহে! এই কথা শুনিয়া সেই সাধু প্রতিজ্ঞা

করেন যে "কি মানুষ ব্যবসায়াদি না করিলে ঈশ্বর জীবিকা দানে অক্ষম হন, দেখি অদ্যাবধি আমি মনুষ্যের উপার্জ্জিত জীবিকা ভোগ করিব না।" তদনুসারে কয়েকদিন ক্রমাগত তিনি কিছুই ভক্ষণ করেন না। করুণাময় ঈশ্বর মধুমক্ষিকাপুঞ্জকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। উক্ত মক্ষিকাকুল তাঁহাকে মধু দান করিতে লাগিল।" জোল্মুন বলিলেন যে "এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ও কথা শুনিয়া আমার হৃদয় বিদলিত হইল, প্রতীতি হইল যে যাঁহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহাদের উপায় করিয়া দেন। অনন্তর চলিয়া আসিতেছিলাম, পথে একটি ক্ষুদ্র অন্ধ পক্ষীকে তরুশাখা হইতে ভূতলে অবতরণ করিতে দেখিলাম। ভাবিলাম দেখা যাউক এই হতভাগ্য পক্ষী কোথা হইতে কিরূপে আহার প্রাপ্ত হয়। দেখি সে চঞ্চুপুটে ভূমি খনন করিল, মৃত্তিকার নিম্ন হইতে শস্যকণা ও নির্ম্মল জল বহির্গত হইল। পক্ষী সেই শস্য ও জলে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার শাখায় যাইয়া বসিল। আমি ইহা দর্শন করিয়া একবারে বিহ্বল হইলাম, ঈশ্বরনির্ভরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, প্রকৃতভাবে নব জীবনের অভ্যুদয় হইল। তৎপর আমি সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।"

একদা রজনীযোগে জোল্মুন কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে এক পতিত ভূমিতে উপস্থিত হন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সেখানে একজন ধনবান্ লোকের ভবন ছিল। সেই লোকসম্পর্কশূন্য পতিত ভবনে সুবর্ণখণ্ড রাশি তাঁহাদের হস্তগত হইল। উক্ত সুবর্ণপুঞ্জের উপরি স্থিত আবরণে ঈশ্বরের নাম অঙ্কিত ছিল। জোল্মুনের বন্ধুগণ সেই স্বর্ণপুঞ্জ বিভাগে প্রবৃত্ত হইলেন। জোলমুন সুবর্ণ গ্রহণ না করিয়া বলিলেন যে "এই আবরণে আমার সখার নাম অঙ্কিত আছে ইহা আমাকে দাও।" এই বলিয়া তিনি আগ্রহপূর্ব্বক তাহা লইয়া চুম্বন করিলেন। এতদ্বারা দেবানুগ্রহ প্রচুর প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনার পর একদিন রজনীতে স্বপ্নযোগে তিনি এই দৈববাণী শ্রবণ করিলেন "জোল্মুন! সকলে স্বর্ণ মুক্তা আকাঙ্ক্ষা করিল, তুমি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু মনোনীত করিলে, যে নামকে তুমি আদর করিয়াছ সেই নাম আমার। অতএব আমি তোমার

জন্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিলাম।” অতঃপর জোল্নুন নগরে চলিয়া আসিলেন। তিনি বলিয়াছেন “একদিন আমি নদীতীরে একটি প্রাসাদ দেখিয়া “অজু” করিবার জন্য তাহাতে প্রবেশ করি। “অজু” সমাপ্ত হইলে অকস্মাৎ প্রাসাদশিখরে আমার দৃষ্টি নিপতিত হয়, দেখি যে তথায় একটী পরম রূপলাবণ্যবতী যুবতী দণ্ডায়মান আছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম অয়ি সুন্দরি! তুমি কাহার প্রেয়সী। যুবতী বলিল ‘জোল্নুন, তুমি যখন আসিতেছিলে দূর হইতে দেখিয়া তোমাকে উন্মত্ত ভাবিয়াছিলাম, নিকটে উপস্থিত হইলে জ্ঞানী মনে করিয়াছিলাম, সমধিক নিকটবর্ত্তী হইলে ঈশ্বরদর্শী সাধু বলিয়া গণ্য করিয়াছিলাম। পরে যখন অনুসন্ধান করিলাম, দেখিলাম যে না তুমি উন্মত্ত, না জ্ঞানী, না ঈশ্বরদর্শী।’ যুবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম এই উক্তির অর্থ আমাকে বুঝাইয়া দেও। সে বলিল ‘উন্মত্ত হইলে অঙ্গসংস্কার (অজু) করিতে না, জ্ঞানী হইলে পরাঙ্গনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে না, ঈশ্বরদর্শী সাধু হইলে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য বস্তুর দিকে তোমার চক্ষু ধাবিত হইত না।’ নারী ইহা বলিয়াই নয়নের অগোচর হইল। আমি জানিলাম যে সে মানবী নহে, আমার জন্য স্বর্গীয় উদ্বোধন। তখন আমার অন্তরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, আমি অস্থির হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। কয়েকজন বণিক্ নৌকায় অধিরূঢ় ছিল, তাহারা আমাকে তুলিয়া লইল। উক্ত নৌকাস্থিত একজন বণিক্ একটি বহুমূল্য মুক্তাফল হারাইয়াছিল। আমিই তাহা চুরি করিয়াছি সকলের এরূপ সন্দেহ হইল, তজ্জন্য আমাকে তাহারা যন্ত্রণা দান করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগের কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া শান্তভাবে ছিলাম। আমার যাতনার একশেষ হইল, বলিলাম ঈশ্বর, তুমি জান। তৎপর অলৌকিকরূপে প্রণষ্ট মুক্তা বণিক্দের হস্তগত হইল। তখন তাহারা আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়া চরণ ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।”

জোল্নুন কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া তাঁহার সুদৃষ্টান্তে মহাতপস্বিনী হইয়াছিলেন। একদা

জোল্‌নুন কোন পর্ব্বত শিখরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। বহুসংখ্যক রোগাক্রান্ত লোককে দেখিলেন যে তথায় একস্থানে দলবদ্ধ হইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা সকলে এখানে কেন বসিয়া আছ?" তাহারা বলিল "এই স্থানে অমুক কুটিরে একজন তপস্বী বাস করেন, তিনি বৎসরান্তে একবার বহির্গত হইয়া ফুৎকার দ্বারা রোগীদিগকে রোগমুক্ত করেন, তৎপর কুটিরাভ্যন্তরে চলিয়া যান। আমরা তাঁহার বহিরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।" এই কথার কিঞ্চিৎপরেই তপস্বী বহির্দ্দেশে পদার্পণ করিলেন। তিনি পাণ্ডুবর্ণ কৃষাঙ্গ, তাঁহার নয়নদ্বয় কোটরাভ্যন্তরে স্থিত। তাঁহার প্রতাপে যেন পর্ব্বত কম্পিত হইল। তিনি বহিরাগমন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ সস্নেহনয়নে রোগীদিগের প্রতি তাকাইয়া ঊর্দ্ধনয়নে আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, পরিশেষে রোগীদিগের উপর ফুৎকার করিলেন, সকলে রোগমুক্ত হইল। এই ব্যাপারের পর তিনি কুটিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে জোল্‌নুন্ যাইয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া বলিলেন "তুমি বাহ্যিক রোগের চিকিৎসা করিলে, দোহাই ঈশ্বরের আমার আভ্যন্তরিক রোগের প্রতীকার কর।" তখন ঋষি "জোল্‌নুন, আমাকে ছাড়িয়া দেও, সখা মহিমা ও গৌরবের উচ্চসিংহাসন হইতে দর্শন করিতেছেন যে তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য লোকের শরণাপন্ন হইতেছ।" ইত্যাদি বলিয়াই তপস্বী কুটিরে প্রবেশ করিলেন।

একদা কেহ জোল্‌নুনকে রোদন করিতে দেখিয়া সেই রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে "বিগত রজনীতে স্বপ্নযোগে ঈশ্বর বাণী শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, আমাকর্ত্তৃক মনুষ্য জাতি সৃষ্ট হইয়া দশ ভাগে বিভক্ত হয়। আমি সংসার তাহাদের সকলের নিকটে উপস্থিত করি, নয় ভাগ লোক সংসারকে গ্রহণ করে, এক ভাগ পরিত্যাগ করে। পুনরায় সেই এক ভাগ দশ ভাগে বিভক্ত হয়, তাহাদের নিকটে আমি স্বর্গ উপস্থিত করি, নয় ভাগ স্বর্গের প্রতি অনুরাগী হয়, এক ভাগ উপেক্ষা করে। উক্ত এক ভাগ আবার দশ ভাগে বিভক্ত হয়, আমি তাহাদের সকলের সম্মুখে নরক উপস্থিত করি, নয় ভাগ ভীত হইয়া নরক

হইতে পলায়ন করে এক ভাগ মাত্র থাকে, তাহারা না সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইল, না স্বর্গ কামনা করিল, না নরকের ভয়ে ভীত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম হে প্রিয় কিঙ্করগণ! তোমরা সংসারের প্রতি দৃক্‌পাত করিলে না, স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করিলে না, নরককেও ভয় করিলে না। বল তোমরা কি অভিলাষ কর? সকলে অবনত বদনে বিনম্রভাবে বলিল তুমিই জান আমরা কাহাকে চাহিতেছি।”

একদা এক জন বালক মহর্ষি জোল্‌নুনের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল “আমি উত্তরাধিকার সূত্রে লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা তোমার সেবায় ব্যয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।” জোল্‌নুন্ জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ?” সে বলিল “না।” ঋষি বলিলেন “তবে এই-ক্ষণ তাহা তোমার দান করিবার অধিকার নাই, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ কর।” তৎপর উক্ত বালক প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া মহর্ষির অনুবর্ত্তী হইল এবং সেই লক্ষ মুদ্রা তাপসমণ্ডলীকে বিতরণ করিল, একটি পয়-সাও আর সঞ্চিত রাখিল না। তদনন্তর এক দিন সে কয়েক জন তপস্বীর নিকটে আসিয়া দেখে যে তাঁহাদের অর্থসাধ্য কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত, কিন্তু অর্থ নাই বলিয়া তাহা সম্পাদিত হইতে পারিতেছে না। ইহা দেখিয়া যুবা বলিল “হায়, আর এক লক্ষ টাকা থাকিলে এই সময় সমুদায় ইহাঁদিগকে দান করিতাম।” মহর্ষি জোল্‌নুন্ এই কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে যুবা এখনও ধর্ম্মের প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হয় নাই, সংসারে ইহার বিপদ্ আছে। তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন “তুমি অমুক গন্ধবণিকের বিপণিতে যাইয়া আমার জন্য তিন তোলা অমুক ঔষধ লইয়া আইস।” যুবক যাইয়া তাহা আনয়ন করিল। তখন ঋষি বলিলেন “এই বস্তু মুখে নিক্ষেপ করিয়া পেষণ কর, তৎপর তৈল মিশ্রিত করিয়া তিনটি গুটিকা প্রস্তুত কর এবং প্রত্যেককে সূচিযোগে বিদ্ধ করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস।” যুবক তদনুসারে কার্য্য করিল। জোল্‌নুন্ সেই গুটিকাত্রয়কে হস্তে গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন ও ফুৎকার করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহা পদ্মরাগ মণি রূপে পরিণত হইল। সেই যুবা কখন তদ্রূপ উজ্জ্বল মণি দর্শন করে নাই। ঋষি বলিলেন “বাজারে

লইয়া গিয়া ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ কর, কিন্তু বিক্রয় করিও না।” যুবা বাজারে যাইয়া মণিকারদিগকে তাহা প্রদর্শন করিল। প্রত্যেকের মূল্য লক্ষ মুদ্রা নিরূপিত হইল। সে আসিয়া ঋষিকে এই কথা জানাইল। তিনি বলিলেন “এ গুটিকা তিনটিকে চর্ব্বণ করিয়া চূর্ণ কর ও তাহা জলে ফেলিয়া দেও। এইক্ষণ জানিও সে সকল তপস্বী যে অন্নাভাবে কাতর এ রূপ নহে। তাহাদের কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। তাহারা অর্থ দ্বারা স্বেচ্ছাচারের তৃপ্তি সাধন করিতে চাহে।” তখন যুবক সচেতন হইল, তদবধি তাহার মনে সংসারের আর কোন মূল্য রহিল না।

জোল্‌নুন বলিয়াছেন “ত্রিশ বৎসর লোকদিগকে অহ্বান করি, এক ব্যক্তি মাত্র ঈশ্বরের মন্দিরে আগমন করে। যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে।”

একদা এক যুবরাজ অনুচরবর্গ সহ মস্‌জিদের সম্মুখ ভাগ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন জোল্‌নুন বলিতেছিলেন “যে দুর্ব্বল প্রবলের সঙ্গে বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হয় তাহা অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কেহই নয়।” রাজকুমার ইহা শুনিয়া জোল্‌নুনের নিকটে আসিয়া এই উক্তির মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। জোল্‌নুন বলিলেন “মনুষ্য দুর্ব্বল সে প্রবল ঈশ্বরের বিরোধী হয়।” এই কথা শ্রবণে কুমারের মুখ মলিন হইল, তখন তিনি আর কিছুই না বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরে অন্য এক দিন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে “ঈশ্বরের নিকটে গমনের পথ কি?” জোল্‌নুন বলিলেন “দুইটি পথ আছে, সামান্য ও অসামান্য। যদি সামান্য পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা কর পাপ ত্যাগ, সংসার ত্যাগ, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ত্যাগ কর। অসামান্য পন্থা ঈশ্বর ছাড়া যাহা কিছু তৎসমুদায় বিসর্জ্জন ও অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে বিষয়নির্ম্মুক্ত করা।” রাজকুমার বলিলেন “আমি শ্রেষ্ঠ পথ অবলম্বন করিব, নিকৃষ্ট পথে যাইব না।” তৎপর তিনি মণিময় বসন ভূষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কম্বল পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সাধনায় নিযুক্ত হইয়া এক জন মহর্ষি হইলেন।

মহর্ষি জোল্‌নুনের জীবন উন্নত হইল, কিন্তু তাঁহার প্রতি লোকের যথার্থ দৃষ্টি পতিত হইল না। তিনি “কাফের” এই বলিয়া মিসরবাসীরা সকলে

এক বাক্যে সাক্ষ্য দান করিল। তখন মতওক্কোল্ নামক ব্যক্তি বগ্দাদের খলিফা ছিলেন। মিসর বগ্দাদের খলিফার অধীনে ছিল। অনেকে জোল্‌নুনের বিরুদ্ধে অনেক কথা খলিফাকে জ্ঞাপন করিল। খলিফা জোল্‌নুনকে বন্দী করিয়া বগ্দাদে আনয়ন করিলেন। শৃঙ্খলবদ্ধ জোল্‌নুন সভায় খলিফার সম্মুখে উপস্থিত আছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধা নারী আসিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে বলেন "তুমি এই খলিফাকে কখন ভয় করিও না, এ তোমার ন্যায় ঈশ্বরের ভৃত্য। ঈশ্বরের অভিপ্রায় না হইলে ভৃত্যের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই।" তখন খলিফার আজ্ঞায় জোল্‌নুন কারাগারে প্রেরিত হইলেন। তিনি চল্লিশ দিন কারাগারে ছিলেন। তাপসবর বসরশাফের ভগিনী প্রতিদিন তাঁহার আহারের জন্য এক এক খণ্ড রুটী পাঠাইতেন। তিনি চল্লিশ দিনের চল্লিশ খণ্ড রুটীর এক খণ্ডও ভক্ষণ করেন নাই। বসরের ভগিনী তাহা শ্রবণ করিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং বলেন "উক্ত রুটিকা সকল বৈধ ও নির্দ্দোষ ছিল, তুমি তাহা কেন খাইলে না?" জোল্‌নুন বলিলেন "না, রুটিকা নির্দ্দোষ ছিল না, যেহেতু দুশ্চরিত্র কারারক্ষকের অশুদ্ধ হস্ত দিয়া তাহা প্রেরিত হইয়াছে।" বন্দীশালা হইতে বহির্গত হইয়াই জোল্‌নুন পদস্খলিত হইয়া ভূতলে অধোমুখে পড়িয়া যান, তাহাতে তাঁহার ললাট বিশেষ রূপে আহত হয়। পুনর্ব্বার তিনি সভাস্থলে খলিফার নিকটে আনীত হন। খলিফা তাঁহার প্রচারিত উক্তি সকলের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া তাহা বুঝাইয়া দেন। খলিফা মতওক্কোল ও তাঁহার পারিষদগণ তাহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্‌পটুতায় ও সুমধুর বচনে সকলে মোহিত হইলেন। তখন খলিফা জোল্‌নুনের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, এবং সসম্মানে তাঁহাকে মিসরে পাঠাইয়া দিলেন।

জোল্‌নুনের একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি চল্লিশবার "চেল্লা" * পালন করিয়াছিলেন, এবং অন্য অনেক প্রকার কঠোর সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

* নির্জনে চল্লিশ দিন বিশেষ সাধন ভজনা করাকে চেল্লা বলে।

একদিন তিনি জোল্নুনের নিকটে আসিয়া বলিলেন "আর্য্য! এসকল কৃচ্ছ্র ব্রত ও ক্লেশকর সাধনা করিয়াছি, তথাপি সখা আমার সঙ্গে কথা বলেন না ও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না এবং আমাকে কোন বিষয়ে গণনার মধ্যে আনয়ন করেন না, অধ্যাত্মজগতের কোন তত্ত্ব আমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছে না। যত দূর আমার আয়ত্ত দীনতা কাতরতা ছিল তাহা প্রয়োগ করিয়াছি, আমি আত্মশ্লাঘা করিয়া এই সকল বলিতেছিনা, কেবল তাহা আপনার নিকটে ব্যক্ত করিতেছি। ঈশ্বর নিন্দা করিতেছি না, আমি সমগ্র হৃদয় ও প্রাণে তাঁহার সেবাতে অনুরাগী। শুদ্ধ নিজের দুঃখ দুর্ভাগ্যের কথা বলিতেছি, স্বীয় অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, আমি তাহা বলিতেছি না যে আমার মন সাধনায় বীতরাগ হইয়াছে, কিন্তু আমার ভয় হইতেছে যে আর অল্পদিন মাত্র জীবিত থাকিব, অবশিষ্ট জীবন বা এই ভাবেই গত হয়? আমি চিরজীবন দ্বারে আঘাত করিলাম, একটি শব্দ শুনিতে পাইলাম না। এজন্য আমার বড় ক্লেশ হইতেছে। আপনি দুঃখার্ত্ত জনের চিকিৎসক, এইক্ষণ ইহার প্রতিবিধান করুন।" জোল্নুন বলিলেন "যাও অদ্য রজনীতে উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন কর, নৈশিক উপাসনায় বিরত থাক, নিশা নিদ্রায় যাপন কর। এ পর্য্যন্ত সখা প্রসন্নভাবে প্রকাশিত হন নাই, হয়তো ইহা করিলে তিনি রুদ্ররূপে শাস্তিদানের জন্য আগমান করিবেন, করুণানয়নে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করেন নাই, এইক্ষণ হয়তো উগ্র দৃষ্টিতে তোমার দিকে কটাক্ষপাত করিবেন।" এই কথা শুনিয়া সাধক চলিয়া গেলেন। সে দিন তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করিলেন, কিন্তু নৈশিক উপাসনা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে তাঁহার মন সম্মত হইল না। তিনি যথারীতি উপাসনা করিয়া শয়ন করিলেন। তখন মহাপুরুষ মহম্মদকে স্বপ্নে দেখিলেন যে তিনি বলিতেছেন "তোমার সখা তোমাকে সেলাম দিতেছেন এবং আজ্ঞা করিতেছেন যে যাহারা আমার মন্দিরে আসিয়া সত্বর বীতানুরাগ হয় তাহারা কাপুরুষ। সাধনায় দৃঢ় সঙ্কল্প ও অবিরক্তি আবশ্যক। আমি তোমার চল্লিশ বৎসরের প্রার্থনীয় বস্তু তোমার ক্রোড়ে অর্পণ করিব, তুমি যাহা আশা করিয়াছ তাহা পূর্ণ করিব! কিন্তু সেই দুষ্ট চোরকে অর্থাৎ জোল্নুনকে

আমার সেলাম জানাইয়া বল যে হে মিথ্যাবাদী শত্রু, যদি তোকে নগরে অপমানিত না করি আমি তোর প্রভু নহি, তাহা হইলে আমার প্রেমে প্রেমিক এবং আমার মন্দিরে আশ্রিত শ্রান্ত লোকদিগকে আর প্রবঞ্চনা করিবে না।" সাধক এই স্বপ্ন দর্শনের পর জাগরিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, পরে জোল্‌নুনের নিকটে আসিয়া সমুদায় বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। জোল্‌নুন যখন অবগত হইলেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে সেলাম জানাইয়াছেন, এবং দুষ্ট মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন আনন্দে অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে একজন ধর্ম্মাচার্য্য আপন শিষ্যকে উপদেশ দেন উপাসনা করিও না, ঘুমাইয়া থাক, ইহা কিরূপে সঙ্গত? তাহার উত্তর এই যে আচার্য্যগণ চিকিৎসকস্বরূপ। চিকিৎসক স্থল বিশেষে বিষ-প্রয়োগে রোগের প্রতীকার করিয়া থাকেন। আচার্য্য জোল্‌নুন যখন দেখিলেন উক্তরূপ আচরণেই ফল দর্শিবে, তখন তাহা করিতে শিষ্যকে বলিলেন। তিনি জানিতেন, যে সে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারিবে না, এ বিষয়ে তাহার পদস্খলন হইবে না। যথা ঈশ্বর ইব্রাহিমকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে স্বীয় পুত্রকে বলিদান কর, কিন্তু তিনি জানিতেন যে পুত্রহত্যা হইবে না।

একব্যক্তি মক্কার মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিল। সে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় ছিল, জোল্‌নুন তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমিকি প্রেমিক?" সে বলিল "হাঁ।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সখা তোমার নিকটে, না দূরে?" সে বলিল "নিকটে আছেন।" পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন "তিনি তোমার অনুকূল, না প্রতিকূল?" সে বলিল "তিনি অনুকূল।" ইহা শুনিয়া জোল্‌নুন বলিলেন "আশ্চর্য্য! তোমার প্রেমাস্পদ তোমার নিকটে ও তোমার অনুকূল অথচ তোমার এইরূপ ক্লেশ ও হীনাবস্থা?" সেই ব্যক্তি বলিল "হে অর্ব্বাচীন, তুমি কি জাননা যে দূরত্ব ও প্রতিকূলাচারের যাতনা অপেক্ষা নৈকট্যের শাস্তি সহস্রগুণ অধিক তীব্র।"

জোল্‌নুন বলিয়াছেন যে "একদা আমি কোন স্ত্রীলোককে প্রেমের সীমা কতদূর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলিল প্রেমের সীমা নাই, যে হেতু প্রেমাস্পদ অসীম।"

জোল্‌নুন বলিয়াছেন যে "একদা আমি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। প্রান্তর তুষারাবৃত ছিল। একজন অগ্নিপূজককে দেখিলাম যে বরফের উপর শস্যকণা বিকীর্ণ করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলাম, ভূমি বরফে আচ্ছন্ন, তুমি অযথা বীজ বপন করিতেছ কেন? সে, বলিল, 'অদ্য তুষার পুঞ্জে সমুদায় প্রান্তর ভূমি আবৃত। পক্ষী সকল অন্বেষণ করিয়া কিছুই খাদ্য পাইবে না, এজন্য শস্য বিকীর্ণ করিতেছি, তাহারা আসিয়া ইহা অনায়াসে গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।' আমি বলিলাম ঈশ্বর-বিমুখ লোকে বীজ বপন করিলে কি কখন তাহা ফল প্রসব করে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক তাহাকি গৃহীত হয়? সেই ব্যক্তি বলিল 'গৃহীত হয় কি না দেখিবে, আমার পক্ষে একার্য্যই যথেষ্ট।' পরে আমি মক্কা তীর্থে চলিয়া যাই, সেখানে উক্ত অগ্নিপূজককে দেখি যে প্রেমিকের ন্যায় মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে। সে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল 'দেখিয়াছ যে গৃহীত হইয়াছি ও সেই বীজ ফল প্রসব করিয়াছে! প্রভু আমার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার নিকেতনের পথ আমাকে প্রদর্শন করিয়াছেন।' এই কথা শুনিয়া আমার আহ্লাদ হইল। আমি বলিলাম "প্রভো! এক মুষ্টি শস্যকণার জন্য চল্লিশ বৎসরের কাফেরকে আপনার নিকটে আসিতে দিলে? পরিত্রাণ সুলভ করিলে? তখন দৈববাণী হইল ঈশ্বর যাহাকে আহ্বান করেন অহেতু আহ্বান করেন। তুমি হে জোলনুন! তাঁহার ক্রিয়ার বিচারে প্রবৃত্ত হইও না, তাহা তোমার বুদ্ধির আয়ত্ত নয়।"

জোল্‌নুন যখন পীড়িত হইয়া মুমূর্ষু হইলেন, তখন আত্মীয় জনেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে "এইক্ষণ তোমার কি অভিলাষ বল?" তিনি বলিলেন " অভিলাষ এই যে "যাঁহার সন্নিধানে মৃত্যু হইবে অন্ততঃ এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে জ্ঞাত হই।" এই বলিয়াই একটি প্রেমপূর্ণ আরবী কবিতা পাঠ করিলেন। পরে এক দিন পীড়ার যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুসফ হোসেন নামক তাঁহার একজন আত্মীয় তাঁহার নিকটে অন্তিম উপদেশ চাহিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন " আমাকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিও না, আমি তাঁহার করুণায় বিস্ময়াপন্ন আছি।" এই বলিয়াই প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। তাঁহার শব যখন বহন করিয়া সমাধিস্থলে লইয়া

যাওয়া হয়, তখন অত্যন্ত রৌদ্রের উত্তাপ ছিল। কথিত আছে সেই সময় বিহঙ্গকুল উড্ডীয়মান হইয়া পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক সমুদায় পথ শবের উপর ছায়া দান করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর আরও অনেক অলৌকিক ব্যাপার হইয়াছিল। মিসরবাসী লোকেরা জীবদ্দশায় তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি পরলোকে চলিয়া গেলে সকলে আক্ষেপ করিতে লাগিল ও অনুতপ্ত হইল।

কোন্ শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন মূলগ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

উক্তি।

বিপদাক্রান্ত হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তদবস্থায় সন্তোষ রক্ষা করাই আশ্চর্য্য।

ছয় বিষয়ে লোকের বিপদ্। (১) পারলৌকিক কার্য্যে ক্ষীণ সঙ্কল্প হওয়া। (২) দেহ শয়তানকর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়া। (৩) আসন্ন মৃত্যুকালে দুরাশা হওয়া। (৪) ঈশ্বরের সন্তোষ অপেক্ষা লোকের সন্তোষকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করা। (৫) ধর্ম্মবিধিকে অমান্য করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীনতা স্বীকার করা। (৬) পূর্ব্বতন ধার্ম্মিক লোকের দোষ গুলিকে আত্মপোষকতার প্রমাণ স্থলে গ্রহণ ও গুণ সকলকে প্রত্যাখ্যান করা।

তুমি বিরক্ত হইলেও যে ব্যক্তি বিরক্ত হয় না, তাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিও।

যিনি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলেন তিনি সরল পথে আছেন। যে জন ভয়শূন্য সে পথভ্রান্ত।

লোকে যখন সভয়ে কার্য্য করে তখন ঠিক কায করিয়া থাকে। ভয় অন্তর হইতে বিদূরিত হইলে লোকে পথ ভ্রান্ত হয়।

যে চিকিৎসক মত্ততার কালে মত্তকে ঔষধ দেন তিনি বড় নির্ব্বোধ। অর্থাৎ যে জন সংসারমদে মত্ত ব্যক্তিকে উপদেশ দান করেন, তাঁহার সেই উপদেশ বিফল হয়।

যদি তুমি লোকের প্রতি আসক্ত থাক তবে আশা করিও না যে ঈশ্বরের প্রতি আসক্ত হইবে।

নির্জনতা যেমন সাধককে বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে আকর্ষণ করে এমন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। নির্জনবাসী ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই দর্শন করেন না। যিনি নির্জতাপ্রিয় হইয়াছেন তিনি শুদ্ধ প্রীতির স্তম্ভকে আশ্রয় করিয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞান ত্রিবিধ, (১) "ঈশ্বরের একত্ব তত্ত্ব, এই জ্ঞান সাধারণ বিশ্বাসী-দিগের। (২) প্রামাণিক ও যৌক্তিকতত্ত্ব এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত দিগের। (৩) একত্বে গুণরাশির তত্ত্ব, এই জ্ঞান ঈশ্বরপ্রেমিক ঋষিদিগের।

যে সমস্ত লোক সত্যের সাক্ষী, ঈশ্বর তাঁহাদিগের অন্তরে এমন সকল সত্য প্রকাশ করেন যাহা অন্য কোন মনুষ্যের নিকটে ব্যক্ত করেন না।

ঈশ্বর বলিয়াছেন " যখন আমি আমার দাসকে প্রেম করি তখন আমি প্রভুসত্ত্বে তাহার কর্ণ হই, সে আমা দ্বারা শ্রবণ করে; আমি তাহার চক্ষু হই, সে আমা দ্বারা দর্শন করে; আমি তাহার রসনা হই, সে আমা দ্বারা কথা বলে, আমি তাহার হস্ত হই, সে আমা দ্বারা গ্রহণ করে।"

রুগ্ন মনের চারিটি লক্ষণ। (১) উপাসনায় আনন্দ পায় না, ঈশ্বরকে ভয় করে না, শিক্ষার নয়নে বস্তু সকলকে দেখে না, জ্ঞানের কথা যাহা শ্রবণ করে তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারে না।

পাপের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত, আলস্যের জন্য প্রায়শ্চিত্তই বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত।

প্রায়শ্চিত্ত দ্বিবিধ। পাপ করিয়া ঈশ্বর হইতে শাস্তি লাভের ভয়ে প্রায়-শ্চিত্ত, এবং ঈশ্বর হইতে লজ্জাবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত। (প্রায়শ্চিত্তের অর্থ চিত্তের বা জীবনের পরিবর্ত্তন।) প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত আছে। অবৈধ চিন্তা ত্যাগের সঙ্কল্প করা মনের প্রায়শ্চিত্ত, অবৈধ দর্শনে বিরত থাকা চক্ষুর প্রায়শ্চিত্ত, অসত্য শ্রবণে ক্ষান্ত হওয়া কর্ণের প্রায়শ্চিত্ত, নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণে বিরত হওয়া হস্তের প্রায়শ্চিত্ত, নিষিদ্ধ স্থানে গমনে নিবৃত্ত থাকা চরণের প্রায়শ্চিত্ত।

দীনতার বাক্যে প্রার্থনা করিবে, আদেশের বাক্যে নয়।

ঈশ্বর স্মরণ আমার প্রাণের অন্ন, তাঁহার প্রশংসা আমার প্রাণের পানীয়, তাঁহা হইতে লজ্জিত হওয়া আমার প্রাণের পরিচ্ছদ।

আশা অপেক্ষা ভয় প্রবল হওয়া আবশ্যক। আশা প্রবল হইলে মন অধিক বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

যাঁহার রসনা সত্য ও হিত বাক্য বলে তিনিই প্রকৃত সত্যভাষী।

সত্য ঈশ্বরের অসি, এই অসি যাহার উপরে পতিত হয় তাহাকে ছিন্ন না করিয়া ফিরে না।

প্রেম লোকদিগকে কথা বলিতে প্রবৃত্ত করে, লজ্জা নীরব করে, ভয় ব্যাকুল করিয়া তোলে।

ঈশ্বর যাহা গ্রাহ্য করেন অর্থাৎ যাহা উত্তম তাহা তদুদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিবে, ঈশ্বর যাঁহাকে গৌরব দিয়াছেন তাঁহার গৌরব রক্ষা করিবে, দানাদি সৎকার্য্যের জন্য অণুমাত্র আত্মশ্লাঘা হইলে তৎপ্রতি পুনর্ব্বার নয়ন প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিবে না। তাহা ঈশ্বরের মহিমায় হইল সংসারের বা তোমার ক্ষমতায় নয় এরূপ ভাবিবে।

ভাবাবেশ অন্তরের নিগূঢ় ক্রিয়া, সঙ্গীত ঈশ্বর প্রেরিত উদ্দীপক, উহা হৃদয়কে ভাবাবেশে উত্তেজিত ও ঈশ্বরানুসন্ধানে ব্যাকুল করে। যে ব্যক্তি সঙ্গীত ঈশ্বরদ্বারা শ্রবণ করে সে ঈশ্বরের পথ প্রাপ্ত হয়, এবং যেজন ইন্দ্রিয় যোগে শ্রবণ করে সে ঈশ্বরবিরোধী হয়।

বহু ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করা এবং একেশ্বরের সাধনায় নিযুক্ত হওয়া, আপনাকে দাসত্ব শ্রেণীতে স্থাপিত করা ও প্রভুত্বের শ্রেণী হইতে বহির্গত হওয়াই নির্ভর।

উপায়ান্বেষণ ও নিজের বল কৌশল পরিত্যাগ করা নির্ভর।

যে প্রেমিক সংসার ও সাংসারিক লোকের সংসর্গ হইতে দূরে থাকেন ও সাধুলোকের সঙ্গ করেন তাঁহার প্রেমই প্রকৃত প্রেম। ঈশ্বরপরায়ণ সাধুলোকের প্রতি প্রীতি স্থাপন আর ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন তুল্য কথা।

ঈশ্বরানুগত লোকেরা যখন প্রেমরসে মগ্ন হন তখন যেন ইঁহারা জ্যোতি-

শ্বর বাক্যে স্বর্গলোকের বর্ণনা করেন, যখন ভয়রসে মগ্ন হন তখন যেন অগ্নিময় বাক্যে নরকের বর্ণনা করেন।

ঈশ্বরের কটু আদেশে মনের প্রসন্নতা রক্ষা পাওয়া, আদেশ হইবার পূর্ব্বে আত্মকর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন করা, আদেশ হইলে পর উত্ত্যক্ত না হওয়া, এবং অত্যন্ত বিপদ্‌কালেও প্রেমের উচ্ছ্বাস হওয়াই সন্তোষ।

সত্যতা ও সহিষ্ণুতার যোগ ব্যতিরেকে প্রেম পূর্ণতা লাভ করে না।

প্রকৃত প্রেমের তিনটি লক্ষণ, (১) স্তুতি নিন্দা তুল্য হওয়া। (২) অনুষ্ঠানের কোন রূপ পুরস্কার পরলোকে প্রাপ্য মনে না করা।

যাহারা চক্ষুযোগে দর্শন করে তাহাদের সেই দর্শনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ, যাঁহারা অন্তরযোগে দর্শন করেন, তাঁহাদের দর্শনের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্বন্ধ।

বিশ্বাসের তিনটি লক্ষণ। (১) সকল পদার্থে ঈশ্বরের প্রতিদৃষ্টি রাখা, (২) সকল কার্য্যে ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ থাকা, (৩) সকল অবস্থায় ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা।

বিশ্বাস কামনার খর্ব্বতাকে, খর্ব্ব কামনা বৈরাগ্যকে, বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞানকে নিমন্ত্রণ করে।

এক বিন্দু বিশ্বাসযোগে হৃদয় সমুদায় পারলৌকিক রাজ্য দর্শন করিয়া থাকে।

বিশ্বাসের লক্ষণ এই ;—জীবদ্দশায় লোকদিগকে অত্যন্ত বিরোধী করিয়া তোলে, দান পাইলে ও লোকের অযথা প্রশংসা করে না, বাধা দিলে ও তিরস্কারে বিরত হয় না।

যে ব্যক্তি মনের উদ্বিগ্নাবস্থায় ঈশ্বরকে চিন্তা করে, ঈশ্ব তাহাকে জগতে গৌরবান্বিত করেন ; যে জন ঈশ্বরকে ভয় করে, সে ঈশ্বরের ভিতরে পলায়ন করে, যে ঈশ্বরের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হয়, সে মুক্তি লাভ করে।

যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্প বিষয়ে সন্তোষ লাভ করে, সে শান্তি পায় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।

যে জন ঈশ্বরকে ভয় করে তাহার মন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে না, ঈশ্বরপ্রেম তাহার অন্তরে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় এবং বুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে।

যে জন গৌরব অন্বেষণ করে সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঈশ্বরের ভয় সংসারে লোকদিগকে নির্ভয় করে।

যাহার বাহ্যিক জীবন আন্তরিক জীবনের প্রমাণ নহে তাহার সঙ্গ করিও না।

যে ব্যক্তি প্রকৃতরূপে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সে অন্য সমুদায় পদার্থ বিস্মৃত হয়, এবং তাহার সম্বন্ধে ঈশ্বর সমুদায় পদার্থের স্থলবর্ত্তী হন।

মনুষ্য কখন উৎসর্গীকৃত হয়? জোল্‌নুন বলিলেন যখন নিজের সম্বন্ধে ও নিজের কার্য্য সম্বন্ধে নিরাশ হয়, সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেরে আশ্রয় অন্বেষণ করে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার সঙ্গে যোগ রাখে না তখন।

ভয়ের পথ কখন সুগম হয়? যখন লোকে আপনাকে রুগ্ন জানিয়া রোগবৃদ্ধির ভয়ে সমুদায় সাংসারিক বস্তু হইতে ধৈর্য্য ধারণ করে।

নির্ভরের লক্ষণ কি? সকল লোক সম্বন্ধে নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়া। পুনর্ব্বার এই প্রশ্ন হইলে বলিলেন, অনেক প্রভুকে ত্যাগ ও সম্বল বিসর্জ্জন করা। আর ও বল এই উক্তি হইলে বলিলেন, আত্মাকে ভজন সাধনায় নিযুক্ত করা ও প্রভুত্ব হইতে দূরে রাখা।

প্রকৃত নির্জ্জনতা কখন হয়? বলিলেন তুমি নিকৃষ্ট জীবন হইতে যখন দূরে থাক।

সংসার কি? যাহা ঈশ্বর হইতে তোমাকে দূরে রাখে তাহাই সংসার।

অধমকে? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করে না।

কাহার সঙ্গ করিব? যাহার মধ্যে "তুমি" ও "আমি" নাই।

কেহ উপদেশ প্রার্থনা করিলে বলিলেন, নিকৃষ্ট জীবনের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া ঈশ্বরের বন্ধু হইয়া থাক, ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া নিকৃষ্ট জীবনের বন্ধু হইও না। ক্ষুদ্র হইলেও কাহাকে নিকৃষ্ট মনে করিও না, পুনশ্চ বলিলেন, নিজের অন্তরকে ঈশ্বরের নিকটে প্রেরণ কর, বহির্ভাগ নর নারীকে দেও ঈশ্বরের প্রিয় হইয়া থাক, তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাকে পৃথিবীতে পরিতৃপ্ত করিবেন। বিশ্বাসকে উপেক্ষা করিয়া সংশয়কে গ্রহণ করিও না, শারীরিক জীবনের বশীভূত হইও না, বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা সহিষ্ণুতা যোগে বহন করিও, ঈশ্বরের মন্দিরের লোক হইয়া থাকিও। তৎপর আর

একজনকে বলিলেন, পূর্ব্ব পশ্চাৎ ভাবিও না, (প্রশ্ন কর্ত্তা বলিলেন একথার ব্যাখ্যা কর।) বলিলেন, যাহা গত হইয়াছে এবং যাহা আগমন করিবে তাহার চিন্তা করিও না। বর্ত্তমানের হইয়া থাক।

সুখী কাহারা? সেই সকল লোক যাঁহারা সর্ব্বোপরি ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর যাঁহাদিগকে সকল লোকের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কেহ জোল্‌নুনকে বলিল, আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। তিনি বলিলেন যদি তুমি ঈশ্বরকে চিনিয়া থাক তোমার সম্বন্ধে তিনিই যথেষ্ট বন্ধু, তাঁহার পরিচয় না পাইয়া থাকিলে এমন লোকের বন্ধুতা অনুসন্ধান কর যিনি ঈশ্বরকে চিনেন তাহা হইলে তোমাকে তিনিই ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করিবেন।

যোগী যে যে সোপানে পদার্পণ করেন তাহা কিরূপ? ১ম স্তম্ভিত হওয়া, ২য় দীনতা, তৃতীয় যোগ, ৪র্থ জীবন লাভ।

তাপস জুনিদ বগ্‌দাদী।

তাপসশ্রেষ্ঠ জুনিদ বগ্দাদ নিবাসী ছিলেন। ইঁহাকে গুরুর গুরু আচার্য্যের আচার্য্য বলা যাইতে পারে। ইনি বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ও গভীর তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন; সতুক্তি, সাধুতা ও সাধনাদি বিষয়ে ইঁহাকে লোকে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিত। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইঁহার জীবনের কার্য্য অতি সুন্দর ও প্রশংসিত এবং সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের গৃহীত ছিল। সকল লোকেই ইঁাহাকে আচার্য্যরূপে গ্রহণে ঐক্য ছিলেন। জুনিদের উক্তি সকল ধর্ম্মবিধির প্রমাণ ও সকল রসনায় প্রশংসিত ছিল। কি অন্তরে কি বাহিরে কেহই ইহাঁর প্রতিবাদী ছিল না। প্রেম বৈরাগ্যে ইনি অদ্বিতীয় ও সাধুমণ্ডলীর অধিগম্য ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। তৎসমুদায়ই তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। ইনি তাপসবর সর্‌রিসক্তির ভাগিনেয় ও তাঁহার শিষ্য ছিলেন। জুনিদের জীবনের প্রথম অবস্থা এইরূপ ছিল ;—

শৈশব কাল হইতেই জুনিদ জ্ঞানান্বেষী চিন্তাশীল, নীতিপরায়ণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও আশ্চর্য্য প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। একদিন তিনি বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে পিতা রোদন করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "তাত, কেন কাঁদিতেছ?" তাঁহার জনক বলিলেন "অদ্য তোমার কল্যাণ উদ্দেশ্যে জকুতের * কিঞ্চিৎ সামগ্রী প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা গৃহীত হয় নাই, তজ্জন্য ক্রন্দন করিতেছি।" জুনিদ বলিলেন "তাহা আমাকে দেও, আমি যাইয়া দিব।" এই বলিয়া জুনিদ পিতা হইতে জকুত গ্রহণ পূর্ব্বক মাতুলালয়ে যাইয়া দ্বারে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন "দ্বার মুক্ত কর আমি দেয় জকুত প্রদান করিতে আসিয়াছি। সর্‌রি উত্তর করিলেন "তাহা গ্রহণ করিব না।" জুনিদ বলিলেন "সেই ঈশ্বরের অনুরোধে যিনি তোমার প্রতি করুণা প্রকাশ ও আমার পিতার প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, গ্রহণ করিতে হইবে।" সর্‌রিসক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন "জুনিদ, আমার প্রতি ঈশ্বরের কিরূপ করুণা এবং তোমার জনকের প্রতি বা কি প্রকার ন্যায়াচার প্রকাশ পাইয়াছে, বল দেখি?" জুনিদ বলিলেন "তিনি তোমাকে ঋষিত্ব প্রদান করিয়া অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমার পিতাকে পার্থিব সম্পদ্ দানে ন্যায়ের কার্য্য করিয়াছেন। তুমি গ্রহণ কর বা না কর, উপযুক্ত পাত্রের নিকটে দেয় জকুত প্রেরণ করা আমার পিতার কর্ত্তব্য হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া সর্‌রি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন "বৎস! জকুত গ্রহণের পূর্ব্বে আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।" তখন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া জকুত গ্রহণ করিলেন ও জুনিদকে সাদরে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিলেন।

সর্‌রিসক্তি জুনিদকে সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে সঙ্গে করিয়া মক্কায় গিয়াছিলেন। তখন কাবাভবনে চারিশত ধর্ম্মাচার্য্যের নিকটে কৃতজ্ঞতা বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত ছিল। প্রত্যেক আচার্য্য এক এক প্রকার উত্তর দান করিতেছি-

* আয়ের চত্বারিংশ ভাগের এক ভাগ ধর্ম্মার্থে দান করাকে জকুত বলে।

লেন। সররি বলিলেন "জনিদ, তুমিও কিছু বল।" জনিদ ক্ষণকাল অধোবদনে থাকিয়া বলিলেন "ঈশ্বর যে সম্পদ্ তোমাকে দান করিয়াছেন, সেই সম্পদ্ বিষয় তুমি অপরাধী না হইলে ও তাহাকে পাপের মূল না করিলেই তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।" ইহা শ্রবণ করিয়া চারিশত ধর্ম্মাচার্য্য এক বাক্য হইয়া বলিলেন "বৎস, তুমি উত্তম বলিয়াছ, কেহ এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতে পারে না। প্রিয়, সত্বরই তুমি ঈশ্বর হইতে তেজস্বিনী রসনা প্রাপ্ত হইবে।" সররি জিজ্ঞাসা করিলেন "জনিদ, তুমি এই উক্তি কোথায় পাইলে?" তিনি বলিলেন "তোমার সহবাসে লাভ করিয়াছি।" অনন্তর জনিদ মক্কা হইতে বগদাদে প্রত্যাগমন করিয়া কাচের ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন দোকানে যাইয়া বসিতেন, এবং অধিকাংশ সময় যবনিকার অন্তরালে উপাসনায় রত থাকিতেন। এই ভাবে কিছুকাল যাপন করিয়া দোকান পরিত্যাগ করেন। সররি সক্তির ভবন দ্বারে একটি গৃহ ছিল, তিনি সেই গৃহে অবস্থান করিয়া চিত্তসংযমন ও গভীর ধ্যানধারণায় নিযুক্ত হইলেন। এতদূর হইল যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। এই ভাবে তিনি চল্লিশ বৎসর যাপন করেন। ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন নৈশিক উপাসনার জন্য প্রথম রজনীতে দণ্ডায়মান হইয়া ঊষাকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেন, নৈশিক অজুতেই প্রাভাতিক নমাজ সমাপ্ত করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে "চল্লিশ বৎসর অতীত হইলে লক্ষ্য সাধন হইয়াছে এরূপ মনে স্থির করিয়াছিলাম। তখন এই প্রকার দৈববাণী হইল, 'জনিদ, সময় আসিয়াছে যে তোমার পৌত্তলিকতার চিহ্ন স্বরূপ উপবীতের প্রান্ত তোমাকে প্রদর্শন করিব।' ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, প্রভো, জনিদের অপরাধ কি? ধ্বনি হইল 'তুমি এইক্ষণও আছ, তোমার অস্তিত্বের বিনাশ হয় নাই, ইহা অপেক্ষা আর কি অপরাধ ইচ্ছা কর?" জনিদ এই কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

জনিদ উপরিউক্ত গৃহে অবস্থিতি করিয়া সমুদায় রজনী ঈশ্বরের নাম করিতেন। বিপক্ষ লোকেরা তাঁহার এই কার্য্যের বিরোধী হইল। তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে খলিফার নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিল। খলিফা

বলিলেন " অযৌক্তিক রূপে জুনিদকে নিবারণ করা যাইতে পারে না।" অভিযোক্তারা বলিল " তাহার উপদেশে লোকের অনিষ্ট হইতেছে, তাহাকে শাসন করা আবশ্যক।" খলিফার চরিত্র দূষিত ছিল। তাঁহার ভোগ্যাপত্নী-রূপে পরমাসুন্দরী এক ক্রীতদাসী ছিল। তিনি তাহাকে মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া বলিলেন যে " তুমি অমুক স্থানে অনবগুণ্ঠিত বদনে জুনিদের নিকটে উপস্থিত হও, ও তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বল যে আমার ধনৈশ্বর্য্য প্রচুর আছে, কিন্তু সংসারে বিরাগ জন্মিয়াছে, আমি তোমার সহবাসে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তোমার পার্শ্বে বসিয়া সাধন ভজন করিব। বিষয়ী লোকের সংসর্গে আমার মন কোনরূপে স্থির হয় না। এই ভাবে যতদূর পার যত্ন চেষ্টা ও তোষামোদ করিবে " খলিফা একজন ভৃত্যকে ও সেই দাসীর সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। দাসী জুনিদের নিকটে আসিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। হঠাৎ জুনিদের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই তিনি মস্তক অবনত করিলেন। দাসী যে যে কথা বলিতে শিক্ষা পাইয়াছিল তাহা বলিয়া যতদূর হইতে পারে আর্ত্তনাদ ও স্তুতি মিনতি করিতে লাগিল। জুনিদ অবনত বদনে নীরব রহিলেন, পরে হঠাৎ মস্তক উত্তোলন করিয়া হায় হায় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কথিত আছে তৎ-ক্ষণাৎ দাসী ভূতলে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ভৃত্য যাইয়া খলি-ফাকে এই সংবাদ জানাইল। খলিফার মনে অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন " যে ব্যক্তি সাধুলোকের সঙ্গে যাহা করা উচিত নয় তাহা করে, যাহা দর্শন করা উচিত নয় সে তাহা দর্শন করিয়া থাকে। অতঃপর তিনি জুনিদের নিকটে আসিয়া বলিলেন " ঋষে, এমন সুন্দর প্রতিমাকে দগ্ধ করিতে তোমার হৃদয় সম্মত হইল ? " জুনিদ বলিলেন " সমাজপতে ! বিশ্বাসীদিগের প্রতি কি তোমার এইরূপ অনুগ্রহ যে ইচ্ছা করিয়াছ আমার চল্লিশ বৎসরের প্রাণান্ত কঠোর সাধনাকে বিনষ্ট কর। আমি এই ব্যাপারে কিছুই নই, ঈশ্বরই মূল। তুমি অপকার করিও না।"

জুনিদ সর্ব্বদা উপবাসব্রত (রোজা) পালন করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মবন্ধু গণ নিকটে আসিলে ব্রত ভঙ্গ করিতেন ও বলিতেন " উপবাসব্রত পালনে

যে কল্যাণ হইয়া থাকে তদপেক্ষা বন্ধুদিগের প্রণয়সহবাসজনিত কল্যাণ নিকৃষ্ট নহে।”

জুনিদ পণ্ডিতদিগের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, “তুমি তোমার ধর্ম্মবন্ধুদিগের অনুরূপ সন্ন্যাসবস্ত্র পরিতেছ না কেন?” তিনি বলিলেন “যদি জানিতাম যে সন্ন্যাসবস্ত্রে কার্য্য সিদ্ধি হয় তাহা হইলে তাহা প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতে পারিতাম। কিন্তু অনুক্ষণ অন্তরে এই ধ্বনি হইতেছে যে বস্ত্রে বিশ্বাস নাই।”

জুনিদের নাম বিখ্যাত হইল। লোকে তাঁহার উপদেশ বহুমূল্য মনে করিতে লাগিল। সর্‌রি জুনিদকে বলিলেন যে “তোমাকে উপদেশ দান করিতে হইবে।” তিনি অসম্মত হইয়া বলিলেন “গুরু যখন বিদ্যমান তখন শিষ্যের উপদেশ দান উচিত নয়।” অনন্তর একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে মহাপুরুষ মহম্মদ তাঁহাকে উপদেশ দিতে অনুরোধ করিতেছেন। প্রাতে তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি সর্‌রির নিকটে গেলেন। সর্‌রিকে দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। সর্‌রি বলিলেন “শিষ্যবর্গের ও বগ্‌দাদের ধার্ম্মিক লোকদিগের অনুরোধে এবং আমার কথায় উপদেশ দান করিলে না, এইবার প্রেরিত পুরুষ মহম্মদের আজ্ঞা হইয়াছে একান্তই তোমাকে উপদেশ দিতে হয়, এইক্ষণ তোমার উক্তি জগতের পরিত্রাণের কারণ হইবে।” জুনিদ বলিলেন যে “আমি উপদেশ দিব কিন্তু সভায় চল্লিশ জন লোকের অধিক না হওয়া আবশ্যক।” অনন্তর একদিন বক্তৃতা করিলেন, চল্লিশ জন শ্রোতামাত্র ছিল। কথিত আছে উপদেশ শ্রবণে বাইশ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, আঠার জন মূর্চ্ছাগত হইয়াছিল। জুনিদ কয়েকবার উপদেশ দান করিয়াই বিরত হইলেন ও গৃহে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। অনেকে উপদেশের জন্য প্রার্থনা জানাইল, ফল দর্শিল না। তিনি বলিলেন “আমার কথায় তোমাদের ফলোদয় হয় না, আমি আর আপনাকে বধ করিতে পারি না।” তৎপর দুই বৎসর অন্তে কাহার প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ বেদীতে আরোহণ করিলেন এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল “এরূপ কেন করিলে?” তিনি বলিলেন “ধর্ম্মপুস্তক

বিশেষে প্রেরিত পুরুষের এই উক্তি পাঠ করিয়াছি যে সম্প্রদায়ের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি লোকদিগকে উপদেশ দান করিবে। আমি আপনাকে সকল লোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জানিতেছি। অতএব প্রেরিত পুরুষের বাক্যকে সত্য প্রমাণ করিবার জন্য এইক্ষণ উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।”

জুনিদ বলিয়াছেন যে “একদিন আমি মন হারা হইয়াছিলাম। বলিলাম, ঈশ্বর, আমার মন ফিরাইয়া দেও। তখন এই ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিলাম জুনিদ, আমি তোমার হৃদয়কে এই উদ্দেশ্যে হরণ করিয়াছি যে তাহাতে তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে। একি তাহা পুনর্গ্রহণ করিতে চাহিতেছ যে, আমাকে ছাড়িয়া অন্য বস্তুর প্রতি অনুরাগী হইতেছ!”

জুনিদ বলিয়াছেন “প্রান্তরে মগিলানামক কণ্টক বৃক্ষমূলে এক যুবক উপবিষ্ট ছিল। আমি তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে তুমি এস্থানে কেন বসিয়া আছ? সে বলিল ‘একটি বিশেষ ভাব ছিল, তাহা এখানে হারাইয়াছি, তজ্জন্য বসিয়া আছি।’ তৎপরে আমি মক্কায় চলিয়া যাই, প্রত্যাগমন কালে তাহাকে পুনর্ব্বার তথায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করি তুমি এইক্ষণও কি কারণে এখানে বাস করিতেছ? যুবক বলিল, ‘যাহা অন্বেষণ করিতেছিলাম তাহা এস্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি, এজন্য এই স্থানকে আশ্রয় করিয়া আছি।’ তখন অনুসন্ধান করা ও প্রাপ্ত হওয়া এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থা শ্রেষ্ঠ আমি বুঝিতে পারিলাম না।”

একদিন জুনিদের পদে ব্যথা হইয়াছিল। বেদনা শান্তির জন্য ফাতেহনামক কোরাণের বচন বিশেষ পাঠ করিয়া বেদনা স্থানে ফুৎকার করিতেছিলেন। তখন এই প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিলেন যে “লজ্জা হয় না আমার আধ্যাত্মিক বচন শরীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেছ?”

একদা জুনিদের চক্ষুর পীড়া হইয়াছিল। চিকিৎসক বলিল “চক্ষে জলের সংস্পর্শ যেন না হয়।” জুনিদ বলিলেন “তাহা হইলে অজু কিরূপে করিব?” ভিষক্ বলিল “তাহা আমি জানি না যদি তোমার চক্ষু দ্বারা প্রয়োজন হয়; তাহাতে জলের স্পর্শ হইতে দিও না।” সেই চিকিৎসক অগ্নিপূজক ছিল। সে চলিয়া গেলে জুনিদ যথারীতি অজু করিয়া নমাজ পড়িলেন। তৎপর শয়ন করিলেন। নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান

করিয়া দেখেন যে চক্ষু রোগমুক্ত হইয়াছে। তখন দৈববাণী শ্রবণ করিলেন "জনিদ, আমার সন্তোষ উদ্দেশ্যে তুমি চক্ষুর মায়া পরিত্যাগ করিলে, যদি সেই অনুরাগে তুমি সমুদায় নরকনিবাসীর পরিত্রাণ জন্য আমার নিকটে প্রার্থনা করিতে তাহাও গৃহীত হইত।" চিকিৎসক পুনর্ব্বার আগমন করিয়া তাঁহার চক্ষুকে সুস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "চক্ষুর সম্বন্ধে কি করিয়াছিলে?" জনিদ তাহাকে সবিশেষ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া চিকিৎসক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, এবং বলিল "এই ঔষধ মানবীয় নহে, ঐশ্বরিক। চক্ষু রোগ তোমার ছিল না, আমার ছিল। বৈদ্য তুমি, আমি নহি।"

কেহ জনিদের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল যে "এ সময়ে ধর্ম্মভ্রাতা দুর্ল্লভ ও অপ্রাপ্য হইয়াছে।" সে বার বার এই কথার পুনরুক্তি করিলে জনিদ বলিলেন "তোমার সেবা করে যদি এমন লোক চাও তাহা হইলে দুর্ল্লভ, যদি তুমি নিজে সেবা করিতে চাও, এমন সেবিত হওয়ার ভ্রাতা আমার নিকটে অনেক আছেন।"

একদিন রজনীতে জনিদ একজন শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া কোন স্থানে যাইতেছিলেন। পথে একটি কুক্কুর ডাকিতেছিল। জনিদ বলিলেন "লবৈয়ক, (উপস্থিত আছি।)" শিষ্য এইরূপ উক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের উগ্রভাব ও প্রতাপ স্বরূপ কুকুরের বল বিক্রম দর্শন করিয়াছি। ঈশ্বরের ধ্বনি স্বরূপ তাহার ধ্বনি শুনিয়াছি।' ইহার মধ্যে কুকুরকে দর্শন করি নাই, সুতরাং এই কথা বলিয়াছি।"

একদিন জনিদ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিলেন। কেহ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "যদি বিপদ্ অজগর হয়, যে ব্যক্তি প্রথমে তাহার মুখের গ্রাস হইতে প্রস্তুত, সে আমি। আমি বহুকাল হইতে বিপদ্ প্রার্থনা করিতেছি, অদ্যাপি সখা আমাকে বলিতেছেন যে তোমার তাদৃশী সাধনা হয় নাই যে মৎ প্রেরিত বিপদকে আকাঙ্ক্ষা করিতে পার।"

কেহ সভায় জনিদের অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছিল। তখন জনিদ বলিলেন "যে বিষয় তুমি বলিতেছ, তাহাতে আমার কোন অধিকার নাই। তুমি ঈশ্বরের প্রশংসা করিতেছ, তাঁহার-গুণের কথা বলিতেছ।"

এক ব্যক্তি জুনিদকে জিজ্ঞাসা করিল যে "হৃদয় কখন সুখী হয়?" তিনি বলিলেন "যখন তিনি (ঈশ্বর) হৃদয়ে বাস করেন।"

একব্যক্তি পাঁচশত টাকা আনিয়া জুনিদকে সমর্পণ করিল। জুনিদ জিজ্ঞাসা করিলেন "এই যাহা আনয়ন করিয়াছ ইহা ব্যতীত কি আর ও অর্থ তোমার আছে?" সে বলিল "প্রচুর আছে।" পুনর্ব্বার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার তদপেক্ষা আরও সম্পত্তি হয় এরূপ কি ইচ্ছাকর?" সে বলিল "হাঁ আমার সেই ইচ্ছা আছে।" তখন জুনিদ বলিলেন "এই টাকা লইয়া যাও. ইহা তোমার হস্তে থাকাই শোভা পায়। আমার কিছু নাই, কিছু আকাঙ্ক্ষাও নাই।"

একব্যক্তি মস্জিদে আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিল। জুনিদ উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন যে "এ সুস্থ সবল কায় পুরুষ, ব্যবসায় করিতে পারে, ভিক্ষা কেন করিতেছে, এই নীচতায় কেন সম্মত হইতেছে?" সেদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার সম্মুখে আবরণে আচ্ছাদিত একটি ভাণ্ড স্থাপিত এবং "ভক্ষণ কর" এই শব্দ হইতেছে। তিনি আবরণ উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন যে সেই ভিক্ষুকের মৃত দেহ তাহাতে রক্ষিত। তিনি বলিলেন "আমি মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করি না।" ধ্বনি হইল "কেন ইহাকে যে মস্জিদে খাইয়াছ!" জুনিদ বুঝিতে পারিলেন যে পরোক্ষে সেই ভিক্ষুকের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা হইতেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাঁহার মন কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বলিয়াছেন যে "তৎপর আমি ভয়ে জাগরিত হইলাম, এবং গাত্রোত্থান করিয়া দুইবার উপাসনা করিলাম, তৎপর সেই ভিক্ষুকের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। দেখিলাম যে সে দল্জা নদীর কূলে বসিয়া নবীন তৃণখণ্ড সকল ধৌত করিতেছে ও তাহা খাইতেছে। আমি তাহার নিকটে যাইতেছিলাম। সে মস্তক উত্তোলন করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, ও জিজ্ঞাসা করিল 'জুনিদ' আমার সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলে তজ্জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ?' আমি বলিলাম হাঁ করিয়াছি।" ভিক্ষুক বলিল 'এইক্ষণ চলিয়া যাও, তিনি দাসদিগের প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, অতঃপর সাবধান হইও।'

জনিদ বলিয়াছেন যে "আমি ঈশ্বর প্রেম একজন ক্ষৌরকারের নিকটে শিক্ষা করিয়াছি। একদা আমি মক্কায় ছিলাম। এক ক্ষৌরকার একজন ভদ্রলোকের কেশ ছেদন করিতেছিল, আমি তাহাকে বলিলাম ঈশ্বরের অনুরোধে তুমি আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিতে পার? সে বলিল 'পারি।' সে ঈশ্বরের নাম শ্রবণে অশ্রুপূর্ণনয়ন হইয়া সেই ভদ্রলোককে বলিল 'এইক্ষণ আপনার কেশচ্ছেদন সমাপ্ত করিতে পারিলাম না, আপনি গাত্রোত্থান করুন। ইনি যখন পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তখন ইঁহাকে অগ্রে কামাইতে হইবে।' ইহা বলিয়া সে আমাকে সাদরে বসাইল এবং আমার মস্তক চুম্বন করিয়া ক্ষৌর কর্ম্ম করিল। তৎপর কয়েকখণ্ড স্বর্ণ কাগজে মুড়িয়া আমার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বলিল 'ইহা লও এবং স্বীয় কার্য্যে ব্যয় কর।' আমি তাহা গ্রহণ করিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে সর্ব্ব প্রথমে যাহা দান পাইব, তদ্দ্বারা ক্ষৌরকারের এই দানের বিনিময় করিব। কিয়দ্দিন গত হইলে কেহ বসোরা হইতে এক থলে মুদ্রা দান স্বরূপ আমার নিকটে পাঠাইয়া দেয়। আমি তাহা সেই ক্ষৌরকারকে প্রদান করি। সে জিজ্ঞাসা করিল 'এই কি সামগ্রী?' আমি বলিলাম, ক্ষৌর কর্ম্মের দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে প্রথমে যাহা প্রাপ্ত হইব, তাহা তোমাকে দিব। সে বলিল 'মহাশয়! ঈশ্বর হইতে কি তোমার লজ্জা হয় না? তুমি ঈশ্বরের অনুরোধ জানাইয়া আমার নিকটে কেশচ্ছেদনের প্রার্থনা করিয়াছিলে, তৎপর তুমি আমাকে তাহার বিনিময়ে কিছু দান করিতেছ, তুমি কাহাকে দেখিয়াছ যে ঈশ্বরের জন্য কার্য্য করিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করে?' আমি এই কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইলাম।"

"বগদাদ নগরে একজন চোরের উদ্বন্ধনে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। পথপ্রান্তে বৃক্ষশাখায় তাহার শব লম্বমান ছিল। জনিদ সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াই তাহার পদচুম্বন করিলেন। কেহ বলিল "একি করিলে এ যে চোর ছিল।" তিনি বলিলেন "ইহাকে সহস্র ধন্যবাদ, যেহেতু স্বীয় কার্য্যে প্রাণদান করিয়াছে। যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল তাহার চূড়ান্ত করিয়াছে।"

এক ব্যক্তি জুনিদের নিকটে বলিতে ছিল যে "আমি ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত আছি।" জুনিদ বলিলেন "যাও ও নিশ্চন্ত থাক। ঈশ্বর যাহাকে প্রেম করেণ তাহাকেই তিনি অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ দিয়া থাকেন। তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না।"

একদিন জুনিদ পারিষদমণ্ডলী সহ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একজন ধনবান্ লোক আসিয়া তাঁহাদের এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ অন্তর সেই পারিষদ নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীর মোট মস্তকে বহন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে সেই ধনবান্ পুরুষ ছিলেন। ইহা দেখিয়া মহর্ষির লজ্জা হইল। তিনি সেই বন্ধুকে বলিলেন "এই মোট এই বিষয়ীকে ফিরাইয়া দেও, তুমি কোথায় ঋষিধর্ম্ম পালন করিবে, না ভারবাহক হইলে।" অতঃপর বলিলেন "যদিচ ঋষির ধনসম্পত্তি নাই, উচ্চ লক্ষ্য আছে, যদিচ সংসার নাই, পরলোক আছে।"

একজন ধনবান্ পুরুষ শুদ্ধ মহর্ষিদিগকে দান করিতেন। তিনি বলিতেন যে "ঈশ্বর ব্যতীত ঋষিদিগের অন্য লক্ষ্য নাই, অভাবে পড়িলে তাঁহাদের মন বিক্ষিপ্ত ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইতে পারে। যাহাদের লক্ষ্য সংসার তাহাদের সহস্র লোককে দান করা অপেক্ষা একজন ঋষিকে দান করা শ্রেয়ঃ। যেহেতু তদ্দ্বারা তাঁহার মন পরমেশ্বরে সংযুক্ত থাকিতে পারে।" জুনিদ এই কথা শুনিয়া বলিলেম "ইহা সাধুবাক্য।" অতঃপর এরূপ ঘটনা হইল যে সেই দাতা অকাতরে দান করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। তখন জুনিদ কিছু অর্থ তাঁহাকে প্রদান করিয়া বলিলেন "ইহাকে মূলধন করিয়া বাণিজ্য কর, তোমার ন্যায় লোকের বাণিজ্য করা অনুচিত নয়।"

জুনিদের একজন শিষ্যের প্রচুর সম্পত্তি ছিল, তৎসমুদায় তিনি গুরুর চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গৃহমাত্র অবশিষ্ট ছিল। জুনিদকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্য! গৃহ সম্বন্ধে কি করিব?" তিনি বলিলেন "তাহা বিক্রয় করিয়া মূল্য আমার নিকটে লইয়া আইস। তাহা হইলেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।" তদনুসারে শিষ্য গৃহ বিক্রী করিয়া মুদ্রা

গুরুর চরণে আনিয়া উৎসর্গ করিলেন। গুরু বলিলেন "ইহা নদীতে নিক্ষেপ কর।" শিষ্য মুদ্রা জলে বিসর্জ্জন করিয়া গুরুর পশ্চাতে গমন করিলেন। জনিদ অপরিচিতের ন্যায় তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া বলিলেন "তুমি আমার কে? আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।" শিষ্য যত বার সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, ততবার তিনি তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। ইহাদ্বারা শিষ্যের জীবনের পথ উন্মুক্ত হইল।

এক যুবা পুরুষ জনিদের সহবাসে ছিল। এক সময়ে তাহার মনে বিশেষ বৈরাগ্য ভাব হয়, তাহাতে সে নিজের সম্পত্তি বিতরণ করিয়া ফেলে। সহস্র মুদ্রা জনিদকে দান করিতে ইচ্ছা করে। লোকে বলিল জনিদ সংসার-বিরাগী, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন না। ইহা শুনিয়া যুবক দজ্‌লা নদীর কূলে যাইয়া বসিল এবং একটি একটি করিয়া টাকা জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এইরূপে সহস্র মুদ্রা নিঃশেষিত করিয়া শূন্যহস্তে জনিদের নিকটে আসিল। জনিদ তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন "যে স্থলে একবার পদস্থাপন করিতে হয়, তুমি সহস্র বারে করিলে। উত্তম কার্য্য কর নাই। তোমার ধনাসক্তি এই ক্ষণ ও দূর হয় নাই। আমা-দ্বারা তোমার প্রয়োজন নাই, ধর্ম্মসাধনায় ও তুমি এই রূপ হিসাব করিয়া কার্য্য করিবে, গম্য স্থানে পঁহুছিতে পারিবে না। চলিয়া যাও, বাজারে গমন কর, সেখানে যাইয়া মুদ্রাব্যবসায়ীদিগের নিকটে বসিয়া মুদ্রাগণনা দর্শন কর।"

মহর্ষির অনেকজন শিষ্য ছিল। তিনি তাহাদের একজনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তাহাতে কোন কোন ব্যক্তিকে অসন্তুষ্ট দেখিয়া বলিলেন "এ অধিক জ্ঞানী ও নীতিপরায়ণ, গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি ইহাকে অধিক স্নেহ করি। এখনই পরীক্ষা করিতেছি, তাহা হইলে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।" তৎপর প্রত্যেক শিষ্যের হস্তে এক একটি কুক্কুট ও এক এক খানা ছুরিকা দান করিয়া বলিলেন "যেখানে কেহ নাই এমন স্থানে যাইয়া এই কুক্কুট বলিদান করিয়া লইয়া আইস, সকলেই এক এক স্থানে যাইয়া কুক্কুট বলিদান করিয়া আসিল। কিন্তু উক্ত শিষ্য জীবিতাবস্থায় কুক্কুট ফিরাইয়া দিল। জনিদ জিজ্ঞাসা করিলেন

"তুমি ইহাকে বলি দান করিলেনা কেন?" শিষ্য বলিল "যেস্থানে যাই দেখি ঈশ্বর বিদ্যমান, নির্জ্জন স্থান পাইলাম না।" তখন জুনিদ বলিলেন "দেখ ইহার জ্ঞান কিরূপ।"

একজন সাধকের অত্যন্ত অহঙ্কার হইয়াছিল। সে মনে করিতে লাগিল যে আমার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে, এইক্ষণ আমাকে নির্জ্জনে অবস্থান করা শ্রেয়ঃ, সে ইহা স্থির করিয়া মহর্ষি জুনিদের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনে যাইয়া বসিয়া রহিল। তখন এরূপ ঘটিল যে প্রতি রজনীতে তাহার নিকট একটি উষ্ট্র উপস্থিত হইত, এবং "তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইব।" সে এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইত, উক্ত উষ্ট্রের উপর সে আরোহণ করিত, উষ্ট্র তাহাকে এক রমণীয় স্থানে লইয়া যাইত, সে স্থানে সে একদল পরম সুন্দর স্ত্রী পুরুষ ও অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী ও সুমিষ্ট জল প্রাপ্ত হইত। প্রভাতকাল পর্য্যন্ত তথায় সুখে বাস করিয়া শয়ন করিত, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিত যে নিজের গৃহেই অবস্থিত আছে। দেবতারা প্রতিদিন আমাকে স্বর্গে লইয়া যান, এই ভাবিয়া তাহার অত্যন্ত অহঙ্কার হইল। জুনিদ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উক্ত সাধকের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে তাহার অতীব আত্মাভিমান হইয়াছে। বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে সে সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিল। জুনিদ বলিলেন "অদ্য রাত্রিতে সে স্থানে উপনীত হইলে তিনবার 'লাহোলা ও লাকুঅতা এল্লা বেল্লাহে।' এই বচনটি উচ্চারণ করিবে।" সেদিন রজনী উপস্থিত হইলে সেই উষ্ট্র পূর্ব্ববৎ সমাগত হইয়া তাহাকে লইয়া চলিল, সে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপনীত হইয়া পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে "লাহোল" বচন উচ্চারণ করিল। তৎশ্রবণে তত্রত্য সকলে চীৎকার করিয়া পলাইয়া গেল। অহঙ্কারী সাধক সেখানে একাকী পড়িয়া রহিল। সে দেখিল যে এক কদর্য্য স্থানে আছে, মৃতাস্থি সকল তাহার সম্মুখে রাশীকৃত রহিয়াছে। তখন নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিল, অনুতপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার গুরুর শরণাপন্ন হইল, এবং জানিল যে শিষ্যের একাকী অবস্থান করা বিষতুল্য। উপরিউক্ত স্বর্গ অহঙ্কারী সাধকের স্বপ্ন ব কল্পনা প্রসূত হইবে। যাহা হৌক ইহাতে শিক্ষার বিষয় আছে।

একদিন একজন শিষ্যের কোন অপরাধ হইয়াছিল। সে তাহাতে লজ্জিত হইয়া জনিদের নিকট হইতে প্রস্থান করে, ও দীর্ঘকাল পলায়িত ভাবে থাকে। একদা জনিদ বন্ধুগর্গসহ বাজারের পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, তথায় তিনি সেই শিষ্যকে দেখিতে পাইলেন। শিষ্য দৌড়িয়া যাইতে পথ ভুলিয়া গেল। মহর্ষি বন্ধুদিগকে বলিলেন "তোমরা কুটীরে চলিয়া যাও, আমার একটি পক্ষী পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছে, তাহাকে ধরিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি শিষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। শিষ্য পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টি করিয়া মহর্ষি আসিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলিল, পরে এমন স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল যে আর পথ নাই, সম্মুখে প্রাচীর। সে লজ্জায় প্রাচীরে মুখ স্থাপন করিয়া রহিল, এবং বলিল "আর্য্য, কোথায় যাইতেছেন।" তিনি বলিলেন "যেখানে শিষ্যের সম্মুখে প্রাচীর সেখানে যাইতেছি, সেস্থানে গুরু তাহার প্রয়োজনে আসিবে। তাহাকে পুনর্ব্বার কুটীরে লইয়া যাইতে হইবে। প্রাচীর তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবে।

জনিদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি বন্ধুদিগকে এক ভোজ দেন। পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করেন, এবং কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সত্তর প্রবচন পর্য্যন্ত পাঠ করেন। যখন প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত, আত্মীয় জনেরা বলিলেন "আল্লা বল" তিনি কহিলেন "আমি বিস্মৃত হই নাই, যে স্মরণ করাইয়া দিবে।" পরে "তস্‌বি" (নামজপ) করিতে লাগিলেন, এবং বিস্‌মল্লা আর্ রহমন্ আর্ রহিম।" বলিয়া নেত্র নিমীলনপূর্ব্বক প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। কথিত আছে তাঁহার শব প্রক্ষালন করিবার সময় চক্ষু উন্মীলন করিয়া জলসেক করিবার উপক্রম করিলে যিনি স্নান করাইতেছিলেন তিনি এই দৈববাণী শ্রবণ করেন "আমার সখার নেত্রে হস্তার্পণ করিও না, আমার নাম উচ্চারণ করিয়া এই চক্ষু নিমীলিত হইয়াছে, আমার দর্শন লাভ ব্যতীত ইহা উন্মীলিত হইবে না।" তস্‌বিযোগে সঙ্কুচিত অঙ্গুলি প্রসারিত করিবার উপক্রম করিলে এই ধ্বনি হইয়াছিল, "আমার নামজপে যে সকল অঙ্গুলি বদ্ধ হইয়াছে, আমার আজ্ঞাব্যতীত তাহা উন্মুক্ত হইবে না।"

উক্তি।

সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে যেরূপ ঈশ্বরের ছিলে তদ্রূপ ঈশ্বরের হইয়া থাকা প্রকৃত নির্ভর।

পূর্ব্বে প্রকৃত নির্ভর ছিল, এইক্ষণ নির্ভরের স্থান ফলাফল জ্ঞান অধিকার করিয়াছে।

উপার্জ্জন করা হউক বা না করা হউক, ঈশ্বর যে জীবিকাদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাতে অন্তরের স্থিরতা হওয়াই নির্ভর।

অন্তরস্থ অবিচলিত জ্ঞানকে বিশ্বাস বলে, কোন অবস্থায়ই তাহার পরিবর্ত্তন বা অভাব হয় না।

বিশ্বাস তাহাকে বলে যে উপজীবিকার জন্য চেষ্টা করিবেনা, তজ্জন্য ভাবনা করিবে না, ঈশ্বর যে জ্ঞান তোমাকে দিয়াছেন তাহার ব্যবহারে নিযুক্ত থাকিবে তাহা হইলে বিশ্বাস তোমার উপজীবিকা তোমার নিকটে উপস্থিত করিবে।

কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ, বিপদ্‌কে সম্পদ্ গণ্য করা সন্তোষ।

ভাব এরূপ পদার্থ যে অন্তরে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু স্থায়ী হয় না।

প্রেরিতদিগের উক্তি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সংবাদ, সাধুদিগের উক্তি দর্শনের আভাস।

যাহার অন্তর শুদ্ধ নয়, তাহার কোন কার্য্য শুদ্ধ হয় না।

সুফি (পবিত্রাত্মা ঋষি) মৃত্তিকাবৎ, তাঁহার উপর সমুদায় জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তাঁহা হইতে সমুদায় কল্যাণ বহির্গত হইয়া থাকে।

যিনি সংসারে নির্লিপ্ত তিনিই সুফি। যোগেতে ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন, মত্ততায় সঙ্গীত শ্রবণ, অধীনতায় কার্য্য করা সুফীর ধর্ম্ম। সুফীর হৃদয় ইব্রাহিমের হৃদয়ের ন্যায় সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত; তাঁহার আত্মসমর্পণ এস্‌মাইলের আত্মসমর্পণের ন্যায়; তাঁহার অনুতাপ দাউদের অনুতাপের ন্যায়; তাঁহার দীনতা ঈশার দীনতার ন্যায়; সহিষ্ণুতা যোবের সহিষ্ণুতার ন্যায়; অনুরাগ মুসার অনুরাগের ন্যায়; উপাসনা কালের প্রেম মহম্মদের প্রেমের ন্যায়।

ঈশ্বরে যাঁহাদের অবস্থিতি তাঁহারাই সুফি।

নিজের ভার অন্যের উপর অর্পণ না করা, ও অকাতরে দান করা পুরুষত্ব।

প্রায়শ্চিত্তের তিনটি ভাব, প্রথম আত্মগ্লানি, ২য় পুনর্ব্বার পাপ না করার চেষ্টা, তৃতীয় আত্মাকে শুদ্ধ করা।

শরীরযোগে যাহার জীবন প্রাণের বিয়োগে তাহার মৃত্যু, ঈশ্বরেতে যাঁহার জীবন তিনি শারীরিক জীবন হইতে সত্য জীবনে গমন করেন।

যে নেত্র ঈশ্বরের শাসনাধীন থাকিয়া দৃষ্টি করে না, তাহা অন্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ, যে জিহ্বা ঈশ্বর প্রসঙ্গে রত নহে, মূক হওয়া শ্রেয়ঃ, যে কর্ণ সত্য শ্রবণে প্রবৃত্ত নয়, তাহা বধির হওয়া শ্রেয়ঃ, যে দেহ ঈশ্বরের সেবায় আসিল না, তাহার পতন শ্রেয়ঃ।

যে জন স্বকার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহার পদস্খলন হয়; যে জন সম্পদে হস্তক্ষেপ করে, তাহার পতন হয়; যে জন ঈশ্বরেতে হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উন্নত ও গৌরবান্বিত হয়েন।

ঈশ্বর তাঁহার দাসকে দুই প্রকার বিদ্যায় বিদ্বান্ দেখিতে চাহেন, এক সাধনা তত্ত্ববিদ্যা, ২য় ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ববিদ্যা, অন্য বিদ্যা সংসারিক সুখভোগের জন্য।

আবরণ ত্রিবিধ, পশুজীবন, জীব, সংসার। এই তিন সাধারণ আবরণ। বিশেষ আবরণ, সাধনার প্রতি দৃষ্টি, সৎকার্য্যের পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি, অলৌকিক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি।

বিনিময়ের জন্য যে প্রেম, বিনিময়ের অভাবে সেই প্রেমের অভাব হয়।

যে দুইজন পরস্পরকে হে "আমি" বলিয়া থাকেন, এমন দুই জনের হৃদয়েই প্রকৃত প্রেম স্থান পাইয়াছে।

একান্ত অনুপম অনুরাগই প্রেম।

ঈশ্বরের পথে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতি প্রেম লাভ করা যায় না।

প্রেমিক লোকেরা নির্জনে ও স্তব স্তুতিতে এমন সকল কথা বলেন যে সাধারণ লোকে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করে, সাধারণ ব্যক্তি সেই

সকল উক্তি শ্রবণ করিলে প্রেমিকদিগকে "কাফের" বলিতে বাধ্য হয়।

দর্শন নিমগ্ন হওয়া, ভাবাবেশ আত্মবিলাপ।

দর্শনে ঈশ্বরত্বের স্থিতি, নরত্বের বিনাশ। অর্থাৎ সেই অবস্থায় তুমি আপনাকে কিছুই দেখিবে না।

কোন পদার্থকে স্বরূপতঃ দর্শন করাই সেই পদার্থের দর্শন।

সময় চলিয়া গেলে তাহা ফিরিয়া পাইবে না। কোন বস্তু সময় অপেক্ষা প্রিয় নহে।

যদি সাধু সহস্র বৎসর ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী থাকিয়া এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সে এক মুহূর্ত্তে তাঁহার যে ক্ষতি হইল, সেই সহস্র বৎসরে যাহা লাভ করিয়াছিল তদপেক্ষা অধিক।

প্রত্যহ সাধুর চল্লিশ বার ভাবান্তর হয়, এবং অসাধু চল্লিশ বৎসর এক ভাবে জীবন যাপন করে।

যে ঘটনায় অসত্য না বলিলে রক্ষা পাওয়া যাইবে না এরূপ জানিয়াও যিনি সত্য বলেন তাঁহারই যথার্থ সত্যনিষ্ঠা।

সহিষ্ণুতার পূর্ণতা নির্ভর। ঈশ্বরের উক্তি, যথা;—"সহিষ্ণু ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর স্থাপন করে।"

তিক্ত ভক্ষণ করিয়া মুখ তিক্ত না করা সহিষ্ণুতা।

তাপস বায়েজিদ বস্তামী।

তাপস বায়েজিদ তপস্বিকুলের শিরোভূষণ ছিলেন। তাঁহার জলন্ত প্রেম বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের জীবন ছিল। বাল্যকাল হইতে তিনি জ্ঞানান্বেষী শুদ্ধচরিত্র ছিলেন। তত্ত্ববিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি ঈশ্বরের ভাবে ও মত্ততায় সর্ব্বদা বিহ্বল থাকিতেন। বায়েজিদ মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত বস্তাম প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তঁহার পিতামহ একজন পৌত্তলিক ও পিতা ধার্ম্মিক মুসলমান ছিলেন। শৈশব কালে তিনি পিতৃহীন হয়েন। তাঁহার জননী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা

ছিলেন। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তিনি জননী কর্তৃক ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে একজন ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষকের নিকট প্রেরিত হয়েন। একদিন পাঠশালায় তিনি কোরাণোক্ত এই প্রবচনটি পাঠ করেন, "আমাকে এবং পিতা মাতাকে ধন্যবাদ দেও।" ইহা পড়িয়াই শিক্ষকের নিকটে অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, শিক্ষক তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। তখন সেই বচনের ভাব তাঁহার অন্তরকে বিশেষ রূপে আন্দোলিত করিয়া তোলে। তৎক্ষণাৎ তিনি গুরুকে বলেন যে "জননীর নিকটে কিছু বলিবার আছে, আমাকে গৃহে যাইতে অনুমতি করুন।" বায়েজিদ এই বলিয়া অধ্যাপক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে চলিয়া আসেন। মাতা সস্নেহ বাক্যে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন "অদ্য একটি প্রবচন পাঠ করিয়াছি যে ঈশ্বর বলিয়াছেন তাঁহার এবং তোমার সেবা করি। কিন্তু আমি ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে দুই প্রভুর সেবা করিতে পারিব না, হয় ঈশ্বর হইতে তুমি আমাকে চাহিয়া লও, আমি চির জীবন তোমার হইয়া থাকি, নয়, ঈশ্বরের কার্য্যে আমাকে সমর্পণ কর, আমি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহারই দাস হই।" জননী বলিলেন "বৎস! আমি তোমাকে পরমেশ্বরের সেবাতে অর্পণ করিলাম, আমার সম্বন্ধে তোমার কিছুই কর্ত্তব্য রহিল না, আমার স্বত্ব আমি ছাড়িয়া দিলাম। যাও, তুমি সেই প্রভুর ভৃত্য হও।"

বায়েজিদ জননীর মুখে এই অনুজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বস্তাম হইতে বহির্গত হয়েন। ত্রিশ বৎসর ক্রমাগত তপোবনে অনিদ্রায় অনশনে কঠোর সাধনা করেন এবং একশত তেরজন ঋষির সহবাসে থাকিয়া তাঁহাদের হইতে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি সাধু সহবাসে ও সাধু সেবায় অত্যন্ত বিনয় ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই একশত তের জন সাধুর মধ্যে মহর্ষি সাদেক একজন। একদা সাদেকের নিকটে তিনি বিনীত ভাবে বসিয়া আছেন, তখন সাদেক বলিলেন "বায়েজিদ! তাক হইতে অমুক পুস্তক খানা লও" শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ তাক হইতে?" সাদেক বলিলেন "বহুকাল যাবৎ তুমি আমার নিকটে আছ, পুস্তকের তাক দেখ নাই, আশ্চর্য্য!" বায়েজিদ বলিলেন "আর্য্য! তবারা

আমার কি প্রয়োজন যে তোমার সাক্ষাতে আমি মস্তক উন্নত করিব। আমি এখানে কিছু দেখিয়া বেড়াইবার জন্য আসি নাই।" সাদেক বলিলেন "যদি তাহাই হয়, যদি তোমার অন্তরের এই রূপই ভাব, তবে বস্তামে চলিয়া যাও, সাধনা পূর্ণ হইয়াছে।"

বায়েজিদ বহু বৎসর সাধনার পর উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া জননীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বস্তামে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যূষে তিনি গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তখন জননী এই ভাবে প্রার্থনা করিতেছিলেন "প্রভো! আমার দুঃখী পুত্রের মঙ্গল কর, সাধু পুরুষদিগের হৃদয় তাহার প্রতি প্রসন্ন রাখ, এবং তাহার জীবনকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ কর।' গর্ভধারিণীর এই প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়েজিদ কাঁদিয়া উঠিলেন এবং দ্বারে আঘাত করিয়া মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন "জননি! তোমার সেই দুঃখী পুত্র উপস্থিত।" মাতা দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাছা! এত বিলম্বে কেন আসিলে? তোমার বিচ্ছেদে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি যে অন্ধ হইয়াছি, শোকের গুরুভার বহনে পৃষ্ঠ কুব্জ হইয়াছে।"

বায়েজিদ বলিয়াছেন "পূর্ব্বে যাহাকে আমি গৌণ কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, পরে তাহাই আমার সম্বন্ধে মুখ্য কার্য্য হয়। সেই কার্য্য জননীকে প্রসন্ন রাখা। কঠোর তপস্যাতে আমি যাহা অন্বেষণ করিতাম, তাহা এক জননীর সেবাতে লাভ করিয়াছিলাম।" একদা রজনীতে মাতা জল চাহিয়াছিলেন। বায়েজিদ সোরাহিতে জল পাইলেন না, কলস অনুসন্ধান করিলেন, তাহাতেও জল ছিল না। পরে নদীতে যাইয়া জল লইয়া আইসেন। ইতিমধ্যে জননী নিদ্রাগতা হয়েন। বায়েজিদ হস্তে সোরাহি ধারণ করিয়া নিকটে উপস্থিত থাকেন। অনেকক্ষণ পরে মাতা জাগরিত হইয়া জল পান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। অত্যন্ত হিমের রাত্রি ছিল, সোরাহি সেই ভাবে বায়েজিদের হাতে ধরা ছিল বলিয়া হাত হিমে অবশ হইয়া গিয়াছিল। জননী বলিলেন "কেন জলপাত্র হস্ত হইতে রাখিয়া দেও নাই?" বায়েজিদ বলিলেন "মাতঃ! ভয় হইয়াছিল যে তুমি জাগরিত হইবে ও জল পাইবে না।"

উপাসনামন্দির বায়েজিদের বাস গৃহ হইতে চল্লিশ পদ ভূমি অন্তরে ছিল, তিনি সেই উপাসনালয়ের সম্মানের জন্য তথায় গমনাগমন কালে কখন পথে থুক ফেলিতেন না। বায়েজিদ মক্কা যাত্রা করিয়া প্রতিপদ নিক্ষেপে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বার বৎসরে তথায় উপনীত হয়েন। তিনি বলিয়াছেন যে " এই দ্বার কোন পার্থিব রাজার নয় যে একেবারে তাহাতে প্রবেশ করা যাইতে পারে। উহা ব্রহ্মাণ্ডপতির মন্দিরের দ্বার, তাহাতে অনেক সাধনা করিয়া প্রবেশ করিতে হয়।" তিনি মক্কা দর্শন করিয়া সে যাত্রায় আর মদিনাতে গমন করেন না। দেশে ফিরিয়া আসেন। অন্য বৎসর মদিনার যাত্রিক হয়েন। এক যোগে এক সাধনাতে দুই মহাতীর্থ দর্শন করা তিনি অনুচিত মনে করিয়াছিলেন। মক্কা তীর্থে যাইবার সময়ে তাঁহার তপঃ প্রভাব দেখিয়া পথে বহুসঙ্খ্যক লোক তদীয় সঙ্গী হইয়াছিল।

বায়েজিদ বলিয়াছেন যে " বার বৎসর পর্য্যন্ত আমি জীবন দর্পণ গঠনে নিযুক্ত ছিলাম। জীবনকে সাধনার অগ্নিভাণ্ডে রাখিয়া অনুতাপ রূপ উগ্র অনলে তাহাতে তাপদান করিয়াছিলাম। অনেক প্রক্রিয়ার পর দর্পণ প্রস্তুত হইল। নানা প্রকার যোগ ও তপস্যায় সেই দর্পণকে পরিমার্জ্জিত রাখিতে লাগিলাম। পরে এক বৎসর নিজের প্রতি গূঢ় দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম যে সাধনাভিমানের সুদৃঢ় উপবীত স্কন্ধে ঝুলিতেছে। পাঁচ বৎসর চেষ্টা করিয়া সেই উপবীত ছিন্ন করিলাম। তখন জীবনে বিনয়ের নবীন দীপ্তি প্রকাশ পাইল।"

বায়েজিদ চল্লিশ বৎসর ধর্ম্ম মন্দিরের প্রান্তে বাস করেন। তখন ভজনালয়ের জন্য, বাসভবনের জন্য এবং গৃহে উপাসনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন। বহুকাল তিনি শয্যাতে পৃষ্ঠ স্থাপন করেন নাই। মস্‌জিদের বা পান্থশালার প্রাচীর হেলান দিয়া বিশ্রাম ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে "একটী ধূলিকণিকাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে যে বায়েজিদ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।" তিনি বলিয়াছেন যে "অনেক কাল আত্মালোচনা করি, গূঢ়রূপে দৃষ্টি করিয়া দেখি যে দাসত্ব ও প্রভুত্ব উভয়ই ঈশ্বর হইতে। বহুকাল পরমেশ্বরকে আহ্বান করি, যখন নিগূঢ় দৃষ্টি করিলাম, দেখিতে পাইলাম যে তিনিই আহ্বানকারী, আমি আহূত।"

মহর্ষি জোলন্নুন্ এক শিষ্যকে বায়েজিদের নিকটে পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন "বায়েজিদ! প্রান্তরে সমুদায় রাত্রি ঘুমাইলে, এদিকে যাত্রিক দল যে চলিয়া গেল।" তিনি প্রত্যুত্তরে শিষ্যকে বলেন "জোলন্নুন্‌কে যাইয়া বল যে যিনি সমস্ত রাত্রি নিদ্রা ভোগ করেন ও প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যাত্রিক দলের পহুঁছিবার পূর্ব্বে গম্য স্থানে উপনীত হয়েন, তিনিই সৎপুরুষ।" জোলন্নুন্ ইহা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলনে "তাঁহার স্বস্তি হউক আমি এই সংসার প্রান্তরে এরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারি নাই, তিনি পারিয়াছেন।"

মহাত্মা আবুমুসা বায়েজিদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "সাধনার পক্ষে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা কাঠিন্য কি দেখিতেছ?" তিনি বলিলেন "বহুকাল নিজে কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া ঈশ্বরের মন্দিরে হৃদয়কে রাখিতে পারি নাই, সে থাকিতে চাহিত না, রোদন করিত, যখন ঈশ্বরানুকূল্য অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে তথয়ায় লইয়া গেল, সে হাসিতে লাগিল।"

মহর্ষি ইয়হা বায়েজিদকে লিখিয়াছিলেন যে "যে ব্যক্তি প্রেমমদিরা পান করেন এবং চিরমত্ত, তাঁহার সম্বন্ধে তুমি কি বল?" বায়েজিদ উত্তর লিখেন যে "এস্থানে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি দিবা রজনী অনন্ত প্রেমের নদীকে চালাইতেছেন।" ইয়হা পুনর্ব্বার লিখেন যে "তোমার সঙ্গে আমার নিগূঢ় কথা বলিবার আছে, যদি তোমার জন্য এবং আমার জন্য স্বর্গ নিকেতন ও কল্পতরুর ছায়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে সেস্থানে বসিয়া সে কথা হইবে।" তিনি সেই পত্রিকার সঙ্গে এক খণ্ড রুটীও পাঠাইয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে বায়েজিদ যেন এই রুটিকা খণ্ড ব্যবহার করেন, ইহা পবিত্র জম্‌জম্ কূপের জলে প্রস্তুত করা গিয়াছে। বায়েজিদ এই পত্র ও রুটিকা প্রাপ্ত হইয়া ইয়হার গূঢ় উক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া এই উত্তর লিখেন "যেখানে ঈশ্বর প্রসঙ্গ হয় সেই স্থানেই স্বর্গ ও তথায়ই কল্পতরুর ছায়া। আমি রুটিকাখণ্ড ব্যবহার করিলাম না, যেহেতু উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহা জম্‌জমের পুণ্যজলে প্রস্তুত, কিন্তু বলা হয় নাই যে কি প্রকার শস্যচূর্ণে নির্ম্মিত হইয়াছে।" ইহা পাঠ করিয়া ইয়হার মনে বায়েজিদকে দেখিবার আগ্রহ জন্মে ও তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে

ষান। ইয়হা বলিয়াছেন যে "নৈশিক উপাসনার সময়ে আমি তাঁহার আশ্রমপদে উপনীত হই। তখন মহর্ষির বিরক্তির কারণ হইতে ইচ্ছা করিলাম না। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না এই স্থির করিয়াছিলাম। পরে শুনিতে পাইলাম মহর্ষি কুটীরে নাই। শ্মশান ভূমিতে সাধনায় নিযুক্ত আছেন। গোর স্থানে গেলাম। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলাম, তিনি সেখানে গভীর রূপে ঈশ্বরের ভাবে নিমগ্ন ছিলেন। সমুদায় রাত্রি উপাস্য দেবের সঙ্গে কথোপকথনে ও আদান প্রদানে যাপন করিলেন। প্রত্যূষে তিনি উপাসনার শেষ স্তোত্র পাঠ করিলে পর আমি যাইয়া তাঁহাকে সেলাম করিলাম। তখন তিনি প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া অনেক গভীর তত্ত্বের প্রসঙ্গ করেন। তিনি আমাকে এরূপ বলেন " ইয়হা! আমার লজ্জা হয় যে ঈশ্বরকে জানি বলিয়া ব্যক্ত করি, বাস্তবিক তিনি ব্যতীত তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। তাঁহার পরিচয় তিনিই রাখেন, আমি কে? ইয়হা, এই সার কথা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না।"

একদা রজনীতে বায়েজিদ গোরস্থান হইতে আসিতেছিলেন। পথে এক দুশ্চরিত্র যুবক বাদ্য যন্ত্র বাজাইয়া আমোদ করিতেছিল। বায়েজিদ তাহার নিকট দিয়া " ঈশ্বর মহান্ ও তিনি নিত্য" এই ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। যুবক তাহাতে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া মহর্ষির মস্তকে দ্বারা সবলে আঘাত করে। সেই আঘাতে মস্তক ও বাজা উভয়ই ভগ্ন হইয়া যায়। তখন মহর্ষি বিনীতভাবে চলিয়া আসেন। পর দিন প্রত্যূষে ভৃত্যের হস্তে বাদ্যযন্ত্রের মূল্য ও এক থাল মিষ্টান্ন যুবকের নিকটে পাঠাইয়া দেন এবং যুবককে সানুনয়ে অনুরোধ করেন যে, গত রাত্রিতে আমার মস্তকে বাজা ভাঙ্গিয়াছ এই মুদ্রা লও; ইহা দ্বারা অন্য বাজা ক্রয় কর এবং এই মিষ্টান্ন ভক্ষণ কর, মিষ্টান্নের রসে ক্রোধের তিক্ততা চলিয়া যাইবে।" যুবক এই ব্যাপার দেখিয়া কাঁদিয়া আসিয়া ঋষির চরণে পড়িল এবং অনেক অনুতাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

এক দিন বায়েজিদ শিষ্যবর্গ সঙ্গে করিয়া এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাই-

[illegible] একটি কুকুর

উপস্থিত হয়। মহর্ষি স্বয়ং বাহির হইয়া কুকুরকে পথ মুক্ত করিয়া দেন। এক শিষ্যের মনে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয়। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে পরমেশ্বর মনুষ্যকে জীব শ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে মহর্ষি ঋষিশ্রেষ্ঠ। নিজের এই প্রকার সম্মান সত্ত্বে উন্নত শিষ্যগণের সাক্ষাতে তিনি একটি কুকুরকে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলেন, এই কি ব্যাপার? বায়েজিদ ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "বৎসগণ! এই সারমেয় ইঙ্গিতে আমাকে এই কথা জানাইল যে আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে কুকুরের চর্ম্ম পরিধান করিলাম, তোমাতে বা কি অধিক গুণ যে তুমি মহর্ষির পরিচ্ছদ ধারণ করিলে?" ইহা আমার অন্তরে কিছু লাগিল। এজন্যই কুকুরকে রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া সম্মান করিলাম।"

বস্তাম নিবাসী একজন সাধক অনেক কাল মহর্ষি বায়েজিদের সহবাসে ছিলেন। তিনি এক দিন তাঁহাকে নিবেদন করেন "আর্য্য! আমি ত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রতিদিন রোজা (উপবাসব্রত) পালন ও রাত্রি জাগরণ করিয়া তপঃ সাধন করিতেছি। কিন্তু তুমি যে গূঢ় তত্ত্ব বিদ্যার উপদেশ দানকর, এপর্য্যন্ত তাহার আভাস ও জীবনে পাইতেছি না। ইহার কারণ কি?" মহর্ষি বলিলেন "ত্রিশ বৎসর কেন যদি ত্রিশ শত বৎসর এইরূপে রোজা পালন ও উপাসনা কর এবং এইক্ষণ যে অবস্থায় আছ, এই অবস্থায়ই থাক কোন পরিবর্ত্তন না কর, তাহা হইলে সেই তত্ত্বের এক বিন্দু সৌরভ ও জীবনে লাভ করিতে পারিবে না।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" মহর্ষি বলিলেন "তুমি আপন জীবনকে এক প্রকার আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ, তজ্জন্য।" যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কোন প্রতিবিধান আছে?" মহর্ষি উত্তর করিলেন "আমার নিকটে ঔষধ আছে, কিন্তু তাহা তুমি গ্রহণ করিবে না।" সেই সাধক বলিলেন "গ্রহণ করিব বৈকি, আমি বহুবৎসর হইতে উহারই অন্বেষণকারী।" মহর্ষি বলিলেন "আচ্ছা যাও, মস্তক মুণ্ডন কর, সৌন্দর্য্য উদ্দীপক যাহা কিছু আছে, অঙ্গ হইতে উন্মোচন কর! এই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কোমরে কম্বল বাঁধ। নগরের এই প্রকাশ্য

পল্লীতে (যেখানে তোমাকে সকল লোকে উত্তম রূপে চিনে) যাইয়া বস। কতক গুলি ক্রীড়ার দ্রব্য নিকটে রাখ। বালকবৃন্দকে আহ্বান করিয়া একত্র কর এবং বল যে আমাকে একবার গলায় ধাক্কা মারিবে তাহাকে একটী খেলনা দিব, দুইটী ধাক্কা মারিলে দুইটী দিব। পরে শহর ভ্রমণ কর। এবং সেই রূপে শিশুদিগের দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্র পাইতে থাক। এবং অমুক গ্রামে (যেখানে তোমার অধিকতর অপমান হইবে) যাইয়া অবস্থান কর। এই তোমার সম্বন্ধে মহৌষধ।" সে ব্যক্তি ঔষধের এই প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন "সোব্‌হান্ আল্লা" (পবিত্র পরমেশ্বর)। তখন মহর্ষি বলিলেন "একজন কাফের এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিলে, ধর্ম্মবিশ্বাসী হয়। কিন্তু তুমি এই বাক্যে ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী হইলে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কেমন করিয়া হইল?" মহর্ষি বলিলেন "সোব্‌হান্ আল্লা।" এই মহাবাক্য এরূপে উচ্চারণ পূর্ব্বক তুমি আপনার গৌরব প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বরকে অগৌরবান্বিত করিলে।" তখন তিনি বলিলেন "আমি তোমার এই প্রকার ঔষধ সেবন করিতে পারিব না। তুমি অন্যকে যাইয়া উপদেশ দান কর।" মহর্ষি বলিলেন "ইহাই মহৌষধ, তুমি গ্রহণ না করিতে পার।"

বায়েজিদের প্রতিবেশী এক দরিদ্র অগ্নিপূজকের একটি স্তন্যপায়ী শিশু ছিল। শিশুটি সমুদায় রাত্রি অন্ধকার দেখিয়া কাঁদিত। তাহার জননী দীপ জ্বালিয়া রাখিতে সমর্থ ছিল না। মহর্ষি প্রত্যেক রাত্রিতে সেই অগ্নিপূজকের গৃহে দীপ লইয়া যাইতেন, তাহাতে বালক কিয়ৎক্ষণ সুস্থির হইয়া থাকিত। বালকের জনক বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলে, প্রসূতি মহর্ষির বিবরণ তাহাকে নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া সে বলিল "যখন মহর্ষির জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়াছে, তখন আর অন্ধকারে থাকিব না।" এই বলিয়া সে অগ্নির উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমান হইয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইল।

একদা মহর্ষি বায়েজিদ একজন আচার্য্যের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইতি মধ্যে আচার্য্য বলিলেন "বায়েজিদ! তুমি কোন ব্যবসায় কর না, কাহার নিকটে কিছু প্রার্থনাও রক না,

কোথা হইতে জীবিকা লাভ কর?" মহর্ষি বলিলেন "সুস্থির হও; উপাসনা ভঙ্গ হয়।" পরে বলিলেন "যিনি জীবিকাদাতাকে জানেন না, তাঁহার অনুসরণ করিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য নয়।"

একদা বায়েজিদ ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। কতক্ষণ পরে নেত্র উন্মীলন করিলে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথায় ছিলে?" তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের মন্দিরে ছিলাম।" আগন্তুক বলিল "আমি তো এই মাত্র মন্দির হইতে আসিলাম, তোমাকে সেখানে দেখি নাই।" মহর্ষি বলিলেন "আমি মন্দিরের যবনিকার অন্তরালে ছিলাম, তুমি বাহিরে ছিলে। বাহিরের লোক ভিতরের লোককে দেখিতে পায় না।"

এক ব্যক্তি আসিয়া মহর্ষিকে বলিয়াছিল যে "তুমি নিজের মনকে বিশুদ্ধ কর, আমি তোমার সঙ্গে একটী কথা বলিব।" তিনি বলিলেন "ত্রিশ বৎসর যাবৎ পরমেশ্বরের নিকটে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ চাহিতেছি, এইক্ষণ পর্য্যন্ত পাইলাম না। তোমার জন্য আমি এই মুহূর্ত্ত কোথা হইতে হৃদয়কে শুদ্ধ করিয়া আনিব?"

যদি কোন দিন মহর্ষি জীবনে কোন ক্লেশ সঙ্ঘটন না দেখিতেন, ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন করিতেন "প্রভো! রুটিকা দান করিলে, রুটিকার উপকরণ দাও।"

যখন কেহ পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিত, তখন মহর্ষির মুখ আহ্লাদে প্রফুল্ল হইত। তিনি স্থিরভাবে থাকিতেন। যখন তাঁহার নিজের গুণ সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ হইত, বিরক্তি প্রকাশ করিতেন ও চলিয়া যাইতেন এবং বলিতেন "হইয়াছে হইয়াছে যথেষ্ট হইয়াছে।"

এক শিষ্য এক দিন ঋষিকে বলিয়াছিলেন যে "ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে সে তাঁহার উপাসনা করে না।" ঋষি বলিলেন "তাঁহার সম্বন্ধে আমি আশ্চর্য্যান্বিত, যে তাঁহাকে জানে ও তাঁহার উপাসনা করে। অর্থাৎ ইহা আশ্চর্য্য যে কেহ তাঁহাকে জানিয়া মোহিত ও বিহ্বল না হইয়া সুস্থির ভাবে উপাসনা করিতে পারে।"

মহর্ষি নিজের সাধনার বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন, ষোড়শ বৎসর দ্বারে

দণ্ডায়মান ছিলাম। তখন আপনাকে নিতান্ত অশুচি ও অপবিত্র দেখিতেছিলাম, পরে সেই পরমাত্মীয়ের আত্মীয় হইলাম। বলিলাম ' প্রভো! তোমা ভিন্ন আমার কেহ নাই, যখন তুমি আমার আছ, আমার সকলই আছে।' তাঁহার প্রথম কৃপা অন্তরের আবর্জ্জন হইতে আমাকে মুক্ত করিল; তিনি নিষেধবিধি প্রচার করিলেন, যাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল, তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন। আমি তাঁহা ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার চাহিলাম না। পরে তাঁহার প্রত্যক্ষ ভাব সঞ্চারিত হইয়া আমাকে জীবিত করিল। মনে করিলাম আমি তাঁহাকে প্রেম করিতেছি; কিন্তু গূঢ় দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম যে তাঁহার ভালবাসা আমার ভালবাসা জন্মিবার পূর্ব্বে। সকলেই অনুষ্ঠানের সমুদ্রে ডুবিলেন, অর্থাৎ সকলে নিজের২ সাধনা দেখিলেন। আমি তাঁহার কৃপা দেখিলাম। সকল লোকে মৃতের নিকটে জ্ঞানশিক্ষা করিলেন, আমি সেই জীবন্ত পুরুষের নিকটে শিক্ষা করিলাম, যাঁহার কখন মৃত্যু হয় না। সকলে ঈশ্বরের সম্বন্ধে স্বয়ং কথা বলিতে লাগিলেন, আমি বস্তুতঃ ঈশ্বর হইতে বলিতে লাগিলাম। আমার পক্ষে বাহ্যজ্ঞান শিক্ষা অপেক্ষা ক্লেশকর কিছুই রহিল না।”

নিজের সাধনার বিশেষ বিবরণ তিনি এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন; বিশ্বাসনেত্রে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিলাম। তিনি এই সমুদায় সৃষ্ট পদার্থ হইতে আমাকে মহোচ্চ লোকে লইয়া গেলেন, এবং আপনার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ করিলেন। নানা বিচিত্র ভাব ও গভীর তত্ত্ব আমার নিকটে প্রকাশিত হইল, তিনি আপনার প্রতাপ ও মহিমা আমাকে প্রদর্শন করিলেন। আমি তাঁহা হইতে নিজের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিলাম, আপনার নির্ম্মলতা বিষয়ে গূঢ়রূপে আলোচনা করিলাম, আমার জ্যোতিঃ তাঁহার জ্যোতির নিকটে অন্ধকার, আমার মহত্ত্ব তাঁহার মহত্ত্বের নিকটে অকিঞ্চিৎকর, আমার সম্মান তাঁহার সম্মানের নিকটে অপ্রকাশিত দেখিলাম। সেখানে পূর্ণ নির্ম্মলতা ছিল, এখানে সম্যক্ মলিনতা। পরে দৃষ্টি করিয়া দেখি যে তাঁহার জ্যোতিতে আমার জ্যোতি। সত্য ও বিচারের চক্ষে নিরীক্ষণ করিলাম, দেখিলাম যে সমুদায় পূজা অর্চ্চনা তাঁহা হইতেই হয়, আমা হইতে নয়। পূর্ব্বে সংস্কার ছিল যে

আমিই পূজা করি। নিবেদন করিলাম, প্রভো! এ কি ব্যাপার? বলিলেন 'সমুদায় আমি, আমা ব্যতীত কিছুই নয়, তুমি মাত্র কার্য্য কর, কিন্তু তোমার করিবার শক্তি ও কার্য্য সিদ্ধি আমি। যে পর্য্যন্ত আমার সাহায্য তোমাতে অবতীর্ণ না হয়, তুমি উপাসনা করিতে পার না।' অনন্তর আমার বাহ্যদৃষ্টি ও আত্মদৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলেন। আপন স্বরূপের প্রকৃত কার্য্য দর্শন করিতে শিক্ষা দিলেন। আমাকে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত ও আপনার অস্তিত্বে জীবিত করিলেন। আপনার ঈশ্বরত্বকে আমার প্রিয় করিলেন। বস্তুতঃ তিনি আমাকে সত্যে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহা দ্বারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলাম, তাঁহাকে প্রকৃতরূপে দেখিলাম। সেইখানেই গৃহ করিলাম ও শান্তিভোগ করিতে লাগিলাম। অনিষ্টভাষী জিহ্বাকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখিলাম, অনিষ্টশ্রাবী শ্রবণকে রোধ করিলাম, ব্যবসায়িনী বিদ্যা পরিত্যাগ করিলাম, ইন্দ্রিয়দিগের পরাক্রম চূর্ণ করিলাম। ইন্দ্রিয়াদিসম্পর্কশূন্য হইয়া কিছুকাল স্থিতি করিলাম। আবার ঈশ্বরের দয়া অবতীর্ণ হইল। তিনি আমার অন্তরে প্রকৃত জ্ঞান প্রদর্শন করিলেন, আপন কৃপায় আমার জিহ্বার গঠন করিলেন, আপন জ্যোতিতে আমার চক্ষুর সৃষ্টি করিলেন; সমুদায় জগৎ তাঁহাতে দেখিলাম। যখন তাঁহার কৃপাপ্রদত্ত জিহ্বাযোগে তাঁহার স্তুতি করিলাম ও তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিলাম ও তাঁহার জ্যোতিতে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিলাম তখন বলিলেন 'বায়েজিদ! দেখ যখন সমুদায় নাই, তখন সমুদায় আছে, ইন্দ্রিয় নাই, ইন্দ্রিয় আছে।' বলিলাম প্রভো! ইহাতে অহঙ্কারী হই না। তোমা হইতে জীবন পাইয়াছি, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার যে নিবৃত্তি হইতেছে না। আমি যে তোমা ছাড়া হইয়া থাকিব, তাহা অপেক্ষা আমাকে আমা ছাড়া করিয়া রাখ, (বিনাশ করিয়া ফেল,) সেই ভাল। পরে বলিলেন 'এইক্ষণ পরিত্রাণবিধির প্রতি মনোযোগ কর। নিষেধ বিধির সীমাকে অতিক্রম করিও না তাহা হইলে তোমার যত্ন আমার নিকটে সফল হইবে।' আমি বলিলাম আমার এই বাসনা, আমার অন্তরের এই বিশ্বাস যে তোমার বন্দনাতে আমাকে তুমি নিয়োজিত করিলে আমার কল্যাণ হইবে;-

আমি স্বয়ং নিযুক্ত হইলে নয়। যদি তুমি আমাকে শাসন কর পাপ ও ক্ষতি হইতে উদ্ধার পাইব। জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইহা কাহার নিকটে শিক্ষা করিলে?' বলিলাম, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অপেক্ষা এ বিষয় জিজ্ঞাসাকারীই ভাল জানেন। যেহেতু তিনিই আকাঙ্ক্ষাকারী ও আকাঙ্ক্ষিত, তিনিই প্রশ্নকারী এবং উত্তর দাতা। যখন ভাব নির্ম্মল হইল, তখন হৃদয় প্রভুর প্রসন্নতার ধ্বনি শুনিতে পাইল। তিনি সন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন ও আমাকে উজ্জ্বল করিলেন। ইন্দ্রিয় ও শারীরিক মলিন ভাব হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করিলেন। জানিলাম আমি তাঁহাতেই জীবিত হইয়াছি ও তাঁহার করুণায় আনন্দের শয্যা হৃদয়ে প্রসারিত করিয়াছি। তিনি বলিলেন 'যাহা চাহিতে হয় চাও,' আমি বলিলাম প্রভো! তোমাকে চাহি। তুমি মহত্তোমহীয়ান্ পরম কৃপালু। আমি তোমা দ্বারা তোমার মধ্যে শান্তি লাভ করিব, আমাকে তোমা হইতে দূরে রাখিও না। তোমা ব্যতীত যাহা কিছু তাহা আমার নিকটে আনয়ন করিও না। কিছুকাল উত্তর দান করিলেন না। পরে গৌরবের মুকুট আমার মস্তকে অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন 'যে কিছু সত্য দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ তাহাই বলিতেছ ও অন্বেষণ করিতেছ।' আমি বলিলাম যদি দেখিয়াছি তোমা দ্বারাই দেখিয়াছি, যদি শ্রবণ করিয়াছি তোমা দ্বারা শ্রবণ করিয়াছি। প্রথমতঃ তুমি শুনাইয়াছ, পরে তাহার উপর প্রশংসা করিয়াছি। অনন্তর তিনি আমাকে নিজ মহিমাগুণে পক্ষ দান করিলেন। আমি তাঁহার মহত্ত্বের আকাশে উড্ডীন হইতে লাগিলাম। তিনি আমাকে দুর্ব্বল দেখিয়া ও আমার ব্যাকুলতা জানিয়া আপনার বলে বলীয়ান্ করিলেন, শোভাতে শোভিত করিলেন। একত্বের গৃহের দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করিলেন। যখন জানিলেন আমার ভাব তাঁহার ভাবের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, আপনার মন্দিরের একজন বলিয়া আমার নাম লিখিয়া রাখিলেন। আমি তাঁহার নিজের লোক বলিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিলেন। একত্ব প্রকাশ পাইল, ভিন্নতা চলিয়া গেল। বলিলেন 'যাহা আমার ইচ্ছা, তাহা তোমার ইচ্ছা হইল। তোমার বাক্য বিরোধী হইবে না, তোমার অহংভাব কেহ তোমাতে দেখিবে না।'

অনন্তর আমাকে তীক্ষ্ণ আঘাত করিলেন। আবার বাঁচাইলেন। পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড হইতে বিশুদ্ধ হইয়া বাহির হইলাম। অনুরাগের অশ্ব চালনা করিলাম। প্রার্থনা ব্যতীত আর লক্ষ্য সাধনের উপায় দেখিলাম না, মৌনভাব ব্যতীত উজ্জ্বল দীপ দেখিলাম না। বৈরাগ্যের শুভ্র বসন পরিধান করিয়া দেবলোকে স্থিতি করিলাম। এই হইল যে অন্তর বাহির সম্পূর্ণ রূপে মানবীয় ভাব হইতে মুক্ত হইয়া গেল। মনের দ্বার উন্মুক্ত হইল, সমুদায় অন্ধকার চলিয়া গেল। এমন এক জিহ্বা পাইলাম যাহাতে একত্ব ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। বস্তুতঃ এইক্ষণ আমার জিহ্বা তাঁহার অনুগ্রহের প্রশংসাতে, আমার হৃদয় তাঁহার জ্যোতিতে, চক্ষুঃ তাঁহার বিচিত্র সৌন্দর্য্যে গঠিত হইয়াছে। তাঁহার সাহায্যে কথা বলি, তাঁহার বলে ধারণ করি। তাঁহাতে জীবিত হইয়াছি, কখন মরিব না। যখন এই স্থানে উপনীত আছি, তখন আমার আকার ইঙ্গিত অনাদির দিকে, আমার সাধন ভজন অনন্তের দিকে, আমার জিহ্বা একত্বের জিহ্বা, আমার প্রাণ একত্বের প্রাণ। আমি আপন শক্তিতে বলিতেছি না যে বক্তা হইব, তিনি আপন ইচ্ছানুসারে আমার জিহ্বা চালনা করিতেছেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃত বক্তা তিনি, আমি নহি। এইক্ষণ আমাকে এরূপ উন্নত করিয়া বলিলেন 'লোকে তোমাকে দেখিতে চাহে।' আমি বলিলাম প্রভো! আমি চাহি না যে তাঁহাদিগকে দেখি। যদি তুমি আমাকে লোকের নিকটে উপস্থিত করিতে ভাল বাস, উপস্থিত কর। আমি অন্যথা করিতে পারি না। আমাকে তোমার অদ্বিতীয় ভাবে সজ্জিত কর, যখন লোকে আমাকে দেখিবে, তোমার রূপ দেখিবে, সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখিবে, আমি তাহার মধ্যে থাকিব না। আমার এই মনোরথ পূর্ণ করিলেন, এবং বলিলেন 'আমার প্রজাদিগের নিকটে এস।' এক পদ মন্দির হইতে বাহির হইলাম, দ্বিতীয় বারে পদস্খলন হইল। শব্দ শুনিতে পাইলাম 'আমার প্রেমের বন্ধুকে আমার নিকটে আনয়ন কর, সে আমা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, আমা ভিন্ন কোন পথ জানে না।' এইরূপ তিনি আপন জীবন সম্বন্ধে আরো অনেক বলিয়াছেন।

মহর্ষির প্রার্থনা ;—"প্রভো! আর কত কাল আমার এবং তোমার মধ্যে আমিত্ব ও তুমিত্ব থাকিবে? আমার আমিত্ব আমা হইতে দূর কর, তাহা হইলে সেই আমিত্ব কেবল তোমাতে থাকিবে, আমি কিছুই থাকিব না। পরমেশ্বর! যে পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমি আছি, সে পর্য্যন্ত আমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, এবং যখন আমি নিজের মধ্যে, তখন সর্ব্বাপেক্ষা নীচ। প্রভো! যদি আমাকে তোমায় একজন করিয়া লও, তোমার বন্ধুত্বের উচ্চ পদে স্থাপন কর, তোমার তত্ত্ব শ্রবণের অধিকারী কর, তাহা হইলে আমি যোগী হইতে চাহি না, জ্ঞানী হইতে চাহি না, কিছুই চাহি না। নাথ! তোমার সঙ্গে আমি আহার করিব, তোমা দ্বারা তোমাকে পাইব। প্রভো! উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তোমার বাক্য কি উত্তম!! পাপীর সম্বন্ধে তোমার উজ্জ্বল প্রবোধ বাণী কি মধুর! হা!! কি উন্নত ভাব যে মনুষ্য তাহা ব্যক্ত করিতে জানে না, জিহ্বা তাহার বর্ণনা জানে না, জীবন শেষ হয় তথাপি এই আখ্যায়িকার শেষ হয় না। প্রভো! আমি তোমাকে প্রেম করি ইহা আশ্চর্য্য নয়, যেহেতু আমি দাস, দুর্ব্বল, দীনহীন, ভিক্ষুক। আশ্চর্য্য এই যে তুমি প্রভু, সর্ব্বশক্তিমান্, মহৈশ্বর্য্যবান্ রাজা হইয়া আমাকে প্রেম কর। নাথ! আমি সমুদায় জীবনের সাধনার উল্লেখ করিতেছি না, রজনীর উপাসনার কথা ব্যক্ত করিতেছি না, সমগ্র জীবনের উপবাসব্রত গণনা করিতেছি না, পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের অধ্যয়ন সমাপ্তির বিষয়ও সংখ্যার মধ্যে আনয়ন করিতেছি না, প্রর্থনা স্তব স্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে বলিতেছি না। তুমি জান আমি ইহা কিছুই মনে করি না, এই যে উল্লেখ করিলাম অহঙ্কারেতে নয়, বরং এই জন্য বলিলাম যে যাহা করিয়াছি তজ্জন্য লজ্জিত আছি। তুমি যে অনুগ্রহের বস্ত্র দান করিয়াছ, তাহার নিকটে আমার এ সকল কিছুই নয়। বলিতে কি প্রভো! সত্তর বৎসর আমি কাফের থাকিয়া মস্তকের কেশ শুভ্র করিয়াছি, এই-ক্ষণ অরণ্য হইতে আসিলাম, এইক্ষণ আমি তোমার নাম করিতে শিক্ষা করিতেছি, এইক্ষণ আমি বিশ্বাসের পরিধির মধ্যে পদ নিক্ষেপ করিতেছি, এইক্ষণ জিহ্বাকে সাক্ষ্য দানে চালনা করিতেছি। তোমার কার্য্য হেতুর অধীন নয়, তোমার প্রসন্নতা তপস্যাতেও নয়। যাহা আমি করিয়াছি,

তাহা ধূলি মনে করি, আমা হইতে তুমি যাহা অন্যায় দেখিয়াছ, ক্ষমা কর। পাপের ধূলি প্রক্ষালন কর, যেন আমি তপস্যাজ্ঞান অর্থাৎ সাধনা করিয়াছি, এই জ্ঞানের কলঙ্ক হইতে মুক্ত হই।"

বায়েজিদ সমুদায় জীবন ঈশ্বরের নাম করিয়াছেন। প্রাণবিয়োগের সময়ও অবিশ্রান্ত ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়াছেন। অন্তিমকালে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন "প্রভো! এতকাল তোমাকে ডাকি নাই, যাহা কিছু ডাকিয়াছি, তাহা প্রেমশূন্য হৃদয়ে। তোমার সাধনাতে উদাসীন ছিলাম, এইক্ষণ ইহলোক হইতে যাত্রা করিতেছি, জানি না যে কেমন করিয়া তোমার সহবাস লাভ করিব।" ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিতে করিতে তাঁহার সহবাসে তিনি প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বায়েজিদ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের দৌহিত্র মহর্ষি সাদকের সমকালীন লোক ছিলেন। এতদ্বারা অনুমান হয় যে তিনি এগার শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি যে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

উক্তি।

হৃদয়ের মধ্যে এই ধ্বনি হইল "বায়েজিদ! আমার ভাণ্ডার নানা ধন রত্নে পরিপূর্ণ, যদি আমাকে চাও এরূপ কিছু লইয়া এস, যাহা আমার নাই।" আমি বলিলাম প্রভো! তাহা কি, যাহা তোমার নাই? উত্তর করিলেন "দীনতা।"

যাহা কিছু আমার, সমুদায় ঈশ্বরপ্রসাদে, আমার ক্ষমতায় নয়। "শুদ্ধ চেষ্টা যত্নে কিছুই লাভ হয় হয় না।" আমার নিকটে স্বর্গ মর্ত্ত্য অপেক্ষা এই বাক্যটির গুরুত্ব অধিক। কিন্তু তিনি ভাগ্যবান্ দাস, যিনি চলিতে থাকেন এবং অকস্মাৎ রত্নের ভাণ্ডারে উপস্থিত হয়েন ও ধনবান্ হইয়া যান।

প্রথমতঃ মক্কাতে যাইয়া একটি মন্দির দেখিলাম। দ্বিতীয়বারে মন্দিরের ভিতরে গেলাম ও মন্দিরের স্বামীকে দেখিলাম। তৃতীয়বার মন্দিরও

দেখিলাম না মন্দিরের স্বামীকেও দেখিলাম না। ঈশ্বরের ভিতরে এরূপ ডুবিয়া গেলাম যে কিছুরই জ্ঞান ছিল না, যাহা দেখিতেছিলাম, তাহা কেবল তিনি।

ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বলিয়াছি "প্রভো! এরূপ কর, এরূপ দেও।" যখন তাঁহাকে চিনিলাম, বলিলাম "নাথ! তুমি আমার হও এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

প্রাতঃকালে তাঁহারস্মরণে যে প্রেমপূর্ণ আ! শব্দটী আমার প্রাণ হইতে নির্গত হয়, সমুদায় জগতের সম্পদের সঙ্গে আমি তাহার বিনিময় করিতে প্রস্তুত নহি।

তিনি চাহেন যে আমাকে দেখেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাহি না। দাসেরই প্রার্থনা নাই।

যাঁহারা আমার নিকটে ছিলেন, তাঁহারা এক একটি বস্তু পাইয়া তাহাতে লিপ্ত হইলেন। আমি কিছুতেই লিপ্ত হইতে পারিতেছি না। সম্পূর্ণরূপে আপনাকে তাঁহাতে উৎসর্গ করিব, আপনাকে আর আপনার জন্য রাখিব না।

চল্লিশ বৎসর ঈশ্বরের নিকটে জগতের লোককে আহ্বান করিলাম, কেহ আহূত হইল না। তাহা হইতে বিমুখ হইয়া প্রভুর মন্দিরে গেলাম। দেখিলাম আমার আগমনের পূর্ব্বেই সে সকল লোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের দয়া আমার দয়া অপেক্ষা অধিক ছিল। পরমেশ্বর এক অনুগ্রহে সকলকে আপনার নিকটে উপস্থিত করিলেন।

এক দিন রাত্রিতে মনকে অন্বেষণ করিতেছিলাম, কিন্তু পাইলাম না। প্রাতঃকালে এই ধ্বনি শুনিলাম "বায়েজিদ! আমাকে ছাড়িয়া তুমি অন্য বস্তু কেন অন্বেষণ কর, মন দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন?"

তাহাকে মনুষ্য বলা যায় না যে অন্য পদার্থের অনুসরণ করে। মনুষ্য সেই যেখানে সে থাকে যাহাকে চাহে তাহাই তাহার নিকটে উপস্থিত হয়, যাহার সঙ্গে কথা বলে তাহা হইতেই উত্তর লাভ করে।

ঈশ্বর আমাকে এমন এক স্থানে লইয়া গিয়াছেন যে সমুদায় লোক দুইটী অঙ্গুলির ভিতরে দেখিতেছি।

প্রথম যোগী তিনি, যিনি ঈশ্বরের গুণকে আপনার মধ্যে আরোপ করেন।

অন্তরে এক ভাণ্ডার আছে, সেই ভাণ্ডারে এক মুক্তা আছে, তাহার নাম প্রেম। সেই মুক্তা যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার নাম ঋষি।

সকলে যদি অগ্নি দ্বারা আমার অন্তর দগ্ধ করে, আমি ধৈর্য্য ধারণ করিব। যেহেতু প্রেম করা আমার অঙ্গীকার, এইরূপ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই করি নাই।

যিনি সাধনা রূপ অস্ত্রে সমুদায় কামনার মস্তক ছেদন করেন ও যাঁহার নিজের আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ ঈশ্বরের প্রেমে অদৃশ্য হইয়া যায়। ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহাকেই প্রেম করেন, যাহা তাঁহার ইচ্ছা তাহাই কামনা করেন প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত কর্ম্মী তিনি।

পাপের জন্য এক অনুতাপ সহস্র তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আত্মাভিমান-যুক্ত তপস্যা অপেক্ষা পাপানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ।

অন্তরে ঈশ্বর দর্শনের এক বিন্দু মাধুর্য্যের নিকটে স্বর্গনিকেতনের লক্ষ অট্টালিকা তুচ্ছ।

তাঁহার বন্ধুতা বলবান্‌কে দুর্ব্বল করে, দুর্ব্বলকে বলবান্ করে।

ঋষি যখন মৌনভাবে থাকেন, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন, যখন চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া থাকেন, তখন ঈশ্বরের রূপ দেখেন।

শরীর সম্বন্ধে পদাতিক থাক, কিন্তু মনের উপর আরোহণ কর।

দাসের কিছুই না থাকা অপেক্ষা অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নয়। যখন না সাধনা, না বিদ্যা, না কর্ম্ম কিছুই নাই, তখন সমুদায় আছে।

সংসারে এমন কি পদার্থ আছে যে কেহ তাহা পরিত্যাগ করাকে লোকে একটা কার্য মনে করিবে।

ইহা অসম্ভব কথা যে কেহ ঈশ্বরকে চিনে, অথচ তাঁহাকে প্রেম করে না। প্রেমশূন্য ঈশ্বরপরিচয় কিছুই নয়।

তুমি নদীর শব্দ শুনিয়া জানিতে পাও, কি প্রকারে জলের স্রোতঃ চলিতেছে; সেই স্রোতঃ সমুদ্রে যাইয়া পঁহুছে ও তাহাতে স্থিতি করে। তাহার আগমন ও নির্গমনে সমুদ্রের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

তাঁহার ভৃত্য যে মুহূর্ত্ত সাংসারিক আবরণে আচ্ছন্ন হয় তখন তাঁহার পূজা ও তাঁহার সাধনা ছাড়িয়া দেয়। কেন না সংসারে মগ্ন হইয়া তাহার মৃত্যু হয়, মৃতব্যক্তি কি প্রকারে সাধনা করিবে?

যে ঈশ্বরকে জানে সে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য বিষয়ে জিহ্বাকে নিযুক্ত করিতে পারে না।

জ্ঞানী বলেন, আমি কি করিব? ঋষি বলেন তিনি কি করেন?

ঈশ্বর যাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করেন তাঁহাকে তিনটি স্বভাব দান করিয়া থাকেন, নদীর ন্যায় বদান্যতা, সূর্য্যের ন্যায় ঔদার্য্য, পৃথিবীর ন্যায় বিনয়।

হাজি লোকেরা শরীর দ্বারা মক্কার মন্দির প্রদক্ষিণ করে ও মক্কাবাস আকাঙ্ক্ষা করে; প্রেমিকগণ হৃদয়যোগে স্বর্গ লোক প্রদক্ষিণ করেন ও ঈশ্বরদর্শন অভিলাষ করেন।

বিদ্যার মধ্যে এমন বিদ্যা আছে যে বিদ্বান্ লোকেরা জানেন না, বৈরাগ্যের মধ্যে এমন বৈরাগ্য আছে যে বৈরাগীরা জানেন না।

এই সকল কথোপকথন, শব্দাড়ম্বর ও অস্থিরতা যবনিকার বাহিরে, যবনিকার ভিতরে নিস্তব্ধতা, স্থিরতা ও শান্তি।

সাধু কার্য্য অপেক্ষা সাধুলোকের সহবাস শ্রেষ্ঠ, অসৎকর্ম্ম অপেক্ষা অসৎ লোকের সঙ্গ মন্দ।

সাধনাতে সমুদায় কার্য্য করিবে, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের কৃপা দেখিবে, আপনার কার্য্যকে নয়।

ঋষি তিনি, যাঁহাকে কোন বিষয় মলিন করিতে পারে না, বরং যে মলিনতা তাঁহাকে স্পর্শ করে পরিষ্কার হইয়া যায়।

যন্ত্রণার অগ্নি তাঁহার উপর, যিনি ঈশ্বরকে জানেন না। কিন্তু ঈশ্বর-জ্ঞানী, অগ্নির সন্তাপক।

যিনি ঈশ্বরের সহবাসে আছেন, সমুদায় পদার্থ ও সমুদায় সম্পদ্ তাঁহারই। যেহেতু তাঁহার প্রভু সর্ব্বব্যাপী ও সকল পদার্থে ঈশ্বরের অধিকার।

যিনি ঈশ্বরজ্ঞানী বলিয়া আপনাকে পরিচিত করেন, তিনি মূর্খ। যিনি বলেন "আমি তাঁহাকে জানি না" তিনি জ্ঞানী।

যদি সমুদায় লোক তাহাদের ঐশ্বর্য্য তোমাকে অর্পণ করে, হর্ষিত হইও না। যদি সমুদায় দরিদ্রতা আসিয়া তোমার পথে উপস্থিত হয় বিষণ্ণ হইও না, তুমি ঈশ্বরের কার্য্য করিতে থাক।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াভিলাষের প্রাবল্যে আপন হৃদয়কে হত করে, তাহাকে গ্লানির কোফনে (শব বস্ত্রে) আবৃত করিয়া অপমানের ভূমিতে গোর দিও। যে উপভোগ করিতে না দিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে নিস্তেজ করে, তাহাকে সম্মানের কোফনে আচ্ছাদিত করিয়া শান্তির ভূমিতে সমাহিত করিও।

যিনি আপনার মান বাঁচাইতে গিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের নিকটে পহুঁছিতে পারেন নাই। যিনি সম্মান-চ্যুত হইয়া সংসারে পতিত হইয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের পথে পতিত হয়েন নাই।

তুমি যেরূপ সেরূপ দেখাও। অথবা সেরূপ হও, যেরূপ দেখাইয়া থাক।

তাহাকেই দর্শন বলিবে, যখন ঈশ্বরের মধ্যে সমুদায় লোকের স্থিতি ও গতি দেখিবে।

নাম সাধনের প্রচুরতা সংখ্যা অনুসারে নয়, হৃদয়ের প্রত্যক্ষযোগ অনুসারে।

ধর্ম্মক্ষুধা মেঘ স্বরূপ, তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহবারি বর্ষণ করে।

যে ঈশ্বরকে আপনা দ্বারা দেখে, সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

ঈশ্বরজ্ঞানীর হৃদয় নির্ম্মল কাচাধারস্থিত দীপ স্বরূপ। তাহার আলোকে সমুদায় জগৎ আলোকিত হয়, অন্ধকারে তাঁহার কি ভয়?

দুইটি ব্যাপার মনুষ্যের পক্ষে মৃত্যু, এক নর নারীর অবমাননা করা, দ্বিতীয় ঈশ্বরের আনুগত্য অস্বীকার করা।

আমার হৃদয়কে তিনি ঊর্দ্ধে লইয়া গেলেন, সমুদায় স্বর্গলোক ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম "হৃদয়! কি আনিয়াছ?" বলিল "প্রেম আর প্রসন্নতা।"

চাহিলাম যে শরীরের প্রতি কঠিনতর শাস্তি কি তাহা জানি, আলস্য অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি কিছুই দেখিলাম না। নরকের অগ্নি মনুষ্যের সম্বন্ধে তদ্রূপ নয়, একবিন্দু আলস্য যদ্রূপ।

যদি কল্য বিচার সভাতে জিজ্ঞাসা করেন "কেন কর নাই ?" এই কথা-টীকে আমি "কেন করিয়াছ ?" এই কথা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিব। কেন না যাহা করিতেছি, তাহাতেই অহং ভাব আছে। অহং ভাবের মধ্যেই অংশিত্ব। ঈশ্বরের অংশী হওয়া গুরুতর পাপ।

যাহার মধ্যে আমি নাই, তাহা আমার যথার্থ তপস্যা।

অন্তর্যামী ঈশ্বর সর্ব্ব দিক্ প্রেমশূন্য দেখিলেন, কিন্তু বায়েজিদের অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন আমিত্বে পূর্ণ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন যে অনেক লোক আমার নিকটে অথচ দূরে, এবং অনেক লোক দূরে অথচ নিকটে।

প্রভুকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বায়েজিদ! কি চাও ?" নিবেদন করিলাম "যাহা তুমি চাও তাহা চাহি।" আজ্ঞা করি-লেন "আমি তোমার, যেমন তুমি আমার।"

প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার দিকে পথ কিরূপ ?" তিনি বলিলেন "আপনার ভাব ছাড়িয়া দেও, আমার নিকটে পহুঁছিবে।"

প্রভু বলিলেন "লোকে ভাবে যে আমি তাঁহাদের ন্যায় একজন, কিন্তু যদি অদৃশ্য জগতে আমার স্বরূপ দর্শন করিতে পায়, লোক মরিয়া যায়। আমি এরূপ সমুদ্রের ন্যায় যে তাহার আদি নাই, অন্ত নাই ও গভীরতার সীমা নাই।

এক শিষ্য বিদেশে যাত্রাকালে নিবেদন করিলেন "আর্য্য! আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন" বায়েজিদ বলিলেন "তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। যখন কোন অসৎ চরিত্র লোকের সহবাসে থাকিবে, তাহার মন্দ স্বভাবকে নিজের সৎ স্বভাবে আনয়ন করিও, তাহা হইলে তোমার মনে সন্তোষ থাকিবে। দ্বিতীয়, যখন কেহ তোমাকে কিছু দান করে প্রথ-মতঃ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইও, পরে ঈশ্বর তোমার প্রতি যাঁহার হৃদয় প্রসন্ন করিয়াছেন, সেই দাতাকে ধন্যবাদ দিও। তৃতীয়, যখন কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, সত্বর হইয়া বিনীত ভাবে নিবেদন করিও যে তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে সক্ষম নও।"

আর এক ব্যক্তি উপদেশ চাহিয়াছিল। তিনি বলিলেন "নভোমণ্ডলের

প্রতি দৃষ্টি কর।" সে দৃষ্টি করিল। জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি জান কে ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন?" সে বলিল "জানি।" তিনি বলিলেন "যিনি নভোমণ্ডলের সৃষ্টি কর্ত্তা, তুমি যেখানে থাক তাঁহার দৃষ্টি তোমার উপর আছে। সতর্ক থাকিও।"

কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "কাহার সঙ্গে থাকিব?" তিনি বলিলেন "রোগ হইলে যিনি নিকটে থাকিয়া যত্ন করেন, পাপ করিলে যিনি অনুতাপ গ্রাহ্য করেন, তোমার কোন তত্ত্ব যাঁহার নিকটে প্রচ্ছন্ন নয়, তাঁহার সঙ্গে থাকিও।"

"কি কি বিষয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়?" বলিলেন "মূকত্বে, অন্ধতায় ও বধিরতায়।"

এই সকল আড়ম্বর ও অভিমান কেন? "ইনি ঈশ্বরের সহবাস হইতে দূরে আছেন, আপনার প্রতি আসক্ত এই জন্য।"

"তোমার বয়স কত?" তিনি বলিলেন "চারি বৎসর।" "কেমন করিয়া?" বলিলেন "সত্তর বৎসর সংসারের আবরণের মধ্যে ছিলাম। চারি বৎসর যাবৎ আবরণ মুক্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছি, যে কাল সংসারে বদ্ধ ছিলাম, সে কালকে আমি জীবন বলিয়া গণ্য করি না।"

"তুমি যাহা লাভ করিয়াছ, তাহা কি প্রকারে করিলে?" তিনি বলিলেন "সংসারের সমুদায় দ্রব্যকে একত্র করিলাম, বৈরাগ্যের শৃঙ্খলে বাঁধিলাম, আর নিরাশার সমুদ্রে ডুবাইয়া দিলাম।"

"মনুষ্যত্বের কার্য্য কি?" বলিলেন "ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে অন্তরকে বদ্ধ না রাখা।"

"তুমি জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পার?" উত্তর—"কাষ্ঠ খণ্ড জলের উপর চলিয়া যায়।" প্রশ্ন—"আকাশে উড়িতে পার?" পক্ষী উড়ে।" "এক রাত্রির মধ্যে মক্কায় যাইতে পার?" "ইহা যাদুকরদিগের কথা।"

তাপস ইয়ুসেফ হোসেন রয়ী।

তাপস ইয়ুসেফ তপস্বীদিগের অগ্রণী ও নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক সাধুসঙ্গ করিয়াছিলেন। মহর্ষি আবুতোরাব এবং আবু সইদের সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি তাপসবর জোল্‌নুন মিসরীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সাধনায় দৃঢ় নিষ্ঠা ও কার্য্যে প্রগাঢ় অধ্যবসায় ছিল। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রয় দেশের লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথম অবস্থা এইরূপ ছিল;—

ইয়ুসেফ অত্যন্ত রূপবান্ পুরুষ ছিলেন। একদা তিনি আরবদেশে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের ভবনে উপস্থিত হন। আরবাধিপতির কন্যা সেই গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। দৈবাৎ কুমারী তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হন। তিনি কোন সুযোগে অতর্কিতভাবে ইয়ুসেফের নিকট আসিয়া আপনাকে প্রকাশিত করেন। ইয়ুসেফ আমিরকন্যাকে দেখিয়াই কম্পিত হন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে দূরে প্রস্থান করেন। পরে তিনি মিসর দেশে মহর্ষি জোলনুনের নিকটে ঈশ্বরের মহান্ নামে দীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হয়েন। জোল্‌নুন অনেক কাল তাঁহার সঙ্গে বিশেষ কোন কথা বলেন না। তিন চারি বৎসর পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক! আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন?" ইয়ুসেফ বলিলেন, "প্রভুর মহানাম আমাকে শিক্ষা দিন, আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা।" ইহা শুনিয়া কিয়ৎকাল জোল্‌নুন কিছুই বলিলেন না, পরে এক দিন একটী দারুময় কৌটা ইয়ুসফের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "নীল নদের অপর পারে অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তি আছেন, এই কৌটাটী তাঁহাকে দিয়া আইস।" ইয়ুসেফ কৌটা হস্তে করিয়া যাত্রা করিলেন, কতক দূর পথ যাইয়া ভাবিলেন, ভাল এই পাত্রটির ভিতরে কি নড়িতেছে? ব্যাপারটা কি একবার খুলিয়া দেখা যাউক। এই বলিয়াই তিনি কৌটার মুখ মুক্ত করিলেন। ভিতরে একটি ইন্দুর ছিল, কৌটার আবরণ উদ্ঘাটন করিবামাত্র সে পলাইয়া গেল। ইয়ুসেফ ইহা দেখিয়া অপ্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, "একি

কাণ্ড! এইক্ষণ আমি কি করি! সেই ব্যক্তির নিকটে যাই কি মহর্ষির নিকটে ফিরিয়া যাই?" পরে নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া জোল্‌নুনের নির্দ্দেশিত লোকের নিকট শূন্য কৌটা হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই ব্যক্তি হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মহর্ষি জোলনুনের নিকট পরমেশ্বরের মহানামের প্রার্থী হইয়াছিলে?" ইয়ুসেফ বলিলেন, "হাঁ।" পরে সেই পুরুষ বলিলেন, "মহর্ষি তোমাকে অসহিষ্ণু দেখিয়া থাকিবেন, এজন্য একটি ইন্দুর তোমার হস্তে দিয়াছিলেন। হায়! তুমি সেই ইন্দুরটি রক্ষা করিতে পারিলে না, বল, মহানাম তুমি কি প্রকারে হৃদয়ে ধারণ করিবে?" ইয়ুসেফ এই কথায় লজ্জিত হইয়া জোল্‌নুনের নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন মহর্ষি বলিলেন, "কল্য রজনীতে তোমাকে মহানাম শিক্ষা দিব কি না সাতবার প্রভুর নিকটে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আদেশ করেন নাই। এখনও সময় হয় নাই বলিয়া একটি মূষিকদ্বারা পরীক্ষা করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাহাই বটে। এইক্ষণ তুমি স্বদেশে চলিয়া যাও, সময় হইলে আসিও।" তখন ইয়ুসেফ বলিলেন, "আর্য্য! অগত্যা আমাকে দেশেই ফিরিয়া যাইতে হইল, কিন্তু আপনি আমার মঙ্গলের জন্য কিছু উপদেশ দান করুন।" মহর্ষি বলিলেন, "আমি তিনটি উপদেশ দিতেছি, একটি মহান্, একটি মধ্যম, একটি সামান্য। মহান্ উপদেশ এই, লেখা পড়া যাহা শিক্ষা করিয়াছ, সমুদয় ধৌত করিয়া ফেল, ভুলিয়া যাও, আপনাকে মূর্খ বলিয়া জান, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং তোমার মধ্যে যে আবরণ আছে উঠিয়া যাইবে।" ইয়ুসেফ বলিলেন, "এই উপদেশটি পালন করিয়া উঠিতে পারিব না।" মহর্ষি বলিলেন, আমার "মধ্যম উপদেশ এই, আমাকে ভুলিয়া যাইবে, কাহার নিকটে আমার নাম করিবে না, ঋষি এই উপদেশ দিয়াছেন, এইরূপ প্রসঙ্গও করিবে না।" ইয়ুসেফ বলিলেন, "ইহাও পারিয়া উঠিব না।" অনন্তর জোল্‌নুন বলিলেন, "আমার সামান্য উপদেশ এই যে, লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে, ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিবে।" এই কথা শুনিয়া ইয়ুসেফ উৎসাহের সহিত বলিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা পারিব।" জোলনুন আবার বলিলেন,

"কিন্তু এই ভাবে উপদেশ দিতে হইবে, আপনার কোন ভাব তাহাতে থাকিবে না।" ইয়ুসেফ বলিলেন, "তাহাই করিব।" অনন্তর স্বদেশে চলিয়া আসিলেন। তিনি রয় দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। নগরের লোক প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল।

অনন্তর ইয়ুসেফ সভা আহ্বান করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রোতৃবর্গ দুই এক দিন শুনিয়াই বিরক্ত হইয়া গেল। যেহেতু তাঁহার উপদেশে কোন রূপ নূতনত্ব ও স্বর্গীয় আকর্ষণ ছিল না। পরে আর কেহই তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত না। ইয়ুসেফ এক দিন ভজনালয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়া দেখেন একটিও শ্রোতা উপস্থিত নাই। কি করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। দয়াবান্ পরিত্রাতা ঈশ্বর পরে এক অলৌকিক ঘটনা দ্বারা ইয়ুসেফের জীবনে ধর্ম্মের স্বর্গীয় আলোক প্রকাশ করেন ও তাঁহাকে আপনার অনুগত ভক্ত করিয়া লন। সেই ঘটনাটী এই;—

ইব্রাহিমখওয়াস্ নামে একজন ধর্ম্মসাধক ছিলেন। এক দিন রাত্রিতে তিনি এই প্রত্যাদেশ শ্রবণ করেন, "যাও, ইয়ুসেফকে যাইয়া বল যে, তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট।" ইব্রাহিম বলিয়াছেন যে " আমার নিকট এই কথাটী এরূপ কঠিন বোধ হইল, যদি পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া আমার মস্তকে পড়িত ইহার তুলনায় তাহাকেও আমি সহজ মনে করিতাম। যিনি আপনাকে ঋষি বলিয়া পরিচিত করেন, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে যাইয়া এই কঠোর কথা বলিব এই ভাবিয়া অস্থির হইলাম।" ইব্রাহিম পরদিন রাত্রিতেও ঐরূপ ধ্বনি শ্রবন করিয়া মহা চিন্তিত হইয়া বসিয়া থাকেন। তৃতীয় রজনীতে এই কথা শুনিতে পান যে " তাহাকে যাইয়া বল সে ধর্ম্মভ্রষ্ঠ, যদি তাহা না কর তুমি আঘাত পাইবে।" ইব্রাহিম বলিয়াছেন যে "এরূপ দৈববাণী শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাত্রা করিলাম। মস্‌জিদের নিকট যাইয়া দেখি ইয়ুসেফ দ্বারে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন শাস্ত্রীয় বচন তুমি বলিতে পার?' আমি বলিলাম, হাঁ একটি আরবী বচন বলিতেছি, পরে সেই কথাটী বলিলাম। ইয়ুসেফ তাহা শ্রবণ মাত্র ব্যাকুল হইয়া আমার চরণে পতিত হইলেন, অশ্রু-

জলে প্লাবিত হইয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন ' ইব্রাহিম ! প্রতঃকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমার নিকটে কোরাণ পাঠ হইয়াছিল, এক বিন্দুজল চক্ষু হইতে নির্গত হয় নাই, মন দ্রব হয় নাই, এইক্ষণ যে একটি বচন শুনিলাম তাহাতে দেখ আমার কেমন অবস্থা ঘটিল। চক্ষু হইতে অশ্রুর ঝড় বাহির হইল, লোকে যে আমাকে "ধর্ম্মভ্রষ্ট" বলে ইহা যথার্থ কথা। প্রভুর নিকট হইতেও আজ এই উপাধি লাভ করিলাম। প্রকৃত পক্ষে আমি তাঁহাই।"

এই ব্যাপারের পর হইতেই ইয়ুসেফের জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, দীনতা ও বিনয়ের অভ্যুদয় হইতে থাকে। অতঃপর তিনি অনেক উন্নত সাধকদিগের সহবাসে থাকিয়া কঠোর সাধনা করেন ও একজন পরম-ধার্ম্মিক ঋষি হইয়া লোকের একান্ত শ্রদ্ধার আস্পদ হয়েন।

আব্দুল ওয়াহেদ নামক এক যুবক পিতা মাতার কুসন্তান অত্যন্ত দ্যূতাসক্ত ছিল। একদা সে ইয়ুসেফ হোসেনের নিকটে উপস্থিত হয়। ইয়ুসেফ হোসেন এই ভাবের একটি বচন পড়িতেছিলেন, যথা—একব্যক্তি প্রয়োজনবশতঃ যেরূপ অন্য ব্যক্তিকে অহ্বান করে, পরমেশ্বর নিজ কৃপা-গুণে সেই প্রকার পাপী দাসকে ডাকিয়া থাকেন।' আব্দুল ওয়াহেদ এই বচন শ্রবন করিয়া আকুল হইল, আর্ত্তনাদ করিয়া শিরস্ত্রাণ ও অঙ্গাবরণ ফেলিয়া দিল এবং গোরস্থানে চলিয়া গেল। তথায় তিন দিন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ইয়ুসেফ "সেই অনুতপ্ত যুবকের সংবাদ লও।" এই বাণী স্বপ্ন যোগে শ্রবণ করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার মস্তক অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিলেন। সে নেত্র উন্মীলন করিয়া ইয়ুসেফকে দেখিয়া বলিল "প্রভু তিন দিন যাবৎ তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি এইক্ষণ আসিলে ?"

নেশাপুরনিবাসী একজন বণিকের এক পরমা সুন্দরী তুর্কস্থানী দাসী ছিল। সেই বণিকের একজন অধমর্ণ নগরান্তরে পলাইয়া যাইতেছিল, তাহার উদ্দেশ্যে তাহাকে তথায় যাওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। বণিক্ নেশাপুর নগরে কাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হইল না যে দাসীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারে। সে তাপস আবু ওস্মান খয়রীর

নিকটে আসিল ও তাঁহাকে অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া অনুরোধ করিল যে "আমার এই দাসীকে আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আপনার গৃহে আপনার পরিবারের সঙ্গে রক্ষা করুন। এ নগরে এক মাত্র আপনাকেই আমি বিশ্বাস করি।" আবু ওস্মান প্রথমতঃ অসম্মত হন। পরে সওদাগর অনেক অনুনয় বিনয় করিলে সম্মত হন। তখন বণিক্ দাসীকে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া চলিয়া যায়। দৈবাৎ এক দিন সেই দাসীর প্রতি আবু ওস্মানের দৃষ্টি নিপতিত হয়, তিনি তাহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া যান, চিত্ত একান্ত চঞ্চল হয়, কি করেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। ধর্ম্মাচার্য্য আবুহেফ্জের নিকটে যাইয়া মনোমালিন্যের বিষয় নিবেদন করেন। আবুহেফ্জ তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন "ইয়ুসেফ হোসেনের নিকটে তোমার যাওয়া উচিত।" আবুওস্মান তৎক্ষণাৎ ইয়ুসেফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। যে পল্লীতে ইয়ুসেফ বাস করেন তথায় যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। লোকে বলিল "তুমি নির্ম্মল-চরিত্র সুফ, সাধুতার বস্ত্র পরিধান করিয়াছ, আক্ষেপের বিষয় তুমি ইয়ুসেফের নিকটে যাইবে। তাহা দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন, সে অসচ্চরিত্র অধার্ম্মিক, সেখানে যাইও না, প্রতিগমন কর, তাহার সঙ্গ করিলে তোমার অনেক অপকার হইবে।" আবুওস্মান ইহা শ্রবণ করিয়া ক্ষুণ্নমনে নেশাপুরে চলিয়া গেলেন। আবুহেফ্জ তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "ইয়ুসেফহোসেনের সঙ্গে কি তোমার সাক্ষাৎ ছিল?" আবু ওস্মান বলিলেন "না, লোকে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কুৎসিত কথা বলিয়াছে, এজন্য তাঁহার নিকটে যাই নাই, সাক্ষাৎ না করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছি।" আবু হেফ্জ বলিলেন 'একবার সে থানে যাওয়া কর্ত্তব্য, ও তাঁহাকে দর্শন করা উচিত।" ইহা শুনিয়া আবু ওস্মান তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার রয়ে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া ইয়ুসেফের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ইয়ুসেফের কুৎসা করিতে লাগিল। ওস্মান বলিলেন "ইয়ুসেফের নিকটে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমাকে তথায় যাইতেই হইবে।" পরে তাঁহার গৃহের অনুসন্ধান পাইয়া দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

যাইয়াই দেখেন যে দ্বার উন্মুক্ত, এক জন জ্যোতিষ্মান্ বৃদ্ধ পুরুষ উপবিষ্ট আছেন। বোতল ও পানপাত্র সম্মুখে স্থাপিত। আবুওস্মান নিকটে যাইয়া সেলাম করিলেন। ইয়ুসেফ তাঁহার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন, এমন চমৎকার কথা সকল বলিলেন যে তাহা শুনিয়া ওস্মান মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিয়ৎক্ষণান্তর বলিলেন, "মহাশয়, তোমার ঈদৃশী তেজঃপুঞ্জ স্বর্গীয় কান্তি ও এইরূপ সদুক্তি, আচরণ এই প্রকার বিপরীত, একিরূপ অবস্থা?" ইয়ুসেফ বলিলেন "জল পাত্র নাই, তজ্জন্য এই বোতলকে প্রক্ষালন পূর্ব্বক জলপূর্ণ করিয়া এখানে রাখিয়াছি যে কেহ তৃষ্ণার্ত্ত হইলে পান করিবেন।" আবুওস্মান বলিলেন "তুমি এরূপ কেন করিতেছ, লোকে তোমার নানা অপবাদ রটনা করিতেছে।" ইয়ুসেফ বলিলেন "এজন্য করিতেছি যে তাহা হইলে কেহ কোন সুন্দরী দাসী আমার নিকটে আর গচ্ছিত রাখিবে না।" আবুওস্মান ইহা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ইয়ুসেফের চরণে পতিত হইয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন।"

অনিদ্রাবশতঃ ইয়ুসেফ হোসেনের চক্ষু আরক্তিম ও শরীর দুর্ব্বল ছিল। তাঁহার তপশ্চর্য্যার বিষয় তাঁহার ভগিনীকে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন যে "ইয়ুসেফ নৈশিক উপাসনা সমাপ্ত করিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত উপাসনার আসনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকেন।" ইয়ুসেফ হোসেনকে তদ্রূপ দণ্ডায়মান থাকার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "নৈশিক উপাসনা মাত্র সম্পন্ন করিব বলিয়া দণ্ডায়মান হই, সেই ভাবেই সমুদায় রাত্রি যাপন করি। ঈশ্বরের মহিমার এমন সকল তত্ত্ব অন্তরে প্রকাশিত হয়, সাধ্য হয় না যে নিবৃত্ত হইয়া বসি। সুতরাং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমাকে সেই ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়।

ইয়ুসেফ হোসেন মুমূর্ষুকালে বলিয়াছিলেন "পরমেশ্বর, আমি লোকদিগকে বাক্যে আপনাকে কার্য্যে উপদেশ দান করিয়াছি। আমাকে মার্জ্জনা কর।"

উক্তি।

যাঁহারা জানেন ঈশ্বর তাঁহাদিগকে দেখিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বর আমাকে দর্শন করিতেছেন এইভয়ে তাঁহার বিরুদ্ধ কিছু করিতে সঙ্কুচিত হন।

যাঁহারা প্রকৃত ভাবে ঈশ্বর স্মরণ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরস্মরণে অন্য পদার্থকে ভুলিয়া যান।

ঈশ্বরস্মরণ মননে যাঁহাদিগের সমুদায় পদার্থের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে সমুদায় পদার্থের স্থলবর্ত্তী ঈশ্বর হন।

যিনি ঈশ্বরকে অধিক প্রেম করেন, তাঁহার অধিক ক্লেশ ও অপমান হয়, লোকের প্রতি তাঁহার দয়া এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান অধিক হয়।

সর্ব্বাবস্থায় প্রভুর দাস হইয়া থাকাই একান্ত দাসত্ব।

সখাকে মনন করিতে যাহা কিছু প্রতি বন্ধক হয়, সেই প্রতিবন্ধক হইতে দূরে থাকাই প্রেমের লক্ষণ।

নিভৃতে প্রেম করা এবং সাধনাকে গুপ্তরাখা এই দুইটী সাধুতার লক্ষণ।

যেব্যক্তি ঈশ্বরের একত্ব সাগরে পতিত, তিনি দিন দিন অধিকতর পিপাসু হন, কখন পরিতৃপ্ত হন না, যেহেতু তিনি সত্যের পিপাসু।

জগতে বিশুদ্ধ প্রেম দুর্লভ পদার্থ কপটতাকে মন হইতে দূর করিতে বিশেষ রূপে চেষ্টা করিলাম, তাহা অন্য ভাবে আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে।

লোভী মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধম, নির্লোভী সাধু সর্ব্বোত্তম।

যিনি চিন্তায় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন তিনি অন্তরে তাঁহার পূজা করেন।

তাপস আওল্ হোসেন নুরী বগ্দাদী।

তাপস আওল্ হোসেন নুরী প্রেমোন্মত্ত তেজস্বী তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। নানা প্রকার কঠোর ব্রত সাধনাদি করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে "কমরস্ সুফিয়া" (পুণ্যাত্মাদিগের চন্দ্র) বলিত। তিনি যেমন পবিত্রাত্মা ঋষি তেমন উন্নত জ্ঞানী ছিলেন। তিনি সর্‌রি সক্তির নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাত্মা জুনিদের সঙ্গে তাঁহার সগণতা ছিল। তিনি

তাপস আহমদহওয়ারীর সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রণালী জনিদের প্রণালীর অনুরূপ ছিল।

"নুর" শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ তাঁহার "নুরী" আখ্যা কেন হইয়াছিল? কথিত আছে রাত্রিকালে যখন তিনি কথা বলিতেন, তাঁহার মুখ হইতে জ্যোতিবিনির্গত হইয়া গৃহকে আলোকিত করিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন আওল্ হোসেনের জ্ঞানের জ্যোতিতে আধ্যাত্মিক গূঢ়তত্ত্ব সকল ব্যক্ত হইয়া পড়িত তজ্জন্য তিনি "নুরী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপর অনেকে বলিয়াছেন যে প্রান্তরে আওল্ হোসেনের কুটীর ছিল। তিনি সমুদায় রাত্রি সেই কুটীরে উপাসনা করিতেন, নিশাকালে লোকে সেই কুটীরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিত যে একটি জ্যোতি সেই কুটীর হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। তজ্জন্য তাঁহার "নুরী" খ্যাতি হইয়াছে। আবু আহমদ মগাজি বলিয়াছেন "নুরীর ন্যায় কঠোর তপস্যা করিতে কাহাকে দেখা যায় নাই। মহর্ষি জনিদও এরূপ সাধনা করেন নাই।" তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থা এপ্রকার ছিল;—প্রতিদিন দোকানে যাই বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। বাজারে রুটি ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতেন। পরে মস্জিদে যাইয়া নমাজ পড়িয়া দোকানে আসিতেন। পরিবারস্থ লোকেরা মনে করিতেন যে তিনি দোকানে ভোজন করিয়াছেন। বিশবৎসর এই ভাবে গত হয়, তিনি কোথায় কি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন এবিষয় কেহ জানিতে পারে নাই।

নূরী বলিয়াছেন "অনেক বৎসর তপস্যা করিলাম, লোকসংসর্গে বিমুখ হইয়া আপনাকে কারাগারে রাখিলাম, নানা প্রকার সাধনা করিলাম, আমার প্রতি পথ মুক্ত হইল না। মনে মনে ভাবিলাম যে হয় শরীর পতন, নয় লক্ষ্য সাধন, এরূপ কিছু করা চাই। তৎপর শরীরকে বলিলাম শরীর তুমি বহুকাল স্বেচ্ছানুসারে ভোজন করিয়াছ, দর্শন করিয়াছ, বলিয়াছ, শুনিয়াছ, শয়নোত্থান ও গমনাগমন করিয়াছ, ইন্দ্রিয় সুখভোগ ও আমোদ প্রমোদ করিয়াছ। ইহার দণ্ডস্বরূপ এইক্ষণ তোমাকে কূপে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, যাহা ঈশ্বরের স্বত্ব তাহা তাঁহাকে প্রদানের ভার স্কন্ধে বহন করিতে হইবে, যদি তাহাতে বাধা হও

ভাগ্যবান্ হইলে। চল্লিশ বৎসর তদ্রূপ ধাধনা করিলাম। জীবনে বিশেষ ফল না দেখিয়া ভাবিলাম যে প্রেরিত পুরুষ ও মহর্ষিগণ যাহা দেখেন ও শুনেন তাহার অন্যথা হইবার নহে। মহাপুরুষ ঋষিদিগের বাক্য অসত্য নহে, আমি নিজের মধ্যে তাহা কেন দেখিতেছি না, আমি তবে কপটভাবে সাধনা করিয়াছি আমারই দোষ। মহর্ষি দিগের কোন দোষ নাই। পরে ভাবিলাম যে একবার আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখি, আপনার মধ্যে কি কি প্রতিবন্ধক আছে। গূঢ়রূপে অনুসন্ধান করিলাম, এই প্রতিবন্ধক দেখিলাম যে মনের সঙ্গে বাহ্যজীবনের যোগ রহিয়াছে। যখন মন বাহ্য জীবনের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করিয়াছে, তখন মনে যাহা উদয় হয় বাহ্যজীবন তাহা হইতে সুখাস্বাদন করে, এই সঙ্কট উপস্থিত। ঈশ্বরের মন্দির হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, নিকৃষ্ট জীবন তাহা হইতে নিজের অনুরূপ অংশ গ্রহণ করে, ও তাহাতে জীবিত এবং পরিপুষ্ট হয়, ইহা দৃষ্টি করিয়াছি অবধি পশু জীবন যাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে সুযোগ পায় এরূপ কার্য্য করিতাম না, অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পশু জীবনের উপরে জয় লাভকরি।”

নুরি প্রেমে মত্ত হইয়া ধর্ম্মবন্ধু দিগেব সঙ্গে নৃত্য ও ঈশ্বরের মহিমা সঙ্গীত করিতেন। তাহাতে সাধারণ লোক তাঁহাদের বিরোধী হইয়া অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়। গোলামখলিলনামক এক ব্যক্তি খলিফাকে যাইয়া জ্ঞাপন করে যে “এরূপ একদল লোক এখানে উপস্থিত হইয়াছে যে তাহারা সঙ্গীত ও নৃত্য করে এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা সকল বলে, সর্ব্বদা আমোদ কৌতুক করিয়া বেড়ায় এবং গোপনে বসিয়া কি কথোপকথন করে। ইহারা সকলে কাফের, ইহাদিগকে বধ করিলে অধর্ম্মের বিনাশ হইবে। ইহারাই কাফের দলের প্রধান। খলিফা যদি এই বধরূপ সৎকার্য্য করেন ঈশ্বর প্রচুর পুরস্কার দিবেন।” ইহা শ্রবণ করিয়া খলিফা তাঁহাদিগকে সাক্ষাতে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সেই দলের মধ্যে মহাত্মা আবুহমজা, রকাম, শব্লী, নুরী ও জুনিদ এবং তাঁহাদের বহুসঙ্খ্যক ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। খলিফার নিকটে সকলে আনীত হইলে

তিনি তাঁহাদের শিরচ্ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। ঘাতক প্রথমতঃ মহর্ষি রকামের শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইল। তখন নুরী সহাস্য বদনে দৌড়িয়া আসিয়া রকামের স্থানে নিজে বসিলেন। খলিফার পারিষদগণ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং বলিল "রে মূর্খ, করবাল এরূপ প্রিয় পদার্থ নহে, যে তাহার নিম্নে মস্তক স্থাপন করিবার জন্য সত্বর হইতে হইবে। এইক্ষণ তোমার পালা নয়, পরে আসিয়া গ্রীবা স্থাপন করিও।" নুরী বলিলেন "অন্যের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করা আমার ধর্ম্ম, সংসারে জীবন অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে আমার এই কয়েক মুহূর্ত্ত জীবন এই ভ্রাতৃগণের কার্য্যে উৎসর্গ করি, আমি অগ্রে হত হইলে তাঁহারা কয়েক মুহূর্ত্ত অধিক জীবিত থাকিবেন।" খলিফা নুরীর অলৌকিক প্রেমার্দ্র ভাব দেখিয়া ও তাঁহার আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং বলিলেন "কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, কাজীর মত গ্রহণ করা যাউক।" তখন কাজীকে ইঁহাদিগের অবস্থার অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। কাজী বলিলেন "প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া ইহাদিগকে অপরাধী গণ্য করা যাইতে পারে না।" কাজী জানিতেন যে জনিদ মহা পণ্ডিত, নুরীর নাম ও শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কোন কোন প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদের পরিচয় লইতে ইচ্ছু হইলেন। প্রথম প্রশ্ন করিবামাত্র শবলি তাহার সদুত্তর প্রদান করিলেন। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিলে নুরী তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিলেন। তখন কাজী বিশেষ লজ্জিত হইলেন। নুরী বলিলেন "কাজী, তুমি এ সকল বাহিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, জ্ঞানের কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলে না। জানিও এমন সকল ঈশ্বরপ্রেমিক লোক আছেন, যে ঈশ্বরে তাঁহারা বাস করেন, ঈশ্বর দ্বারাই তাঁহাদের গতি স্থিতি, ঈশ্বরেতে তাঁহারা জীবিত, ঈশ্বর দ্বারা তাঁহারা কথা বলেন ও মৌন থাকেন, এক মুহূর্ত্ত ঈশ্বরদর্শন না হইলে তাঁহাদের প্রাণ বহির্গত হয়। ঈশ্বর যোগে তাঁহারা শয়ন করেন, গ্রহণ করেন, এবং ঈশ্বরেতে বিশ্রাম করেন। ইহাই জ্ঞান। তুমি যে বিষয়ের প্রশ্ন করিলে তাহা জ্ঞানের প্রশ্ন নয়।" কাজী নুরীর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া

বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। খলিফাকে বলিলেন "যদি ইঁহারাই উন্মার্গচারী ধর্ম্মদ্রোহী কাফের হয়, তবে আমি বলিতেছি পৃথিবীতে একেশ্বরবাদী নাই।" তখন খলিফা তাঁহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন "আপনাদের কোন প্রার্থনা থাকিলে আমাকে জ্ঞাপন করুন।" তাঁহারা বলিলেন "আমাদের প্রার্থনা এই যে তুমি আমাদিগকে ভুলিয়া যাও, আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত করিও না এবং অগ্রাহ্য করিয়াও দূর করিও না। তোমার অগ্রাহ্য করাকে আমরা তোমার গ্রাহ্য করার ন্যায় ও গ্রাহ্য করাকে অগ্রাহ্য করার ন্যায় মনে করি।" তখন খলিফা অনেক ক্রন্দন ও অনুতাপ করিলেন এবং অত্যন্ত সম্মান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

একদা নুরী এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন যে নমাজের সময়ে শ্মশ্রু পুঞ্জে হস্তামর্শন করিতেছে। তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের দাঢ়ীতে হাত দিও না।" এই কথা খলিফার কর্ণগোচর হইল। তিনি শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত দিগকে ডাকিয়া তাহাদিগের সঙ্গে এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে নুরী এইরূপ কথা বলিয়া কাফের হইয়াছে অতএব ইহাকে বধ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর খলিফা তাঁহাকে নিকটে আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এরূপ বলিয়াছ?" তিনি বলিলেন "হাঁ বলিয়াছি।" খলিফা— "কেন বলিলে?" নুরী—"মনুষ্য কাহার দাস?" খলিফা—"ঈশ্বরের দাস।" নুরী—"যদি সে ঈশ্বরের দাস হইল, তবে বল শ্মশ্রু কাহার।" খলিফা— বলিলেন "সে যাঁহার দাস তাঁহার শ্মশ্রু, তাহাতে প্রভুরই স্বত্ব।" তখন খলিফা বলিলেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাকে তিনি এই নির্দ্দোষীর হত্যাপরাধ হইতে রক্ষা করিলেন।"

নুরী বলিয়াছেন "চল্লিশ বৎসর মন ও পশুজীবনের মধ্যে বিচ্ছেদ ছিল। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কোন নিকৃষ্ট কামনা হয় নাই, কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় নাই, মনে অন্য কোন ভাবের উদয় হয় নাই। ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিলে পর আমার এরূপ উন্নত ভাবোদয় হয়।" তিনি বলিয়াছেন। "আমি অন্তরে উজ্জ্বল জোতি দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই সেই জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকি, তাহাতে ক্রমে জ্যোতিষ্মান্ হই।"

একদিন মহর্ষি জনিদ, নুরীর নিকটে আগমন করেন। নুরী আর্ত্তনাদ করিয়া জনিদের সাক্ষাতে ভূতলে পতিত হন এবং বলেন "আমার কঠিন সংগ্রাম চলিতেছে, আমি অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। যখন প্রভু প্রকাশিত হন, আমি থাকিনা, এবং আমি উপস্থিত হইলে প্রভু থাকেন না। আমার অপ্রকাশে তাঁহার প্রকাশ, আমার প্রকাশে তাঁহার অপ্রকাশ, এপ্রকার ত্রিশবৎসর যাবৎ চলিতেছে। আমি যত আর্ত্তনাদ করি তিনি বলেন হয় আমি থাকিব নয় তুমি থাকিবে।" তখন জনিদ তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে বলেন "ঈশ্বর দ্বারা পরীক্ষিত ও তাঁহার ভাবে মোহিত ও প্রেমে অবসন্ন ব্যক্তিকে দেখ।" পরে বলিলেন "নুরী, তোমার এরূপ হওয়াই উচিত, প্রকাশ্যে হউক বা গোপনে হউক তুমি থাকিবে না, সম্পূর্ণ তিনি থাকিবেন।"

একদা কতকগুলি লোক জনিদেব নিকটে আসিয়া সংবাদ দিল যে "নুরী তিন দিন যাবৎ একখণ্ড প্রস্তরের উপর ঘূর্ণায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আল্লা আল্লা বলিতেছেন, মুহূর্ত্তকাল নিদ্রা যাইতেছেন না ও পান ভোজন কিছুই করিতেছেন না। কিন্তু কেবল নমাজের সময়ে নমাজ পড়েন।" ইহা শ্রবণ করিয়া জনিদের বন্ধুগণ বলিলেন "ইনি অচৈতন্য নহেন সচৈতন্য, যেহেতু নমাজ ভঙ্গ হইতে দেন না, নমাজ সম্বন্ধীয় নীতি রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহাতে চৈতন্যের পরিচয় পাওয়া যায়, অচৈতন্যাবস্থায় এরূপ হইতে পারে না। সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকে না।" জনিদ বলিলেন "তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা সত্য নহে। যাঁহারা ঈশ্বরের ভাবেতে অচৈতন্য থাকেন ঈশ্বর তাঁহাদিগের উচ্চনীতি রক্ষা করেন, তাঁহারা সেবার সময় সেবা কার্য্যে বঞ্চিত হন না।" অনন্তর জনিদ নুরীর নিকটে আসিয়া বলিলেন "আওল্ হোসেন, যদি মনে করিতাম চীৎকার করিলে লাভ আছে, তাহা হইলে আমি ও চীৎকার করিতাম, যদি তুমি জ্ঞান সন্তুষ্ট থাকা শ্রেয়ঃ তবে মৌনী হইয়া সন্তোষকে রক্ষা কর। তাহা হইলে তোমার হৃদয় প্রমুক্ত থাকিবে।" ইহা শুনিয়া নুরী নীরব হইলেম এবং বলিলেন "তুমি আমার উত্তম শিক্ষক।"

এক যুবক শূন্যপদে ইস্পাহান নগর হইতে মহর্ষি নুরীকে দর্শন করি-

বার জন্য যাত্রা করে। নুরী তাহা অবগত হইয়া একজন শিষ্যকে আদেশ করিলেন যে "ক্রোশাধিক পথ ঝাঁট দিয়া মুক্ত কর, যেহেতু শূন্য পদে এক সাধক আসিতেছেন।" পরে যুবক উপস্থিত হইলে, নুরী তঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি ইস্‌পাহানের অধিপতি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তোমার জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেন ও পরমা সুন্দরী যুবতী এবং নানা প্রকার সুখ সামগ্রী তোমাকে প্রদান করিতেন তুমি তাহা ছাড়িয়া কি এখানে আসিয়া আমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিতে?" বাস্তবিক এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। ইস্‌পাহানের রাজা উক্ত যুবক সাধককে মনোহর প্রাসাদ ও সুন্দরী নারী এবং অনেক অর্থ দিতে চাহিয়া ছিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তখন যুবক এইরূপে আত্মবিবরণ নুরীর মুখে শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "একথা আর বলিয়া আমাকে বধ করিওনা।" নুরী বলিলেন "যদি কেহ অষ্টাদশ সহস্র ভুবন থালাতে করিয়া সাধককে আনিয়া উপহার দেয় এবং সাধক তৎপ্রতি লোভদৃষ্টি করেন তবে তঁহার ঈশ্বরবিষয়ে কোন কথা বলা অকর্ত্তব্য।"

নুরী বলিয়াছেন "একদা আমি এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম ঈশ্বর, আমাকে এপ্রকার গুণ ও ভাব দেও যাহার আর পরিবর্ত্তন হইবে না। অকস্মাৎ এই ধ্বনি শ্রবণ করিলাম আওল্‌হোসেন, তুমি কি আমার সদৃশ হইতে ইচ্ছাকর, আমিই একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু আমার দাসদিগকে পরিবর্ত্তনশীল করিয়াছি। তাহা হইলে প্রভুত্বে ও দাসত্বে প্রভেদ থাকিবে।"

শব্‌লী বলিয়াছেন "একদা আমি নুরীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি যে তিনি গভীর ধ্যানেতে মগ্ন আছেন। এমন প্রশান্ত ভাব যে তাঁহার শরীরের একটি রোম ও স্পন্দন করিতেছে না। ধ্যান ভঙ্গ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এরূপ উত্তম ধ্যান কাহার নিকটে শিক্ষা করিলে। তিনি বলিলেন মার্জ্জারের নিকটে, শিখিয়াছি। যখন মার্জ্জার মুষিকের গর্ত্তদ্বারে বসিয়া থাকে, তখন সে আমা অপেক্ষা অধিকতর স্থির থাকে।"

একদা রজনীতে কাদসিয়া নগরবাসিগণ এইকথা শুনিতে পাইলেন যে "একজন ঋষি হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ অমুক অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

তোমরা যাইয়া তাঁহাকে দর্শন কর।" ইহা শুনিয়া সকলে উক্ত কাননাভিমুখে গেলেন। তাঁহারা তথায় মহর্ষি নুরীকে দেখিলেন যে তিনি একটি গর্ত্তের মধ্যে বসিয়া আছেন। নগরবাসিগণ তাঁহাকে বাধ্য করিয়া নগরে লইয়া আসিলেন। তখন অরণ্যে যাইয়া অবস্থান করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "কয়েক দিন প্রান্তরে ছিলাম, কিছু খাইতে পাই নাই। নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া খোর্ম্মা উদ্যান দেখিতে পাই। খোর্ম্মা ফল দেখিয়া মন তৎপ্রতি লোভী হইল, তখন আমি বলিলাম এইক্ষণও তোমার লোভ রহিয়াছে, এই জঙ্গলে তোমাকে লইয়া যাইব ও ব্যাঘ্র দ্বারা ভক্ষণ করাইব, ইহা বলিয়াই বনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

কেহ নুরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে "ঈশ্বর কি আপনার সেবা করিয়া থাকেন ?" তিনি বলিলেন "হাঁ! আমি স্নানাগারে প্রবেশ করিলে ঈশ্বর আমার বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়া থাকেন।" সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "তাহা কিরূপ?" তিনি বলিলেন "এক দিন আমি স্নানাগারে আছি, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া আমার বস্ত্র অপহরণ করিল। আমি বলিলাম ঈশ্বর, চোরে কাপড় চুরি করিয়াছে, তুমি আমার কাপড় ফিরাইয়া দেও। তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি আসিয়া বসন ফিরাইয়া দিল, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিল।"

একদা বগ্‌দাদের বাজার দগ্ধ হইতেছিল। অনেক লোক সেই অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া মরিয়াছিল। দুইটি পরম সুন্দর রোমায় দাস বালকের চতুষ্পার্শ্ব অনলে আবেষ্টিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রভু বলিতে ছিলেন "যে ব্যক্তি এই দুই বালককে অগ্নি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, আমি তাহাকে প্রত্যেকের জীবনের জন্য সহস্র মুদ্রা দান করিব।" অগ্নি এরূপ প্রবল শিখা বিস্তার করিয়াছিল, কাহার সাধ্য ছিল না যে তাহাদের নিকটে যায়। ইতিমধ্যে তথায় হঠাৎ নুরী উপস্থিত হইলেন এবং এই ব্যাপার দর্শন করিয়াই "বিস্‌মল্লা আর্ রহমন্ আর্ রহিম।" বলিয়া অগ্নিতে পদস্থাপনপূর্ব্বক উক্ত দুই বালককে নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন। বালকদিগের প্রভু তৎক্ষণাৎ দুই সহস্র টাকা নুরীর নিকটে স্থাপন করিলেন। নুরী বলিলেন "মুদ্রা লইয়া যাও, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

কর, আমি পরলোকের জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি, আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারি না।"

নুরী বলিয়াছেন "একদা একজন শীর্ণকায় বর্ষীয়ান্ পুরুষ বেত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইতেছিল। সেই প্রহারে সে আর্ত্তনাদ করে নাই, উত্তমরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল। আমি ইহা দেখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বৃদ্ধ, তুমি ঈদৃশ জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল, বল কঠিন বেত্রাঘাতে কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলে? সে বলিল বৎস, সাহসে বিপদ্‌কে বহন করা যায়, শরীরে নয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার নিকটে ধৈর্য্য কিরূপ? সে বলিল "আমি বিপদের মধ্যে প্রবেশ করাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত হওয়ার ন্যায় মনে করি।"

একদিন এক অন্ধ "ঈশ্বর ঈশ্বর" বলিতেছিল। নুরী তাহার নিকটে গেলেন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঈশ্বরকে কি জান? জানিলে জীবিত আছ কেমন করিয়া?" এই কথা বলিয়াই তিনি ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কাননাভিমুখে দৌড়িয়া চলিয়া গেলেন, নলবনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নল শলাকা তাঁহার পদে ও পার্শ্বদেশে বিদ্ধ হইতেছিল, তাহাতে তাঁহার জ্ঞান ছিল না। কথিত আছে বিন্দু বিন্দু শোণিত নল পত্রে পতিত হইয়া "আল্লা" এই কয় অক্ষরের আকার প্রকাশ করিয়াছিল। আবু নসর সর্‌রাজ বলিয়াছেন "নুরীকে নলবন হইতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গৃহে লইয়া আসা যায়। তাঁহাকে "লা এলা এল্লেল্লা" বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি কহিলেন "তথায়ই যাইতেছি।" তদবস্থায় নুরী পরলোকে গমন করিলেন। জনিদ বলিয়াছেন "নুরী লোকান্তর গমন করিলে পর অন্য কেহই তাঁহার ন্যায় উচ্চ সত্যের বক্তা হইতে পারেন নাই।"

উক্তি।

যাঁহাদিগের প্রাণ মানবীয় মলিনতা হইতে বিমুক্ত, পশুভাবের জঞ্জাল হইতে নির্ম্মল, বাসনা বিহীন, তাঁহারাই সুফি। তাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে

ও উচ্চ স্থানে ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি সম্ভোগ করেন। তাঁহারা সংসার হইতে পলায়ন করিয়াছেন, সংসারে তাঁহারা প্রভু নহেন, ভৃত্যও নহেন।

যাঁহাদের বন্ধনে কোন বস্তু নাই, ও যাঁহারা কোন বস্তুর বন্ধনে নহেন তাঁহারাই সুফি।

সুফির ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রণালী নয়, জ্ঞান নয়, কিন্তু চরিত্র। নিয়ম প্রণালী হইলে যত্ন করিলেই তাহা লাভ করা যাইত, জ্ঞান হইলে শিক্ষা করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু ঈশ্বরের চরিত্রের ন্যায় এক চরিত্র লাভ করা নিয়ম প্রণালী ও জ্ঞানেতে হয় না।

সুফির প্রকৃতি মুক্তভাব, পুরুষত্ব, সুখাড়ম্বর শূন্যতা। সুফির প্রকৃতি ঈশ্বরলাভ উদ্দেশ্যে পশু প্রকৃতির সমুদায় উপদেশ অগ্রাহ্য করা। সুফির প্রকৃতি সংসারের সঙ্গে শত্রুতা ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুতা।

তাপস হোসেন মনসুর।

তাপসবর হোসেন মনসুর তরঙ্গাকুল প্রেম নদীর মৎস্য ও সত্যারণ্যের সিংহস্বরূপ ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের পথে নানাপ্রকার ক্লেশ যন্ত্রণা পাইয়া নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রিয়া কলাপ আশ্চর্য্য, জীবনের ঘটনা সকল অদ্ভুত ছিল. তিনি অতিশয় অনুরাগী ও ব্যাকুলচিত্ত পুরুষ ছিলেন। ঈশ্বর বিচ্ছেদানলে অস্থির থাকিতেন। তিনি ক্ষিপ্ত ও প্রমত্ত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। বাস্তবিক মনসুর পরিশুদ্ধ প্রেমিক ও পুণ্যাত্মা ছিলেন। গুরুতর তপস্যা কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত উচ্চভাব ও উন্নত বৈরাগ্য ছিল। তিনি সুভাষী ও গূঢ় গভীর তত্ত্ব জ্ঞানে মহাজ্ঞানী ছিলেন। তিনি অনেক দুরূহ ও দুর্ব্বোধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভাষায় তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ছিল এরূপ অন্য কাহার ছিল না। তাঁহার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অন্য পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের তুলনা হইত না। তাঁহার সমগ্র জীবনের ভিত্তি দুঃখ বিপদের উপর স্থাপিত ছিল। অধিকাংশ ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিরাও তাঁহাকে জীবদ্দশায় অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন

ঋষিধর্ম্মে মন্সুরের কোনরূপ প্রবেশ নাই। কিন্তু মহর্ষি আব্দুল্লা খফিক, শব্লি ও আবদুল কাসেমনসরাবাদী মন্সুরকে মান্য ও গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। অনেক লোক তাঁহাকে প্রকাশ্যে কাফের কিম্বা ঐন্দ্রজালিক বলিয়াছেন, এবং নানা লোকে নানা অপবাদ দিয়াছে ও তাঁহার গূঢ় উক্তির মর্ম্মবোধে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও নানা প্রকার উৎপীড়ন করিয়া হত্যা করিয়াছে। তিনি "আনল্ হক" (অহং ব্রহ্ম) বলিতেন। এই কথাই তৎপ্রতি উৎপীড়নের প্রধান কারণ। আশ্চর্য্য অনেকে স্বীকার করেন যে বৃক্ষ হইতে ও "আনল্ হক্" ধ্বনি নির্গত হয়, কিন্তু সেই ধ্বনির সঙ্গে বৃক্ষের কোন সম্বন্ধ নাই। তদ্রূপ হোসেন মন্সুরের রসনা হইতেও "আনল্ হক্" ধ্বনি হয়, কিন্তু সেই ধ্বনিতে হোসেন বিদ্যমান নহেন, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হন নাই। যথা উক্ত হইয়াছে "ঈশ্বর ওমরের রসনা যোগে কথা কহিয়াছেন।" তদ্রূপ হোসেন মন্সুরের রসনা যোগে ঈশ্বরই (আনল্ হক্) উক্তি করিয়াছেন। এস্থলে হোসেনের ঈশ্বর হইয়া যাওয়া নয়।

হোসেন মন্সুরের জন্মভূমি কোন্ দেশে মূল গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বোধ হয় বগ্দাদই জন্মস্থান ছিল। প্রথমতঃ তিনি তস্তরে আগমন করিয়া আব্দুল্লা তস্তরীর সঙ্গে দুই বৎসর অবস্থিতি করেন, ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার প্রথম বিদেশ যাত্রা হয়। তস্তর হইতে বসোরায় আগমন করেন। অনন্তর বসোরা হইতে অন্য একস্থানে চলিয়া যান। মক্কা নিবাসী হজরত ওস্মানের পুত্র ওমরের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুতা হয়। তিনি দেড় বৎসর তাঁহার সহবাসে থাকেন। আবু ইয়াকুবোল্ আস্তম স্বীয় কন্যা তাঁহাকে সম্প্রদান করেন। পরে ওমরের সঙ্গে মনোবাদ হইলে বগ্দাদ নগরে জনিদের নিকটে চলিয়া যান। জনিদের সঙ্গে কিয়ৎ কাল নিশ্চিন্ত মনে নির্জ্জনে বাস করেন। তৎপর মক্কায় উপস্থিত হইয়া এক বৎসর তথায় বাস পূর্ব্বক কতিপয় সুফির সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া বগ্দাদে প্রত্যাগমন করেন এবং তাপসবর জনিদকে কোন প্রশ্ন করেন, জনিদ তাহার উত্তর প্রদান না করিয়া বলিলেন যে "শীঘ্রই তুমি শূলাস্ত্রের অগ্রভাগ আরক্তিম করিবে।" হোসেন বলিলেন "যে দিবস আমি শূলাগ্রকে

শোণিতাক্ত করিব সেদিন তুমি আধ্যাত্মিক লোকের বসন পরিত্যাগ করিয়া ব্যাহ্যিক লোকের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে।”

অনেক প্রধান প্রধান লোক ও ঋষি খলিফাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে হোসেন মন্সুরের প্রাণ দণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু মহর্ষি জনিদ এ বিষয়ে কিছুই লিখেন না। খলিফা বলিলেন জনিদের পত্র আবশ্যক করে। তখন জনিদ তপস্যা কুটীর পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ে গেলেন এবং পণ্ডিতের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া খলিফাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন “বাহ্যিক অবস্থানুসারে মন্সুর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার উপযুক্ত। বাহিরের অবস্থানুসারেই ব্যবস্থা হয়, অন্তর ঈশ্বর জানেন।”

এদিকে হোসেন মন্সুর জনিদের নিকটে প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া মনক্ষুণ্ন হইলেন। তঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই সস্ত্রীক তস্তরে চলিয়া গেলেন। প্রায় এক বৎসর কাল তথায় বাস করেন। তিনি তথাকার লোকের অন্তরে বিশেষরূপে গৃহীত হন। কিন্তু তিনি কোন কথাতেই জগতের লোককে গণনা করিতেন না। তাহাতে অচিরেই তাঁহার প্রতি সকলের মনে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ওস্মানের পুত্র ওমর তাঁহার বিরুদ্ধে খোরস্থানে পত্রাদি লিখিয়া খোরস্তান বাসীদিগের দৃষ্টিতে তাঁহাকে ঘৃণিত করিয়া তোলেন। এই ব্যাপারে হোসেনের মনে অতিশয় বিরাগ জন্মে। তখন তিনি ঋষির পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ীদিগের বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং আত্ম গোপন করিয়া বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিতে লাগিলেন।

হোসেন পাচঁ বৎসর নিরুদ্দেশ ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কিছু দিন খোরাসানে ও মদরন্নহরে ছিলেন। কিছুকাল শিস্তান নিমরোজ ও কের্ম্মাণে যাপন করিয়াছেন। পরে পারস্য দেশে উপস্থিত হন এবং সদ্গ্রন্থ রচনা করিয়া তথাকার লোকদিগকে দান করেন। তৎপর আহওয়াজবাসী লোকদিগকে উপদেশ দেন। তথায় কি সামান্য কি অসামান্য সকল লোক দ্বারা তিনি গৃহীত হন। পরে তথা হইতে বসোরায় আগমন করেন। সেখানে আসিয়া পুনর্ব্বার বৈরাগ্য বস্ত্র খির্কা পরেন। তৎপর সেখান হইতে কতিপয় ফকিরের সঙ্গে মক্কায় যাত্রা করেন।

সে যাত্রায় তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক ছিল। মক্কায় উপনীত হইলে ইয়াকুবনহর নামক ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক বলিয়া তাঁহার নামে অপবাদ দেয়। তৎপর তিনি মক্কা হইতে বসোরায় প্রত্যাগমন করেন। তথায় এক বৎসর বাস করিয়া আহওয়াজে উপস্থিত হন। পরে ভাবিলেন যে পৌত্তলিকদিগের দেশে যাই, পুত্তলপূজকদিগকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিব। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। তৎপর খোরাসানে ও খোরাসান হইতে মদরন্নহরে এবং তথা হইতে মাচিনে যাইয়া লোকদিগকে ঈশ্বরের নিকটে আহ্বান করেন, এইরূপে তিনি পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে নানা স্থানে পত্রাদি লিখিতে লাগিল। পুনর্ব্বার তিনি মক্কায় চলিয়া যান। দুই বৎসর মক্কায় বাস করেন। তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। পূর্ব্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তিনি লোকদিগকে যে সকল বিষয় বলিতে লাগিলেন কেহ তাহা বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম ছিল না। হোসেন মন্সুর ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ নগর হইতে তাড়িত হন। তাঁহার জীবনের অবস্থার ন্যায় আশ্চর্য্য অবস্থা কাহার ছিল না।

একবার দেশ ভ্রমণে চারিসহস্র লোক তাঁহার সঙ্গে ছিল। সেইবার তিনি মক্কায় যাইয়া এক বৎসর কাল কাবা মন্দিরের সম্মুখ ভাগে অনাবৃত গাত্রে রৌদ্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্মের প্রবাহ প্রস্তরে পড়িত, উত্তাপে যেন তাঁহার চর্ম্ম বিদীর্ণ ও উৎপাটিত হইয়া যাইত, তথাপি তিনি সেই স্থানে স্থির ভাবে থাকিতেন। প্রতিদিন এক এক খণ্ড রুটি তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইত, তিনি সেই রুটির প্রান্তভাগ মাত্র ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট রাখিয়া দিতেন। অনন্তর তিনি, ওবফাতে এই প্রার্থনা করেন যে "ঈশ্বর, যদি আমি কাফের হইয়া থাকি তবে এই কাফেরীতেই আমাকে উন্নত কর। সেই সময়ে যখন দেখিলেন অনেক লোক নিকটে প্রার্থনা করিতেছে, তখন বালুকাপুঞ্জের পার্শ্বে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া রহিলেন, সকলে চলিয়া গেলে নির্জ্জনে এই বলিতে লাগিলেন "হে মহারাজ, হে প্রিয়, আমি তোমাকে পবিত্র বলিয়া জানি, ভাবুকেরা ভাবে

জাপকেরা জপে, জ্ঞানীরা জ্ঞানে যত দূর তোমাকে পবিত্র বলেন আমি তাহা অপেক্ষা অধিক পবিত্র বলি। ঈশ্বর তুমি জান কৃতজ্ঞতা ভূমিতে আমি কিরূপ অক্ষম আছি। আমার স্থলবর্ত্তী হইয়া তোমার নিজের প্রতি তুমিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাহাই কৃতজ্ঞতা এবং সেই যথেষ্ট।"

হোসেন মন্সুর প্রতিদিন অবিশ্রান্ত সাধনা করিতেন। তাহা দেখিয়া লোকে বলিল "তুমি এতদূর উচ্চ ভূমিতে আছ, তথাপি এই সকল ক্লেশ কেন স্বীকার কর?" তিনি বলিলেন সুখ দুঃখ ঈশ্বর প্রেমিকের হৃদয়কে আশ্রয় করে না, যেহেতু তাঁহারা মৃতের স্বভাব প্রাপ্ত হন।"

এক দিন মন্সুর প্রান্তরে ইব্রাহিম খাওয়াজকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিকার্য্য করিতেছ?" ইব্রাহিম বলিলেন "নির্ভরের আলয় সকল ঠিক করিয়া লইতেছি।" মন্সুর বলিলেন "সমুদায় জীবন জঠরাগারের কার্য্যে ব্যস্ত রহিলে কবে তুমি ঈশ্বরের একত্বে বিলয় প্রাপ্ত হইবে? এ খাওয়াস প্রকৃত নির্ভর, তুমি সমুদায় জীবন উদরের সেবা করিলে?"

মন্সুরকে কেহ সহিষ্ণুতা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল। তিনি বলিলেন "হস্তপদ চ্ছেদন করিলে ও শূলের উপর স্থাপন করিলে আক্ষেপ না করাই সহিষ্ণুতা" আশ্চর্য্য যে তাঁহার সম্বন্ধে এসকল হইয়াছিল, তিনি আক্ষেপ সূচক একটি শব্দ ও উচ্চারণ করেন নাই।

একদিন শব্লি মন্সুরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মন্সুর বলিলেন "নিবৃত্ত হও, আমি গুরুতর কার্য্য সাধনে উদ্যোগী হইয়াছি, একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য ব্যস্ত আছি, এমন কার্য্যের নিমিত্ত যে ব্যক্তি উৎকণ্ঠিত তাহাকে লোকে প্রহার করে না। অতএব আমাকে মারিও না, আমি নিজেই নিজের মৃত্যুকে সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি।"

যখন সকলে তাঁহার কার্য্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইল ও অগণ্য লোক বিরোধী হইয়া উঠিল, তখন মন্সুর দ্বারা আরও আশ্চর্য্য কার্য্য সকল হইতে লাগিল, তাহার রসনা আরও তেজস্বিনী হইল। খলিফার নিকটে তাঁহার বিষয়ে কথোপকথন চলিতে ছিল। সকলে তাঁহাকে হত্যা করিতে একব্যাক্ত হইল। এ ব্যক্তি আনল্ হক্ (আমি ঈশ্বর) বলিয়া থাকে, অতএব

তাঁহার এই বাক্যকে বলবৎ করিয়া খলিফা প্রাণদণ্ডের অভিমত প্রকাশ করিলেন। হোসেন মনসুরকে লোকে অনুরোধ করিল "বল তুমি হু অল্ হক্" [তিনি ঈশ্বর।] মনসুর কহিলেন "হাঁ সমুদায় তিনি, কিন্তু তোমরা বলিতেছ যে তিনি হারাইয়া গিয়াছেন, বরং হোসেন মনসুর হারাইয়া গিয়াছে, গভীর সমুদ্র বিলুপ্ত হয় না, ন্যূন হয় না।" পরে সকলে জনিদকে যাইয়া বলিল "হোসেন যে এই কথা বলে তাহার কি ব্যাখ্যা নাই?" হায়! জনিদ বলিলেন "শরীরে আঘাত কর, কিম্বা তাহাকে কাটিয়া ফেল, এইক্ষণ অর্থ ব্যাখ্যা করার সময় নয়।" তৎপর মহম্মদ দাউদ এবং একজন পণ্ডিত তাঁহাকে যাইয়া আক্রমণ করিলেন। আক্রমণকারিগণ কর্তৃক তিনি পরাস্ত হইলেন। খলিফার মন্ত্রী তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাগারে তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা লোক সকল গমনাগমন করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্নাদি করিয়াছিল। পরে আর কাহাকে তাঁহার সমীপে যাইতে অধিকার দেওয়া হয় না। পাঁচ মাস কাল কেহই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় না। কেবল এক বার আবদুল্লা খফিফ ও এব্‌নআতা লোক পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন "তুমি যে কথা বলিয়াছ তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাহা হইলে কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।" তিনি বলিলেন "যে ব্যক্তি বলে ক্ষমা প্রার্থনা কর সে ক্ষমা প্রার্থনা করুক।" এব্‌নআতা ইহা শুনিয়া আক্ষেপ করিলেন।

কথিত আছে কারাগারে অনেক অলৌকিক ঘটনা হইয়াছিল। দুই তিন দিন তিনি দৈববলে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, এবং পরে কারাবাসীদিগকে অলক্ষিত রূপে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। কারারক্ষকগণ কারাবাসীদিগের পলায়নে ভীত ও চিন্তিত হইল। তাহারা মনসুরকে জিজ্ঞাসা করিল "বন্দিগণ কোথায়?" তিনি বলিলেন "তাহারা মুক্ত হইয়াছে।" জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কেন রহিয়াছ?" তিনি বলিলেন 'আমার প্রতি ঈশ্বরের আক্রোশ আছে। তজ্জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" খলিফা এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন "হোসেন মনসুর গোলযোগ উপস্থিত করিবে, অতএব তাহাকে সত্বর বধ কর, অথবা যে পর্য্যন্ত "আনল্ হক্" বলিতে নিবৃত্ত না

হুয় দণ্ডাঘাত কর।” তৎপর তাঁহাকে বন্দিশালা হইতে বাহির করিয়া তিন শত বার সবলে যষ্টি প্রহার করিল। প্রহর্ত্তা বলিয়াছে “প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আমি হোসেন ভয় করিও না এই ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি।” যাহা হউক কিছুতেই তিনি “আনল্‌হক্” উক্তি হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। তৎপর তাঁহাকে শূলাগ্রে স্থাপন করার জন্য লইয়া গেল। তাহা দেখিবার নিমিত্ত লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া “হক্ হক্ হক্ আনল্‌হক্” বলিতেছিলেন। ইতি মধ্যে একজন ফকির আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রেম কি?” তিনি বলিলেন “অদ্য দেখিবে, কল্য দেখিবে, পরশ্ব দেখিবে।” অর্থাৎ অদ্য তাঁহাকে বধ করিবে, দ্বিতীয় দিবস তাঁহার দেহ দগ্ধ করিবে, তৃতীয় দিবস কোন চিহ্ন রাখিবে না। মৃত্যুযন্ত্রণার অবস্থায় অনেকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তিনি শান্ত ভাবে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দান করিয়াছিলেন। পরে শূলশলাকার নিকটে আনীত হইলে তিনি তাহাকে চুম্বন করিলেন। এবং শূলে আরোহণের সোপানে পদ স্থাপন করিয়া বলিলেন “বীর পুরুষের স্বর্গারোহণের সোপান শূলশলাকা। পরে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া হস্তোত্তলনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন। শূলে আরোহণ করিবার সময় কতকগুলি নিষ্ঠুর পাষণ্ড লোক তাঁহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল “হায়! অত প্রস্তরের আঘাত পাইয়াও হোসেন একটী কথা বলিলেন না।” তৎপর তাঁহার হস্তচ্ছেদন করিল, তখন সহাস্য মুখে বলিলেন “মানবীয় হস্তচ্ছেদন করা সহজ, আমার আধ্যাত্মিক হস্ত যে স্বর্গের চূড়া হইতে গৌরবের মুকুট আকর্ষণ করিতেছে তাহা ছেদন করে এমন লোক চাই।” অনন্তর তাঁহার পদচ্ছেদন করিয়া ফেলিল, তাহাতে তিনি বলিলেন “এই পদে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু আমার অন্য চরণও আছে, যদ্দ্বারা আমি স্বর্গ লোক ভ্রমণ করিব, যদি সমর্থ হও তাহা ছেদন কর” শোণিতাক্ত ছিন্ন বাহু মুখে ঘর্ষণ করিয়া বাহুযুগল ও মুখমণ্ডল শোণিত লিপ্ত করিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল “ইহা কেন করিলে?” তিনি বলিলেন, বহু রক্ত আমার শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকিবে, তোমরা হয়ত মনে করিতেছ ভয়েতে

আমার মুখ পাণ্ডুতা লাভ করিয়াছে, এজন্য শোণিতলিপ্ত করিলাম, তাহা হইলে আমি লোকের দৃষ্টিতে রক্তিমবদন হইব, যেহেতু বীর পুরুষের মুখাঙ্গরাগ তাঁহার শোণিত।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল "বাহুতে রক্ত মাখিলে কেন?" তিনি বলিলেন "অজু করিলাম।" পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল "এ কিরূপ অজু।" তিনি উত্তর করিলেন "প্রেমের অজু। শোণিত ভিন্ন বিশুদ্ধ অজু হয় না।" তৎপর তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিল। তখন লোকের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অনেক লোক ক্রন্দন করিতে লাগিল। আবার কোন কোন দুরাত্মা প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে তাঁহার জিহ্বা ছেদন করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন "কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ কর, আমি কয়েকটি কথা নিবেদন করিব।" তখন ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়া বলিলেন "পরমেশ্বর, ইহারা এত যন্ত্রণা যে আমাকে প্রদান করিল ইহাদিগকে বঞ্চিত করিও না, সেই সম্পদ্ হইতে নিরাশ করিও না। যদিচ আমার হস্তপদ ছিন্ন করিয়াছে, তোমার পথে ছিন্ন করিয়াছে। যদিচ আমার মস্তক ছেদন করিবে শূলের উপর তোমার দর্শনের অবস্থায় করিবে।" অনন্তর তাঁহার কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে এক পাষাণহৃদয়া বৃদ্ধা নারী আসিয়া হোসেনকে দেখিয়া বলিল "প্রস্তর মার, এই আত্মাভিমানী পাপাত্মাকে শক্ত আঘাত কর।" তখন হোসেন মনসুর কোরাণের দুইটি বচন পাঠ করিলেন। সেই তাঁহার শেষ বাক্য উচ্চারণ। তৎপর তাঁহার জিহ্বা ছিন্ন করিল। তখন সন্ধ্যাকাল, এমন সময় "তাঁহার শিরশ্ছেদন কর" খলিফার এই আজ্ঞা আসিল। হোসেন মনসুর জগতে বিশ্বাস ও বীরত্বের অলৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সহাস্য বদনে প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার দেহকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়।

উক্তি।

সংসারের প্রতি যাঁহার বীতরাগ, ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি, তিনিই ঋষি।

লোকের অত্যাচারে যিনি ব্যথিত হন না, তিনিই মহাজন।

শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

TAPASA MALA

OR

LIVES OF MAHOMEDAN SAINTS

COMPILED FROM TEJKARATULOULIA

A PARSIAN WORK

PART III.

—:o:—

TRANSLATED INTO BENGALI.

তাপস মালা

অর্থাৎ মুসলমান তপস্বীদিগের জীবন বৃত্তান্ত

তৃতীয় ভাগ।

পারস্য পুস্তক তেজকরতোল্ আওলিয়া হইতে সঙ্কলিত

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED BY R. S. BHUTTACHARJI
AT THE BIDHAN PRESS, 6, COLLEGE SQUARE.

1882.

সূচী পত্র

তাপস মালা

তৃতীয় ভাগ।

তাপস আওল্ হোসেন খর্কাণী।

আওল্ হোসেন বিশ্বাসে অচলবৎ অটল, তত্ত্বজ্ঞানে সাগরবৎ অতল-স্পর্শ ছিলেন। তিনি তাপসবৃন্দের গুরু ও প্রেমিক সাধুমণ্ডলীর অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত। এই মহাত্মা সর্ব্বদা দুঃসহ ব্রত সাধনায় দেহমনকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। পরমেশ্বরের সহবাসে ও দর্শনেই তাঁহার আনন্দ ও মত্ততা ছিল। তাঁহার বাসস্থান খর্কাণ প্রদেশ, প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী গজনীশ্বর সোল্তান মহমুদের সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন।

একদা সোল্তান মহমুদ মহর্ষি আওল্ হোসেনকে দর্শন করিতে যান। প্রথমতঃ দূত যাইয়া তাঁহাকে এরূপ জ্ঞাপন করে যে সোল্তান গজনী হইতে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত। তুমি সসম্ভ্রমে কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার পটমণ্ডপে গমন কর। ঈশ্বরের উক্তি— "পরমেশ্বরকে সম্মান কর, প্রেরিত পুরুষকে সম্মান কর, এবং ঐশ্বর্য্য-পতিকে সম্মান কর।" আওল্ হোসেন এই কথার উত্তরে দূতকে বলিলেন "ক্ষমা করিবে, সোল্তানকে যাইয়া বল যে তিনি ঈশ্বরের সেবায় এরূপ মগ্ন আছেন যে তাঁহার দ্বারা প্রেরিত পুরুষেরও সেবা হইয়া উঠিতেছে না, ঐশ্বর্য্য-পতির সম্বন্ধে কি হইবে?" দূত প্রত্যাগমন করিয়া সোল্তানকে এই কথা নিবেদন করিল। সোল্তান কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, এবং বলিলেন "আমরা যেরূপ অনুমান করিয়া ছিলাম এ সেপ্রকার তপস্বী নয়, চল একবার সকলে তাহার নিকটে যাই।" এই বলিয়া তিনি নিজের বেশ ভূষা দ্বারা আইয়াজ

নামক আপন প্রিয় পারিষদকে সুসজ্জিত করিলেন, স্বয়ং অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আইয়াজের শরীররক্ষক ভৃত্য সাজিয়া অপর ভৃত্যগণ সহ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। এবং এইভাবে আওল হোসেনের কুটীর পর্য্যন্ত যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সেলাম করিলেন। তিনি সেলাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু গাত্রোত্থান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন না। তিনি কিয়ৎ-ক্ষণ সোল্‌তানকে নিরীক্ষণ করিয়া আইয়াজের মুখ অবলোকন করিতে লাগি-লেন। কে সোল্‌তান মহমুদ্ কে পারিষদ মুখ দেখিয়াই চিনিলেন। মহমুদ জিজ্ঞাসা করিলেন "দণ্ডায়মান হইয়া সোল্‌তানকে অভ্যর্থনা করিলেন না কেন?" মহর্ষি বলিলেন "এ জাল।" মহমুদ বলিলেন "সত্য, জাল বটে, কিন্তু আপনি কি পক্ষী নহেন?" তখন ঋষি মহমুদের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "নিকটে এস।" মহমুদ অগ্রসর হইয়া কহিলেন "বলুন কি বলি-বেন।" ঋষি বলিলেন "এ সকল অপর লোককে স্থানান্তরিত কর।" তখন মহমুদ অনুচরবর্গকে দূরে যাইতে বলিলেন। তাহারা চলিয়া গেল। মহমুদ কহিলেন "মহর্ষি বায়েজিদের সম্বন্ধে কোন কথা বলুন।" আওল্ হোসেন কহিলেন "বায়েজিদ বলিয়াছেন যে "যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে তাহার দুর্ভাগ্য দূর হইয়াছে।" সোল্‌তান বলিলেন "তিনি কি প্রেরিত মহাপুরুষ মোহম্মদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তাঁহার উন্মার্গচারী পিতৃব্য আবু জোহেল ও আবু লেহেব তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিল অথচ তাহাদের দুর্ভাগ্যের পরি-সীমা ছিল না।" মহর্ষি বলিলেন "অশিষ্ট হইও না, নিজের অধিকার রক্ষা করিয়া চলিও। জানিও প্রেরিত মহাপুরুষকে তাঁহার চারি জন প্রচার বন্ধু ও কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধু ব্যতীত অন্য কেহ দর্শন করে নাই। ঈশ্বরের এই উক্তি ইহার প্রমাণ। যথা;—দেখিতেছ 'তাহারা তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে অথচ তোমাকে দর্শন করিতেছে না।' এই কথা শুনিয়া মহমুদ সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন "আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।" মহর্ষি বলিলেন "এই কয়টি কথা রক্ষা করিও, অবৈধ বিষয় হইতে বিরত থাকিবে, মণ্ডলীর সঙ্গে উপাসনা করিবে, লোকের প্রতি দয়া ও বদান্যতা রক্ষা করিবে।" মহমুদ বলিলেন "আমাকে আশী-র্ব্বাদ করুন।" মহর্ষি বলিলেন "হে আমার ঈশ্বর, ধার্ম্মিক নরনারী

দিগকে ক্ষমা কর।” সোল্তান পুনর্ব্বার বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে ঋষি বলিলেন “হে মহমুদ, তোমার পরিণাম মহমুদ (প্রশংসিত) হউক।” অনন্তর মহমুদ সহস্র মুদ্রা মহর্ষির সম্মুখে ধারণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। মহর্ষিও নিজের খাদ্য স্থূল রুটিকা খণ্ড সোল্তানের সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন “ইহা ভক্ষণ কর।” সোল্তান রুটিকা চিবাইতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার গলাধঃকরণ হইতেছিল না। মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন “রুটি কি গলায় বাধিতেছে?” সোল্তান বলিলেন “হাঁ বড় শক্ত।” মহর্ষি বলিলেন “তুমি কি ইচ্ছা কর তোমার এই মুদ্রা পুঞ্জে আমার গলদেশ আক্রান্ত হয়? প্রতি গ্রহণ কর, ইহা আমি প্রত্যর্পণ করিলাম, এই মুদ্রা আমার অন্তরে বাধিতেছে।” মহমুদ বলিলেন “কিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন।” ঋষি সম্মত হইলেন না। অনন্তর সোল্তান ঋষির নিকটে তাঁহার কিছু স্মরণীয় চিহ্ন প্রার্থনা করিলেন। ঋষি নিজের অঙ্গাচ্ছাদন তাঁহাকে দিলেন। সোল্তান চলিয়া যাইবার সময় বলিলেন ” আর্য্য, আপনার কুটির অতিউৎকৃষ্ট।” আওল হোসেন বলিলেন “তোমার ধনৈশ্বর্য্য আছে, এই কুটীরেরও প্রয়োজন।” যখন সোল্তান চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মহর্ষি দণ্ডায়মান হইয়া তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ইহা দেখিয়া মহমুদ বলিলেন, “প্রথমে যখন আসিয়াছিলাম, তখন আপনি আমার প্রতি উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এইক্ষণ দণ্ডায়মান হইলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?” মহর্ষি বলিলেন “প্রথমে তুমি রাজদর্পে ও আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলে, এইক্ষণ দীনতা ও ফকিরী সহ প্রস্থান করিতেছ, ফকিরী সম্পদের সূর্য্য তোমার উপর দীপ্তি পাইতেছে। প্রথমে তোমার বাদসাহীর জন্য অভ্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মান হই নাই, এইক্ষণ ফকিরীর জন্য তোমাকে সম্মান করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছি।” তৎপর সোল্তান চলিয়া গেলেন।

একদিন আওল্হোসেন তাপস মণ্ডলী সহ কুটিরে বসিয়া আছেন। সাত দিন হইতে অনাহার ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এক ভার আটা এবং একটি ছাগপশু সহ আসিয়া বলিল “এই সামগ্রী মহর্ষিদিগের জন্য আনিয়াছি। ইহা শুনিয়া আওল্হোসেন বন্ধুদিগকে বলিলেন “তোমাদিগের মধ্যে যাঁহার

মহর্ষিত্ব আছে, তিনি ইহা গ্রহণ করুন। আমার সাধ্য নাই যে মহর্ষিত্বের স্পর্দ্ধা করি।" কেহই সেই খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিলেন না। তাহা ফিরাইয়া লইয়া গেল।

এক ব্যক্তি আওল্‌হোসেনের নিকটে আসিয়া খির্কা (সন্ন্যাসবস্ত্র) প্রার্থনা করে। তিনি বলেন "তুমি পূর্ব্বে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দান কর, যদি কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিধান করে, তবে সে কি স্ত্রীলোক হয়?" সেই ব্যক্তি বলিল "না।" মহর্ষি বলিলেন "তদ্রূপ স্ত্রীলোক পুরুষের পোষাক পরিলে পুরুষ হয় না। এই রূপ তুমি সাধু না হইয়া সাধুর বস্ত্র পরিধান করিলে সাধু হইবে না।"

মহর্ষির নিকটে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল "ঈশ্বরের দিকে লোকদিগকে আহ্বান করিতে আমাকে অনুমতি করুন। তিনি বলিলেন "লোকদিগকে পরমেশ্বরের প্রতি আহ্বান করিও নিজের প্রতি নয়।" সে বলিল "আর্য্য! নিজের প্রতি কি লোককে আহ্বান করা যায়?" তিনি বলিলেন "হাঁ যদি অন্যে আহ্বান করে, ও তোমার তাহাতে অসন্তোষ হয়, তবে তুমি নিজের প্রতি আহ্বান করিয়া থাক, উহাই তাহার লক্ষণ।"

আবু আলি সিনা নামক ব্যক্তি মহর্ষির খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে খর্কাণে উপস্থিত হন। মহর্ষি তখন গৃহে ছিলেন না। গৃহের দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহর্ষি কোথায়?" তাঁহার পত্নী বলিল "সেই মিথ্যাবাদী পাষণ্ড দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন?" এরূপ সে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিল। আবু আলি শুনিয়া আবাক্ হইলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "সাধুর স্ত্রী যদি দুর্দ্দান্ত হয় কি দুঃখের অবস্থা!" ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি প্রান্তরাভিমুখে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে দেখেন যে মহর্ষি আসিতেছেন, এক ব্যাঘ্র তাঁহার সঙ্গে, সেই ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে কাষ্ঠ ভার স্থাপিত। আবু আলি ইহা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, একি ব্যাপার?" মহর্ষি বলিলেন "আমি তদ্রূপ বাঘিনী স্ত্রীর ভার বহন করি বলিয়া এই বাঘ আমার ভার বহনে বাধ্য হইয়াছে।"

একদা রাত্রিতে উপাসনা করিতে ছিলেন, তখন এই প্রত্যাদেশ শুনিলেন "আওল্‌হোসেন, তুমি কি ইচ্ছা কর তোমার সম্বন্ধে যে সকল

গূঢ় কথা আমি অবগত আছি, তাহা লোকের নিকটে প্রকাশ করি আর তুমি চূর্ণ বিচূর্ণ হও।” তিনি বলিলেন “প্রভো! তুমি কি সম্মত আছ, আমি তোমার দয়ার তত্ত্ব যাহা অবগত আছি এবং তোমার প্রেম যাহা দেখিতেছি, তাহা সকলকে বলিয়াদি ও তোমার নিকটে আর কেহ প্রণত না হয়?”

এক দিন মহর্ষি অন্তরে এই বাণী শ্রবণ করিলেন “আওল্ হোসেন! তুমি বিরোধী দিগকে ও বিরোধ কোলাহলকে কি ভয় কর?” তিনি বলিলেন “আমি মৃত ব্যক্তিদিগকে ভয় করি না। বল্বান্ উষ্ট্র ঘণ্টাকে ও ঘণ্টার শব্দকে ভয় করে না।”

একবার বলিয়াছিলেন “প্রভো, শমনকে আমার নিকটে প্রেরণ করিও না, আমি তাহার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিব না। তাহা হইতে আমি প্রাণ গ্রহণ করি নাই যে তাহাকে দিব। প্রাণ তোমা হইতে গ্রহণ করিয়াছি, তোমাকে উৎসর্গ করিব, অন্য কাহাকে দিব না।”

মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে আওল্ হোসেন বলিয়াছিলেন “আমার এই শোণিতপূর্ণ হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া প্রদর্শন করিলে জগতের লোকে জানিতে পাইবে যে ঈশ্বর পূজার সঙ্গে পৌত্তলিকতা উপযুক্ত হয় না।” অনন্তর এই উপদেশ করিলেন যে “আমার কবরের জন্য ত্রিশ গজ মৃত্তিকা খনন করিবে, যেহেতু এখানকার ভূমি অপেক্ষা বস্তামের ভূমি ত্রিশ গজ নিম্নে, আমার সমাধি মহর্ষি বায়েজিদ বস্তামীর উপরে হওয়া উচিত নহে।”

উক্তি।

বিশ্বাসীর সকল স্থানে মস্জেদ্, সকল দিন শুক্রবার, সকল মাস রমজান মাস্। তিনি যে খানে থাকেন ঈশ্বরের সঙ্গে থাকেন।

আমি তাঁহার অস্তিত্বে দৃষ্টি পাত করিলাম, তিনি আমা হইতে আমার অস্তিত্ব দূর করিলেন। অনন্তর নিজের অনস্তিত্বে দৃষ্টি পাত করিলাম, আপনার অস্তিত্ব আমার অনস্তিত্বে প্রকাশ করিলেন।

ঈশ্বর স্বীয় প্রেমিকদিগকে এমন স্থানে স্থাপন করেন যে তথায় অপর লোক যাইতে পারে না। আওল্ হোসেন এ কথার প্রমাণ। আমি

তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা বলিলে লোকে আমাকে ক্ষিপ্ত বলে। ঈশ্বর আমাকে বলিয়াছেন, যে "আমি তোমাকে দুর্ভাগ্য লোকের নিকটে প্রকাশ করিব না, যাহারা আমাকে প্রেম করে এবং আমি যাহাদিগকে প্রেম করি তাহাদের নিকটে প্রকাশ করিব। আমি যাহাদিগকে প্রীতি করি, তাহারা আসিয়া তোমাকে দর্শন করিবে, তাহারা আসিতে না পারিলেও তোমার নাম শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতি প্রীতি স্থাপন করিবে। আমি তোমাকে পুণ্যের জীবন দান করিয়াছি, পুণ্যাত্মারাই তোমাকে ভালবাসিবে।"

ঈশ্বরের এই বাণী শ্রবণ করিলাম ;—"হে আমার দাস, যদি তুমি শোক সন্তাপিত হইয়া আমার নিকটে আগমন কর অমি তোমাকে সন্তোষ দান করিব, দীনতা সহ আসিলে আমি তোমাকে ধনী করিব, সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিলে স্বভাবকে তোমার আয়ত্তাধীন করিয়া দিব।"

যখন আমি নিজের অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলাম, তখন প্রভু আমার অনস্তিত্ব আমাকে প্রদর্শন করিলেন। যখন আমার অনস্তিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম তিনি তাঁহার অস্তিত্ব ও প্রভুত্ব আমার নিকটে প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন "তুমি নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদর্শন কর।" আমি বলিলাম তুমি ব্যতীত কে অস্তিত্বের প্রমাণ দান করে, তুমি কি স্বয়ং বল নাই "ঈশ্বরই সাক্ষী?" এই পথ যখন আমার দিকে উন্মুক্ত হইল তখন জ্যোতিতে এই পথের এমন প্রভেদ বুঝা গেল যেন আমি প্র... বৎসর অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে উপনীত হইতে লাগিলাম।

ঈশ্বর আমার হৃদয়ে এই কথা বলিলেন "আওল হোসেন, আমার আজ্ঞায় তুমি দণ্ডায়মান থাক, আমি জীবিত আছি, কখন আমার মৃত্যু হইবে না। তোমাকে আমি জীবন দান করিব, তাহাতেও মৃত্যুর অধিকার নাই। আমি যাহা নিষেধ করিয়াছি তাহা হইতে দূরে থাক, আমার রাজত্ব ও ঐশ্বর্য্যের বিনাশ নাই, আমি তোমাকেও অবিনাশী রাজত্ব দান করিব।"

ঈশ্বর বলিয়াছেন—"যাহারা আমাকে চিনিয়াছে তাহারা সত্যকে প্রেম করিয়াছে, সত্য তাহাদিগের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়াছে, যাহারা সাধু সহবাস করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরের সহবাস করিয়াছে।"

যখন আমার রসনা ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বের পরিচয়ে ও গুণানুবাদে উন্মুক্ত হইল তখন দেখিলাম দ্যুলোক ভূলোক আমাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, লোকে তাহা দেখিতে পাইল না।

আমার অন্তরে এই ধ্বনি হইল, "লোকে আমার নিকটে স্বর্গ প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহারা যে বিশ্বাস পাইয়াছে তাহার কৃতজ্ঞতা দানে নিযুক্ত নহে, অন্য বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে।"

ধ্বনি হইল "আওল হোসেন, সমুদায় তোমাকে দিব কিন্তু প্রভুত্ব দিব না।" আমি বলিলাম প্রভো, এই দান বিতরণ রহিত কর, ইহা তোমার সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ নাই তাহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকুক। অসম্পর্কিতভাব যেন আমার সঙ্গে না হয়।

ত্রিশবৎসর লোকের অভিমুখে কথা কহিতেছি, লোকে মনে করিতেছে, আমি তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছি। কিন্তু আমি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলিতেছি। এক কথায়ও এইসকল লোকের অনিষ্ট করি নাই। যেহেতু আমার হৃদয় সর্ব্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল।

প্রভো! যাহা কিছু আমার ছিল তাহা তোমার কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছি, যাহা তোমার তাহাও তোমাতে উৎসর্গ করিয়াছি; তাহাতে আমার আমিত্ব আমা হইতে বিদূরিত হইবে, সম্পূর্ণ তুমি থাকিবে।

সর্ব্বত্র আমি তোমার দাস, তোমার প্রেরিত পুরুষের ভৃত্য, তোমার সৃষ্ট নর নারীর সেবক।

প্রভো! তুমি যখন আমাকে স্মরণ করিতেছ, তখন আমার প্রাণ তোমার প্রশংসাবাদে উৎসর্গীকৃত হউক, আমার মন যখন তোমাকে স্মরণ করে তখন আমার শরীরও জীবন মনের জন্য উৎসর্গ হউক।

প্রভো! তুমি আমাকে তোমার নিজের জন্য সৃজন করিয়াছ, আমি তোমার জন্য মাতৃ গর্ভ হইতে ভুমিষ্ঠ হইয়াছি। তুমি আমাকে কোন সৃষ্ট বস্তু কর্তৃক অধিকৃত হইতেদিও না।

আমি কাহাকেও গুরুরূপে গ্রহণ করি নাই, যেহেতু আমার গুরু ও নেতা স্বয়ং ঈশ্বর। কিন্তু আমি সমুদায় ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে সেবা করিয়াছি।

লোকে যে পর্য্যন্ত না জানে যে সে কিছুই জানে না, সে পর্য্যন্ত সে

যাহা জানে বলিয়া জানে তাহার জন্য স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু যখন জানিল যে সে কিছুই জানে না, তখন তাহার নিজের জ্ঞানের জন্য লজ্জা হয় এবং তখনই সে উচ্চ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে।

ঈশ্বরকে অনুমান ও কল্পনা দ্বারা জানা যায় না, যদি তুমি বল আমি তাঁহাকে জানিয়াছি, আমি বলিব তুমি তাঁহাকে জান নাই, ঈশ্বরকে এরূপ জানা চাই যে তুমি যত তাঁহাকে জানিবে বলিবে যে, আশা যে আমি ইহা অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক জানিতে পারি।

ঈশ্বর যখন দাসকে আপনার পথ প্রদর্শন করেন তখন সেই দাসের গতি ও স্থিতি অধ্যাত্ম রাজ্যে হয়। যে হৃদয় ঈশ্বরের জন্য অসুস্থ, ধন্য সে, যেহেতু তাহার আরোগ্য ঈশ্বরেতে হয়।

যিনি ঈশ্বরেতে জীবিতে, যাহা দর্শনীয় তৎসমুদায় তিনি দর্শন করিয়াছেন, যাহা শ্রবণীয় তিনি তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছেন, যাহা জ্ঞাতব্য তৎসমুদায় জ্ঞাত হইয়াছেন।

এই পথে এক বাজার আছে, সাধুপুরুষেরা তাহাকে ধর্ম্মবাজার বলেন। এই বাজারে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। সেই ছবি অলৌকিকতা, তপস্যা, ইহলোক, পরলোক, কোমলতা, স্বর্গ। যাত্রিকগণ সে বাজারে গেলে তথায় অবস্থিতি করেন। যাঁহারা সে সকল বস্তুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। অনন্তর দাসের কর্ত্তব্য যে সকল পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন, মস্তককে প্রণত রাখেন। কৃপা নদী দিয়া চলিয়া ঈশ্বরের একত্বেতে উপনীত হন, আত্মবিসর্জ্জন করেন।

জ্ঞানের দুই বিভাগ, বাহ্যিক বিভাগ ও আধ্যাত্মিক বিভাগ। বাহ্যিক ভাগ বাহজ্ঞানীরা প্রকাশ করে। আধ্যাত্মিক ভাগ অধ্যাত্মজ্ঞানীরা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সাধুর যে নিগূঢ় ভাব তাহাই আধ্যাত্মিক ভাগ, তথায় মানবীয়ভাবের প্রবেশ নাই।

তুমি সংসারকে অন্বেষণ করিলে সংসার তোমার উপর পরাক্রান্ত হইবে। তুমি সংসার হইতে বিমুখ হইলে তুমি সংসারের উপর পরাক্রান্ত হইবে।

ফকির কে? যাহার ইহকাল পরকাল নাই। অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে

তিনি অন্তরে যোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাঁহার তুলনায় ইহলোক পরলোক অকিঞ্চিৎকর।

বীরত্ব একটী বৃহৎ নদী, এই নদীর তিনটী শাখা। (১) বদান্যতা, (২) লোকের প্রতি দয়া, (৩) লোকের নিকট অপ্রার্থী হওয়া, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থী থাকা।

লোকে মনে মনে একটী কুচিন্তা করিয়া যে কুকর্ম্ম করে, তাহাতে তাহারা ঈশ্বর হইতে দুই বৎসরের পথ দূরে চলিয়া যায়।

মনুষ্য পুণ্যেতে উন্নতি লাভ করে, বহু ধর্ম্মানুষ্ঠানে নয়।

তিনি নিজের একবিন্দু সাধুতা তোমাতে প্রকাশ করিবেন, জগতে তোমার এমন কেহ নাই যে তাহার নিকটে তুমি সেইরূপ সাধুতা শ্রবণ করিবে, কিম্বা তাহাকে বলিবে।

পণ্ডিতেরা বলেন যে "আমরা প্রেরিত পুরুষের উত্তরাধিকারী।" কিন্তু আমরা বলি প্রেরিত মহাপুরুষের উত্তরাধিকারী আমরা। যাহা যাহা তাঁহার ছিল সে সকলের কোন কোনটি আমাদের আছে। তিনি ফকির ছিলেন আমরাও ফকিরী স্বীকার করিয়াছি। তাঁহার বদান্যতা গুণ ছিল, লোকের প্রতি সাধুভাব ছিল তিনি অহিতকারী ছিলেন না, লোকের পথপ্রদর্শক ছিলেন, দর্শক ছিলেন, লোকের সঙ্গে তাঁহার আমোদ ছিল না, তিনি সময়ের অধীন ছিলেন না। লোকে তাঁহা হইতে ভয় পাইত, তিনি ভয় পাইতেন না ; লোকে যাহা তাঁহার নিকটে আশা করিত, তিনি আশা করিতেন না ; কোন বিষয়ে তাঁহার অহঙ্কার ছিল না। এ সকল মহাপুরুষদিগের লক্ষণ।

যে দলে আমি আছি তাহার অগ্রে পরমেশ্বর, পশ্চাতে মহাপুরুষ মোহম্মদ, মধ্যে গ্রন্থ ও বিধি, পৃষ্ঠভাগে প্রেরিত পুরুষের ধর্ম্মবন্ধুগণ। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এই দলে আছেন। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে মিলিত, কিন্তু আওল্ হোসেনের প্রাণ কোন সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত নয়।

লোক সকল জ্ঞান লইয়া আসিতেছেন, অনেকে তপস্যা লইয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহা সেই পথ নয় যে এখানে কিছু স্থান পাইবে। তুমি দুই ভুলিয়া যাও, অতঃপর কি রহিল ? একমাত্র ঈশ্বর।

যে ব্যক্তি চিন্তা করিবার সময় ও কথা বলিবার সময় ঈশ্বরকে দর্শন করে না সে শক্ত বিপদে জড়িত।

সকলের আকাঙ্ক্ষা যে এস্থান হইতে সে স্থানের উপযুক্ত কিছু সে স্থানে লইয়া যায়। কিন্তু এখান হইতে সেখানকার উপযুক্ত কিছুই সেখানে লইয়া যাওয়া যায় না, কেবল একটি লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহা কি ? আত্মবিনাশ।

যদি ঈশ্বর দাসকে এরূপ উন্নত করেন যে তাহার স্থান উচ্চতর লোকে হয় এবং তখন দাস মনে মনে ভাবে যে আমার বন্ধুদিগের কেহ আসিয়া আমাকে দেখিলে ভাল হইত, সে দাস সাধু পুরুষ নহে।

যদি তুমি ইচ্ছা কর যে পূর্ব্বে দ্যুলোক ভূলোকের ও তন্নিবাসীদিগের তত্ত্ব অবগত হইবে পরে ঈশ্বরকে জানিবে, তাহা হইলে তোমার পথ দীর্ঘ হইবে। তুমি বিশ্বাসের আলোকে চল, পথ খর্ব্ব হইবে।

যখন সাধুলোকের প্রসঙ্গ করিবে শুভ্রমেঘ উদিত হইবে, অনুগ্রহের বারি বর্ষণ করিবে। যখন ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করিবে হরিদ্বর্ণের মেঘ প্রকাশ পাইবে, প্রেম বর্ষণ করিবে।

ঈশ্বর, প্রেরিত পুরুষ, পুণ্যবান্ বিশ্বাসী এই তিন জন ব্যতীত সকলের নিকটেই বিশ্বাসী নিন্দিত।

যাত্রা চতুর্ব্বিধ, পদব্রজে যাত্রা, মানসিক যাত্রা, আকাঙ্ক্ষায় যাত্রা, আত্মবিনাশে যাত্রা।

যাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে উপনীত হন ঈশ্বর হইতে এমন কিছু তাঁহাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় যে তাঁহাদের নিজের বলিয়া যাহা কিছু ছিল তাহা তাঁহাদিগের হইতে বহির্গত হইয়া যায় ও তিরোহিত হয়। উপাসনা প্রার্থনা নাম জপ দান ব্রতোপবাস প্রভৃতি ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের সমুদায় স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ অতঃপর যে কোন সাধনা সেই সকল সাধক হইতে প্রকাশ পায় তাহা তাঁহারা করেন না।

ঈশ্বর যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন, নিশ্চয় তাহার পথ খর্ব্ব হয়।

পরমেশ্বর সাধুদিগের অন্তরে জ্যোতির দৃষ্টি প্রদান করেন, তৎপর সেই দৃষ্টির উপর অন্য দৃষ্টি অর্পণ করেন, এইরূপ সেই দৃষ্টির উপর অপর দৃষ্টি

স্থাপন করেন। তৎপর এমন অবস্থা হইয়া থাকে যে তাঁহার সমুদায় দৃষ্টি ঈশ্বর হইয়া যায়।

এ সেই সমুদ্র নহে যে কেহ নৌকাকে রক্ষা করিতে পারিবে। লক্ষ লোক এই সমুদ্রের কূলে নিমগ্ন হইয়াছে। কেহ সমুদ্রে যাইতে পারে নাই, এই স্থানে পরমেশ্বর।

দুইটি পথ, একটী সৎপথ আর একটী বিপথ; বিপথ, দাস হইতে প্রভুর দিকে প্রসারিত, সৎপথ প্রভু হইতে দাসের দিকে বিস্তৃত। যে ব্যক্তি বলে যে আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, সে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যিনি বলেন যে আমি উপস্থিত হই নাই, হয়তো তিনি উপস্থিত হইয়াছেন।

যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন তিনি নাই, যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন তিনি মরিয়াছেন।

মুখ বন্ধ কর, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কথা বলিবে না; হৃদয়কে বন্ধ কর ঈশ্বরচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিবে না, কর্ম্মানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়-গ্রাম বন্ধ কর ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্য করিবে না, বৈধ ভোগ ব্যতীত অবৈধ ভোগ করিবে না।

যখন তুমি আপানাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিবে তুমি থাকিবে না, তখন তুমি সম্পূর্ণ থাকিবে। ঈশ্বর বলিতেছেন "আমি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু সুফিকে সৃষ্টি করি নাই। অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে গণ্য নয়।

সুফি মন রাখেন কিন্তু মন তাঁহা হইতে অপহৃত হইয়াছে, শরীর রাখেন কিন্তু তাহা তাঁহা হইতে গৃহীত হইয়াছে, প্রাণ রাখেন কিন্তু তাহা দগ্ধ।

স্বর্গ মর্ত্ত্যের সমুদয় জীবের ধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা এক মুহূর্ত্ত ঈশ্বর সহবাস শ্রেষ্ঠ।

যাহা তুমি ঈশ্বরের জন্য কর তাহা সার, যাহা লোকের জন্য কর তাহা অসার।

প্রতিদিন সহস্রবার মরিবে তবে জীবিত হইবে, তাহা হইলে এরূপ জীবন পাওয়ার সম্ভাবনা যে কখন মৃত্যু হইবে না।

তোমার জীবন তাঁহাকে সমর্পণ করিলে তুমি নির্ব্বাপিত হইবে, তিনি তোমাকে তাঁহার নিজের জীবন প্রদান করিবেন।

যিনি নির্জ্জনে স্বীয় প্রভুর সঙ্গে বাস করেন তাঁহার লক্ষণ এই যে তিনি সকল বস্তু সকল ব্যক্তি অপেক্ষা স্বীয় প্রভুকে প্রীতি করেন।

প্রভু হইতে যে পথ তোমার দিকে উপস্থিত হইবে, তাহা তোমাকে তোমার নিকটে প্রকাশ করিবে, দর্শন তত্ত্বজ্ঞান, অলৌকিকতা প্রকাশ করিবে, ঈশ্বর আপনাকে তোমার নিকট প্রকাশ করিবেন। যখন সমুদায় সৃষ্টবস্তু অপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে তিনি আপনাকে তোমার নিকটে প্রকাশ করিবেন, তখন তাঁহার বর্ণনা নাই।

ঈশ্বর আপনার সুকোমল প্রেম তাঁহার প্রেমিকের জন্য, আপনার দয়াকে পাপীর জন্য রক্ষা করেন।

লোকের প্রতি যাহার প্রেম নাই, ঈশ্বরের প্রতিও তাহার প্রেম নাই।

যে ব্যক্তি সংসার ও জীবন ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিতে সক্ষম নয়, সে যেন মনে না করে যে সহজে পথ অতিক্রম করিয়া যাইবে।

এক দণ্ড কাল ঈশ্বর সহবাসে আনন্দিত হওয়া বহুবৎসর নমাজ রোজা করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যে ব্যক্তি যে দিবস কোন সাধুকে উৎপীড়ন করে না, সে দিবস সে প্রেরিত মহাপুরুষের সঙ্গ করে। যে জন সাধুকে উৎপীড়ন করে ঈশ্বর তাহার তপস্যা গ্রহণ করেন না।

বিশ্বাস লাভের পর দাসকে ঈশ্বর যাহা দান করেন, অন্তরে শুদ্ধতা বাক্যের সত্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই নাই।

পশুরোমের খের্কা (বৈরাগ্যবসন বিশেষ) অনেকে পরিধান করেন কিন্তু অন্তরে সত্যনিষ্ঠা, অনুষ্ঠানের সাত্ত্বিকতার প্রয়োজন, যদি তদ্রূপ রোমশ খের্কা পরিলে ও যবের রুটি ভক্ষণ করিলে সাধু হওয়া যাইত তাহা হইলে অনেক পশু সাধু হইত। যেহেতু তাহারা রোমশ আচ্ছাদন অঙ্গে ধারণ ও যব শস্য ভক্ষণ করে।

যদি তোমার মন ঈশ্বরে অনুরক্ত থাকে, সমুদায় পৃথিবী তোমার হস্তগত হইলেও তোমার ক্ষতি নাই। অত্যুৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিলে

কিছু হানি হইবে না। খের্কা পরিয়াছ কিন্তু মন ঈশ্বরে সংলগ্ন নহে, সেই খের্কা দ্বারা তোমার কোন প্রয়োজন নাই।

আপনাকে ঈশ্বরেতে দেখিলে পূর্ণতা, ঈশ্বরকে আপনাতে দেখিলে নির্ব্বাণ, আপনাকে না দেখিয়া ঈশ্বরকে দেখিলে নিত্যতা।

কতক লোক গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়, কতকগুলি লোক ইচ্ছা হইল ভিতরে চলিয়া গেল ও ইচ্ছা হইল বাহিরে চলিয়া আসিল। কতকলোক ভিতরে প্রবেশ করিলে আর তাহাদিগকে বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না।

যাহারা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে ও জলে নিমগ্ন হইয়াছে এমন লোকের সঙ্গ করিবে।

তিনি সাধু যাঁহার অন্তরে চিন্তা নাই, তিনি বলেন তাঁহার কথা নয়, শ্রবণ করেন তাঁহার শ্রবণ নয়, সুখ দুঃখ গতি স্থিতি তাঁহার নয়।

ঈশ্বরকে এরূপ স্মরণ কর যেন পুনর্ব্বার স্মরণ করিতে না হয়। অর্থাৎ তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, তাহা হইলেই তোমাকে পুনর্ব্বার স্মরণ করিতে হইবে না।

মনুষ্যের পূর্ণতা তিনটী বিষয়ে, (১) আপনাকে এরূপ জানা ঈশ্বর যেরূপ জানেন, কিন্তু কাহাকেও জানি না যে এইরূপ আপনাকে জানে। (২) তোমার তাঁহাতে স্থিতি, তোমাতে তাঁহার স্থিতি। (৩) তুমি কিছুই থাকিবে না সম্পূর্ণ তিনি থাকিবেন।

যে শ্রোতা স্বীয় প্রভুকে দর্শন করে না তাহার সঙ্গে কথা কহিও না, যে বক্তা স্বীয় প্রভুকে দর্শন করে না তাহার বাক্য শুনিও না।

সাধুর দুঃখ স্বর্গ মর্ত্ত্যে ধরে না, তিনি চাহেন যে ঈশ্বরকে তাঁহার অনুরূপ স্মরণ করেন, কিন্তু সক্ষম হন না।

কখন আমার শিষ্য ছিল না, আমি নেতৃত্বের গৌরব করি না, আমি বলি ঈশ্বরই যথেষ্ট।

যদি জীবনে তুমি একবার ঈশ্বরকে পীড়া দিয়া থাক অবশিষ্ট সমুদায় জীবন তোমার ক্রন্দন করিতে হইবে, তিনি ক্ষমা করিলেও সেই আক্ষেপ দূর হইবে না, যে এমন প্রভুকে আমি উৎপীড়ন করিয়াছি।

তিনিই দীন সপ্ত স্বর্গে ও পৃথিবীতে কাহার সঙ্গে যাঁহার একটী কেশ

সূত্রেও যোগ নাই, আমি বলিতেছি না যে আমি দীন, কিন্তু আমি সংসার ও সংসারী দিগের সঙ্গে যোগ রাখি না, সংসারও আমার সঙ্গে সংযুক্ত নহে।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য পিপাসু, ঈশ্বরের সমুদায় সৃষ্টি তাহাকে প্রদান করিলেও সে তৃপ্ত হয় না।

জ্ঞানী জ্ঞান গ্রহণ করেন, বৈরাগী বৈরাগ্য, তপস্বী তপস্যা গ্রহণ করেন। তাঁহারা এ সকল লইয়া অগ্রসর হন। সাবধান, তুমি পবিত্রতা গ্রহণ করিবে, পবিত্রতা সহ অগ্রসর হইবে, যেহেতু তিনি পবিত্র ও নিষ্কাম।

শরীর মন ধন ও বাক্য দ্বারা লোকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে অপরাধ করে, যদি শরীর তাঁহার সেবাতে, বাক্যকে তাঁহার গুণানুবাদে নিযুক্ত রাখ, তাহা হইলে ও অগ্রসর হইতে পারিবে না, মন তাঁহাতে অর্পণ ও যাহা কিছু আছে বিতরণ না করিলে হইবে না। যখন এই চারি বস্তু উৎসর্গ করিবে তখন চারি বস্তু প্রাপ্ত হইবে। প্রেম, তেজ ঈশ্বরেতে জীবন, তাঁহার একত্বে গতি।

অনেক লোক ভূমির উপর বিচরণ করে কিন্তু তাহারা মৃত, অনেক লোক ভূমি গর্ভে শয়ান, কিন্তু তাঁহারা জীবিত।

লোকে বলে প্রেরিত মহাপুরুষ মোহম্মদের নয়টী স্ত্রী এবং তাঁহার সন্তান সন্তুতি ছিল। কিন্তু তিনি ৬৩ বৎসর এ পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, তাঁহার মন দ্যুলোক ভূলোকের সংবাদ রাখিত না, তিনি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু জানিতেন না।

তুমি যে দিকে দৃষ্টি করিবে সে দিকেই ঈশ্বর।

অদৃশ্য জগতে একটী নদী আছে, সকলের বিশ্বাস সেই নদীর উপর তৃণ পত্রের ন্যায় ভাসিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ও তরঙ্গ উঠিতেছে এবং সেই সকল বিশ্বাসতৃণকে কূলে নিক্ষেপ করিতেছে।

যেমন তোমার গৃহিণীকে অন্তরঙ্গ লোক ব্যতীত অন্য লোক দেখিতে পায় না তদ্রূপ মহাজনদিগকে সকল লোক দেখিতে পায়না, কেবল অন্তরঙ্গ লোকেরাই তাঁহাদের দর্শন পায়। শিষ্য যত গুরুকে শ্রদ্ধা করে, তত গুরুর প্রতি তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়।

সকল লোক জলে মৎস্য ধরে, কিন্তু এই সকল মহাজনেরা ডাঙ্গায় ধরেন, লোকে ডাঙ্গায় শস্য ক্ষেত্র করে কিন্তু এই সাধু মণ্ডলী নদীতে কৃষি কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

ইহলোকের সহস্র প্রার্থনীয় বস্তু পরিত্যাগ করিলে পরলোকে একটী প্রার্থনীয় প্রাপ্ত হইবে। সহস্রবিষ সরবৎ পান করিলে এক পাত্র সুধার সরবৎ পান কবিতে পাইবে।

জীবন, দর্শন, পবিত্রতা, স্থিতি ও লয় এ সমুদায় মৃত্যুর ভিতরে। ঈশ্বর যখন প্রকাশিত হন তখন তিনি ব্যতীত কিছুই থাকে না।

যে পর্যন্ত মানবীয় ভাবে থাকিবে, অম্লত্ব ও কটুত্বের আস্বাদ পাইবে, মানবীয় ভাব হইতে মুক্ত হইলে ঈশ্বরেতে জীবন লাভ হইবে।

আমার দেহ নাই, বাক্য নাই, এক তিন ঈশ্বর অধিকার করিয়াছেন।

আমার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, আমার এদুই ঈশ্বর।

কর্ম্ম কর্ত্তা অনেক আছেন, গ্রহণকারী নাই, গ্রহণকারী অনেক আছেন সমর্পণকারী নাই, তিনিই সাধু যিনি কার্য্য করেন গ্রহণ করেন ও সমর্পণ করেন।

যাহারা বলে প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর পরিচয় লাভ হয় তাঁহাদের কথায় হাস্য সম্বরণ করা যায় না, ঈশ্বরকে ঈশ্বর দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, সৃষ্ট বস্তুর প্রমাণ দ্বারা কেমন করিয়া জানিবে।

এ সেরূপ পথ নহে যে এমন রসনা আছে যে তাহার ব্যাখ্যা করে, বা এমন দৃষ্টি আছে যে তাহাকে দেখে কিম্বা ইন্দ্রিয়গণের এ স্থানে প্রবেশ আছে, যেহেতু সমুদায় তাঁহাদ্বারা পূর্ণ, প্রাণ তাঁহারই আজ্ঞাধীন এ স্থানে ঈশ্বরই সর্ব্বময়।

যিনি প্রেমিক হইয়াছেন তিনি ঈশ্বরকে পাইয়াছেন, যিনি ঈশ্বরকে পাইয়াছেন তিনি আপনাকে ভুলিয়াছেন ও হারাইয়াছেন।

লোকে কোরাণের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু সাধু পুরুষেরা আত্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত

সেই জ্ঞানীই জ্ঞানী যিনী আত্মিক জ্ঞানে জ্ঞানী, বাহ্যজ্ঞানে জ্ঞানী জ্ঞানী নহে।

অনুতাপের তরু রোপণ কর, পরিণামে ফল প্রসব করিবে, বসিয়া ক্রন্দন কর তাহাতে সম্পদ্ লাভ হইবে।

যত মহাপুরুষ ও মহর্ষি এ জগতে আসিয়াছেন, ও চলিয়া গিয়াছেন সকলেই দুঃখ পাইয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিতেন যে উপযুক্ত রূপে তাঁহাকে জানেন, জানিতে পারিতেন না।

তুমি তাঁহাকে কোথায় দেখিলে? বলিলেন যেখানে আপনাকে দেখি নাই।

যাহার মনে সদসৎচিন্তার উদয় হয় তাহাকে আমি ঈশ্বরগত সাধু বলিয়া গণ্য করি না।

আমি বলিতেছি না যে তোমার কার্য্য করিতে হইবে না, কার্য্য করিবে। কিন্তু তোমার জানা চাই যে কার্য্য তুমি স্বয়ং করিতেছ, না তোমাদ্বারা করাইতেছেন। যাহা তুমি করিতেছ তিনি তোমাকে তাহা করিতে দেন। যথা বণিকের ভৃত্য প্র র প্রদত্ত মূল ধন দ্বারা ব্যবসায় করে, মূল ধন প্রভুকে প্রত্যর্পণ করিলে শূন্য হস্তে তাহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হয়।

সকল সাধক ত্রিবিধ প্রণালীতে সাধনা করেন, শরীর দ্বারা সেবা, রসনায় সৎপ্রসঙ্গ, অন্তরে সচ্চিন্তা। এ সকল জল স্রোতের ন্যায় সমুদ্রে গমন করে, সমুদ্রে প্রবেশ করিলে আর কোথায় প্রকাশ পায়? তোমার ও সেই সকল মহাজনদিগের সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বরে মগ্ন ও অদৃশ্য হইয়া যাইবে। অতএব স্বীয় অনুষ্ঠানকে না দেখাতেই মহত্ত্ব, তোমার সাধনা অনুষ্ঠান দীপের ন্যায় এবং সেই সমুদ্র সূর্য্য সদৃশ, সূর্য্যের উদয় হইলে দীপ কিসে লাগে?

সাধু পুরুষগণ, সাবধান হও, ফরিরী খের্ক নমাজের আসন দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। যে ব্যক্তি এসকলের গৌরব করিয়া বাহির হয়, তাহাকে চূর্ণ করা হইবে।

যে ব্যক্তি একটি কামনাকে পরিতৃপ্ত করে ঈশ্বরের পথে তাহাকে সহস্র দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

ঈশ্বর যখন লোকদিগকে জীবিকা বিভাগ করেন, তখন তিনি মহা-

জনদিগকে দুঃখ বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন ও তজ্জন্য দাতার নিকটে কৃতজ্ঞ হন।

যে পর্য্যন্ত লোকের নিকটে গুপ্ত থাকা যায় সে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম পথে সুখ। বিখ্যাত হইলে, লোকে জানিলে লবণ শূন্য ব্যঞ্জনের ন্যায় বিরস হইতে হয়।

যে পর্য্যন্ত কার্য্য নিবৃত্ত না হয়, সাধু লোকেরা সে পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন না।

তুমি নিজের সদসৎ কার্য্যকে ভুলিয়া যাও সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ কর।

আমি তোমাদিগকে স্বীয় কার্য্যের নিদর্শন দিতেছি না, কিন্তু তোমাদিগকে প্রভুর পবিত্রতা ও তাঁহার দয়া ও প্রেমের নিদর্শন দিতেছি। যাহাতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, নৌকার পরে নৌকা ভগ্ন হইতেছে।

যদি তুর্কস্থান হইতে শামদেশ পর্য্যন্ত কাহার অঙ্গুলিতে কণ্টক বিদ্ধ হয়, কিম্বা প্রস্তরে পদ স্খলন হয় অথবা মনে শোকাঘাত হয় সেই অঙ্গুলি সেই চরণ সেই মন আমার।

আমি বলিতেছি না যে স্বর্গ নরক নাই, কিন্তু বলিতেছি আমার নিকটে স্বর্গ নরকের স্থান নাই, যেহেতু এ দুই সৃষ্ট, আমি যে স্থানে আছি এস্থানে সৃষ্ট পদার্থের স্থান নাই।

তোমার মৃত্যুর ভয় আছে? বলিলেন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ভয় নাই।

দাসত্ব কাহাকে বলে? নিঃস্বার্থ ভাবে পরসেবায় জীবন যাপন করা।

কি করিলে জাগরিত হওয়া যায়? প্রাণকে একটি নিঃশ্বাসের ভিতরে আনয়ন কর এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত বলিয়া জান।

দাসত্বের চিহ্ন কি? যে স্থানে আমি আছে, সেস্থানে দাসত্বের চিহ্ন নাই।

পরমেশ্বরের নাম কি ভাবে লইবে? কেহ আজ্ঞা পালনে তাঁহার নাম গ্রহণ করে, কেহ সাধারণ অবস্থায়, কেহ প্রেমে, কেহ ভয়ে এবং কেহ আশায় কেন না তিনি মহান্।

ঈশ্বর যাহা বিধান করেন তোমার তাহাতে সম্মত হওয়া তোমার অন্য সহস্র সহস্র সৎকার্য্য করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তাঁহার মঙ্গলসমুদ্রের এক বিন্দু তোমার উপর পতিত হইলে তুমি সমুদায় জগতে কাহার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে বা কাহার কথা শুনিতে বা কাহাকে দেখিতে চাহিবে না।

নমাজ রোজা উত্তম সামগ্রী, কিন্তু বিদ্বেষ ও গর্ব্ব অন্তর হইতে দূর করা শ্রেয়ঃ।

সংসারে কাহার প্রতি তোমার বিদ্বেষ থাকা অপেক্ষা ক্লেশকর কিছুই নহে।

আমি সংসারে কণ্টক তরু মূলে ঈশ্বর সহবাসে জীবন যাপন করিতে সন্তুষ্ট, স্বর্গলোকে কল্পতরুতলে তাঁহাকে হারাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না।

আমি যে স্থানে উপবিষ্ট আছি, সময়ে সময়ে এরূপ বল ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হই যে বলি হস্ত প্রসারণ করিয়া নভোমণ্ডলকে স্থানচ্যুত করিব, ভূমিতে পদাঘাত করিয়া তাহাকে রসাতলে স্থাপন করিব। কখন এমন হয় যে নিজের প্রতি দৃষ্টি করি এবং বলি আমার তো এই শরীর, এই প্রকৃতি!

এই পথে প্রথমতঃ ব্যাকুলতা, তৎপর নির্জ্জনতা, তৎপর সন্তাপ, তৎপর দর্শন, তৎপর চৈতন্য।

চল্লিশ বৎসর আমি নিজের জন্য অন্ন ও রুটী প্রস্তুত করি নাই। কেবল অতিথির জন্য করিয়াছি। আমি অতিথির প্রসাদ খাইয়াছি।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরবাণীর মিষ্টতার আস্বাদ না পাইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছে সে সমুদায় কল্যাণ ও শান্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার কিছুই লাভ হয় নাই।

লোকের সঙ্গে সদ্ভাবে প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে সেবা ও আনুগত্যে ঈশ্বরের সঙ্গে পবিত্রতায় জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য, ঈশ্বর পবিত্র, তিনি পবিত্রাত্মাকে প্রেম করিয়া থাকেন।

বিশ্বাস কখন একটি মক্ষিকার পদাঘাত সহ্য করিতে পারেন না, আবার কখন তিনি নেত্ররোমের অগ্রভাগে সপ্ত ভুবন ধারণ করেন।

তাপস আবুবেকর শব্‌লি।

আবুবেকর শাবলির জন্মভূমি বগ্দাদ্। ইনি মহাজ্ঞানী প্রেমোন্মত্ত তপস্বী ছিলেন। ইহাঁর ধর্ম্মজীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত বীরত্ব ছিল। ইনি নানা প্রকার দুঃসহ ব্রত ও কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। ইহাঁর জীবনে কখন দুর্ব্বলতা ও ঔদাসিন্য প্রকাশ পায় নাই। ইহাঁর জলন্ত অনুরাগানল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় নাই। ইনি অনেক সাধু সঙ্গ করিয়াছিলেন, বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। হোসেন মনসুরের ন্যায় ইনি ও অহংব্রহ্মবাদী ছিলেন। ইনি সাতত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিন শত চৌত্রিশ হিজরী সালে পরলোক প্রাপ্ত হন।

আবুবেকর শব্‌লি সামান্য মূর্খলোক কর্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদা তিনি লোকের কোলাহল উৎপীড়ন গ্রহণ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দোলায়মান ছিলেন। শত্রুগণ অনেক বার তাঁহাকে বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন হয়। তিনি বগ্দাদের খলিফার অধীনে নেহাওন্দ প্রদেশের আমির ছিলেন। একদা তিনি খলিফার আহ্বানানুসারে তাঁহার সভায় উপস্থিত হন। খলিফা কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার আমিরী খেলাত কাড়িয়া লন। তিনি পদচ্যুত ও অপমানিত হইয়া নেহাওন্দে প্রত্যাগমন করেন। কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার খলিফা তাঁহার জন্য আমিরী পরিচ্ছদ পাঠাইয়া দেন। শব্‌লি তুচ্ছ করিয়া সেই মহামূল্য সম্মানিত পরিচ্ছদ দ্বারা নিজের মুখ ও নাসিকা মর্দ্দন করেন। অচিরাৎ এই কথা বগ্দাদাধিপতির কর্ণগোচর হয়, তিনি শব্‌লিকে পুনর্ব্বার পদচ্যুত করিয়া তাঁহা হইতে খেলাত প্রতিগ্রহণ করেন। শব্‌লি মনে মনে ভাবিলেন যে "যে ব্যক্তি মনুষ্যের প্রদত্ত খেলাতকে রুমালের কার্য্যে ব্যবহার করে সে অপমান ও পদচ্যুতির উপযুক্ত হয়, তাহার ঐশ্বর্য্য সম্পদের বিনাশ হইয়া থাকে। পরন্তু যদি কেহ ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির প্রদত্ত খেলাতকে অঙ্গমার্জ্জনী করে তাহার প্রতি তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন সে কিরূপ শাস্তির উপযুক্ত?" ইহা ভাবিয়াই শব্‌লি খলিফার নিকটে উপস্থিত

হইলেন এবং বলিলেন " রাজন্! তুমি মনুষ্য, তোমার খেলাতের সম্বন্ধে কেহ বেআদবী করে ইহা তুমি ভাল বাস না। তোমার খেলাতের কি মূল্য আমি অবগত আছি। জগৎপতি পরমেশ্বর তাঁহার প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানের খেলাত আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আমি কোন মনুষ্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া সেই স্বর্গীয় খেলাতের অবমাননা করিতে প্রস্তুত নহি।" ইহা বলিয়াই তিনি সভা হইতে বহির্গত হইলেন এবং তাপস খৈয়ারনোস্‌সাজ্জের নিকটে যাইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। মহর্ষি জনিদ খৈয়ারনোস্‌সাজ্জের কুটুম্ব ছিলেন, খৈয়ারনোস্‌সাজ্জ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন, তিনি শব্‌লিকে উক্ত মহর্ষির নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। শব্‌লি জনিদের নিকটে উপস্থিত হইয়াই বলিলেন "আপনার নিকটে স্বর্গীয় প্রেম মুক্তা দেখিতেছি, হয় তাহা আমাকে দান করুন, না হয় বিক্রয় করুন।" জনিদ বলিলেন " যদি তাহা বিক্রী করি তাহার মূল্য দানের তোমার ক্ষমতা নাই। দান করিলে সহজে হস্তগত হইল বলিয়া তুমি তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহা নষ্ট করিবে। অতএব বীর পুরুষের ন্যায় সাহস করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়, ধৈর্য্য ও প্রতীক্ষাবলে সেই মুক্তা হয় তো তোমার হস্তগত হইবে।" তখন শব্‌লি বলিলেন " বলুন আমাকে কি করিতে হইবে।" জনিদ বলিলেন " যাও এক বৎসর গন্ধক বিক্রী কর।" শব্‌লি তাহা করিলেন। তৎপর জনিদ বলিলেন " আর এক বৎসরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর, অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইও না।" শব্‌লি যে আজ্ঞা বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। বৎসরের শেষ ভাগে এরূপ হইল যে বগ্দাদের বাজারের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইলেন কেহ কিছুই দান করিল না। শব্‌লি আসিয়া এই বিষয় গুরুর চরণে নিবেদন করিলেন। তখন মহর্ষি বলিলেন "এইক্ষণ নিজের মূল্য বুঝিতে পারিলে তো, দেখ লোকে তোমাকে কিছুই গ্রাহ্য করিতেছে না। অতঃপর আর তাহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হইও না, এবং তাহাদিগকে কোন বিষয়ে গ্রহণ করিও না।" তৎপর বলিলেন " তুমি নেহাওন্দে আমিরী ও হাকিমী করিয়াছ, সেখানে যাও, যাহাদের প্রতি অবিচার ও অন্যায়াচরণ হইয়াছে তাহাদিগের নিকটে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা

কর।” শব্‌লি এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নেহাওন্দে গেলেন এবং সমুদায় স্থান ভ্রমণ করিয়া সকল লোকের নিকটে ক্ষমা চাহিলেন। এক সময়ে তিনি একজন গৃহস্থের প্রতি উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে গৃহে না পাইয়া তাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত উদ্দেশ্যে লক্ষ তাম্র মুদ্রা দরিদ্রদিগকে দান করিলেন। এইরূপ দান করিয়া ও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই, চারি বৎসর তাঁহাকে এই ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। তৎপর মহর্ষি বলিলেন “এইক্ষণও তোমার মনে পদ গৌরবের ভাব অবশিষ্ট আছে, আর এক বৎসর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাপন কর।” শব্‌লি বলিয়াছেন “আমি পুনর্ব্বার দ্বারে দ্বারে এক বৎসর ভিক্ষা করি, ভিক্ষায় যাহা প্রাপ্ত হইতাম তাহা মহর্ষির নিকটে উপস্থিত করিতাম, তিনি উহা দীন দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। প্রতি রজনীই আমাকে অভুক্ত রাখিতেন। এক বৎসর এইভাবে গত হইলে বলিলেন এই ক্ষণ তোমাকে এই অঙ্গীকারে সহবাসে স্থান দান করিতেছি যে এক বৎসর তুমি আমার ধর্ম্মবন্ধুদিগের সেবা করিবে।” অনন্তর সম্বৎসর কাল শব্‌লি মহর্ষির সহবাসে থাকিয়া তাঁহার সহযোগী তাপসদিগের সেবা করিলেন। তৎপর মহর্ষি জুনিদ জিজ্ঞাসা করিলেন “আবুবেকর শব্‌লি! তোমার জীবনের মূল্য এইক্ষণ তুমি কিরূপ বুঝিতেছ?” শব্‌লি বলিলেন “আমি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম মনে করিতেছি ও দেখিতেছি।” তখন জুনিদ বলিলেন “যাও এইক্ষণ তোমার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইয়াছে।”

প্রথমতঃ শব্‌লি বলিয়াছিলেন যে “যে ব্যক্তি ‘আল্লা’ বলিবে আমি তাহার মুখ শর্করা দ্বারা পূর্ণ করিব।” বালকদিগকে শর্করা দিতেন আর তাহারা “আল্লা” “আল্লা” বলিত। কয়েকদিন পরে বলিতে লাগিলেন যে “যেব্যক্তি ‘আল্লা’ বলিবে আমি তাহার মুখে রজত ও স্বর্ণখণ্ড অর্পণ করিব।” তাহাতে লোকে ‘আল্লা’ “আল্লা” বলিতে লাগিল। পরে এ বিষয়ে তাঁহার বিরাগ জন্মিল এবং করবাল নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন যে “যে ব্যক্তি আল্লার নাম করিবে তাহার শিরশ্ছেদন করিব।” লোকে জিজ্ঞাসা

করিল "ইতিপূর্ব্বে যে নাম উচ্চারণ করিলে শর্করা ও রজত কাঞ্চন দান করিতে এইক্ষণ সেই নামে মস্তক ছেদন করিবে ইহার অর্থ কি?" তিনি বলিলেন যে "আমি পূর্ব্বে বোধ করিতেছিলাম যে ইহাঁরা শুদ্ধ সত্যভাবে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেছে, এইক্ষণ দেখিতেছি ইহাঁরা অনাদর ও অবহেলা করিয়া আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া অশুদ্ধভাবে পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করা আমি সহ্য করিতে পারি না।" পরে তিনি যে স্থানে ঈশ্বরের নাম অঙ্কিত দেখিতেন তাহাকে সম্মান করিয়া চুম্বন করিতেন। একদা দৈববাণী শুনিলেন "নামেতে আর কতকাল অনুরক্ত থাকিবে, যদি সাধক হও নামীকে অন্বেষণ কর।" এই বাণী শ্রবণে তাঁহার প্রেমের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হইল, অনুরাগানল প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুল অন্তরে দৌড়িয়া গিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, নিমগ্ন হইলেন না, তরঙ্গের আঘাতে কূলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রজ্বলিত অগ্নিতে যাইয়া পড়িলেন, তাঁহাহইতেও আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইলেন। এইরূপ অনেক মৃত্যুজনক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইল না। ঈশ্বর তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার অস্থিরতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "জল অগ্নি হিংস্র জন্তু ও পর্ব্বত যাহাকে বধ করে না, সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে বিস্ময়ের ব্যাপার।" তখন এইবাণী শ্রবণ করিলেন। "যে ব্যক্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, সে অন্য বস্তু কর্ত্তৃক নিহত হয় না।" অনন্তর এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে দশবার তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিছুতেই তিনি শান্ত হইতে ছিলেন না। অবশেষে তিনি চিকিৎসালয়ে প্রেরিত হন, তথায় কিছুকাল বন্দীভাবে স্থিতি করেন। লোকে বলিত "শব্‌লি উন্মত্ত হইয়াছে" তিনি বলিতেন আমি "তোমাদের নিকটে উন্মত্ত এবং তোমরা আমার নিকটে উন্মত্ত, ঈশ্বরেচ্ছায় আমার উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাইবে।" একদিন কয়েক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে?" তাহারা বলিল "আমরা তোমার বন্ধু।" এই কথা শুনিয়া তিনি প্রস্তর তুলিয়া তাহাদের উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সকলে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। তিনি

বলিলেন "হে মিথ্যাবাদী লোক সকল, তোমরা আমার বন্ধুতার গর্ব্ব করিতেছ, এদিকে আমার একটু অত্যাচারে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পার না।"

একদিন হস্তে অগ্নি গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "মক্কাতে যাইব ও মক্কার মন্দির কে পুরিয়া ফেলিব। তাহা হইলে লোকে মন্দির ছাড়িয়া মন্দিরের প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হইবে।" অন্য একদিন উভয় প্রান্তে অগ্নি সংলগ্ন এরূপ একখণ্ড কাষ্ঠ হস্তে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "স্বর্গ ও নরক দগ্ধ করিতে যাইতেছি, তাহা হইলে লোকে স্বর্গের লোভে ও নরকের ভয়ে ঈশ্বরের অর্চ্চনা না করিয়া অহেতু অর্চ্চনা করিবে।"

কয়েকদিন শব্‌লি তরু শাখায় আরোহণ করিয়া "হু হু" বলিতেছিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এরূপ করিতেছ কেন?" তিনি বলিলেন "একটি পক্ষী এই বৃক্ষে বসিয়া কুকু শব্দ করিয়া থাকে, আমি ও তাহার সঙ্গে যোগ দান করিয়া হু হু ধ্বনি করিয়া থাকি। যে পর্য্যন্ত সে বিরত না হয় আমিও বিরত হই না।" পারস্য ভাষায় কু কু শব্দের অর্থ কোথায় কোথায় আরবী ভাষায় হু হু শব্দের অর্থ সেই সেই।

ইদোৎসবে তিনি শোকব্যঞ্জক কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আজ ইদের মহোৎসব, এমন আনন্দের দিনে তোমার বিষণ্ণ ভাব কেন? শোকের কাল বসন পরিয়াছ কেন?" শব্‌লি বলিলেন "লোক সকল ঈশ্বর বিমুখ, তাহারা আনন্দ করিতেছে তাহাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া শোকবস্ত্র পরিধান করিয়াছি।" তিনি প্রথম জীবনে কৃষ্ণ বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করিতেন, নবজীবন লাভ করিলে পর উক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করেন।

সাধনের প্রথম অবস্থায় তিনি রাত্রি জাগরণের জন্য চক্ষে লবণ প্রদান করিয়া নিদ্রা দূর করিতেন। এক দিন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ভ্রূরোম উৎপাটন করিতেছিলেন। মহর্ষি জনিদ জিজ্ঞাসা করিলেন "এরূপ করিতেছ কেন?" তিনি বলিলেন "সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বল বহন করার ক্ষমতা নাই, এজন্য অস্থির হইয়া এরূপ করিতেছি। ইহাতে হয়তো কিয়ৎক্ষণ আত্মবশ লাভ করিব।" একদিন মহর্ষি জনিদের বন্ধুগণ তাঁহার নিকটে শব্‌লির সাক্ষাৎকারে শব্‌লির

প্রশংসা করিতেছিলেন যে "ইহার ন্যায় সত্যনিষ্ঠা, অনুরাগ ও উন্নত আগ্রহ অন্য কাহার নাই।" জনিদ বলিলেন "তোমাদের ভ্রম হইয়াছে, যে শব্‌লির প্রশংসা করিতেছ, বাস্তবিক এ সেরূপ নয়।" তৎপর শব্‌লিকে স্থানান্তরিত করিতে বলিলেন। শব্‌লি দূরে চলিয়া গেলে জুনিদ বন্ধুদিগকে বলিলেন "তোমরা প্রশংসা করিয়া শব্‌লির উপর অস্ত্রাঘাত করিতেছিলে তাহার মৃত্যু না হয় এই উদ্দেশ্যে আমি তাহার দিকে ঢাল ধারণ করিলাম।"

শব্‌লি সাধনার জন্য একটি গর্ত্তে যাইয়া বসিতেন, তাঁহার হস্তে যষ্টি থাকিত। যখন সাধনায় আলস্য হইত, যষ্টি দ্বারা শরীরে আঘাত করিতেন, অনেক সময় আঘাত করিতে করিতে যষ্টি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। হস্তপদদ্বয় গর্ত্তের প্রাচীরে আঘাত করিতেন।

একদিন শব্‌লি নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। তাহা গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। লোকে বলিল "সম্পত্তি নষ্ট করা শাস্ত্রে নিষেধ।" তিনি বলিলেন "ঈশ্বর বলিয়াছেন তোমার মন ঈশ্বর ছাড়িয়া কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগী হইলে সেই বস্তুর সঙ্গে তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে। এইক্ষণ আমার মন সেই পরিচ্ছদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিল, তজ্জন্য দুঃখ হওয়াতে বস্ত্র দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম।"

একদা শব্‌লি বাজারে যাইয়া দেড় পয়সা মূল্যে সুফির একটি জীর্ণ খের্কা এবং অর্দ্ধ পয়সায় টুপি ক্রয় করিয়া পরিধান করিলেন, ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "সুফিকে দুই পয়সা মূল্যে ক্রয় করিতে কে আছে?

শব্‌লি উন্নত জীবন লাভ করিয়া সভায় উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইলেন, গভীর তত্ত্ব সকল সাধারণের নিকটে প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি জনিদ তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "আমি এ সকল কথা গর্ত্তে গুপ্ত রাখিয়াছিলাম, একি তুমি যে তাহা সাধারণের নিকটে প্রচার করিতেছ?" শব্‌লি বলিলেন "উহা আমি বলি ও আমি শ্রবণ করি, আমা ব্যতীত জগতে আর কে আছে? অর্থাৎ এই সকল কথা যে আমি

উচ্চারণ করিতেছি, ঈশ্বর হইতে ইহা আসিতেছে, ও ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছে। শব্লি ইহার মধ্যে নাই।" জুনিদ বলিলেন "এরূপ হইলে তোমার সম্বন্ধেই এ কথা যুক্ত হয়।" এবং বলিলেন "যাহার মনে ইহকাল ও পরকালের চিন্তা আছে, আমার সঙ্গে সহবাস করা তাহার পক্ষে অবৈধ।"

একদিন শব্লি সভায় পুনঃপুনঃ "আল্লা আল্লা" বলিতেছিলেন। একজন ফকির বলিলেন "তুমি লা এলাহ এল্লেল্লা, কেন বলিতেছ না?" শব্লি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ভয় হইতেছে লা বলিয়া আল্লা পর্য্যন্ত না পঁহুছিতেই বা আমার নিঃশ্বাস বায়ু রুদ্ধ হয়।" এই কথা ফকিরের মনে বিশেষরূপে বিদ্ধ হইল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। উক্ত ফকিরের আত্মীয় স্বজন আসিয়া শব্লিকে ধরিয়া বিচারালয়ে লইয়া গেলেন। শব্লি ভাবাবেশে মত্ত ছিলেন, সেই অবস্থায় বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মৃত ফকিরের আত্মীয়গণ শব্লির নামে হত্যার অভিযোগ করিল। বিচারক শব্লিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে?" শব্লি বলিলেন "একটি প্রাণ ছিল, সে পরমেশ্বরের দর্শনপ্রতীক্ষায় প্রজ্বলিত প্রেমানলে সম্পূর্ণ দগ্ধ, মানবীয় দোষ গুণ হইতে ও সমুদায় পার্থিব সম্বন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত, তাহার ধৈর্য্য বিচ্যুত হইয়াছিল। ঈশ্বরের দূত সকল তাহার বক্ষঃস্থলে ও অন্তরে লুক্কায়িত ছিলেন। সেই বাণীর সৌন্দর্য্যের বিদ্যুৎ উক্ত প্রাণ বিন্দুতে দীপ্তি পাইল, তাহাতে সেই দগ্ধ প্রাণ দেহ পিঞ্জর হইতে বিহঙ্গবৎ উড্ডীন হইল। এ বিষয়ে শব্লির কি অপরাধ?" তখন বিচারপতি বলিলেন "শব্লিকে সত্বর স্বস্থানে ফিরাইয়া লইয়া যাও, ইহাঁর কথা শুনিয়া আমার মনের ভাবান্তর ও অবস্থান্তর হইল, ভয় হইতেছে বা অচেতন হইয়া পড়ি।"

যে কোন ব্যক্তি শব্লির নিকটে আসিয়া জীবনের পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মপথের নিদর্শন প্রার্থনা করিত, তাহাকে তিনি বলিতেন, "ঈশ্বরে নির্ভর স্থাপন করিয়া প্রান্তর পর্য্যটন কর, শূন্য হস্তে মক্কা তীর্থে চলিয়া যাও, তথায় গিয়া ফিরিয়া আসিলে আমার সহবাস লাভ করিতে পারিবে। এই রূপে

তিনি পাথেয় সম্পর্ক শূন্য করিয়া ধর্মশিক্ষার্থীদিগকে স্বীয় বন্দুদিগের সঙ্গে দুস্তর প্রান্তরে পাঠাইয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল "আপনি এইরূপে লোক দিগকে বধ করিতেছেন।" তিনি বলিয়াছেন "তাহা নহে, তাঁহাদের লক্ষ্য আমি যেন না হই এই আমার উদ্দেশ্য; যদি তাহাদিগের লক্ষ্য আমি হই পৌত্তলিকতা হয়, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর না হইয়া আমার প্রতি নির্ভর হইলে আমি তাঁহাদের পুত্তলিকা স্থানীয় হইলাম। আমি একেশ্বর বাদী অসাধুকে বৈরাগী পৌত্তলিক পুরোহিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি। ঈশ্বরানুসন্ধান উদ্দেশ্যে আমার নিকটে ইহাদের আগমন, পথে ইহাদের মৃত্যু হইলে ও লক্ষ্য সিদ্ধি হইবে। যদি নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করে এই বিদেশ যাত্রার সাধনা ইহাদিগকে এরূপ শুদ্ধ করিয়া লইবে যে দশবৎসর এখানে থাকিয়া সাধন করিলেও ইহারা তদ্রূপ শুদ্ধ হইবে না।"

এক দিন শব্‌লি কয়েকজন বিষয়াসক্ত ধনী লোককে দেখিলেন যে বিলাসামোদে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন "এসকল লোকের জন্য আক্ষেপ, ইহারা ঈশ্বর স্মরণে অলস হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং সংসার ইহাদিগকে কুৎসিত মলিন বিষয়ে নিযুক্ত রাখিয়াছে।"

একদা কয়েকজন লোক শব বহন করিয়া গমন করিয়াছিল, এক জন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল এবং বলিতেছিল "হায়, পুত্রের বিচ্ছেদ।" তখন শব্‌লি স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন "হায়, ঈশ্বরের বিচ্ছেদ।"

একদা আর্দ্র কাষ্ঠ শব্‌লির সম্মুখে দগ্ধ হইতেছিল। কাষ্ঠের এক প্রান্তে অগ্নি জ্বলিতেছিল অপর প্রান্ত হইতে জল নিঃসৃত হইতেছিল। তিনি ইহা দেখিয়া বন্ধুদিগকে বলিলেন "তোমারা বলিয়া থাক যে আমাদের হৃদয়ে অনুরাগের অনল জ্বলিতেছে, একথা যদি সত্য হয় তবে তোমাদের চক্ষু হইতে কেন জল বাহির হইতেছেনা।"

একদিন শব্‌লি প্রমত্ত ভাবে মহর্ষি জুনিদের আলয়ে উপস্থিত হন। তখন জুনিদের সহধর্ম্মিণী কেশবিন্যাস করিতেছিলেন। তিনি শব্‌লিকে দেখিয়া আত্মগোপন করিবার উদ্যত হইলেন। জুনিদ বলিলেন "মস্তক

ঢাকিও না, প্রস্থান করিও না। প্রমত্ত শ্রেণীর লোকগণ নরকের তত্ত্ব অবগত নহে।”

এক বিষণ্নহৃদয় ফকির শব্‌লির নিকটে আসিয়া বলিলেন, “সত্যের অনুরোধে আমার নিবেদন গ্রহণ কর, বল আমি কি উপায় করি, আমার জীবনের কার্য্য সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এইক্ষণ কি করি, নিরাশ হইব, পথ হইতে ফিরিয়া যাইব?” শব্‌লি বলিলেন “ফকির, তুমি কি কাফেরের দলে প্রবেশ করিবে? ‘ঈশ্বরের করুণায় নিরাশ হইবে না, এই উক্তিকি শ্রবণ কর নাই?” ফকির কহিলেন “এইক্ষণ এই কথায় সুস্থির হইলাম।” “শব্‌লি বলিলেন “তুমি প্রভুকে পরীক্ষা করিতেছ, ইহা কি শুন নাই যে কথিত হইয়াছে অহিতকারী লোক ব্যতীত কেহ ঈশ্বরের কৌশলকে অবিশ্বাস করে না।”

একদিন শব্‌লি সহচরগণ সহ প্রান্তরের পথে যাইতেছিলেন। একটী নরকপাল দেখিলেন, তাহার উপর “ইহলোক পরলোক বিনষ্টীকৃত।” এই কথা লিখিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন “এই মস্তক কোন মহর্ষির বা প্রেরিত মহাজনের হইবে।” কেহ জিজ্ঞাসা করিল “এরূপ কেন বলিতেছ?” তিনি বলিলেন “এই মস্তক মহর্ষির, যেহেতু ঈশ্বরের পথে ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন নাকরিলে তাঁহার নিকট উপনীত হওয়া যায় না, এই সত্য ইহা প্রকাশ করিতেছে।

একবার শব্‌লি পীড়িত হইয়াছিলেন। চিকিৎসক বলিলেন “ধৈর্য্য ধারণ করিবে।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে “কোন্ বস্তু সম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণ করিব? যাহা আমার উপজীব্য তৎসম্বন্ধে না যাহা আমার উপজীবিকা নয় তাহার সম্বন্ধে? যদি উপজীব্য বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিতে আমার প্রতি তোমার বিধি হয়; যখন তাহা আমার সম্বন্ধে বিধাতা কর্ত্তৃক নিরূপিত, তখন তাহা গ্রহণে নিবৃত্ত থাকিতে পারিব না, অনুপজীব্য বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ করা আর না করা কি? তাহা স্বতঃ আমার নিকটে উপস্থিত হইবে না।”

একবার মহর্ষি শব্‌লি কিছু দিন অপ্রকাশিত ছিলেন। লোকে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাইতেছিল না। পরিশেষে এক নপুংসকের

আলয়ে পাওয়া যায়। লোকে বলিল "ইহা কি তোমার বাস করিবার স্থান?" তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ ইহাই আমার অবস্থিতির স্থান, পৃথিবীতে এই নপুংসকেরা যেমন পুরুষ ও নয় স্ত্রী ও নয়, আমি ও ধর্ম্মরাজ্যে পুরুষ নই স্ত্রী ও নই। সুতরাং এখানেই আমার স্থান।"

কেহ মহর্ষি শব্‌লিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে "সংসারে আসক্তি পরলোকে ভয় শান্তি কখন লাভ হইবে।" তিনি বলিলেন "সংসারের আসক্তি হইতে দূরে থাক, তাহা হইলে পরলোকের ভয় হইতে মুক্ত হইবে।"

এক দিন এক ব্যক্তি "হে প্রভো!" বলিতেছিল। শব্‌লি বলিলেন "কবে তুমি প্রভু বলিবে, আর তিনি বলিবেন হে আমার দাস। তাহা শ্রবণ কর যাহা তিনি বলিতেছেন।" সেই ব্যক্তি বলিল হাঁ তাহা আমি শুনি তজ্জন্যই ইহা করিতেছি।" শব্‌লি বলিলেন "তবে তোমার প্রভু বলা অযুক্ত নহে।"

শব্‌লি বলিয়াছিলেন "প্রভো পরমেশ্বর, যদি আকাশকে আমার গলার বন্ধন, ভূমিকে পদের শৃঙ্খল কর এবং জগতের সমুদায় লোককে আমার শোণিত পানে পিপাসু কর, আমি তোমা হইতে বিমুখ হইব না।"

মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে মহর্ষির উভয় নয়নের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়াছিল, তিনি ধূলি রাশি মস্তকে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এরূপ অস্থিরতা তাঁহাতে প্রকাশ পাইতেছিল যে তাহা বর্ণনা হয় না, কখন কখন একটু স্থির হইয়া পুনর্ব্বার অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন। তখন অন্য অন্য কথার মধ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন যে "দুইটি বায়ু প্রবাহিত হয়, এক স্নেহ সমীরণ দ্বিতীয় কোপ বাত্যা, যাহার প্রতি স্নেহ সমীরণ প্রবাহিত হয়, সহজে তাহার লক্ষ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে, কোপ বায়ু প্রবাহিত হইলে আবরণে আবৃত হইতে হয়। যদি স্নেহ বায়ু আমাকে প্রাপ্ত হয় আমি তাহার আশায় এই সকল দুঃখ ক্লেশ বহন করিতে পারি। ঈশ্বর না করুন যদি কোপ বাত্যা দ্বারা আমি আক্রান্ত হই তাহাতে যাহা আমার প্রতি ঘটিবে তাহার নিকটে এই সকল দুঃখ বিপদ্ কিছুই স্থান পায় না।" তৎপর মৃত্যুর সময় অজু করাইতে বলিলেন। যে রাত্রিতে তিনি পরলোকগামী হন, সেই রাত্রি

সর্ব্বদা তিনি এই বচনটি পাঠ করিয়া ছিলেন " যে গৃহে তুমি বাসকর সেই গৃহে প্রদীপের কি প্রয়োজন ? যে দিন সকল লোকে প্রমাণ সকল সহ আসিবে যে, মুখ তোমার সৌন্দর্য্যের দিকে স্থাপিত আছে, তাহাই আমার প্রমাণ।" অনন্তর বহু লোক মহর্ষির উপর উপাসনা করিবার জন্য উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই, তিনি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে একদল মৃত আসিয়াছে জীবিতের উপর নমাজ পড়িতে আশ্চর্য্য ব্যাপার ! তখন বন্ধুগণ বলিলেন "তুমি " লা এ লাহ্ এল্লেল্লা " ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই কলেমা উচ্চারণ কর " তিনি কহিলেন " যখন অন্য উপাস্য নাই, তখন আর নাস্তি কথা বলিবার কি প্রয়োজন ? " তাঁহারা বলিলেন "কলেমা পড়িতে হয় না পড়িলে চলে না। " শব্‌লি তথাপি পাঠ করিলেন না। তৎপর এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কলেমা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া ঋষি বলিলেন " মৃত আসিয়াছে জীবিতকে পড়াইতে। " ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন " কেমন আছ ? " তিনি বলিলেন " সখার সঙ্গে মিলিত হইয়াছি। " এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কেহ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে " পরলোকের বাজার কেমন দেখিলে ? " তিনি বলিলেন " এরূপ দেখিয়াছি, যে সেই বাজারে দগ্ধ হৃদয় ও ভগ্নমনেরই আদর। তদ্ব্যতীত অন্য বস্তু কিছুই নয়, এখানে দগ্ধ অন্তরে ঔষধ লেপন করা হয়, ভগ্নকে জোড়া দেওয়া হয়। অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগ নাই ."

উক্তি।

সুফি (ঋষি) ঈশ্বরের কোমল ক্রোড়ে শিশু। তিনি শুদ্ধতার প্রদাহ কারিণী বিদ্যুৎ, ঈশ্বরের সমীপে তাঁহার বিষাদশূন্য উপবেশন।

তোমার প্রিয় বস্তুকে প্রিয় সখার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা প্রেমের নিদর্শন।

যে ব্যক্তি প্রেমের স্পর্দ্ধা করে প্রেম ও প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য বস্তুতে রত হয়, সখা ব্যতীত অন্য কিছু অন্বেষণ করে, সে সখাকে উপহাস করিয়া থাকে।

তুমি তাঁহাকে স্বতঃ অন্বেষণ করিতেছ এজন্য তোমার প্রকৃত একত্ব লাভ হইতেছে না।

তত্ত্ব ত্রিবিধ, ঈশ্বরতত্ত্ব, তাহা ঈশ্বরকে চাহে (২) জীবনতত্ত্ব, তাহা বিধি পালন চাহে (৩) মনস্তত্ত্ব, ঈশ্বরাদেশের অধীনতা চাহে।

ঈশ্বর যখন বিপদ্‌কে উৎপীড়ন করিতে চাহেন তখন তাহা ঋষির হৃদয়ে প্রেরণ করেন।

ঋষি তিনি, যিনি কখন মশকের পদাঘাত সহ্য করিতে পারেন না, এবং কখন সপ্ত লোক ও পৃথিবীকে চক্ষুরোমের উপরে ধারণ করেন।

লোকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি পূর্ব্বে এরূপ বলিয়াছেন এইক্ষণ আর এক প্রকার বলিতেছেন কেন?" তিনি কহিলেন "তখন আমি ছিল, এইক্ষণ আমি নাই, তিনি।"

কেহ ঈশ্বরকে দেখে নাই, দেখিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইত না।

যিনি ঈশ্বরজ্ঞানী, তিনি সংসারকে ইহার পরলোককে চাদর করেন, অনন্তর উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে নিঃসঙ্গভাবে মিলিত হন। ঈশ্বরজ্ঞানী ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দর্শক ও বক্তা হন না। তাঁহা ব্যতীত নিজের জীবনের রক্ষক অন্য কাহাকেও দেখেন না, কথা অন্যের নিকটে শ্রবণ করেন না!

যেমন বর্ষাঋতুর সমাগমে বারি বর্ষণ হয়, বিদ্যুৎ জ্বলিতে থাকে মেঘ হাস্য করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, পুষ্প বিকসিত হয়, পক্ষী সকল গান করে, ঈশ্বর জ্ঞানীর অবস্থা সেইরূপ। তিনি চক্ষে অশ্রু বর্ষণ করেন, ওষ্ঠে হাস্য করেন, অন্তরে জ্বলিতে থাকেন, আনন্দে শিরশ্চালন করেন, অনুক্ষণ সখার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান।

প্রকৃত জ্ঞান এই;—স্বরূপতঃ নিজের জীবনকে জানিবে।

বিশ্বাসাত্মক জ্ঞান, প্রেরিত মহাপুরুষের রসনা যোগে আমরা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস, অহেতুক আন্তরিক নিগূঢ় ভাবে প্রত্যাদেশের আলোকে যে বিশ্বাস আমরা প্রাপ্ত হই।

নিষ্কাম ব্যক্তির কিছুতেই পতন হয় না, সকাম ব্যক্তির সত্বর পতন হয়।

তিনিই ফকির যিনি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে চরিতার্থ হন না।

বিষয়বিরাগীদিগের চারি শত সোপান আছে, তন্মধ্যে তিনি নিকৃষ্ট সোপানে আছেন যিনি পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সে সমুদায় লোকদিগকে দান করিলেন, পরে ভাবিতে লাগিলেন যে এক দিনের খাদ্য যদি রাখিতাম ভাল ছিল। তাঁহার বৈরাগ্য প্রকৃত বৈরাগ্য নহে।

বিধি এই যে তাঁহাকে পূজা করিবে, পথ এই যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, সত্য এই যে তাঁহাকে দর্শন করিবে।

স্মরণীয়ের দর্শনে স্মরণ করাকে ভুলিয়া যাওয়াই উচ্চতর ঈশ্বরস্মরণ। বৈরাগ্য নিবৃত্তি, যেহেতু সংসার অবস্তু, অবস্তুতে বৈরাগ্যই নিবৃত্তি।

তুমি সংসারকে ভুলিয়া যাইবে, পরকালকেও স্মরণ করিবে না। ইহাই বৈরাগ্য।

সৃষ্ট বস্তু হইতে মন ফিরাইয়া স্রষ্টার প্রতি অর্পণ করা বৈরাগ্য।

লোকের প্রতি অনুরক্ত হওয়া হীনতা, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ব্যতীত রসনার চালনা রিপুর প্রারোচনা।

ঈশ্বর ব্যতীত যাহা কিছু তৎ সমুদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই ঈশ্বর নৈকট্যের লক্ষণ।

লোকের কল্যাণকে স্বীয় কল্যাণের ন্যায় বরং তাহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষা করাই মহত্ত্ব।

সম্পদের প্রতি দৃষ্টি করিবে না। সম্পদ্ দাতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ইহাই কৃতজ্ঞা।

প্রভু পরমেশ্বরের সঙ্গে দাসের ক্ষণকাল সম্মিলন তপস্বীদিগের চির কালের তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

যে সহস্রবৎসর গত হইয়াছে তাহা সহস্র বৎসরে আসে নাই। এই মহূর্ত্তে যে তুমি স্থিতি করিতেছ তোমার ধন ইহাতে। শ্রবণ কর আধ্যাত্মিক জগতে কাল নাই; ভূত ভবিষ্যৎ গত।

এরূপ অনেক লোককে দেখা যায় যে উপাসনাতে উপস্থিত হয় ও রীতি পূর্ব্বক শ্রবণ করে, এই উপস্থিতি ও শ্রবণে তাহাদের কিছুই লাভ নাই বরং বিপদ্।

তখনই আমি চরিতার্থ হই যখন আপনাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকে ও দেখিনা যে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে, অর্থাৎ স্মরণ মননে সমুদায় আমি হইয়া যাই।

যদি ঈশ্বরের মর্য্যাদা আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতাম, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে কিছুই ভয় করিতাম না।

যদি সমুদায় সংসারকে গ্রাস পিণ্ড করিয়া একটী দুগ্ধ পায়ী বালকের মুখে অর্পণ করা হয় এইক্ষণও ক্ষুধিত রহিল বলিয়া সেই বালকের প্রতি আমার দয়া হইবে।

যদি সমুদায় সংসার আমার হয় আমি তাহা একজন ইহুদিকে দান করিব। যদি সে আমাহইতে তাহা গ্রহণ করে আমি নিজের সম্বন্ধে তৎকৃত বিশেষ উপকার বলিয়া স্বীকার করিব।

সৃষ্ট বস্তু সকলের এমন যোগ্যতা নাই যে আমাকে অধিকার করে। যে ব্যক্তি স্রষ্টাকে জানিয়াছে সৃষ্টি কি প্রকারে তাহার অন্তরে উপস্থিত হইবে।

তাপস আবু এস্‌হাক এব্রাহিম গারজোনী

আবু এস্‌হাক এব্রাহিম সৎ পথাশ্রিত ধার্ম্মিকদিগের অগ্রণী ছিলে তাঁহার সচ্চরিত্রতা, বিচক্ষণতা ও সদ্গুণের বর্ণনা হইয়া উঠেনা। অধ্যাত্ম বিদ্যায় তিনি বিভুষিত ছিলেন। শাস্ত্র বিধিও প্রণালীর অনুসরণে তাঁহার ব্যবহার অতি সুন্দর ছিল, সাধনা নিঃসঙ্গতা ও সূক্ষ্ম জ্ঞান বিষয়ে তিনি উচ্চধিকারীছিলেন। মহর্ষি দিগের ভাব, নীতি ও পদবীতে তাঁহাকে আদর্শ বলাযায়। তিনি অনেক সাধু সঙ্গ করিয়াছিলেন। গারজোন নামক স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল।

কথিত আছে আবু এস্‌হাক এব্রাহিম রজনীতে জন্মগ্রহণ করেন। যে গৃহে তিনি প্রসূত হন সেই গৃহে জ্যোতির বহুশাখাবিশিষ্ট এক স্তম্ভ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার অগ্রভাগ আকাশে সংলগ্ন ছিল। শাখা হইতে চতুর্দ্দিকে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল। মহর্ষির পিতা মাতা মোসল

মান পিতামহ অগ্নিপূজক ছিলেন। পিতা বাল্য কালে তাঁহাকে কোরাণ অধ্যয়নের জন্য অধ্যাপকের নিকটে প্রেরণ করেন। পিতামহ তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে "আমাদের অত্যন্ত দরিদ্রতা ইহাকে অর্থকর শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া উচিত।" কিন্তু আবু এস্‌হাকের কোরাণ পড়িতেই বিশেষ ইচ্ছা হয়, তিনি পিতা মাতা ও পিতামহের নিকটে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা তাহাতে সম্মত হন। তিনি বিদ্যাধ্যয়নে এরূপ যত্নশীল হয়েন যে ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে তিনিই প্রধান হইয়া উঠেন। তিনি বলিয়াছেন যে "যখন আমি বিদ্যা উপার্জ্জনে রত ছিলাম তখন কোন সাধু পুরুষের নিকটে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। দুই বার প্রার্থনা করিলাম ও প্রণত হইয়া বলিলাম, পরমেশ্বর, বল বন্দনীয় আবদোল্লা খফিফ, ও হারস মহাসবি এবং আবুওমর এই তিন জনের মধ্যে কাহাকে আমি গুরুপদে বরণ করিব? ইহা বলিয়া নিদ্রিত হইলাম এবং এই প্রকার স্বপ্ন দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি উষ্ট্র সহ আমার নিকটে উপস্থিত, সেই উষ্ট্রের পৃষ্ঠে রাশীকৃত পুস্তক ছিল। সেই ব্যক্তি আমাকে বলিল 'এই সকল গ্রন্থের অধিকারী মহাত্মা অবদোল্লা খফিফ। তিনি এই সমুদায় পুস্তক এই উষ্ট্রসহ তোমার জন্য পাঠাইয়াছেন।' জাগরিত হইয়া বুঝিতে পারিলাম যে শেখ আবু অবদোল্লা খফিফের চরণেই আমি সমর্পিত হইয়াছি।" তাহার কিয়ৎক্ষণ অন্তর শেখ হোসেন আকার আসিয়া শেখ আবু অবদোল্লার পুস্তক সকল তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিল, ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। তিনি আবু অবদোল্লা খফিফের অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলেন।

মহর্ষি আবু এস্‌হাককে তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন যে তুমি নির্ধন, যে অতিথি সমাগত হইবে তাঁহারই আতিথ্য সৎকার করিবে এরূপ তোমার অর্থবল নাই। একার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পরে অক্ষম হইয়া পড়িবে এরূপ যেন নাহয়। মহর্ষি কিছুই বলিলেন না। অতঃপর রমজান মাসে একদিন একদল পরিব্রাজক তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিছুই সঞ্চিত নাই, রজনী আগত প্রায় এমন সময় একব্যক্তি দুই ভার রুটিকা, শুষ্ক দ্রাক্ষা

ও আঞ্জির ফল আনিয়া তাঁহাকে উপহার দিল এবং বলিল "এসকল খাদ্য দ্রব্য পরিব্রাজক ও দীন দুঃখীদিগের ভোজনে ব্যয় কর।" এতদ্দর্শনে মহর্ষির পিতার মন সাহসী হইল, তিনি নিষেধে নিবৃত্ত হইলেন, বরং পুত্রকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন "বৎস, যত পার লোকের সেবা কর, ঈশ্বর তোমার অকল্যাণ করিবেন না।"

আবু এস্‌হাক যখন মক্কা যাত্রা করিয়াছিলেন তখন বসোরা নগরে অনেক সাধু সজ্জন তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হন। ভোজনার্থ খাদ্য সামগ্রী তাঁহাদের সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহাতে মাংসোপকরণ ছিল। মহর্ষি মাংস ভক্ষণ করিলেন না। অন্য সকলে মনে করিলেন তিনি মাংস ভোজন করেননা। তৎপর ঋষি ভাবিলেন "যখন ইঁহারা আমি মাংসাশী নহি এরূপ অনুমান করিতেছেন তখন আর আমি মাংস ভক্ষণ করিতে পারি না।" আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আত্মন, যখন তুম সাধারণের নিকটে মাংস খাইনা, এইভাব প্রকাশ করিলে তখন তুমি নির্জ্জনে কি মাংস ভক্ষণ করিবে?" অতঃপর চিরজীবন মাংস খাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি খোর্ম্মাফল পরিত্যাগেও ব্রতী হইয়াছিলেন। সঙ্কল্প করিয়া শর্করা ভক্ষণে নিবৃত্ত ছিলেন। একদা তিনি পীড়িত হন, চিকিৎসক ঔষধ স্থলে শর্করা ভক্ষণের জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন, তিনি সম্মত হন না। মহর্ষি শিষ্যদিগকে এই উপদেশ করিতেন যে "তোমরা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কোন একটি দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।"

মহর্ষির উপজীব্য অন্নের জন্য কিছু শস্য সঞ্চিত থাকিত। তাহাকে বীজ করিয়া বৈধভূমিতে বপন করা হইত, তাহা হইতে প্রয়োজনানুরূপ অন্ন উৎপাদিত হইত। তিনি পরিধেয় বস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকতা প্রদর্শন করিতেন। প্রতি বৎসর বৈধরূপে উপার্জ্জিত কার্পাসের বীজ বপন করিতেন, তদুৎপন্ন তুলা হইতে তাঁহার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কখন কখন তিনি পশুরোমের বসনও পরিধান করিতেন। প্রথমাবস্থায় মহর্ষির ধর্ম্মবন্ধুদিগের অত্যন্ত দৈন্য ও দুঃখের অবস্থা ছিল। তাঁহারা তৃণ ভক্ষণও পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

একদিন মহর্ষি সভায় উপদেশ দান করিতেছিলেন। খোরাশানের অনেক লোক ও একজন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। উপদেশ শ্রবণে লোকের বিশেষ আনন্দ উৎসাহ হইয়াছিল। পণ্ডিত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে আমি একজন বহুশাস্ত্রবিৎ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা। এই ঋষি অপেক্ষা আমার বিদ্যা অনেক অধিক। লোকে ইহাঁকে যেরূপ গ্রাহ্য করে, ইহাঁর প্রতি লোকের যেরূপ সম্মানের ভাব আমার সম্বন্ধে কেন তদ্রূপ নয়। মহর্ষি জ্ঞানবলে ইহা বুঝিতে পারিয়া দীপাধারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সভাস্থ লোকদিগকে বলিলেন "বন্ধুগণ! এই ফানুসের জল তৈলকে বলিল, যে আমি সমুদায় লোকের জীবন, আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি কেমন করিয়া আসিয়া আমার মস্তকের উপর বসিলে। তৈল উত্তর করিল আমি নানা প্রকার দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, বপন কর্ত্তন মর্দ্দন ঘানিযন্ত্রে পেষণ ইত্যাদির পর আপনাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অন্য লোককে জ্যোতি দান করিতেছি, এই সকল কারণে আমার শ্রেষ্ঠতা।" আবু এস্‌হাক এব্রাহিম ইহা বলিয়া উপদেশবেদিকা হইতে নিম্নে অবতরণ করিলে পণ্ডিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনুতাপ সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মহর্ষি বলিয়াছেন যে "একদিন ভাবিতেছিলাম যে কেন আমি দান গ্রহণ করিয়া, গৃহবাসী ও পরিব্রাজক ফকিরদিগকে বিতরণ করিতেছি? আমার আদান প্রদানে কি প্রয়োজন? তাহাতে অপরাধ হইতে পারে, তজ্জন্য পরলোকে বিচারিত ও শাসিত হইতে পারি, ইচ্ছা করিলাম যে ফকিরদিগকে বলি যে তাহারা স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায় ও ঈশ্বরসাধনায় নিযুক্ত থাকে। তৎপর নিদ্রিত হইলাম, মহাপুরুষ মোহম্মদকে স্বপ্নে দেখিলাম যে তিনি আমাকে বলিতেছেন এস্‌হাক এব্রাহিম, গ্রহণ কর ও দান কর ভয় করিও না।"

একদা দুইজন লোক মহর্ষির নিকটে উপস্থিত হয়, উভয়েরই সংসারে আসক্তি ছিল। মহর্ষি দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ দিতেছিলেন। উপদেশের মধ্যে একস্থলে "বলিলেন যিনি এব্রাহিমের নিকটে আসিবেন তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থাকা ও সংসারে কোনরূপ আসক্তি না থাকা

আবশ্যক। যে ব্যক্তি বিষয় লোভ ও সাংসারিক অনুরোধ সহকারে উপস্থিত হয় তাহার কোন ফল লাভ হয় না।" অনন্তর কোরাণের অংশবিশেষ করে গ্রহণ করিয়া বলিলেন "এই সকল বাক্য যাঁহার সেই ঈশ্বর সত্য, তিনি এই পুস্তকে যাহা নিষেধ বিধি করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করিয়াছি।" কাজি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মনে উদয় হইল যে ইনি দার পরিগ্রহ করেন নাই, কেমন করিয়া সমুদায় কথা জীবনে পালন করিয়া থাকিবেন। মহর্ষি তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "ঈশ্বর এই একটি বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।"

এস্‌হাক বলিয়াছেন "যে অনেক কাল আমি প্রান্তরে তপস্যা করিয়াছি। যখন প্রণাম করিয়া "আমার প্রতিপালক পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ" বলিতাম, তখন সেই স্থানের বালুকা বিন্দু ও মৃৎপিণ্ড আমার ন্যায় স্তব করিতেছে শ্রবণ করিতাম।"

আমির আবুঅল্ আফ্‌জল মহর্ষিকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে সুরাপানে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। আবুঅল্ আফ্‌জল বলিলেন "মহাশয়, আমি মন্ত্রী ফখরোল্ মোল্কের পারিষদ, তিনি সুরাপানের সভা করিয়া থাকেন। প্রতিজ্ঞা বা ভঙ্গ হয়? মহর্ষি বলিলেন "সুরাপান করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর। যখন সভায় মদ্যপানের জন্য তাহারা তোমাকে বাধ্য করিবে ও তুমি নিরুপায় হইয়া পড়িবে, তখন আমাকে স্মরণ করিও।" তৎপর আবুঅল্ আফ্‌জল অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া যান। কিয়ৎকালান্তর তিনি একদিন মদ্যপায়ীদিগের সভায় মন্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। পানের জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। তখন তিনি "হে মহর্ষি কোথায় তুমি" বলিয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ একটি মার্জ্জার দৌড়িয়া আসিল, সুরাভাণ্ড তাহার আঘাত লাগিয়া পড়িয়া ভগ্ন হইল। একবিন্দু সুরা অবশিষ্ট রহিল না। সভা ভঙ্গ হইল। আবুঅল্ আফ্‌জল এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া অনেক কাঁদিলেন। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ক্রন্দনের কারণ কি?" তিনি তাঁহাকে বৃত্তান্ত জানাইলেন। মন্ত্রী বলিলেন "তুমি সঙ্কল্প পালনে দৃঢ়ব্রত থাক।" তৎপর আর তিনি তাঁহাকে সুরাপানে বাধ্য করিলে না।

একদিন একটি পক্ষী আসিয়া মহর্ষির হস্তোপরি উপবিষ্ট হয়। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন "এই পক্ষী আমাকে ভয় করে না তজ্জন্য আমার হস্তে বসিয়াছে।" অন্য এক দিন একটি হরিণ লোকের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। তিনি আপানার নির্ম্মল হস্ত, হরিণের মস্তকে অর্পন করিলেন এবং বলিলেন এই মৃগ আমাকে লক্ষ্য করিয়াছে, তৎপর ভৃত্যকে আদেশ করিলেন যে হরিণকে প্রান্তরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেও।

তিনি বলিয়াছিলেন যে এইক্ষণ গারজোনে মোসলমান অল্প, অগ্নি পূজক অধিক, মোসলমানদিগকে সহজে সংখ্যা করা যায়, সত্বরই মোসলমান অধিক হইবে। পরে চব্বিশ সহস্র অগ্নিপূজক ও ইহুদি মহর্ষির নিকটে এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

একদিন এক বদ্ধ ব্যাঘ্র পান্থনিবাসের নিকট দিয়া নীত হইয়াছিল। ঋষি তাহা দেখিয়া বলিলেন "হে বাঘ, কি অপরাধ করিয়াছ যে এই বন্ধন ও জালে বাঁধা পড়িয়াছ।" তৎপর বলিলেন "হে লোক সকল, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইও না, শয়তানের এরূপ অনেক বন্ধন জাল আছে যে আমরা তাহা অনুভব করিয়া উঠিতে পারি না।. বহু ধর্ম্মশার্দ্দূল শয়তানের জালে বদ্ধ হইয়া আছে।

যখন কেহ মহর্ষির নিকটে আসিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের প্রার্থী হইতেন তিনি তাঁহাকে বলিতেন "বৎস, সন্ন্যাসী ও ঋষি হওয়া বড় কঠিন কার্য্য, অন্নবস্ত্রাভাবের কষ্ট ভোগ করিতে হয় ও অপমান সহ্য করিতে হয়, লোকে তোমাকে ভিক্ষুক বলিবে, যদি এ সকল বহন করিবার ক্ষমতা থাকে, আইস, অন্যথা আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাক।"

একদিন মহর্ষি একস্থানে যাইতেছিলেন, লোক সকল আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছিল। বালকেরা ও আসিতেছিল। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল "আর্য্য! শিশুগণ অবোধ, তাহারা আপনাকে কেমন করিয়া চিনিতেছে ও আপনাকে দর্শন করিতে আসিতেছে।" তিনি বলিলেন "যখন রাত্রিতে এই সকল বালক নিদ্রিত হয়, আমি ইহাদিগের জন্য শুভাশীর্ব্বাদ ও কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া থাকি তাহারই জন্য।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "যদি রাজ পারিষদগণ এবং তৎসম্পর্কীয় লোক আপনার কল্যাণোদ্দেশ্যে কিছুদান করে এবং বলে ইহা ন্যায়োপার্জ্জিত, আপনি তাহা গ্রহণ করিবেন কি না?" তিনি বলিয়াছিলেন "তাহারা আত্মহিতে বিমুখ হইয়া আছে, যখন তাহারা নিজ কল্যাণে রত নহে, তখন অন্যের কল্যাণে কেমন করিয়া দৃষ্টি করিবে।"

মহর্ষির মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে অনুবর্ত্তিগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন "সত্বরই আমি ইহলোক হইতে যাত্রা করিব, আমি চারিটী বিষয় নির্দ্ধারণ করিতেছি, পালন করিবে। (১) যিনি আমার স্থলবর্ত্তী হইয়া আমার স্থানে উপবেশন করিবেন তাঁহাকে সসম্মান ও সগৌরবে রাখিবে, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে। (২) প্রাতঃকালে নিয়ত কোরাণ অধ্যয়ন করিবে। (৩) কোন পরিব্রাজক ও দুঃখিলোক গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি আদর ও সম্মান প্রদর্শনে চেষ্টা করিবে, তাহাকে বিদায় দিবে না যে অন্যের গৃহে গমন করে। (৪) সকলে মন সরল রাখিবে।"

মহর্ষির একটি খাতায় অনুতাপ কারীদিগের, শিষ্যদিগের ও বন্ধুদিগের নাম লিখিত ছিল, তাহা তাঁহার শবের সঙ্গে কবরে নিহিত করিতে আদেশ করিলেন।

মহর্ষি আবু ইস্‌হাক এব্রাহিমের বাহাত্তর বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি হিজরি চারি শত উনত্রিশ সালে জিকয়দা মাসের অষ্টম দিবসে রবিবারে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

উক্তি।

যে ব্যক্তির পান ভোজনে ও পরিধানে নিষ্ঠা নাই, তাহার অবস্থা পশুর অবস্থা।

ঈশ্বরকে অন্তরে সংসার কে হস্তে গ্রহণ কর। তোমার রসনায় ঈশ্বরের প্রসঙ্গ সংসার অন্তরে এরূপ যেন না হয়।

অন্তরের জ্যাতিতে বিশ্বাসীর দর্শন, যেহেতু পরলোক অদৃশ্য, অন্তরের জ্যোতি ও অদৃশ্য অদৃশ্যকে অদৃশ্য দ্বারা দর্শন করিতে পারা যায়।

ঈশ্বরপ্রসঙ্গের মিষ্টতা অন্তরিত হওয়া ঈশ্বর জ্ঞানীর পক্ষে শাস্তি।

সংসারী লোকেরা ভৃত্যদিগকে শারীরিক পাপে দণ্ড দেয়, তাহারা বাহিক কার্য্য দর্শন করে। কিন্তু ঈশ্বর ভৃত্যদিগকে অন্তরের পাপে দণ্ড দান করেন, তিনি তাহাদিগের অন্তর দর্শন করেন।

হে লোক সকল, সমুদায় বস্তু হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হও, স্বীয় প্রভুর প্রতি দৃষ্টি স্থাপন কর, কি সংসারে কি পরলোকে তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমাদের উপায় নাই।

যিনি দান করেন গ্রহণ করেন না তিনি পুরুষ, যিনি গ্রহণ করেন ও দান করেন তিনি অর্দ্ধ পুরুষ, যিনি গ্রহণ করেন দানকরেন না তিনি কাপুরুষ।

এই কয়েক দিন সংসারে যদি তোমাকে ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্লেশ ও গ্লানি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ধৈর্য্য ধারণ কর, পারলৌকিক সম্পদ্‌ প্রাপ্ত হইবে।

সাধনা কর পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনদিগের তুল্য না হইতে পারিলে ও তাঁহাদের সহচর হইতে পারিবে।

সংসারে আলস্য নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার জন্য চেষ্টা কর, পরে তজ্জন্য পরলোকে আত্মগ্লানিতে ফল দর্শিবেনা।

অদ্য সমুদায় মঙ্গল ব্যাপারে বিশ্বাসী ভ্রাতৃদিগকে অগ্রবর্ত্তী রাখিবে, তাহা হইলে কল্য ঈশ্বর তোমাকে অগ্রবর্ত্তী রাখিবেন।

বিশ্বাসী যে পর্য্যন্ত সংসারের সুখাস্বাদ পরিত্যাগ না করেন সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তনের আস্বাদ প্রাপ্ত হন না।

পরমেশ্বর তাঁহার প্রত্যেক দাসকে এক একপ্রকার দান করিয়াছেন, আমাকে তাঁহার স্তব স্তুতির মিষ্টতা প্রদান করিয়াছেন। এবং তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক এক বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দিয়াছেন, আমাকে তাঁহার নিজের প্রতি অনুরাগ দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর, সকলে তোমাকে অন্বেষণ করে ও আহ্বান করে তুমি কাহার হও ও কাহার সঙ্গে আছ? নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে আছেন যিনি ঈশ্বরভীরু ও হিতকারী।

ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে আছেন যিনি নির্জ্জনে ও সজনে ঈশ্বর স্মরণে বিরত নহেন, তিনি যখন ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করেন তাহা সম্পাদনে সত্বর হন, যখন যাহাতে নিষেধ দেখেন তাহা হইতে নিবৃত্ত হন।

পরমেশ্বর, পরলোকে যদি আমাকে উন্নত করা তোমার অভিপ্রেত হয়,

তবে আমাকে উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়া সমুদায় বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনকে প্রদর্শন কর, তাহা হইলে তাঁহারা আনন্দিত হইবেন এবং তোমার কৃপা ও দয়াগুণে সকলে মিলিত হইয়া স্বর্গে যাইবেন। যদি ভাব অন্য প্রকার হয়, তবে আমাকে অন্য পথে নরকে প্রেরণ করিও, যেন আমার শত্রুগণের কেহ আমাকে দেখিতে না পায় ও আহ্লাদ প্রকাশ না করে।

যাহার মনে কাম প্রবৃত্তি প্রবল তাহার উচিত যে বিবাহ করে তাহা হইলে সঙ্কটে পতিত হইবে না। যদি প্রাচীর ও নারী আমার নিকটে তুল্য বোধ না হইত, আমি দারপরিগ্রহ করিতাম।

আমি যেন নদীতে নিমগ্ন, কখন কখন উদ্ধারের আশা হয়, কখন মৃত্যুভয়ে ভীত হই।

ঈশ্বর বলিতেছেন, হে আমার ভৃত্য, সমুদায় জগতের প্রতি বিমুখ হও, আমার দিকে মুখ ফিরাও, সকল অবস্থায় আমা ব্যতীত তোমার গতি নাই, আর কত আমা হইতে পলায়ন করিবে এবং আমা হইতে মুখ ফিরাইবে।

হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রেমের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে। যিনি ইহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন সর্ব্বদা তিনি শান্তি শান্তি বলিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি রাজ্যাধিপতিকে অমান্য করে তাহার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবং যেমন সাধু পুরুষদিগকে অমান্য করে ও তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারী হয় তাহার মূলধন নষ্ট হয়, বিশ্বাস সঙ্কটাকীর্ণ হয়।

দাতার মুদ্রাধার মুক্ত, হস্তমুক্ত, তাঁহার জন্য স্বর্গের দ্বার মুক্ত; কৃপণের মুদ্রাধার বদ্ধ, দানে তাহার হস্ত বদ্ধ ও তাহার প্রতি স্বর্গের দ্বার বদ্ধ।

প্রভো পরমেশ্বর! আমার প্রতি তোমার অগণ্য দান, তন্মধ্যে তোমার গুণানুবাদ করিতে ও হৃদয়ে তোমাকে কৃতজ্ঞতা দান করিতে আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছ তাহাই প্রধান। তুমি কৃপাময় পরাক্রান্ত প্রভু, আমি দীন দুর্ব্বল দাস, প্রশংসা তোমারই, কৃতজ্ঞতা তোমারই প্রতি, সকল সম্পদ্‌ তোমার করুণাতেই।

যে ব্যক্তি বিশ্বাসী ভ্রাতাকে পীড়া দানে হস্ত প্রসারণ করে সে আমার দলস্থ লোক নহে।

চারি জনের নিকটে শূন্যহস্তে গমন করিও না, পরিবারের নিকটে, রোগীর নিকটে, সুফির নিকটে, রাজার নিকটে।

যখন দেখিতেছ নিজের হস্ত বিরুদ্ধাচারে নিযুক্ত, জিহ্বা অসত্য ও পরদোষ কথনে নিযুক্ত ও অপর ইন্দ্রিয় কুপ্রবৃত্তির বশীভূত তখন তোমার প্রত্যাদেশ কোথা হইতে লাভ হইবে।

ঈশ্বর সাধারণ লোককে শাস্তি দান করেন, বিশেষ ব্যক্তিকে অনুযোগ করেন, যে পর্য্যন্ত যাঁহাকে অনুযোগ করেন, সে পয্যন্ত তাঁহাকে বিশেষ ব্যক্তি বুঝিবে।

তুমি সাবধান থাকিও যাহারা তোমার নিকটে অন্য লোককে অগ্রাহ্য করে তাহাদের প্রতারণায় প্রতারিত হইও না। ইহা বিপদ্ সকলের মধ্যে গুরুতর বিপদ্।

ভীত থাক, কাহার প্রতি অহিতাচরণ করিওনা, যদি কেহ কাহার প্রতি অসদাচরণ করে ঈশ্বর এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া তাহার সেই অসদাচরণের প্রতিফল প্রদান করেন।

ঈশ্বরপ্রেমিক কখন সংসারপ্রেমিক হন না, সংসারপ্রেমিক কখন ঈশ্বরপ্রেমিক হয় না।

আমি কেমন করিয়া ঈশ্বরকে ভয় করিবনা, মোহম্মদ, এব্রাহিম, মুসা, ঈসাও তাঁহা হইতে ভীত ছিলেন।

সংসারী লোকেরা সংসারের ধন সম্পত্তিকে প্রেম করে, আমি কোরাণ পাঠ ও ঈশ্বরস্মরণকে প্রেম করি।

ঈশ্বর যাহাদ্বারা এমন কোন কল্যাণ কার্য্য করেন যে অন্য লোকের দ্বারা তাহা হয় না, তাহাই সেই ব্যাক্তির অলৌকে ক্রিয়া!

বন্ধু বন্ধুকে অপবিত্রতা মলিনতা হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিয়া থাকেন। বিশ্বাসী দাসকে ঈশ্বর কেন পাপে লিপ্ত করেন? ইহার মর্ম্ম কি? উত্তর—ইহা ঈশ্বরের কৌশল বিশেষ, যেহেতু দাস পাপ করিয়া অনুতপ্ত হইবে, তাহইলে ঈশ্বরের স্নেহ দয়া তাঁহার নিকটে প্রকাশ পাইবে, সে সাধনার মর্ম্ম অবগত হইবে, লোকে ক্ষুধিত ও তৃষিত হইলেই অন্ন জলের মর্য্যাদা অবগত হয়, পীড়িত হইলেই স্বাস্থ্যের মর্ম্ম বুঝে

বিশ্বাস বিশেষ ব্যক্তি দিগের, ধর্ম্ম সাধারণ লোকের।

সর্ব্বদা শাস্ত্র জ্ঞান অর্জ্জনে নিযুক্ত থাকা বিধেয়, সত্যবান্ ধর্ম্মপরায়ণ লোক দিগের সর্ব্বাবস্থায় জ্ঞান হইতে অব্যাহতি নাই। জ্ঞান শিক্ষা হইলে কপটতাহইতে দূরে থাকিবে। যাহা জান গোপন করিও না। অনুক্ষণ ঈশ্বরের প্রসন্নতা অর্জ্জনে রত থাকিও, জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিও, অন্যথা প্রাণহীন শরীরের ন্যায় তাহা নিষ্ফল হইবে। সাবধান শত সাবধান! জ্ঞান ও অনুষ্ঠান দ্বারা সাংসারিক ধন কিছুই অন্বেষণ করিও না। জ্ঞান ও অনুষ্ঠানকে ব্যবসায় করিও না যে তদ্দ্বারা সঞ্চয় করিবে। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি পারলৌকিক অনুষ্ঠানদ্বারা সংসার অন্বেষণ করে তাহার শোভা বিনষ্ট হয়, তাহার নাম গৌরব যুক্ত থাকেনা, নারকী দিগের নামের সঙ্গে তাহার নাম লিখিত হয়। যিনি সাংসারিক কার্য্য দ্বারা পরলোক অন্বেষণ করেন পরলোকে তাঁহার কোন লাভের হানি হয় না। বিদ্যা শিক্ষার পর অন্ন বস্ত্রে সাত্বিক ভাব রক্ষা করা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ কার্য্য নাই, যেহেতু অসাত্বিক ভোজীর অনুষ্ঠান ও তাহার প্রার্থনা ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। সর্ব্বদা বস্ত্রে তোমার দীন রক্ষতা করা আবশ্যক, বেশ বিন্যাস ও আড়ম্বর ত্যাগ করিবে। জানিও ঈশ্বরসাধনায় ও সেবাতে তোমার গৌরব, অনুক্ষণ বৈরাগ্যকে অগ্রবর্ত্তী রাখিবে। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে " যাহারা ইন্দ্রিয়সেবায় ও শরীরপোষণে ব্যস্ত তাহারা আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে নিকৃষ্ট। সর্ব্বদা সাধু সজ্জনদিগের সহবাসে থাকিতে যত্ন করিবে। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে যাহারা ত্রিবিধ কার্য্য করেন না ঈশ্বর সর্ব্বদা তাঁহাদের রক্ষক। যথা (১) সাধুগণ অসাধুকে দর্শন করিতে যান না, (২) শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠতা দান করেন না (৩) ঈশ্বরানুগত ধার্ম্মিক লোকের আত্মীয়গণ ধনী ও অত্যাচারী লোকের রীতি নীতি অবলম্বনে অনুরাগী হন না। যদি এসকল কার্য্য করেন তবে ঈশ্বর তাঁহাদিগের উপর অপমান, লাঞ্ছনা ও দরিদ্রতা প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তি প্রবল হইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ক্লেশ দেয়। সাবধান, পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করিও না, সেই দৃষ্টি শয়তানের বাসস্থান। শাস্ত্রীয় বিধিকে কখন পরিত্যাগ করিও না, সহচর দিগকে উপদেশ দান করিও, যাহাদের ধর্ম্ম

স্বেচ্ছাচারমূলক তাহাদের সঙ্গ করিও না। পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে কোরাণ পাঠে রত থাকিতে যত্ন করিও। কোরাণের অধ্যেতা ও শ্রোতার উপর অনুগ্রহ বারি বর্ষণ হয়। উপাসনাকে নিত্য কার্য্য করিতে যত্নবান্ থাকিবে। ইহাতে এক উচ্চভাব ও মহত্ত্ব আছে। নির্জ্জনতা আশ্রয় করা তোমার পক্ষে শ্রেয়, তুমি নির্জ্জনে সাধনা করিও তাহা হইলে শয়তান তোমাকে অরণ্যে নিক্ষিপ্ত ও বিড়ম্বিত করিবে না। যদি তাহা করিতে সক্ষম না হও, সৎপুরুষের ন্যায় কোমর বাঁধ এবং লোকের সেবাতে নিযুক্ত থাক।

তাপস অবদোল্লা খফিফ পারসী।

পারস্য দেশীয় ঈশ্বরাশ্রিত পুণ্যাত্মা আবদোল্লা খফিফ তদানীন্তন কালে তাপস শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পাণ্ডিত্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিদ্যার পাণ্ডিত্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। সেই সময়ে সকল ধর্ম্ম সাধক তাঁহার নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিতেন, তাঁহার গৌরব সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচুর ছিল। তিনি কিরূপ উন্নতজীবন ছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ধর্ম্মপথে তিনি একজন বিশেষ সাধক ও চিহ্নিত পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রত্যেক চল্লিশ দিনে গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞানের এক এক খণ্ড পুস্তক রচনা করিতেন। বাহ্য বিদ্যার ও অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সমুদায় পুস্তক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। তিনি যেরূপ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছেন তাহা অন্য লোকের সাধ্যাতীত, আধ্যাত্মিক তত্ত্বে তাঁহার যেরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল, তৎকালে অন্য কাহার ও সেরূপ ছিল না। তাঁহার পরলোকান্তে পারস্য দেশে এমন লোক জন্ম গ্রহণ করে নাই যে তাঁহার সঙ্গে তুলনা হইতে পারে। তিনি রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন। একাকী অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, রোয়েম, জুনিদ্ মনসুর প্রভৃতি ঋষিকে দর্শন করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় যখন

তাঁহার ধর্ম্মব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, তখন অনেককাল সমগ্রদিন উপাসনায় যাপন করিয়াছেন। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত পলাস (১) পরিধান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর চারিবার চত্বারিংশদ্ব্রত (২) পালন করিতেন। যে দিন তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন, সেই দিন তাঁহার চল্লিশ চত্বারিংশদ্ব্রত পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে পারস্যদেশে মোহম্মদজেকর নামক একজন সাধু ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। তিনি কখন গুদরি (৩) পরিধান করেন নাই। তিনি অবদোল্লা খফিফকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে " গুদবি পরিধানের নীতি কি? তাহা পরিধান কাহার পক্ষে শ্রেয়।" তিনি বলিলেন "জেকর শুভ্র অঙ্গাবরণের নিম্নে তাহা ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু আমি জানি না আমি পলাস বস্ত্রের সঙ্গে তাহা ব্যবহার করিতে পারি কি না? " খফিফ শব্দের অর্থ লঘু, অবদোল্লা খফিফের শরীর ও আত্মা লঘূভার এবং তাঁহার ভোজন অত্যন্ত লঘু ছিল এজন্য তাঁহাকে লোকে খফিফ বলিত। তিনি দিবাবসানে সাতটি মনক্কা (৪) মাত্র আহার করিতেন। এক দিন ভৃত্য আটটি মনক্কা খাইতে দেয়। সে রজনী অন্য অন্য রজনীর ন্যায় উপাসনায় আনন্দ ভোগ করিতে পারেন না। কারণানুসন্ধান করিয়া জানিতে পাইলেন যে সাতটি মনক্কা স্থানে আটটি ভক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতেই উপাসনার হানি জন্মিয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। এজন্য ভৃত্যকে অনুযোগ করিলে সে বলিল "আপনাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিয়া মনে ক্লেশ পাইয়াছিলাম, আপনার শরীরে কিঞ্চিৎ বলের সঞ্চার হয় এজন্য একটি ফল অধিক দিয়া ছিলাম।" তিনি বলিলেন "তুমি আমার বন্ধু নও শত্রু, বন্ধু হইলে আমাকে ছয়টি মনক্কা খাইতে দিতে।"

---

১ চটের ন্যায় স্থূল অপকৃষ্ট বস্ত্র বিশেষ।

২ মুসলমান সাধকেরা চল্লিশ দিন ব্যাপিয়া বিশেষ নিয়মে সাধনা করিয়া থাকেন, তাহাকে চত্বারিংশদ্ব্রত বলা যায়। পারসীভাষায় তাহাকে চেল্লা বলে।

৩ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড শিলাই করিয়া ফকিরেরা যে অঙ্গাচ্ছাদন রূপে পরিধান করে তাহাকে গুদরি বলে।

৪ শুষ্ক বৃহৎ দ্রাক্ষা ফল।

এই বলিয়া তিনি সেই ভৃত্যকে বিদায় দিয়া অন্য একজনকে তাহার কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

অবদোল্লা খফিফ বলিয়াছেন যে, "যৌবন কালে এক ব্যক্তি আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন আমি ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম। তিনি আমাকে ক্ষুধাক্রান্ত দেখিয়া নিজের গৃহে লইয়া গেলেন। উত্তম অন্ন প্রস্তুত ছিল, কিন্তু মাংসে দুর্গন্ধি হইয়াছিল। তিনি গ্রাস প্রস্তুত করিয়া আমার মুখে অর্পণ করিতে ছিলেন, আমি ঘৃণা পূর্ব্বক তাহা খাইতেছিলাম। একবার মাংস ভোজনে আমার অনিচ্ছা দেখিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন। আমি ও লজ্জিত হইয়া আহারে নিবৃত্ত হইলাম। তৎপর কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে মক্কায় যাত্রা করিলাম। কাদসিয়া নামক স্থানে উপনীত হইয়া পথ হারাইলাম। কয়েক দিন কিছুই খাদ্য প্রাপ্ত হইলাম না। অনাহারে এমন কাতর হইয়া পড়িলাম যে মৃত্যুর আশঙ্কা হইল। অনন্তর লোকালয় হইতে একটি কুকুর ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাকে জব করিলাম। যখন সেই কুকুরের মাংস ভাজিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই ব্যক্তি যিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গিয়া লজ্জা পাইয়া ছিলেন উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া কুকুরের মাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত হইলাম। তৎপর আমি পথের পরিচয় পাইয়া মক্কায় চলিয়া গেলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিমন্ত্রণকারীবন্ধুকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।"

অবদোল্লা খফিফ বলিয়াছেন "একদা কেহ প্রকাশ করিয়াছিল যে মেসরে একজন বৃদ্ধ ও এক যুবক ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত আছে। আমি ইহা অবগত হইয়া তথায় চলিয়া গেলাম, তদ্রূপ দুই ব্যক্তিকে সেখানে দেখিলাম যে মৌনভাবে উপবিষ্ট আছেন, তিন বার সেলাম করিলাম, সেলামের উত্তর পাইলাম না। আমি বলিলাম দোহাই ঈশ্বরের, আমার সেলাম গ্রহণ করুন। তখন যুবক মস্তকোত্তলন করিয়া বলিলেন " খফিফ সংসার ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র ব্যতীত অধিক নাই। এই ক্ষুদ্র হইতে ভাগ্য সঞ্চয় করিয়া লও। ইহা বলিয়াই তিনি মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। আমি ক্ষুধিত ও পিপাসিত ছিলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া

গেলাম। তাঁহাদের সঙ্গে আমি দুইবার উপাসনা করিলাম ও তাঁহাদিগকে বলিলাম আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দান করুন। যুবক বলিলেন "অবদোল্লা খফিফ, আমরা সঙ্কটাপন্ন, সঙ্কটাপন্ন লোকদিগকে কাহার কিছু বলা উচিত।" তিন দিন আমি সেখানে অনাহারে অনিদ্রায় যাপন করিয়াছিলাম। পরে পুনর্ব্বার বলিলাম "আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।" যুবক বলিলেন "যাঁহাকে দর্শন করিলে ঈশ্বর স্মরণ হইবে, যাঁহার প্রতাপ তোমার অন্তরে সংক্রামিত হইবে, এবং যিনি তোমাকে বাক্যের রসনায় উপদেশ না দিয়া জীবনের রসনায় উপদেশ দিবেন, তুমি তাঁহার সঙ্গ অন্বেষণ করিও।"

খফিফে বলিয়াছেন যে "এক বৎসর আমি রোম নগরে ছিলাম, একদিন প্রান্তরে গিয়াছিলাম। একজন অগ্নিপূজক পুরোহিতের শব সেখানে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিল দেখিতে পাইলাম। দৃষ্টিশক্তিহীন লোকেরা চক্ষে সেই ভস্ম প্রদান করিয়া দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল, রুগ্ন লোকেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া আরোগ্য পাইতে লাগিল। আমি ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম যে অসত্যাশ্রিত লোকদিগের মধ্যে এরূপ অলৌকিক ব্যাপার কিরূপে ঘটিতেছে। সেই দিন রজনীতে মহাপুরুষ মোহম্মদকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হে প্রেরিত পুরুষ, আপনি এখানে কি করিতেছেন?" তিনি বলেলেন "আমি তোমার জন্য আসিয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রেরিত পুরুষ, এই কি ব্যাপার দেখিলাম।" তিনি বলিলেন "অসত্যের মধ্যে ইহা সাধনা ও সত্যের লক্ষণ, সম্পূর্ণ সত্যেতে স্থিতি হইলে কেমন হইত।" অন্য একদিন রজনীতে প্রেরিত মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, যে তিনি আসিয়া পদাগ্রে মস্তকে ধাক্কা দিয়া আমাকে জাগাইতেছিলেন। আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম, তিনি বলিলেন যে "যে ব্যক্তি কোন পথ অবগত হইয়া সেই পথ আশ্রয় করে না, পরে সে প্রচালত পথ হইতে দূরে পতিত হয়। ঈশ্বর তাঁহাকে এরূপ শাস্তি দান করেন যে অন্য কোন মনুষ্যকে তদ্রূপ শাস্তি দেন না।"

একদা অবদোল্লা খফিফ নিশীথ কালে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন যে

"আমি বিবাহ করিব, আমার বিবাহের জন্য কন্যা লইয়া আইস।" ভৃত্য বলিল "পাত্রী কোথায় আছে, কাহাকেও জানি না, যখন ইচ্ছা করিয়াছ আনিতেছি।" তিনি বলিলেন "লইয়া আইস", ভৃত্য সেই গভীর রজনীতে পাত্রীর অন্বেষণে বাহির হইল, এবং একপাত্রী আনিয়া মহর্ষির নিকটে উপস্থিত করিল। তিনি বিবাহ করেলেন। সপ্তম মাস গত হইলে একটি সন্তান জন্মিল। তখন ভৃত্য একদিন জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, দুই প্রহর রজনীতে বিবাহ করিবার জন্য পাত্রী আনিতে বলিলেন ইহার মর্ম্ম কি?" তিনি বলিলেন যে "স্বপ্নে পরলোক দর্শন করিয়াছিলাম, তথায় অগণ্য লোককে দেখিলাম নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ একটি শিশু আসিয়া পিতার হস্ত ধারণ এবং বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে তাহাকে দুর্গম পথ পার করিয়া লইয়া গেল। তাহা দেখিয়া ইচ্ছা হইল যে আমার একটি সন্তান হয় এই ক্ষণ সেই বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে।"

তিনি রাজ বংশ সম্ভূত ধনবান্ লোক ছিলেন বলিয়া চারি শত বিবাহ করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর কন্যা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন। একদা তাঁহার পত্নীগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "মহর্ষি গোপনে তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন?" সকলেই বলিয়া ছিলেন যে "আমি তাঁহার সঙ্গে সহবাস কিরূপ কিছুই জানি না।" এবিষয়ে কেহ অবগত থাকিলে মন্ত্রীকন্যা অবগত আছেন। একথা মন্ত্রী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, একরাত্রি ঋষি আমার গৃহে আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া আমি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলাম ও বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইলাম। তাঁহার আগমন হইলে খাদ্য সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, পরে আমার হস্ত ধারণ করিয়া নিজের বক্ষে স্থাপন করিলেন এবং তাহা উদরে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। উদরে অনেক গুলি গ্রন্থি পড়িয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবতি, এরূপ কেন হইয়াছে তুমি প্রশ্ন করিতেছ না কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "এ সকল গ্রন্থি শরীরে যাহা প্রকাশ পাইতেছে ঈদৃশ সুন্দর মুখ ও সুখাদ্য দ্রব্য বিষয়ে কঠিন ধৈর্য্য ধারণ করার ফল।" ইহা বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন, তিনি

গুরুতর সাধনায় নিযুক্ত, তাঁহার সঙ্গে আর আমার বেআদবী করা শোভা পাইল না।”

মহর্ষির দুইজন শিষ্য ছিলেন, এক জনের নাম আহ্‌মদ আর এক জনের নাম আহমদমাহ্‌। তিনি আহমদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। ইহাতে মহর্ষির বন্ধুগণ ক্ষুব্ধ ছিলেন। যেহেতু অহমদ্‌মাহ্‌ সুচতুর ও অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি বহুবিধ সাধনাও করিয়াছিলেন। মহর্ষি বন্ধুদিগের এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন “দেখ আমি উভয়কে তোমাদিগের নিকটে প্রদর্শন করিতেছি।” আহমদমাহ্‌কে ডাকিলেন। তিনি কি আজ্ঞা বলিয়া উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন “গৃহের দ্বারে শয়ান সেই উষ্ট্রকে উঠাও এবং ছাদের উপর তোল।” আহমদমাহ্‌, বলিলেন “আর্য্য, উটকে ঘরের ছাদের উপর কেমন করিয়া তুলিব।” তখন ঋষি বলিলেন “ক্ষান্ত থাক”, আহমদকে ডাকিলেন। আহমদ কি আজ্ঞা বলিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন “গৃহের দ্বারে শয়ান সেই উষ্ট্রকে উঠাও ও ছাদের উপর তোল।” আহমদ এইআজ্ঞা শ্রবণ মাত্র কোমর বাঁধিয়া ও হস্তে আস্তিন গুটাইয়া বাহির হইলেন, এবং উষ্ট্রের উদরের নিম্নে হস্ত স্থাপন করিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। উষ্ট্রকে নাড়িতেও পারিলেন না। তখন মহর্ষি বলিলেন “জানা গিয়াছে, নিবৃত্ত হও।” তৎপর বন্ধুদিগকে বলিলেন “আহমদ স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে এবং আমার আজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আদেশ পালনে বিমুখ হয় নাই। কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইবে কি না তৎ প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছে। আর সেই আহমদমাহ্‌ তুচ্ছ আপত্তি ও অবজ্ঞা করিল। ইহার বাহ্যিক আচরণ দ্বারা অন্তরের ভাব অবগত হওয়া যাইতে পারে।”

একদা এক ব্যক্তি আপাদ মস্তক কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া মহর্ষি অবদোল্লা খফিফের গৃহে আসিয়া অতিথি হন। মহর্ষি তাঁহার কাল বসন দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠেন। জিজ্ঞাসা করেন “ভাই, পরিচ্ছদ কাল করিয়াছ কেন?” তিনি বলিলেন “আমার প্রভুদিগের অর্থাৎ কাম ক্রোধাদির মৃত্যু হইয়াছে।” ইহা শুনিয়া মহর্ষি ভৃত্যকে আদেশ করিলেন যে “এই ব্যক্তিকে দূর করিয়া দাও, আজ্ঞানুসারে দূর করিয়া দিল। পুনর্ব্বার

বলিলেন "প্রত্যানয়ন কর।" আনয়ন করিল। আবার বলিলেন "বাহির কর।" এই রূপ সত্তর বার তাঁহাকে দূর করা হইল ও ফিরিয়া আনা হইল।, অতিথির ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি স্থির প্রসন্ন ভাবে ছিলেন। অতঃপর মহর্ষি উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিলেন ও তাঁহার নিকটে ক্ষমা চাহিলেন এবং বলিলেন "কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করার তুমিই উপযুক্ত পাত্র। যেহেতু সত্তর বার অপমানেও তোমার ভাবান্তর হইল না।"

দুই জন সুফি দূর দেশ হইতে অবদোল্লা খফিফকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কুটিরে পাইলেন না, শুনিলেন যে তিনি নরপাল আসদদ্দোলার নিকটে গিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পর বলিলেন "যে একজন তপস্বীর রাজার সঙ্গে কি সম্বন্ধ?" এই ব্যাপারে তাঁহাদের মনে তাঁহার প্রতি দ্বৈধভাব উপস্থিত হইল। পরে তথা হইতে তাঁহারা নগর ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। বাজারে গেলেন, খের্কার জেব ছিন্ন হইয়াছিল, এক সূচিজীবির বিপণীতে যাইয়া তাহা শিলাই করিতে চাহিলেন। দৈবাৎ সেই সময় কেঁচি হারাইয়া যায়। সূচিজীবী তাঁহাদিগকে কেঁচি চোর বলিয়া ধরিয়া আসদদ্দোলার বিচারালয়ে উপস্থিত করে। সেখানে মহর্ষি খফিফ ছিলেন। আসদদ্দোলা তাঁহাদের এক জনের হস্ত ছেদন করিতে আদেশ করেন। তখন মহর্ষি বলিলেন "সুফিকে মুক্ত করুন, ইহাঁর অপরাধ নাই।" তৎপর তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন "তোমরা যাহা ভাবিয়াছিলে তাহা সত্য। কিন্তু এরূপ কার্য্য ঘটে বলিয়াই রাজার নিকট আমার আগমন।" অনন্তর উভয় সুফি খফিফের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

একদা এক জন অতিথি মহর্ষির আলয়ে আগমন করেন। সেখানে রজনীতে তাহার ভেদ বমির পীড়া উপস্থিত হয়, বারম্বার ভেদ হওয়াতে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ভেদ হইবার সময় প্রত্যেক বার মহর্ষি পাত্র ধারণ করিয়াছিলেন। রাত্রি জাগরণ করিয়া এইরূপ পঞ্চাশ বার তিনি স্বহস্তে পাত্র ধারণ পূর্ব্বক তাহার মল পরিষ্কার করেন। পরিশেষে একবার নিদ্রাবসন্ন হইয়া পড়েন। তখন সেই পীড়িত অতিথির ভেদের

উপক্রম হয়, সে মহর্ষিকে ডাকিল, তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "ধিক্ তোকে, তুই কোথায় গিয়াছিস্।" মহর্ষি তৎক্ষণাৎ নিদ্রা হইতে উঠিয়া ক্ষুব্ধ মনে পাত্র ধারণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ বলিলেন যে "এ ব্যক্তি এমন সকল কটূক্তি করিয়াছে, যে আমরা অস্থির হইয়াছি, আশ্চর্য্য আপনি ধৈর্য্য ধারণ করিতেছেন।" ঋষি বলিলেন, "তোমার প্রতি কৃপা হউক, আমি এই কথা শুনিয়াছি।"

খফিফ মৃত্যুকালে ভৃত্যকে বলিয়াছিলেন যে "আমি অপরাধী দাস, মৃত্যু হইলে আমার শবের গলে বন্ধন রাখিয়া ও পশ্চাদ্ভাগে হস্তপদ বাঁধিয়া মক্কাভিমুখে রাখিয়া দিও, হয় তো তাহা করিলে আমি গৃহীত হইব।" মৃত্যুর পর ভৃত্য সেই আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে দৈববাণী শুনিল যে রে, "অবোধ, ইহা করিও না, আমার প্রেমাস্পদকে অপমানিত করিতেছ?" তাহাতে ভৃত্য বিরত হইল।

উক্তি।

এক সুফি বলিয়াছিলেন যে, "দৌত্যের কুহকে আমি ক্লেশ পাইতেছি। কিন্তু আমি পূর্ব্বে যে সকল সুফিকে দেখিয়াছি তাঁহারা দৌত্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, এইক্ষণ দৈত্য সুফির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে।

যিনি পুণ্যের সোফ * পরিধান করেন, প্রলোভনকে নিগ্রহান্ন ভোজন করান, সংসারকে পশ্চাতে স্থাপন করেন তিনিই সুফি।

সংসারে নির্লিপ্ত থাকা সংসার হইতে বহির্গত হইবার সময় পরম শান্তির কারণ হয়।

আনুগত্য দ্বিবিধ, এক আনুগত্য চেষ্টা যত্নের অন্তর্গত, অপর আনুগত্য প্রমুক্ত, যেরূপ ঈশ্বরের বিধি উহা তাহারই অন্তর্ভূত।

অধ্যাত্ম লোক হইতে যাহা প্রকাশিত হয় তৎ প্রতি মনের সত্যতা স্থাপনই বিশ্বাস।

কামনা, চিরদুঃখের কারণ ও শান্তির ব্যবচ্ছেদক।

সকল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সখার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া, তাঁহা ব্যতীত সমুদায় পদার্থের অন্তর্দ্ধান হওয়া যোগের অবস্থা।

* পশুলোমের বস্ত্র বিশেষ।

যাহা ঈশ্বর হইতে তোমাকে দূরে রাখে, তাহা হইতে তোমার দূরে থাকা নিবৃত্তি।

যাহা তোমার হস্তায়ত্ত নয় তাহা প্রাপ্তির চেষ্টা না করা এবং যাহা তোমার হস্তগত তাহাতে নিষ্কাম হওয়া ধৈর্য্য।

বিষয় সম্পত্তি ছাড়িয়া শান্তি লাভ করা বৈরাগ্য।

ধনাভাবে ও গুণত্যাগে দীনতা। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিগূঢ় উপলব্ধি প্রকৃত বিশ্বাস।

দাসত্ব কখন খাটি হয়? যখন নিজের সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরে উৎসর্গ করা যায় এবং বিপদে ধৈর্য্য ধারণ হয়।

তাপস মোহম্মদ আলি হকিম তরমোজী।

মোহম্মদ আলি হকিম পরম সাধু অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু ও শান্ত চরিত্র ছিলেন। তিনি জীবনে অনেক কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছিলেন। তরমোজ নামক স্থানে তাহার নিবাস ছিল, তিনি যেমন সাধু তেমন গুণী জ্ঞানী ছিলেন। তরমোজ নিবাসী বহুলোক তাঁহার অনুবর্ত্তী ছিল। তিনি নানা বিদ্যায় বিশেষতঃ তত্ত্ব বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত গ্রন্থ আছে। তৎকালে তরমোজে তাঁহার বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ লোক ছিল না। তিনি আবু তোরাব, ইয়হা প্রভৃতি মহর্ষির সঙ্গ করিয়াছিলেন।

মোহম্মদ আলি হকিম প্রথম বয়সে দুই জন বিদ্যার্থী বালকের সঙ্গে বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্থানান্তর গমনে উদ্যত হইয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার গর্ভধারিণী বলিলেন "বৎস মাতৃজীবন, আমি নিরাশ্রয়া বৃদ্ধা, তুমি আমার কার্য্যসম্পাদক, আমাকে কাহার হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেছ?" জননীর এই উক্তিতে মোহম্মদআলি অন্তরে ব্যথা পাইয়া দেশান্তর গমনে নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সেই দুই বন্ধু চলিয়া গেলেন। পাঁচ মাস অতীত হইলে একদিন তিনি গোরস্থানে বসিয়া এই বলিয়া

কাঁদিতে লাগিলেন যে "আমি এই স্থানে অকর্ম্মণ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া রহিলাম। আমার বন্ধুগণ বিদ্বান্ হইয়া আসিবেন।" ইতিমধ্যে হঠাৎ একজন জ্যোতিঃপুঞ্জ বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" তিনি তাঁহার নিকট আত্মবিবরণ নিবেদন করিলেন। সেই বৃদ্ধ বলিলেন "আমার নিকটে প্রতিদিন এই স্থানে পাঠ গ্রহণ করিতে তুমি সম্মত আছ? তাহা হইলে তুমি শীঘ্র শাস্ত্রজ্ঞানে তোমার উক্ত বন্ধুদ্বয়কে অতিক্রম করিতে পারিবে।" মোহম্মদ আলি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তদবধি সেই বর্ষীয়ান্ পুরুষ তিন বৎসর তাঁহাকে শিক্ষা দান করেন। নিয়মিত রূপে প্রতিদিন আসিতেন, মোহম্মদআলি তাঁহার নিকট গূঢ় গূঢ় প্রশ্ন করিতেন। কথিত আছে সেই বৃদ্ধ মহাপুরুষ ধর্ম্মগুরু খেজর ছিলেন। মোহম্মদ আলি বলিয়াছেন যে "আমি জননীর প্রসাদে এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।" তাপস মোহম্মদ আলির জীবনে অনেক বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়ার কথা মূল গ্রন্থে লিখিত আছে, এস্থানে তাঁহার উল্লেখ অপ্রয়োজন বোধ করিলাম।

মহর্ষি বলিয়াছেন যে "প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিরাশ হইয়াছিলাম। ভাবিলাম ঈশ্বর বুঝি আমার জীবন নরকের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। নারকীকে কি আর প্রতিপালন করিব? ইহা ভাবিতে ভাবিতে জয়হুন নদের কূলে যাইয়া এক বন্ধুকে আমার হস্তপদ বন্ধন করিতে বলিলাম। তিনি তাহা করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আমি বুকে ভর দিয়া যাইয়া আপনাকে জয়হুনে নিক্ষেপ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম জলে নিমগ্ন হইব। জল স্রোতে আমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া গেল, তরঙ্গের আঘাতে আমি কূলে নিক্ষিপ্ত হইলাম। আমি প্রাণত্যাগে নিরাশ হইলাম। তখন আমার অন্তরে রহস্য প্রকাশিত হইল। যাহা আমার দর্শনীয় দর্শন করিলাম।"

পৃথিবীতে মহর্ষির বাস করিবার একটি মাত্র কুটির ছিল। তিনি মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে সেই কুটির মধ্যে কুকুরী শাবক প্রসব করিয়া বাস করিতেছে। গৃহের দ্বার ছিল না, তাহাতে সচ্ছন্দে কুকুরী প্রবেশ করিয়া আবাস স্থাপন ও প্রসব করিয়া আছে। শাবক

গুলির বা ক্লেশ হয় এই ভাবিয়া তিনি স্বয়ং কুকুরকে তাড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না। সে দিন পুনঃ পুনঃ কুকুরের নিকটে গিয়া প্রতীক্ষা করিলেন যে সে আপনা হইতে ছানা সহ উঠিয়া যায় কি না। মহর্ষির প্রতি এক জন ফকিরের অসদ্ভাব ছিল। পশুর প্রতি ঋষির এরূপ সদ্ভাব দেখিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন ও আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তৎপর তিনি যাইয়া মহর্ষির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কেহ তাঁহার পরিবারকে জিজ্ঞসা করিয়াছিলেন যে "আপনার স্বামী ক্রোধ প্রকাশ করেন কি না আপনি বলিতে পারেন ?" তাহাতে তিনি বলিলেন "আমরা যখন তাঁহাকে কোনরূপ উৎপীড়ন করি, তিনি আমাদের প্রতি অধিকতর ভাল বাসা প্রকাশ করেন। কিছুই আহার করেন না, ক্রন্দন করেন এবং বলেন ঈশ্বর, আমি তোমাকে কিরূপ পীড়া দিয়াছি, যে তুমি আমাকে প্রপীড়ন করিতে ইহাঁদিগকে নিযুক্ত করিয়াছ, পরমেশ্বর, আমি অনুতাপ করিতেছি, তুমি ইহাঁদিগকে আমার প্রতি পুনর্ব্বার প্রসন্ন কর। আমরা তাঁহার এইভাব দেখিয়া শুনিয়া অনুপ্ত হই এবং বলি যে অতঃপর ইহার মনে ক্লেশ দিব না।"

একদা শুক্রবারে মহর্ষি শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া মস্‌জেদে যাইতেছিলেন, এক দাসী এক বালকের মলমূত্র পূর্ণ বস্ত্র পাত্র মধ্যে ধৌত করিয়া সেই ময়লা জল বাহিরে নিক্ষেপ করে। তাহা মহর্ষির মস্তকে ও বস্ত্রে পতিত হয়। তিনি স্থির ভাবে থাকেন, একটি কথাও বলেন না, তাহাতে একটু ক্রোধের চিহ্ন তাঁহার মুখে প্রকাশ পায় না।

কেহ একজনকে বলিয়াছিল যে মোহম্মদ আলির এমন বিনয় যে কখন তিনি পরিজনের সম্মুখে নাসিকাকে শ্লেষ্মা মুক্ত করেন না। সেই ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যায়, তাঁহাকে মস্‌জেদের দ্বারে প্রাপ্ত হয়। সে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল, তিনি বাহিরে চলিয়া আসিলেন। সে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল এবং ভাবিতে লাগিল যে কথা শুনিয়াছি তাহা সত্য কি না নিশ্চিত জ্ঞাত হইতে পারিলে ভাল হইত। মহর্ষি তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া নাসিকা মুক্ত করিলেন। ইহা দেখিয়া সে ব্যক্তি ধীরে ধীরে বলিতে

লাগিল "হয় সে লোকটি মিথ্যা বলিয়াছে, অথবা এই ব্যবহারে আমার প্রতি মহর্ষির কশাঘাত। যেন আমি আর সাধু লোকের রহস্যানুসন্ধান না করি।" তখন মোহম্মদ আলি পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন 'বৎস, তুমি সত্য বলিতেছ, কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছা কর যে তোমার নিকটে লোকে রহস্য প্রকাশ করে তবে লোকের নিকটে তাহা রক্ষা করিও।"

মহর্ষি মোহম্মদ আলি পরম রূপবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার যৌবন কালে একটি রূপলাবণ্যবতী ধনশালিনী যুবতী অসৎকামনায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠায়। তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন। একদিন মোহম্মদ আলি উদ্যানে একাকী বাস করিতেছিলেন, সেই নারী ইহা শুনিয়া বেশবিন্যাস করিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। ঋষি তাহাকে দেখিয়াই পলায়ন করিতে লাগিলেন। যুবতী তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া বলিতে লাগিল " আর কেন আমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ।" মহর্ষি তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপর বৃদ্ধকালে তিনি একদিন নিজের পূর্ব্বাবস্থা ও কথা বার্ত্তা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। তখন উক্ত ঘটনা তাঁহার স্মরণ হয়, তিনি ভাবিতে লাগিলেন " যদি সে দিন সেই যুবতীর অভিলাষ পূর্ণ করিতাম, ক্ষতি কি হইত। তখন আমি যুবক ছিলাম, পরে অনুতাপ করিলেই হইত।" এই ভাবটি মনে উদয় হইলেই ব্যথিত হইলেন। মনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন " রে দুরাচার পাপিষ্ঠ মন, যৌবন কালে ইহা ভাবনাই এই ক্ষণ বৃদ্ধকালে এত তপস্যা ও সাধনার পর পাপ কর নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছ।" মনে এইরূপ মলিন ভাবের উদয় হওয়াতে মহর্ষি অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। তজ্জন্য তিন দিন পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিলেন।

তিনি বলিয়াছেন যে " একদা আমি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম যে হায়, স্বাস্থ্য কোথায় সেই অবস্থায় আমাদ্বারা কত মঙ্গল কার্য্য সম্পাদিত হইতেছিল। এই ক্ষণ সমুদায় নষ্ট হইল। তখন এই শব্দ শুনিলাম; মোহম্মদ আলি, এরূপ কি কথা তুমি বলিলে, তুমি যে কার্য্য কর তাহা আমার কার্য্যের ন্যায় কিছুই নয়। তোমার কার্য্যে ভ্রান্তি ও ঔদাস্য ব্যতীত নহে, আমার কার্য্য সার

কার্য্য। এই উক্তি শ্রবণ করিয়া আমার আত্মগ্লানি হইল, আর এরূপ ভাবিবনা বলিয়া মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম।”

মহর্ষি নিম্নোক্ত উপাখ্যানটি বলিয়াছেন। যখন মানব জাতির আদি পিতা আদম ও আদি মাতা হবার অনুতাপ গৃহীত হইল ও তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইলেন। সেই সময় একদিন আদম কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিলে শয়তান খন্নাস নামক স্বীয় পুত্র সহ হবার নিকটে উপস্থিত হইল এবং খন্নাসকে হবার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিল “ক্ষণকাল তুমি এই বালকটিকে রক্ষা কর, আমি একস্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছি।” এই বলিয়া শয়তান চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে আদম প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি হবার নিকটে খন্নাসকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কে?” হবা বলিলেন “এ শয়তানের পুত্র, শয়তান ইহাকে আনিয়া আমার নিকটে রাখিয়া গিয়াছে।” ইহা শুনিয়া আদম হবাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন “তুমি ইহাকে কেন গ্রহণ করিয়াছ।” তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বালকটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন,এবং সেই সকল মাংস খণ্ড একবৃক্ষে লট্‌কাইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর শয়তান আসিয়া হবাকে জিজ্ঞাসা করিল যে “আমার পুত্র কোথায়?” হবা বলিলেন “আদম তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে।” শয়তান খন্নাসকে ডাকিল। তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পরস্পর সংযুক্ত হইল, সে জীবিত হইয়া হবার নিকটে আসিয়া বসিল। শয়তান পুনর্ব্বার খন্নাসকে হবার হস্তে সমর্পণ করিল। হবা বলিলেন “আমার নিকটে আর রাখিবেনা,আদম আসিয়া আমাকে এজন্য তিরস্কার করিবেন।” শয়তান একান্ত অনুরোধ করিয়া এবারও খন্নাসকে হবার নিকটে রাখিয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণপর আদম প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার খন্নাসকে দেখিলেন এবং হবাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন “তুমি কেন শয়তানের আজ্ঞা পালন করিতেছ, তাহার কথায় প্রতারিত হইতেছ?” তিনি ইহা বলিয়াই খন্নাসকে কাটিয়া দগ্ধ করিলেন। ভস্মে পরিণত তাহার দেহ, অর্দ্ধেক নদীতে ও অর্দ্ধেক অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। শয়তান পুনর্ব্বার আসিয়া সন্তানের অনুসন্ধান করিল। হবা তাহাকে বিবরণ জানাইলেন। শয়তান আবার খন্নাসকে ডাকিল, তৎক্ষণাৎ ভস্ম সকল একত্রিত হইল,

খন্নাস জীবন ধারণ করিয়া পিতার নিকটে আসিয়া বসিল। শয়তান শপথ দিয়া হবাকে বলিল যে "অন্ততঃ এই বার তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।" হবা অসম্মত হইলেন। শয়তান বিশেষ অনুরোধ করিলে তিনি সম্মত হইলেন ও গ্রহণ করিলেন। আদম আসিয়া খন্নাসকে পুনর্ব্বার দেখিয়া বলিলেন "ইহার মধ্যে কিছু রহস্য থাকিবে, ঈশ্বর জানেন।" হবাকে বলিলেন "তুমি ঈশ্বরের শত্রুর কথা গ্রাহ্য করিতেছ ও আমার কথা শুনিতেছনা।" তখন ক্রুদ্ধ হইয়া খন্নাসকে কাটিয়া সেই মাংস রন্ধন করিলেন। তাহার অর্দ্ধ নিজে ভক্ষণ করিলেন এবং অর্দ্ধ হবাকে খাইতে দিলেন। কথিত আছে শেষ বারে খন্নাস ছাগ পশুর আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। শয়তান প্রত্যাগমন করিয়া পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিল। হবা সবিশেষ তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। তখন শয়তান বলিল "আমার উদ্দেশ্য এইছিল যে আপনাকে মনুষ্যের বক্ষের ভিতর স্থান দান করি। এইক্ষণ আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে।" খন্নাস শয়তানের কুমন্ত্রণা, তাহা অন্তরে স্থিতি করিয়া লোকদিগকে স্বর্গ পথ হইতে দূরে লইয়া যায়।

উক্তি।

যেমন কোন ঋণপত্রে একটি পয়সা অনাদায় লিখিত থাকিলে ঋণ গ্রহীতা ঋণমুক্ত নহে, সেই এক পয়সার জন্য ঋণী থাকে, তদ্রূপ যাঁহার জীবনে কোন একটি মানবীয় ভাব অবশিষ্ট থাকে তিনি মুক্ত নহেন। যিনি মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাতে আর পার্থিব কিছুই থাকেনা। এরূপ লোকে প্রেমাকৃষ্ট। ঈশ্বর যখন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন তখন মানবীয় ভাবের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

উন্নত কে! পাপ যাহাকে নত করে নাই; মুক্তকে? লোভ যাহাকে দাস করিয়া রাখে নাই; কর্ত্তা কে? শয়তান যাহাকে বন্দী করে নাই; জ্ঞানী কে? যিনি ঈশ্বরের জন্য নিবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং নিজের জীবনের বিষয় ভাবেন।

যে ব্যক্তি যাহা হইতে ভীত সে তাহা হইতে দূরে পলায়ন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে ভীত তিনি ঈশ্বরের মধ্যে পলায়ন করেন।

সঙ্কল্পের অভাবে যেরূপ দুঃখ করা বিধেয় অন্য কোন বস্তুর অভাবে তদ্রূপ নয়। যেহেতু সঙ্কল্পহীন হইলে কোন সৎকার্য্য সফল হয় না।

যাঁহার লক্ষ্য ধর্ম্ম, তাঁহার সেই লক্ষ্যের গুণে সমুদায় সাংসারিক কার্য্য ধর্ম্মে পরিণত হয়, যাহার লক্ষ্য সংসার তাহার সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম সংসারের দোষে বিনষ্ট হইয়া যায়।

যে ব্যক্তি বৈরাগ্যবিহীন হইয়া জ্ঞানের কথা বলিতে ভালবাসে সে অবিশ্বাসী হয়। যে জন নিবৃত্তিবিহীন দীনতাকে ভালবাসে সে পাপেতে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি দাসত্বের তত্ত্বে মূর্খ, সে প্রভুত্বের তত্ত্বে অধিকতর মূর্খ।

তুমি ইচ্ছা করিতেছ স্বীয় তত্ত্ব অবগত হইবে, নিজের তত্ত্ব অবগত হইতে সক্ষম হইতেছ না। বল ঈশ্বরের তত্ত্ব তুমি কি প্রকারে অবগত হইবে।

ধর্ম্মবিরোধী লোকদিগের সঙ্গে বন্ধুতা, কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব এই দুই অত্যন্ত নিকৃষ্টাচার।

ক্ষণকাল মধ্যে শয়তান যেরূপ লোকের অহিত সাধন করে শত ক্ষুধিত ব্যাঘ্র ছাগপালের তদ্রূপ অনিষ্ট করে না।

পরমেশ্বর দাসের জীবিকার প্রতিভূ হইয়াছেন, অতএব দাসের নির্ভরে প্রতিভূ হওয়া বিধেয়।

যাঁহার কিঞ্চিৎ দৃষ্টি তোমা হইতে প্রচ্ছন্ন নহে, তাঁহাকে ধ্যান করা তোমার কর্ত্তব্য; যাঁহার কোন করুণা তোমাকে বঞ্চিত করে নাই, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান কর্ত্তব্য; যাঁহার রাজ্যের বাহিরে এক পদ গমন করিতে পারা যায় না, তাঁহার নিকটে অবনত হওয়া কর্ত্তব্য।

যাঁহার সম্বন্ধে স্থিতি ও গতি তুল্য তিনি সৎ পুরুষ।

ঈশ্বর প্রসঙ্গে নিত্য অনুরাগই প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমের লক্ষণ।

বহুসাধনা ও বাহ্যে বহুনীতি প্রতিপালন এবং চরিত্রের সংশোধন হইলে পর লোকে অন্তরে ঈশ্বরের করুণার জ্যোতি উপলব্ধি করেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর প্রশস্ত হয়, বক্ষ বিস্তৃত হয়, ও তাঁহার জীবন একত্ব জ্ঞানের প্রসারিত ভূমিতে উপনীত হয়, এবং তাহাতে তিনি সুখী হন।

সুতরাং এমন অবস্থায় তিনি নির্জনতা পরিত্যাগ করেন, বক্তা হন, ধর্ম্মপথে প্রচার করেন, তাহাতে লোকে তাঁহার কথায় ও তাঁহার আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য তাঁহাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে এবং তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করে, এখানে সংসার প্রবঞ্চনা করিতে চাহিলে তিনি শার্দ্দূলের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার গ্রীবায় চড়িয়া বসেন, পূর্ব্বে সাধনার যে মিষ্টতা আপনাতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার ভিতরে তিনি নিমগ্ন হইয়া সুখী হন। যথা যদি কোন মৎস্য জাল হইতে পলায়ন করে সে নদীতে এমন নিমগ্ন হয় যে আর তাহাকে জালে বদ্ধ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ যে জীবন একত্ববাদের প্রসারিত ক্ষেত্রে উপনীত হয় সে আর পৃথিবীর জালেতে বদ্ধ হয় না। যেহেতু সে প্রথমে বদ্ধ ছিল, এই স্থানে মুক্ত ও আনন্দিত হইয়াছে। সে প্রথমে সঙ্কীর্ণ মানবীয় ভাবদ্বারা নিজের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল এই স্থানে সে বিস্তৃত একত্ববাদযোগে যন্ত্র প্রস্তুত করে।

তাপস অবদোল্লা। (মবারকের পুত্র।)

তাপস অবদোল্লা তপস্বিবৃন্দের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত পাণ্ডিত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, লোকে তাঁহাকে শাহন্‌শাহে ওলমা, অর্থাৎ পণ্ডিতকুলের সম্রাট্ বলিত। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। যেমন বিদ্যা বিষয়ে, তদ্রূপ বীরত্বে তাঁহার দৃষ্টান্ত ছিল না। তিনি বারম্বার ধর্ম্মযুদ্ধে কাফেরদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহার বাসস্থান মরওয়ে ছিল। তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন এবং অনেক সাধু সঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ এইরূপে হয়।

পূর্ব্বে অবদোল্লা একটী সুন্দরী নারীর প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। একদা তিনি শীতকালে রজনীতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সেই নারীর গৃহপ্রাচীরের পার্শ্বে তাহার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন। সমুদায় রাত্রি বরফ পড়িয়াছিল।

প্রাভাতিক নমাজের আজাঁর ধ্বনি শুনিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন রজনীতে নিদ্রা যাইবার প্রাক্কালে যে নমাজ হয় তাহারই আজাঁ হইতেছে। যখন সূর্য্যরশ্মিতে চতুর্দ্দিক্ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। বুঝিতে পারিলেন যে, যুবতীর ভাবে মগ্ন হইয়া তাহার প্রতীক্ষায় সমুদায় রজনী যাপন করিয়াছেন। সেই সময় আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন "মবারকের পুত্র, লজ্জার বিষয় তুমি এমন উত্তম রজনী ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষে দণ্ডায়মান থাকিয়া যাপন করিলে, যদি নমাজে দণ্ডায়মান থাকিতে, কোরাণের কোন বৃহৎ অধ্যায় পাঠ করিতে ধর্ম্মে মত্ত ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে।" এইরূপ বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠে, তিনি আর ইন্দ্রিয়বশ হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া সাধনায় নিযুক্ত হন। তপস্যার প্রভাবে অলৌকিক উন্নত জীবন লাভ করেন। সাধনান্তে মরও হইতে চলিয়া যান। কিছু কাল বগ্দাদ নগরে কয়েক জন মহর্ষির সহবাসে থাকেন। পরে মক্কাতে যাইয়া বাস করেন। তৎপর মরও নগরে প্রত্যাগমন করেন। মরও নিবাসিগণ তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হয়, এক দল ব্যবস্থাশাস্ত্রের পথ অনুসরণ করে, আর এক দল হদিসের পথ অর্থাৎ ঐতিহাসিক শাস্ত্রের পথ আশ্রয় করে ও তাহা প্রচার করিতে থাকে। উভয় দলে পরস্পর বিশেষ সদ্ভাব ছিল, এবং এই উভয় সম্প্রদায়ের পরিচালক অবদোল্লা ছিলেন। তিনি মরও নগরে দুই দলের জন্য দুইটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি মরও হইতে হেজাজে যাইয়া বাস করেন।

তিনি এক বৎসর মক্কা তীর্থ দর্শন করিতেন, এক বৎসর ধর্ম্ম যুদ্ধ এবং এক বৎসর বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন। বাণিজ্যের লাভ ধর্ম্ম সহচরদিগকে বিভাগ করিয়া দিতেন। দরিদ্র ফকিরদিগকে খোর্ম্মা খাওয়াইতেন, যে যটা খোর্ম্মা খাইতে পারিত তাহাকে তত পয়সা দান করিতেন।

একদা তিনি একজন দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সে তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। লোকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে "সেই হতভাগ্য চলিয়া

গেল, তাহার চরিত্র সেইরূপই তাহার সঙ্গে রহিল। এই দুঃখে কাঁদিতেছি।"

একবার অবদোল্লা উষ্ট্রারোহণে প্রান্তর দিয়া যাইতেছিলেন। পথে এক ফকির তাঁহার সঙ্গী হয়। তিনি বলিলেন "ফকির, আমি ধনী বলিয়া নিমন্ত্রিত হইয়াছি, তুমি অনিমন্ত্রিত কোথায় যাইতেছ?" ফকির বলিল "নিমন্ত্রয়িতা দয়ালু হইলে অনিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রতি অধিক দৃষ্টি করেন। যদি তোমাকে গৃহে আহ্বান করেন আমাকে নিকটে ডাকিবেন।" অবদোল্লা বলিলেন "মাদৃশ ধনীর নিকটে নিমন্ত্রয়িতা ঋণ প্রার্থনা করিয়াছেন।" ফকির বলিলেন "ঋণ চাহিয়া থাকিলে আমাদের জন্য চাহিয়াছেন।" এই কথায় অবদোল্লা লজ্জিত হইয়া বলিলেন "যথার্থ বলিতেছ।"

মহর্ষি অবদোল্লার বিষয় বিরাগ চূড়ান্ত ছিল। একদা তিনি এক স্থানে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অশ্ব-রজ্জু মুক্ত ছিল, শস্যক্ষেত্রে যাইয়া শস্য অপচয় করে। ইহা দেখিয়া তিনি ঘোটককে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে চলিয়া যান। উক্ত ঘোটক অত্যন্ত মূল্যবান্ ছিল।

একদা শামদেশের কাহার নিকট হইতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভ্রমবশতঃ তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। পরে মরও হইতে শামে যাইয়া তাহা প্রত্যর্পণ করেন।

একবার অবদোল্লা তীর্থ কার্য্য সমাধান করিয়া কিয়ৎক্ষণ মক্কার মন্দিরের পার্শ্বে শয়ান ছিলেন। তখন স্বপ্নে দেখিলেন যে দুই ফেরেস্তা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। এক ফেরেস্তা অন্য ফেরেস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "এবৎসর কত লোক তীর্থ করিতে আসিয়াছে?" তিনি উত্তর করিলেন "ছয় লক্ষ।" প্রথম ফেরেস্তা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "কত লোকের তীর্থ কার্য্য গৃহীত হইয়াছে?" দ্বিতীয় ফেরেস্তা বলিলেন "তাঁহাদের কাহার তীর্থাগমন সফল হয় নাই?" অবদোল্লা বলিয়াছেন যে "আমি এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এবং বলিলাম হায়! পৃথিবীর নানা স্থান হইতে এত গুলি লোক নানা প্রকার দুঃখ ক্লেশ সহ্য

করিয়া দীর্ঘ পথ ও পর্ব্বত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন এসকল ক্লেশ ও পরিশ্রম বিনষ্ট হইল।" তখন প্রথম ফেরেস্তা বলিলেন "দমস্ক নগরে একজন চর্ম্মকার আছে, তাহার নাম আলিঅল্ মওফক। সে মক্কায় আসে নাই, অথচ তাঁহার মক্কা দর্শন ও তীর্থ ক্রিয়ার ফল লাভ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি জাগরিত হইলাম। ভাবিলাম দমস্কে যাইয়া সেই ব্যক্তিকে দর্শন করিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম, নগরে উপনীত হইয়া অনুসন্ধানে আলিঅল্ মওফকের বাটী প্রাপ্ত হইলাম। আমার শব্দ শুনিয়া একজন লোক উপস্থিত হইল। তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল আমার নাম আলিঅল মওফক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি ব্যবসায়?" সে বলিল পাদুকা শিলাই করিয়া থাকি। আমি বলিলাম তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা আছে। সে শুনিতে চাহিল। আমি তাহাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানাইলাম। সে আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি নাম বলিলে সে উচ্চধ্বনি করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে আমি বলিলাম তুমি আমাকে নিজের কার্য্যবিবরণ জ্ঞাপন কর। সে বলিল ত্রিশবৎসর যাবৎ আমার হজ্জ করিবার বাসনা, জুতা শিলাই দ্বারা কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া এ বৎসর যাত্রার উদ্যোগী হইয়াছিলাম। আমার স্ত্রী গর্ভবতী, সে একদিন এক প্রতিবেশী গৃহস্থের গৃহে ব্যঞ্জনের গন্ধ পাইয়া আমাকে অনুরোধ করিল যে যাও আমার জন্য কিছু খাদ্য অমুক প্রতিবেশী হইতে চাহিয়া লইয়া আইস। আমি তদনুসারে খাদ্য প্রার্থনা করিলে সেই প্রতিবেশী বলিল যে সাত দিন পর্য্যন্ত আমার বালক বালিকা অনাহার ছিল, অদ্য এক মৃত গর্দ্দভ পাইয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মাংস ছেদন করিয়া আনিয়াছি, তাহাই রন্ধন করিয়াছি। এই খাদ্য তোমাদের বৈধ হইবে না। প্রতিবেশী এই কথা বলিলে আমার অন্তরে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, সঞ্চিত সমুদায় টাকা আনিয়া তাহাকে দিলাম এবং বলিলাম আমি মক্কা তীর্থের পাথেয় জন্য এই টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, ইহা তোমার সন্তানের অন্নবস্ত্রের জন্য ব্যয় কর, আমার ইহাই তীর্থ দর্শন।

ইহা শুনিয়া অবদোল্লা বলিলেন ' দেবতা স্বপ্নে সত্য কথা বলিয়াছেন।"

মহর্ষি অবদোল্লার একজন ক্রীত দাস ছিল। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল যে এই দাস গভীর রজনীতে গোরস্থানে যাইয়া গোর খনন করে ও শবের বস্ত্রাদি অপহরণ করিয়া থাকে। মহর্ষি এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। একরাত্রি তিনি গুপ্তভাবে সেই দাসের পশ্চাতে শ্মশানভূমি পর্য্যন্ত গেলেন। দাস তথায় যাইয়াই একটি কবরের মুখ উন্মুক্ত করিল, এবং সেই কবরের দ্বারে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। অবদোল্লা দূর হইতে তাহা দেখিতে ছিলেন। পরে ধীরে ধীরে তিনি নিকটে আসিলেন, তখন দেখেন যে দাস বৈরাগ্য বসন পরিধান করিয়াছে, গলবস্ত্র হইয়া ভূমিতে মুখ ঘর্ষণ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিয়া প্রার্থনা করিতেছে। অবদোল্লা এই ব্যাপার দেখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইলেন এবং অশ্রু বর্ষণ করত এক প্রান্তে যাইয়া বসিলেন। দাস রজনীর অবসান কাল পর্য্যন্ত তথায় সেই ভাবে উপাসনায় যাপন করিল। তৎপর কবরের দ্বার আচ্ছাদিত করিয়া মস্‌জেদে চলিয়া গেল এবং সেখানে প্রাভাতিক উপাসনা সম্পাদন করিল। দাসের এই ব্যাপার এবং আরও কিছু অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া অবদোল্লা বিহ্বল হইলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দাসের মস্তক ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন এবং তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রভুর সহস্র প্রাণ এরূপ দাসের জন্য উৎসর্গীকৃত হউক, তুমি প্রভু আমি দাস হইলে ভাল ছিল।" দাস এই ব্যাপার দেখিয়া বলিল " পরমেশ্বর, আমার আবরণ ছিন্ন হইয়াছে, রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে, পৃথিবীতে আর আমার শান্তি নাই। দোহাই তোমার, আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিও না, আমাকে ইহলোক হইতে লইয়া যাও।" কথিত আছে এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর অবদোল্লার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়াই দাস প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। অবদোল্লা তাহাকে সেই বেশেই উপরি উক্ত কবরে নিহিত করিলেন।

এক বার তিনি ধর্ম্মযুদ্ধে গিয়াছিলেন, এক জন কাফেরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ছিলেন। নমাজের সময় হইলে কাফের হইতে অবকাশ গ্রহণ

করিয়া নমাজে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন কাফেরের পূজার সময় হইল তখন সেও অবকাশ গ্রহণ করিয়া তাহার উপাস্য পুত্তলিকার নিকটে আগমন করিল। অবদোল্লা ভাবিলেন এই সময় ইহার উপর জয় লাভ করিতে পারিব। এই ভাবিয়া তিনি তাহার শিরশ্ছেদন করিবার জন্য করবাল হস্তে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে এই দৈববাণী শ্রবণ করিলেন "হে অবদোল্লা, সত্য পালন কর, সত্য পালন বিষয়ে তোমার নিকটে প্রশ্ন হইবে।" অবদোল্লা এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাফের মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক অসিহস্ত অবদোল্লাকে দর্শন করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "একি ব্যাপার!" তিনি বলিলেন যে "তোমার জন্য আমার প্রতি এই অনুযোগ আসিয়াছে।" তখন কাফের আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল "যিনি শত্রুর জন্য স্বীয় বন্ধুকে অনুযোগ করেন এমন ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হওয়া ও তাঁহার সম্বন্ধে অপরাধ করা কাপুরুষতা।" এই বলিয়া সে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং ধর্ম্মপথে একজন শ্রেষ্ঠ লোক হইল।

একবার গুরুতর শীতের সময়ে অবদোল্লা নেশাপুরের বাজারের পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এক জন দাসকে দেখিলেন যে, তাঁহার গাত্রে একখানা সামান্য অঙ্গাচ্ছাদন মাত্র, সে শীতে কাঁপিতেছে। তাহাকে তিনি বলিলেন "একটি জোব্বা ক্রয় করিয়া দিতে তুমি তোমার প্রভুর নিকটে কেন প্রার্থনা করিতেছ না?" দাস বলিল "আমি আর তাঁহাকে কি বলিব, তিনি স্বয়ং দেখিতেছেন ও জানিতেছেন।" ইহা শুনিয়া অবদোল্লা আনন্দে বিহ্বল হইয়া উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "দাসের নিকটে ধর্ম্ম শিক্ষা কর।"

একদা মহর্ষি কোন বিপদে পড়িয়াছিলেন। বহু লোক তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে তাঁহার নিকটে গিয়াছিল। এক জন অগ্নিপূজকও উপস্থিত হয়, সে বলে কোন বিপদে পতিত হইয়া মূর্খ লোক তিন দিবস অন্তর যে উপায় গ্রহণ করে জ্ঞানী প্রথম দিনেই তাহা অবলম্বন করিয়া থাকেন।" অবদোল্লা বলিলেন "এই কথা লিখিয়া রাখ, ইহা জ্ঞানের কথা।"

এক ব্যক্তি অবদোল্লার নিকটে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিও।" সে বলিল "ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন" তিনি বলিলেন "সর্ব্বদা এইভাবে থাকিবে যেন ঈশ্বরকে দেখিতেছ।" তিনি জীবদ্দশায় সমুদায় ধন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। একদা এক জন অতিথি উপস্থিত হয়, তিনি তাহার আতিথ্য সৎকারে আপনার যাহা কিছু ছিল ব্যয় করেন। তাহাতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তিনি বলিলেন "যে স্ত্রী আমার সঙ্গে বিবাদ করে তাহাকে গৃহে রাখা উচিত নয়।" কাবিনের সত্য বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। দৈব ঘটনায় এক জন ধনীর কন্যা সভায় আসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। উপদেশে তিনি মুগ্ধ হন, গৃহে যাইয়া অবদোল্লার সহধর্ম্মিণী হওয়ার প্রার্থনা পিতাকে জ্ঞাপন করেন। সেই ধনবান্ পুরুষ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার যৌতুক সহ কন্যাকে অবদোল্লার হস্তে সমর্পণ করেন। তৎপর মহর্ষি স্বপ্নে এরূপ বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন "আমার উদ্দেশ্যে এক স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলে এই দেখ তাহার বিনিময়। জানিও আমার নিকটে কেহ ক্ষতি স্বীকার করে না।"

মহর্ষি অবদোল্লা মৃত্যুকালে নিজের সমুদায় সম্পত্তি ফকিরদিগকে দান করেন। তখন এক শিষ্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আর্য্য, আপনার তিনটি কন্যা আছে, আপনি সংসার হইতে প্রস্থান করিতেছেন। কন্যাদিগকে কিছু দান করুন, ইহাদের কি গতি করিলেন?" তিনি "সাধুর গতি ঈশ্বর।" কোরাণের এই বচনটি উচ্চারণ করিয়া বলিলেন "অবদোল্লা কাহার উপর বিধাতা হওয়া অপেক্ষা, তাহার উপর ঈশ্বর বিধাতা হওয়াই শ্রেয়ঃ।" প্রাণ ত্যাগের সময় তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া হাসিতে হাসিতে দুই একটি ধর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন।

উক্তি।

ঈশ্বরেতে শান্তি, দীনতার প্রতি প্রীতি বৈরাগ্য।

যে ব্যক্তি দাসত্ব অন্নের স্বাদ গ্রহণ করে না তাহার কখন আস্বাদন শক্তি হয় না।

লোকের নিকটে যিনি উচ্চ পদস্থ, তাঁহার উচিত যে আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়া দেখেন।

সংসারের ভিক্ষুক এইরূপ, ঈশ্বরের ভিক্ষুক কি প্রকার? উত্তর—ঈশ্বর-প্রেমিকদিগের মন কখন স্থির হয় না, অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রার্থী থাকে। যে জন দণ্ডায়মান হইল সে নিজের স্থিতি নিরূপিত করিল।

ঈশ্বরের নিকট যাইবার পথ কত দূর ও তাহা কিরূপ? যদি তাঁহাকে জ্ঞাত হও পথও তাঁহার মধ্যে প্রাপ্ত হইবে।

তাপস আবু হেফ্জ খোরাসানী।

তাপস আবু হেফ্জ ভজন সাধনে, উৎসাহে ও সারল্যে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি দৃঢ় সত্যব্রত, প্রেমোন্মত্ত প্রমুক্ত চিত্ত লোক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় তাঁহার দৃষ্টান্ত ছিল না। তিনি আবু ওস্মান হয়রির শিষ্য ছিলেন। তাপসবর শাহশোজা কের্ম্মাণ হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করেন এবং তাঁহার সঙ্গে বগদাদে মহর্ষিগণকে দর্শন করিতে যান। আবু হেফ্জ খোরাসান নিবাসী ছিলেন, তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন এইরূপে হয়।

প্রথম অবস্থায় তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত ছিল। এক সময়ে তিনি একটী যুবতীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই স্ত্রীলোকটীকে না না উপায়ে বশীভূত করিতে না পারিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। একদা কেহ তাঁহাকে এই পরামর্শ দেয় যে "নেশাপুরে এক ঐন্দ্রজালিক ইহুদি বাস করে তাহার নিকটে যাও, মন্ত্রবলে সে তোমার মনোরথ সিদ্ধির উপায় করিয়া দিবে"। আবু হেফ্জ তাহাই করিলেন, সেই ইহুদির নিকটে যাইয়া স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহার সাহায্য প্রার্থী হইলেন। তখন ইহুদি বলিল "আমি কয়েকটী নিয়ম বলি, তাহা সম্পূর্ণ রূপে পালন করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম ও উপাসনাদি করিবে না, মনের মধ্যে কোন সাধু সঙ্কল্প রাখিবে না, তাহা

হইলে আমি জাদু করিব ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দিব।" আবু হেফ্‌জ তাহাতেই সম্মত হন।

চল্লিশ দিন সেরূপ আচরণ করিয়া পুনর্ব্বার উক্ত ইহুদির নিকটে আগমন করেন। তখন ইহুদি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রক্রিয়া সকল করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। সে আপনার বিদ্যা বিফল দেখিয়া আবু হেফ্‌জকে বলিল "চল্লিশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তুমি কোন পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছে, উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখ। তাহা না হইলে আমরা জাদু কখনও নিষ্ফল হইত না।" আবু হেফ্‌জ বলিলেন 'এই চল্লিশ দিনের মধ্যে আমি কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করি নাই, কিন্তু একদিন চলিয়া যাইতে ছিলাম পথে একটা প্রস্তর পড়িয়াছিল উহা পায়ে লাগিলে কেহবা ব্যথা পায় এই মনে করিয়া সরাইয়া রাখিয়া ছিলাম, এই মাত্র জানি।" ইহুদি বলিল "প্রভুকে আর আঘাত করিও না, চল্লিশ দিন তুমি তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছ, তথাপি দেখ তাঁহার কত দয়া! তুমি যে একটী সৎকর্ম্ম করিয়াছ তাহা তিনি বিফল হইতে দেন নাই, সেই একটী পরোপকারের জন্য তোমাকে মহাপাপে পতিত হইতে বাধা দিলেন"। ইহুদির এই কথায় আবু হেফ্‌জের হৃদয়ে অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর কখন দুষ্কর্ম্ম করিবেন না বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। সেই হইতে তাঁহার জীবনের স্রোত স্বর্গের দিকে ধাবিত হইল। তিনি লৌহকারের ব্যবসায় করিতেন, তখনও সেই ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন দিবা ভাগে লোহার কায করিতেন, তাহাতে প্রত্যহ প্রায় তিনি টাকা লাভ হইত, উহা তিনি দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন, এবং দুঃখিনী অনাথদিগের সাহায্যের জন্য তাহাদিগের গৃহে মুদ্রা এরূপ গোপনে রাখিয়া আসিতেন তিনি যে উহা দান করিয়াছেন কেহ তাহা জানিতে পারিত না। প্রতিদিন রোজা (উপবাসব্রত) পালন করিয়া সায়ং কালীন উপাসনান্তে স্বয়ং ভিক্ষা করিতে যাইতেন। ভিক্ষালব্ধ যৎ সামান্য অন্ন ভোজন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বহুকাল এই ভাবে গত হয়। এক দিন লোহা পিটিতে ছিলেন, এমন সময় এক জন অন্ধ একটি গভীর ভাবপূর্ণ শ্লোক সুর করিয়া পড়িতে পড়িতে বাজারের পথ দিয়া যাইতেছিল। আবু হেফ্‌জ সেই শ্লোক শুনিয়া তাহার ভাবে

এমন মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ছিল না। তিনি গাঢ় অন্যমনস্ক ভাবে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া হাতুড়ী দ্বারা পিটিবার জন্য সহকারী কর্ম্মকারদিগের নিকট ধারণ করিয়াছিলেন। তখন সহকারিগণ তাঁহাকে এবিষয়ে চৈতন্য করিয়া দেয়। এই ঘটনার পরেই আবু হেফ্জ দোকান উঠাইয়া দেন। তিনি বলিয়াছেন যে " আমি কত সময় ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে কোন সুযোগে একার্য্য পরিত্যাগ করিব, করিতে পারি নাই। এক্ষণে এই বচনটি আমাকে আক্রমণ করিল, ও আমাকে আমা-হইতে হরণ করিয়া লইল, আমি কায হইতে হস্তোত্তলন করি নাই, কায আমা হইতে হস্তোত্তলন করিয়াছে।" তৎপর কঠিন সাধনা আরম্ভ করেন; নির্জ্জনতায় ও ধ্যানে প্রবৃত্তন হন; তিনি শেষ জীবনে দেওয়ানা (ধর্ম্ম ক্ষিপ্ত) হইয়া উঠেন তাঁহার সেই ক্ষিপ্ততার মধ্যে অনেক মাধুর্য্য ছিল। ক্ষিপ্তাচারের কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ওস্মান হয়রি বলিয়াছেন যে "এক দিন আমি মহর্ষি আবুহেফ্জের নিকটে যাইয়া দেখি কয়েকটি দ্রাক্ষা ফল সম্মুখে স্থাপিত আছে। আমি একটি দ্রাক্ষা তুলিয়া মুখে প্রদান করিলাম। আবুহেফ্জ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন অনিষ্টকারিণ্; 'তুমি আমার দ্রাক্ষা কেন খাইলে, আমি বলিলাম আমি তোমার মন জানি, তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে, তোমার যাহা আছে নিঃস্বার্থ ভাবে তুমি তাহা আমাকে দিতে পার। তখন আবুহেফ্জ বলিলেন হে মূর্খ, আমি নিজের মনকে বিশ্বাস করি না, তুমি আমার মনে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিলে? আমি অনেক কাল পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিতেছি নিজের মনের ভাব জানিব, জানিতে পারিতেছি না। যে ব্যক্তি নিজে নিজের অন্তর জানে না তাহার অন্তর অন্যে কি প্রকারে জানিবে?"

এক দিন আবুহেফ্জকে তাঁহার বন্ধু ওস্মান বলিয়াছিলেন যে " আমি সভাতে উপদেশ দিব, মন বড় উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছে।" আবুহেফ্জ জিজ্ঞাসা করিলেন " কিসে তোমাকে এরূপ উৎসাহিত করিল।" ওস্মান বলিলেন " লোকের প্রতি দয়া" আবুহেফ্জ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন " তোমার সেই দয়ার সীমা কত দূর?" ওস্মান বলিলেন

"এত দূর যে যদি ঈশ্বর আমাকে নরকে প্রেরণ করেন মানব জাতির প্রতি সেই দয়ার অনুরোধে আমি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।" আবুহেফ্‌জ বলিলেন "ভাল, উপদেশ দান কর।" আবু ওস্‌মান উপদেশ দানের জন্য সভায় উপস্থিত হন। তখন আবুহেফ্‌জ উপনীত হইয়া এক পার্শ্বে গুপ্ত ভাবে বসিয়া থাকেন। উপদেশ শেষ হইবা মাত্র এক জন ভিক্ষুক আসিয়া সভাতে বস্ত্র প্রার্থনা করিল। ওস্‌মান তৎক্ষণাৎ নিজের গাত্রাবরণ তাহাকে প্রদান করিলেন। ইহা দেখিয়াই আবুহেফ্‌জ উঠিয়া বলিলেন "উপদেশ বেদিকা হইতে অবতরণ কর, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ"। ওস্‌মান জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মিথ্যা বলিয়াছি"? অবুহেফ্‌জ বলিলেন "তুমি অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলে যে লোকের প্রতি আমার অসীম দয়া, কিন্তু দানের বেলা তাহার বিপরীত আচরণ করিলে। অন্য লোককে তুমি দানের পুণ্য হইতে বঞ্চিত রাখিলে। তোমার এই সত্বর দানের জন্য আর কেহই দুঃখীকে দান করিবার অবকাশ পাইল না। এটী ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কায হইয়াছে। এ জন্য তুমি মিথ্যাবাদী। বেদীতে মিথ্যাবাদী স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।"

শব্‌লীরোখ নামক একজন ধার্ম্মিক চারি মাস কাল অতিথিরূপে আবু হেফ্‌জকে আপন আলয়ে রাখিয়া প্রতিদিন নূতন অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি যোগাইয়া সেবা করিয়াছিলেন। আবু হেফ্‌জ বিদায় হইয়া যাইবার সময় বলিলেন "শবলী! তুমি এক সময় নেশাপুরে আমার আলয়ে গমন করিও, পুরুষকার কিরূপ ও আতিথ্য সৎকার কিরূপে করিতে হয় আমি তোমাকে শিক্ষা দিব"। শব্‌লী কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কি অন্যায় করিয়াছি"? আবু হেফ্‌জ বলিলেন "অন্যায় আর কি কষ্ট স্বীকার করিয়াছে। এরূপ ক্লেশ বহন পুরুষকার নহে। অতিথি সৎকার এপ্রকার করিবে, যেন অতিথির আগমনে আপনার উপর কোন ভার বোধ না হয়, যদি অতিথির শুশ্রূষাতে ক্লেশ স্বীকার কর তবে তাহার উপস্থিতে তোমার ভার বোধ ও গমনটী আহ্লাদের কারণ হইবে। অতিথি সম্বন্ধে যাহার এপ্রকার অবস্থা হয় তাহার পুরুষকার নহে।" অতঃপর শব্‌লী একদিন নেশাপুরে যাইয়া আবুহেফ্‌জের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন। সেই

দিন এক চল্লিশ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। আবু হেফ্‌জ একচল্লিশটী দীপ জ্বালিয়াছিলেন। শব্‌লী বলিলেন "অদ্য তুমি কষ্ট স্বীকার করিয়া এতগুলি দীপ জ্বালিলে কেন?" তিনি বলিলেন "শব্‌লী, আমি তোমাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করি নাই,। অতিথি ঈশ্বরের প্রেরিত, ঈশ্বরের প্রিয়দান, এই একচল্লিশটী অতিথির জন্য একচল্লিশটী কৃতজ্ঞতার দীপ জ্বালিয়াছি।"

একদা তাঁহার কোন প্রতিবেশীর আলয়ে শাস্ত্রপাঠ হইতেছিল। সকলে তাহা শ্রবণ করিতেছিল। কেহ আবুহেফ্‌জের নিকটে যাইয়া বলিল "আপনি কেন শাস্ত্রীয় কথা শ্রবণ করিতে আসিতেছেন না।" তিনি বলিলেন যে "ত্রিশ বৎসর যাবৎ ইচ্ছা করিতেছি যে একটী শাস্ত্রীয় উক্তি জীবনে প্রতিপালন করিব। তাহা পারিতেছি না। এ অবস্থায় অপর শাস্ত্রীয় উক্তি আর কেমন করিয়া শ্রবণ করি।" সে জিজ্ঞাসা করিল "সেই উক্তিটী কি?" তিনি বলিলেন "যে বিষয় আত্মাকে সংশোধন করে না তাহা যিনি পরিত্যাগ করেন তিনিই সাধুপুরুষ, এই উক্তি।"

মহর্ষি আবুহেফ্‌জ খোরাসান প্রদেশের লোক ছিলেন, আরবী ভাষা জানিতেন না। তিনি মক্কায় যাত্রা করিয়া যখন বগ্দাদে উপনীত হইলেন, তখন শিষ্যগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে এক জন অনুবাদকের প্রয়োজন, তাহা হইলে খোরাসানের সাধুর উক্তি এখানকার লোকেরা বুঝিতে পারিবে। বগ্দাদে মহর্ষি আবুহেফ্‌জের আগমন এই সংবাদ মহর্ষি জনিদ অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিবার জন্য নিজের শিষ্যদিগকে পাঠাইয়া দেন। কথিত আছে আবুহেফ্‌জ জনিদের কুটিরে আসিয়াই আরবি ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বগ্দাদ নিবাসিগণ তাঁহার ভাষা নৈপুণ্যে চমৎকৃত হইলেন। বহুসংখ্যক মান্য লোক তাঁহার নিকটে আসিলেন ও মহত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। আবুহেফ্‌জ বলিলেন "ভাষা জ্ঞান আপনাদের আছে, আপনারা বলুন।" জনিদ বলিলেন "আমার নিকটে ইহাকে মহত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় যে, যে সকল মহৎ কার্য্য করা তাহা নিজের বলিয়া দর্শন না করা, যাহা করিবে বলিবে না যে তাহা আমি করিয়াছি, নিজের সঙ্গে সেই কার্য্যের সম্বন্ধ রাখিবে না।" আবুহেফ্‌জ বলিলেন "আপনি যাহা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমার নিকটে মহত্ত্ব,

নিজে ন্যায় ব্যবহার করা অন্যের নিকটে ন্যায় ব্যবহারের প্রার্থী না থাকা।" তখন জনিদ বলিলেন "বন্ধুগণ ইহা কার্য্যে পরিণত করুন।" আবু হেফ্‌জ বলিলেন " বাস্তবিক ইহা কথায় হয় না।" এই কথা শুনিয়া জনিদ বলিলেন " বন্ধুগণ, আদম ও তাঁহার সন্তানগণের উপর আবু হেফ্‌জ মহত্ত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি মহত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন আমরা তদ্রূপ মহত্ত্বের পথ প্রাপ্ত হই নাই।"

আবুহেফ্‌জ শিষ্যদিগকে অতি সভয় ও বিনম্র রাখিতেন। কোন শিষ্য তাঁহার ভয়ে তাঁহার নিকটে কথা বলিতে সাহসী হইত না, তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিত না, তাঁহার নিকটে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিত, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত কাহার বসিবার ক্ষমতা ছিল না। আবুহেফ্‌জ বাদশার ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। জনিদ জিজ্ঞাসা করিলেন " অনুবর্ত্তীদিগকে কি তুমি রাজ সভার নীতি শিক্ষা দিতেছ?" আবু হেফ্‌জ বলিলেন "তুমি পূর্ব্বে পুস্তকের শিরোনামের প্রতি মনোযোগ করিতেছ না, শিরোনাম দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায় পুস্তকে কি আছে।"

মহর্ষি আবু হেফ্‌জের এক জন শিষ্য অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। জনিদ কয়েকবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার বিনম্র ব্যবহারে সন্তোষ লাভ করিলেন। আবুহেফ্‌জকে জিজ্ঞাসা করিলেন " এই যুবক কতকাল যাবৎ আপনার নিকটে আছেন?" তিনি বলিলেন " দশ বৎসর যাবৎ আছে।" মহর্ষি জনিদ্ বলিলেন "এ যুবক পূর্ণ নম্র, অত্যন্ত সুশীল।" আবুহেফ্‌জ বলিলেন " হাঁ সত্য, এ সহস্র সহস্র টাকা আমার পথে বিসর্জ্জন করিয়াছে। এইক্ষণও আমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করে তাহার এমন সাহস হয় নাই।"

এই সকল কথোপকথনের পর আবু হেফ্‌জ বগদাদ হইতে যাত্রা করিয়া প্রান্তর আশ্রয় করেন। তিনি বলিয়াছেন "ষোল দিবস জল পাই নাই। এক দিন এক জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হই, সেখানে বসিয়া বিদ্যা ও বিশ্বাস এই দুইয়ের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ ভাবিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আবু তোরাব নখশ্‌বী উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে বসিয়া আছ কেন?" আমি উক্ত বিষয় জানাইয়া বলিলাম

যে "যদি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয় জল পান করিব, বিশ্বাস বড় হইলে চলিয়া যাইব।" আবুতোরাব বলিলেন " তোমার জীবন শ্রেষ্ঠ হইবে।"

তখন মহর্ষি আবু হেফ্জ মক্কায় উপনীত হইয়া বহুসংখ্যক দুঃখী কাঙ্গালকে উদ্বিগ্ন ও অবসন্ন দেখিলেন। ইচ্ছা করিলেন তাহাদিগকে কিছু দান করেন। মনে এক প্রকার ভাব প্রবল হইল, প্রস্তর উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন " তোমার গৌরবের শপথ করিতেছি, যদি আমাকে কিছু দান না কর আমি এই মস্জেদের সমুদায় দীপাধার ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" ইহা বলিয়া কাবা প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হস্তে মুদ্রা পূর্ণ এক থলে প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। তিনি দীন দুঃখীদিগকে তাহা দান করিলেন। আবুহেফ্জ হজ্জ করিয়া বগ্দাদে আসিলেন। তথাকার বন্ধুগণ আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

আবুহেফ্জ বলিয়াছেন যে "ত্রিশ বৎসর আমি ঈশ্বরকে ক্রোধান্বিত দেখিতেছিলাম, যেন তিনি ক্রোধভরে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছেন। সেই অবস্থায় আমার কেমন ভয় ও সন্তাপ ছিল।"

আবুহেফজের যখন ক্রোধ হইত তখন আমোদের কথা বলিতেন, তাহাতে তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইত, পরে অন্য কথায় প্রবৃত্ত হইতেন।

মহমন নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে "বাইশ বৎসর আমি মহর্ষি আবুহেফ্জের সহবাসে ছিলাম। আমি তাঁহাকে কখন ঔদাসিন্য বা আমোদের ভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে দেখি নাই। তিনি যখন ঈশ্বরের নাম করিতেন তখনই তাঁহার ভাবান্তর হইত। হৃদয়ের যোগ, শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে তিনি ঈশ্বর স্মরণ করিতেন। যিনি তখন উপস্থিত থাকিতেন তিনি তাঁহাকে রূপান্তর দেখিতেন।"

মৃত্যুকালে তিনি বলিয়াছিলেন যে স্বীয় অপরাধ সকলের জন্য সর্ব্বতো ভাবে ভগ্নহৃদয় থাকা আবশ্যক।

উক্তি।

যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় নিজের মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা দর্শন করে আশা করি সে মৃত্যুর অধীন হইবে না।

পরমেশ্বরেতে নির্ভয় হইবে, অসি আছে বলিয়া নির্ভয় হইবে না।

সেবাতে শরীরের জ্যোতিঃ, বিশ্বাসে প্রাণের জ্যোতিঃ।

এক দ্বারের উপযুক্ত হও, সকল দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত হইবে।

বাধ্যতা কি? যাহা কিছু তোমার তাহা পরিত্যাগ করিবে, যাহা তিনি আদেশ করিবেন তাহা পালন করিবে ইহাই বাধ্যতা।

তুমি কি ভাবে ঈশ্বরের নিকটে আসিয়া থাক? যে ভিক্ষুক, সে দীনতা কাতরতা সহ ভিন্ন অন্য কি ভাবে ধনীর নিকটে আইসে?

নিজের হৃদয়কে বিনীত দেখিতে যিনি ভাল বাসেন, বল তিনি যেন সাধু সঙ্গ করেন ও সাধু সেবায় প্রবৃত্ত থাকেন।

যে জন ঈশ্বরকে বস্তুতে দর্শন করে বস্তু ঈশ্বরেতে দর্শন করে না সত্যই অন্ধ সে ব্যক্তি। ঈশ্বর হইতে যাঁহার দৃষ্টি সৃষ্টির মধ্যে তিনিই চক্ষুষ্মান্।

দীনতা কি? ঈশ্বরের নিকটে আন্তরিক ভগ্নতা প্রকাশ করা।

ঈশ্বরপ্রেমিকের লক্ষণ কি? সেই ব্যক্তি মৃত্যু কালে আনন্দিত হন, অর্থাৎ তিনি এরূপ নির্ম্মুক্তভাবে সংসার হইতে বাহির হন যে আমার বলিয়া তাঁহার দাবি করিবার কোন বস্তু থাকে না।

জ্ঞানী কে? যিনি স্বীয় মানবীয় প্রকৃতি হইতে মুক্তি অন্বেষণ করেন।

কৃপণতা কি? প্রার্থী হওয়ার কালে যে ব্যক্তি স্বার্থত্যাগে ক্ষান্ত থাকে।

ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্যে নিজের লাভ অপেক্ষা ভ্রাতৃগণের লাভ অগ্রগণ্য করা অন্যের জন্য স্বার্থত্যাগ।

যে ব্যক্তি বিষয়ের প্রার্থী তাহার উদ্দেশ্যে তোমার বিষয় উৎসর্গ করা, ঈশ্বরের অভিমুখে তোমার গতি হওয়া, মহত্ত্ব।

যে উপলক্ষযোগে দাস ঈশ্বরের সান্নিধ্য অন্বেষণ করে উহাই শ্রেষ্ঠ উপলক্ষ। তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় দীনতা, সকল কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পথ আশ্রয়, বৈধ জীবিকা অন্বেষণ।

যে ব্যক্তি সকল সময়ে আপনাকে কলঙ্কিত না দেখে এবং নিজের বিপক্ষ না হয় সে অহঙ্কারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রসন্নতার দৃষ্টিতে আপনাকে দেখে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

ঈশ্বরভয় মনের দীপ, এই দীপে অন্তরের দোষ গুণ দর্শন করা যায়।

কিছু গ্রহণ করা অপেক্ষা কিছু দান করাকে যাহার নিকটে শ্রেষ্ঠ বোধ না হয় তাহাদ্বারা প্রকৃত ফকিরী হয় না।

যে ব্যক্তি দান করে গ্রহণ করে না সে মনুষ্য, যে ব্যক্তি দান করে ও গ্রহণ করে সে অর্দ্ধ মনুষ্য, যে ব্যক্তি দান করে না কেবল গ্রহণ করে সে মনুষ্য নয় মক্ষিকা, তাহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

তাপস আবুবেকর ওয়াসতী।

তাপস আবুবেকর তপস্বিকুলের অগ্রণী, নিগূঢ় তত্ত্বদর্শী, অনুপম একত্ব বাদী ছিলেন। তাঁহার সময়ে তাদৃশ উন্নত লোক কেহ ছিল না। নিঃসঙ্গতা, একত্ববাদ ও আত্মসমর্পণ বিষয়ে তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মহর্ষি জনিদের প্রাচীন অনুবর্ত্তীদিগের একজন ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার বাসস্থান ফরগণায় ছিল, পরে তিনি ওয়াসতে যাইয়া বাস করেন। আবুবেকর যদিচ পরিশেষে সকল রসনায় প্রশংসিত, সকল হৃদয়ের গৃহীত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই সময়ে এমন লোক ছিল না যে তাঁহার শত্রু হইয়া দণ্ডায়মান হয় নাই। যেহেতু তিনি অতি উচ্চ বিষয়, গভীর ভাব ও গূঢ় তত্ত্বের কথা বলিতেন। কাহার সাধ্য ছিল না যে তাহা হৃদয়ঙ্গম করে। তিনি যেরূপ বিদ্যা লাভ ও তপঃসাধনাদি করিয়াছিলেন তাহা কেহ অন্তরে ধারণ করিতে পারিত না। তাঁহার ভাব না বুঝিতে পারিয়া লোক সকল তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার যেমন সমুদয় কার্য্যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ছিল এরূপ অন্য কাহার ছিল না। তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট একত্ববাদ কেহ প্রচার করিতে পারেন নাই। তিনি সত্তর নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, যে নগরে আগমন করিতেন সত্বরই তথাকার লোক তাঁহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিত। পরে তিনি বাওর্দে যাইয়া স্থিতি করেন। বাওর্দের লোক তাঁহার নিকটে সমবেত হইল, কেহই তাঁহার উক্তির মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। গোলযোগ উপস্থিত হইল। তথা হইতেও তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তৎপর মরওতে আগমন করিলেন, এবং মরও নিবাসিগণ কর্তৃক গৃহীত হন। পরে সে স্থানে তিনি জীবন যাপন করেন।

মহর্ষি আবুবেকর বলিয়াছেন যে "একদিন আমি উদ্যানে ছিলাম, আমার মস্তকের উপর একটি চটক পক্ষী উড়িতেছিল। আমি তাহাকে ধরিলাম ও তাচ্ছল্য ভাবে হস্তমুষ্টিতে বদ্ধ করিয়া রাখিলাম, তখন সেই জাতীয় অপর একটি পক্ষী আমার মস্তকের উপর উড়িয়া ডাকিতে লাগিল। আমি মনে করিলাম এ, হস্তস্থিত পতঙ্গের মাতা বা ভার্য্যা হইবে, অন্তর ব্যথিত হইল, তাহাকে হস্তচ্যুত করিলাম, উহা মরিয়া গিয়াছিল। ইহাতে মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল, শরীরে ব্যাধির সঞ্চার হইল, এক বৎসর কাল ব্যাধিগ্রস্ত ছিলাম। একদিন রাত্রিতে মহাপুরুষ মোহম্মদকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিলাম ' আর্য্য, একবৎসর যাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা করিতে পারিতেছি না, বসিয়া উপাসনা করিতেছি, রোগ বিশেষরূপে শরীরকে অধিকার করিয়াছে, দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি।" তিনি বলিলেন " চটক পক্ষী প্রভুর নিকটে তোমার নামে অভিযোগ করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি এই শাস্তি পাইতেছ।" ইহার পর একদিন একটি সর্প মার্জ্জারশাবক মুখে করিয়া চলিয়াছিল, আমি সর্পকে লগুড় আঘাত করিলাম, সর্প শাবক ফেলিয়া পলায়ন করিল, মার্জ্জারী আসিয়া শাবকটিকে লইয়া গেল। এই ঘটনার পরই আমি আরোগ্য লাভ করিলাম, দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়িতে সক্ষম হইলাম। রজনীতে প্রেরিত মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আর্য্য, অদ্যই আমার রোগের উপশান্তি হইল কারণ কি?" তিনি বলিলেন " মার্জ্জারী ঈশ্বরের নিকটে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, এই কারণ।"

একদিন আবুবেকর বন্ধুগণ সহ গৃহে বসিয়া ছিলেন। সেই গৃহে ছিদ্র ছিল, উক্ত ছিদ্রের ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সেই কিরণরেখায় সহস্র সহস্র রেণু সঞ্চারিত হইতেছিল, মহর্ষি তাহা দেখিয়া বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন " এই সকল রেণুর সঞ্চরণ দেখিয়া তোমাদের মন কি বিক্ষিপ্ত হইতেছে?" তাঁহারা বলিলেন " না।" তখন তিনি বলিলেন "সমস্ত ভুবন, ও ভুবনস্থ সমুদায় পদার্থ বিদোলিত হইলেও যাঁহার মন কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হয় তিনিই একত্ব বাদী"।

একদা বাতুলালয়ের এক বাতুল হা হু ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। আবুবেকর তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পদে

এই কঠিন শৃঙ্খল রহিয়াছে, এমন অবস্থায় তোমার আনন্দ করিবার বিষয় কি?" ক্ষিপ্ত বলিল "রে নির্ব্বোধ, বন্ধন আমার পদে আছে অন্তরেত নয়?"

কেহ মহর্ষিকে বিশ্বাসের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি বলেন "পুরুষ চল্লিশ বৎসর পৌত্তলিকতায় যাপন করিয়া বিশ্বাস লাভ করে।" লোকে এই কথার তাৎপর্য্য জিজ্ঞসা করিলে বলিলেন "চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলে মহাপুরুষ মোহম্মদ প্রত্যাদেশ লাভ করেন, পূর্ব্বে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না এরূপ নয় কিন্তু প্রেরিতত্ব লাভের পর যে বিশ্বাসের পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন পূর্ব্বে তাহা ছিল না। যে পর্য্যন্ত তুমি কামাদির অনুচর সে পর্য্যন্ত পৌত্তলিক। কামাদিরিপুর অধীনতারূপ পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত না হইলে কেহ প্রকৃত বিশ্বাসে উপনীত হইতে পারে না।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল "কেহ কি মহাপুরুষ মোহম্মদের পদ অতিক্রম করে নাই?" তিনি বলিলেন "কেহই না, যে ব্যক্তি স্পর্দ্ধা করে যে কেহ তাঁহার পদ অতিক্রম করিয়াছে বা করিতে পারে সে বিমূঢ়। সাধুর উন্নতির চরমাবস্থা মহাপুরুষের উন্নতির আরম্ভ স্বরূপ।"

মৃত্যু কালে কেহ কেহ তাঁহার নিকটে উপদেশ চাহিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের অভিপ্রায় আপনার জীবনে রক্ষাংকর।" অন্য একজন উপদেশ চাহিলে বলিলেন "সময় ও জীবনে সাবধান হইও।"

উক্তি।

ঈশ্বরের নামোচ্চারণ বিস্মরণকারী অপেক্ষা নাম স্মরণ কারীর ঈশ্বরে উপেক্ষা অধিক হয়। তাঁহাকে স্মরণ করিবার কালে তাঁহার নাম বিস্মৃত হইলে ক্ষতি নাই, তাঁহার নাম স্মরণ করিতে যাইয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেই অনিষ্ট। এইরূপ নাম স্মরণে নাম বাচ্যহীন হয়। অতএব বচনজ্ঞানহীন বাচ্যবিমুখ হওয়া অপেক্ষা, বচনজ্ঞান সহ বাচ্য বিমুখ হওয়া অধিক উপেক্ষাজনক। বিস্মৃতি ও দূরতার মধ্যে বিস্মরণকারীর বাচ্যাধিগমনের বোধ থাকে না। অতএব অধিগমনে বোধ হীন দূরত্ব অপেক্ষা অনধিগমনে অধিগমন বোধ হওয়া অধিকতর উপেক্ষার বিষয়। আমি বুঝিয়াছি এরূপ বোধ হইলে ঈশ্বরান্বেষীর মৃত্যু হয়। যে স্থানে বোধ গৌরব অধিক সেই স্থানে গভীরতা

অল্প, যথায় গভীরতা অধিক তথায় বোধ অল্প। বস্তুতঃ বোধ বুদ্ধি আলোচনায় হয় এবং বুদ্ধি মানসিক চেষ্টায় সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। নাম যোগীর ঈশ্বরেতে যোগ বা বিয়োগ হয়, যখন আপনার সঙ্গে বিয়োগ তখন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হয়, তখন নামযোগ থাকে না, দর্শন হয়। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে বিয়োগ আপনার সঙ্গে যোগ হয় তখনও নামযোগ থাকে না, তাহার বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদই উপেক্ষা।

ঈশ্বরের পথে মানব নাই, এবং মানবীয় পথে ঈশ্বর নাই, নিজের প্রতি যে উন্মুখ ধর্ম্মের প্রতি সে বিমুখ, ধর্ম্মের প্রতি যে উন্মুখ নিজের প্রতি সে বিমুখ; যে স্থানে তুমি ও তোমার, সেখানে তোমার শাস্ত্র, বিপরীত পথ। যে খানে নিঃস্বার্থতা সে খানে ধর্ম্মের ক্ষমতা, একত্ববাদের বিধি। একত্ববাদের বিধির গতি প্রেরিতত্ব রূপ নদীর দিকে, একত্ববাদের সত্য গভীর সমুদ্র। বিধির পথ চক্ষু, কর্ণ, বচন, উপলব্ধি ও ভাবের দিকে। এ সকল, বিষয়কে আকাঙ্ক্ষা করে, অংশিত্বে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে। অংশিত্ব হইতে একত্ব মুক্ত। পরমেশ্বরেতে অংশিত্ব নাই। মনুষ্য বিশ্বাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে, প্রেরিত পুরুষ দিগের হস্তাবলম্বনে তাহারা সৃষ্টি ও মানবীয় সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইয়া একত্ববাদের সমুদ্রে নিমগ্ন ও বিলীন হয়, কেহ তাহাদিগের চিহ্নও প্রাপ্ত হয় না। একত্ববাদের বিধি দীপস্বরূপ, এবং একত্ববাদের সত্য সূর্য্যস্বরূপ। সূর্য্য যখন স্বীয় ভুবনপ্রকাশক রূপের আবরণ উন্মোচন করে দীপের দীপ্তি তিরোহিত হয়; দিবাকরের দীপ্তির নিকটে দীপের দীপ্তির প্রভাব নাই। একত্ববাদের বিধি খণ্ডিত হয়, একত্ববাদের সত্য খণ্ডনার্হ নহে, ভাষা খণ্ডনার্হ, ভাষা অন্তঃকরণে খণ্ডিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যখন অন্তর মধ্যে উপনীত হয়, তখন তাহার বাক্য নিস্তব্ধ হইয়া থাকে, আবার আত্মাতে অন্তর খণ্ডিত হয়; তখন লোকে যাহা বলে তাঁহা হইতে (ঈশ্বর হইতে) ও তাঁহার প্রতি বলে। প্রকৃতিতে এই সকল উক্তি নহে, গুণেতে। গুণ সমুৎপন্ন হয়। প্রকৃতি-সূর্য্য রশ্মি জাল বিকীর্ণ করিয়া জলকে উত্তপ্ত করে, জলের গুণ উত্তাপ জন্মে, কিন্তু জলের প্রকৃতি জন্মে না। ঈশ্বর, বিরোধীদিগকে “জীবন হীন মৃত বলিয়াছেন। প্রকৃতি জীবনের ফল ভোগ করিলেই জীবন ধারণ

বলা যায়। সকল লোকে শারীরিক জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্বাসীর সম্বন্ধে এই উক্তি ;—" তাহারা তাহাদের ঈশ্বরের সহবাসে জীবিত।" পুরুষের কর্ত্তব্য যে বর্ত্মমুখে জীবন স্থাপন করিয়া, জীবনশূন্য হইয়া বর্ত্ম অতিক্রম করিতে থাকে। এ সকল মৃত লোক জীবিত, ঈশ্বরবিহীন জীবিত লোকেরা মৃত। যে ব্যক্তি শরীরে জীবিত, সে মৃত্যুতে জীবন ধারণ করে, শরীর মৃত্যু, শরীরের তিরোধানে তিরোধান নহে, যে স্থলে অস্তিত্ব সে স্থলে প্রাণ পর, এমতাবস্থায় শরীর কোন্ কার্য্যোপযোগী ?

শ্রবণ দর্শন বর্ণন চিন্তন কল্পনা এরূপ ওরূপ ইত্যাদি হইতে একত্ব-বাদ মুক্ত। এ সমুদায়ে মানবীয় বিকার আছে। একত্বদর্শন মানবীয় বিকার শূন্য। তিনি এক তাঁহার অংশী নাই, একত্ববাদের এই অভি-প্রায়। ঐশ্বরিক জ্যোতি হইতে এক বিদ্যুৎ দীপ্তি পায়। ফরাওণের ইন্দ্রজালের সঙ্গে মুসার যষ্টি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, মানবীয় ভাবের সঙ্গে সেই বিদ্যুৎ তদ্রূপ ব্যবহার করে। ঈশ্বর সর্ব্বোপরি, ঈশ্বরের জ্যোতি সমুদায় বস্তুকে আপনার পার্শ্বে আচ্ছাদন করে, এবং বলে তোমরা অস্তিত্বের প্রান্তরে আসিও না, গ্লানির অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে।

মহর্ষি দিগের বিবৃত তত্ত্ব একত্বের উদ্যান, মূল একত্ব নহে, যে স্থলে তাঁহার মহিমা ও গৌরব সে স্থলে মনুষ্যের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব দুই তুল্য, যেখানে ঈশ্বরের একত্বের প্রভাব সেখানে মনুষ্যের গৌরব অগৌরব দীনতা তুল্য। এই সকল লোক যে স্থলে শক্তি সেস্থলে প্রকাশিত, যে স্থলে একত্ব সে স্থলে তুমি নিজের অনস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পার না, নিজের অস্বীকারে শক্তি অস্বীকার করা হয়, এবং আপনাকে সত্য স্বীকার করিতে পার না, করিলে একত্বে আঘাত পড়ে। না তোমার অস্তিত্ব বলার অধিকার না অনস্তিত্ব বলার অধিকার আছে, শক্তি তোমাকে প্রকাশ করে, একত্ব তোমাকে দূর করে।

সমুদায় আকাশে ও পৃথিবীতে স্তব স্তুতির জিহ্বা আছে, কিন্তু অন্তঃ-করণ নাই। অন্তঃকরণ মনুষ্য ব্যতীত অন্য কাহার নাই। তাহাই অন্তঃকরণ যাহা লোভ আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বের পথ তোমার প্রতি বন্ধ করে, ও পথে তোমার নেতা হয়। অন্তরের রসনা চাই যেন সে তোমাকে

আপনারদিকে আহ্বান করে, বাক্যের রসনা নয়। এমন লোকের আবশ্যক যে মূক হইয়া বক্তা হয়, বক্তা হইয়া মূক না হয়। তুমি আপন বস্ত্রাভ্যন্তরে যে উপাস্য দেব প্রচ্ছন্ন আছে তাহাকে ভর্ৎসনা কর, ও আপনাকে ভর্ৎসনা করিতে চেষ্টা কর, শয়তানকে নয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর ন্যায় কামনার পথে সাধকের ও ঋতু আছে। কোন সাধক চিরকাল ঋতু যুক্ত থাকে, কখন শুদ্ধ হয় না। কাহার ঋতু নাই, তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ।

মানবস্বরূপের একটী অবস্থা বাক্য। সমুদয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বক্তা ছিলেন। যিনি আধ্যাত্মিক জিহ্বা লাভ করিয়াছেন এরূপ বলেন তাঁহারই বাক্য প্রযুক্ত। এরূপ লোক চাই যে বক্তা হইয়া মৌন থাকেন এবং মৌনাবস্থায় বক্তা হন। প্রথমতঃ রসনারূপ উৎসকে বন্ধ করা আবশ্যক, তাহা হইলে অন্তরের উৎসহ খুলিয়া যাইবে। ঈশ্বরের সুমিষ্ট বাক্যের সহস্র জিহ্বা অন্তরে আছে।

যেমন কাহাকে বিষ মিশ্রিত শরবত দান করা হয় তদ্রূপ অংশিবাদ মিশ্রিত খেলাত প্রেরিত হইয়াছে। কেহ অলৌকিকতার খেলাত কেহ জ্ঞানের লেখাত কেহ নিপুণতার খেলাত কেহ উপলব্ধির খেলাত পাইয়াছেন। যাঁহারা তাহাতে আসক্ত হইয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। যাহারা বিধির জ্যোতিতে গমন করে বিধান রাজ্যে তাহাদের বসতিস্থান। বৈরাগ্য, নিবৃত্তি, নির্ভর, সমর্পণ, ভারার্পণ, সন্তোষ, প্রেম, বিশ্বাস এসকল, যাহারা মনোরূপ বাহনের উপর আরোহণ করিয়া যান সেই পথিক দিগের পান্থনিবাস ও পথ। ইহারা আত্মার মন্দিরে ভৃত্য, ও তথাকার আবরণ সকল উন্মোচণ করে, তাহাতে পথিকগণ আত্মিক আলোকে নিকট হইতে নিকটতর হয়। যাহারা আত্মরূপ বাহনের উপর আরোহণ করিয়া পর্য্যটন করে তাহাদের এসকল গুণও অবস্থা নাই, না তথায় বৈরাগ্য, না নিবৃত্তি, না সমর্পণ, এখানে শবের অবস্থা।

প্রথমপদে সাধকের কর্ত্তৃত্ব থাকে, উন্নত হইলে তিনি কর্ত্তৃত্ব বিহীন হন, তখন তিনি নিজের অজ্ঞানতায় জ্ঞান আত্মবিনাশে জীবন অস্বাধীনতায় স্বাধীনতা দেখেন।

ধর্ম্মের বিরোধী অধর্ম্ম, একত্বের বিরোধী অংশিত্ব, বিশ্বাসের বিরোধী সন্দেহ, এসকল পথের আবরণ সাধকদিগকে অতিক্রম করা চাই, এসকল উপবীত ছেদন করা চাই, যে কার্য্যে তোমার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মনের সঙ্গে যোগ দান করে তুমি সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও।

যখন ঈশ্বর প্রকাশিত হন তখন বুদ্ধি অন্তর্হিত হয়, যতই ঈশ্বর মনুষ্যের নিকটবর্ত্তী হন ততই বুদ্ধি পলায়ন করে, যেহেতু বুদ্ধি দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের বোধ ও দুর্ব্বল। ঈশ্বরের সান্নিধ্যবর্ত্তী সাধুর নিকটে বুদ্ধিভ্রংস হওয়াই ঈশ্বরপরিচয় লাভের উপায়। সেবায় নিযুক্ত করিবার যন্ত্র বুদ্ধি, তাহা সত্য উপলব্ধি করিবার যন্ত্র নয়।

প্রেম, নির্ম্মলতা ও সত্যের সন্তান হওয়া অপেক্ষা অনাদি অনন্তের সন্তান হওয়া তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

নিঃসঙ্গতায় ও একত্বে দৃষ্টি থাকা অপেক্ষা ঈশ্বরের পথে নির্ব্বাণ লাভ করা শ্রেয়ঃ।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি ঈশ্বরের লক্ষ্য হইয়াছেন, এবং যে জন তাঁহার গুণ ও মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন ঈশ্বর তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছেন।

পরমেশ্বর তোমাকে জ্ঞান গৌরবে ও ক্রিয়াকলাপের উল্লাসে দর্শন করেন ইহা অপেক্ষা দরিদ্রতার ক্লেশে ও অবসন্নতা ও ভগ্নতার মধ্যে দর্শন করা শ্রেয়ঃ।

বিধির বিরোধী হওয়া নিকৃষ্টতর স্বভাব, অর্থাৎ তোমার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বিধি হইয়াছে, তুমি তাহার বহির্দিকে যাইতে চাহ, যাহা নিরূপিত হইয়াছে তুমি চেষ্টাযত্নে ও প্রার্থনা দ্বারা ফিরাইতে চাহ। ইহা উত্তম নয়।

পদার্থের প্রকাশক ও কার্য্যের কর্ত্তা কার্য্য অপেক্ষা সুলভ। এ অবস্থায় তুমি তাঁহার অংশী হইতে আকাঙ্ক্ষা কর?

সাধারণ লোক সেবার ভাবে থাকেন, বিশেষ ব্যাক্তি ঐশ্বরিক গুণেতে মহীয়ান্, তিনি ঈশ্বরের গুণ ও স্বরূপ ব্যতীত দর্শন করেন না, সাধারণ লোকে তাহাদের আন্তরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ ও সত্যের প্রকাশ ভূমি হইতে দূরতা জন্য সেই গুণ বহন করিতে সক্ষম নহে।

ঈশ্বরত্ব অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া সমুদায় নিয়ম প্রণালী বিলুপ্ত করে ও তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলে।

যখন তুমি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিবে তখন যোগ হইবে, যখন নিজের প্রতি দৃষ্টি করিবে তখন বিচ্ছেদ হইবে।

যে ঈশ্বর আমার সাধনায় আমার প্রতি প্রসন্ন ও আমার অপরাধে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ আমি সেই ঈশ্বরের প্রতি অসন্তুষ্ট, তিনি আমার ভাবেতেই বদ্ধ আমি তাঁহাকে লইয়া কি করিব।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্বর্গের জন্য পূজাকরে সে নিজের সেবক, যেব্যক্তি ঈশ্বরকে ঈশ্বরের জন্য পূজাকরে সে ঈশ্বরকে জানে না, ঈশ্বর তোমার সেবার আকাঙ্ক্ষা করেন না, তুমি মনে করিতেছ যে তাঁহার কায করিতেছ, না; তুমি নিজের কায করিতেছ।

সমুদয় দেহ অন্ধকার তাহার দীপ অন্তর্জ্যোতি, যাহার সেইদীপ নাই সে সর্ব্বদা অন্ধকারে বাসকরে

সাধুর লক্ষণ এইযে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে সম্মিলিত হন এবং অন্তরে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী থাকেন।

যে ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের দিকে দেখে এবং সমুদায় বস্তু ঈশ্বরেতে দর্শন করে সে ঈশ্বরেতে থাকিয়া সমুদায় পদার্থের আকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়।

নিজের স্থিতি ও গতির প্রতি বিশ্বাস চলিয়া যাওয়াই ঈশ্বরসেবা, যখন লোকের এই দুই ভাব রহিত হয় তখনই তাহারা প্রকৃত সেবাতে উপনীত হয়।

যে বৈরাগী পুরুষ সংসারীর প্রতি গর্ব্ব প্রকাশ করে সে বৈরাগ্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, তাহার অন্তরে সংসারের বাস্তবিকতা না থাকিলে তাহা হইতে বিমুখ হওয়ার জন্য অহঙ্কার করিত না।

তুমি কোন বিষয়ের বৈরাগ্য ও নিবৃত্তির জন্য কি গর্ব্ব করিতেছ? এসমুদায় ঈশ্বরের নিকটে মশকের পক্ষ অপেক্ষা অধিক মুল্যবান্ নয়।

যিনি বিশ্বাসের কথা বলেন ও যাঁহার অন্তর চিন্তার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান তিনি সুফি।
